শানে নুযূল

মূল সংকলক
মাহমুদ ইবনে জামিল
মিশর

সংকলক
মাওলানা ফজলুদ্দীন শিবলী

সম্পাদনা
মাওলানা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

পরিবেশক
নিউ
হামিদিয়া লাইব্রেরী
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ
নিউ হামিদিয়া লাইব্রেরী
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ
New Edition - 2013

হাদিয়া ঃ ৩০০..০০ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পায়ন
কালার কিং
বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

সংকলকের কথা

মহান আল্লাহ্‌র অযুত হাম্‌দ ও তাঁর রাসূলের প্রতি লাখো দরূদ

মানব মুক্তির মহাসনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিষয়ে সামান্য খেদমত জাতির সামনে তুলে ধরতে পারায় নিজকে ধন্য মনে করছি। আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কোন্ ভাষায় শোকর আদায় করবো, এ মুহূর্তে তা জানা নেই। এই মহৎ কাজ তিনি তৌফিক না দিলে এ অধমের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হতো না।

শানে নুযূল বিষয়ে বিক্ষিপ্ত কিংবা অপূর্ণাঙ্গ পুস্তক বাজারে দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য একখানা কিতাব সংকলন করব। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে কানযুন নুযূল (উর্দূ) কেতাবখানির বাংলা অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু এই কিতাবটি নেহায়েত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমি বৃহদাকারে লেখার আশা পোষণ করি। মাল-মসল্লা তো লাগবে। এ সময় শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জনাব মাওলানা আব্দুল মোমেন সাহেব (প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসা তাহফিজুল কুরআনিল কারীম) আসবাবে নুযূল ও লুবাবুন নুকূল কিতাব দু'খানা হাতে তুলে দিলেন। সেই থেকে শুরু। পরবর্তীতে দারুল ইহসানের লাইব্রেরী এ কাজে যথেষ্ট উপকারে এসেছে। এই লাইব্রেরী না থাকলে হয়ত তাফসীরের কিতাবগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে দু'বছরের টানা পরিশ্রমে এটি এখন পাঠকের হাতে। খুব সম্ভব শানে নুযূলের পূর্ণাঙ্গ কিতাব বাংলায় এই প্রথম। এই গ্রন্থে আমি যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য তাফসীরের রেওয়ায়েত সন্নিবেশের চেষ্টা করেছি। যে সব রেওয়ায়েত নিয়ে ভিন্নমত আছে, সেগুলোও সনাক্ত করে দিয়েছি। ভাষাও যথাসম্ভব সহজ করার চেষ্টা করেছি। এতে কতটুকু সফল হয়েছি, সে বিচার পাঠকের। এ বই দ্বারা সমাজের কারো যদি কুরআন বুঝার কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তা হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ্ এ নগণ্য শ্রম তাঁর দরবারে গ্রহণ করুন, এর উছিলায় অধমের পরকালীন নাজাত ও কল্যাণের ব্যবস্থা করুন – এই কামনা।

বিনয়াবনত

ফজলুদ্দীন শিবলী

২৬/১১/৯৯

প্রকাশকের আরজ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের যিনি মানব জাতির ইহ ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনের নির্দেশনা গ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম নাযিল করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম সাইয়েদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন রহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতি, যাঁর জীবন ছিল কোরআন মজীদের বাস্তব প্রতিফলন ক্ষেত্র।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা মাণিত হয়, আলকোরআনের খেদমত উভয় জাহানের কামিয়াবী ও উন্নত মর্যাদার উছিলা। হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড তাই প্রকাশনার জগতে এই খেদমতটিকেই অবলম্বন করে প্রায় শতাব্দীকাল অতিবাহিত করেছে। কোরআন পাক ও কোরআনবিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা অত্র লাইব্রেরীর প্রধান কাজ হিসেবে চলে এসেছে। বর্তমান শানে নুযূল গ্রন্থখানা সে ধারাবাহিকতায় নবতর সংযোজন মাত্র।

কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ অবতরণের প্রেক্ষাপট অবহিত হওয়া স্বয়ং কোরআনের মর্ম উপলব্দির জন্য আবশ্যক ও সহায়ক। একারণেই তাফসীরের গ্রন্থসমূহে শানে নুযূল বর্ণনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শুধুমাত্র শানে নুযূলসমূহের সংকলণগ্রন্থ আরবী ভাষায় প্রচুর পাওয়া যায়। উর্দু ভাষায়ও বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাংলায় এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের প্রকাশনা বাংলা ভাষায় ইসলামী প্রকাশনার একটি শূণ্যতা পূরণ করবে বলে আমরা মনে করি।

গ্রন্থখানার সকল দিক সুন্দর ও মার্জিত করতে আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তথাপি যদি কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে কিংবা মানোন্নয়নের কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাদেরকে জানালে কৃতার্থ হব। গ্রন্থখানা প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের সকলকে আমরা মোবারকবাদ জানাই এবং হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেডের পূর্বতন ও বর্তমান স্বত্বাধিকারীগণের জন্য পাঠকবর্গের নিকট দোয়া কামনা করি।

সূচী পত্র

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ عَلٰى مَا عَلَّمَنَا الْحِكْمَةَ وَالْقُرْاٰنَ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الَّذِىْ اَعْطَاهُ الْفُرْقَانَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْعِرْفَانِ ـ وبعد :

শানে নুযূল কি ?

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানবজাতির ইহ ও পরকালীন কল্যাণ ও সাফল্যের চূড়ান্ত নির্দেশিকা হিসাবে যে মহাগ্রন্থ নাযিল করেছেন, সেই আল-কুরআনুল কারীম মহানবী (সঃ)-এর উপর একসাথে অবতীর্ন হয়নি। প্রায় তেইশ বছর ধরে এই গ্রন্থ নাযিল হয়েছে । আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত জিবরাইল আমীন (আঃ) কুরআনের আয়াত নিয়ে আগমন করতেন। কুরআনুল কারীমের আয়াত দু'প্রকার। প্রথমতঃ সেসব আয়াত যা আল্লাহ্ পাক কোন উপলক্ষ কিংবা কারো প্রশ্ন ছাড়াই নাযিল করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এমন সব আয়াত যেগুলো কোন বিশেষ কিংবা কোন প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। মুফাসসিরীনে কিরাম দ্বিতীয় প্রকার আয়াতের অবতরণের পটভূমিকে 'আসবাবে নুযূল' বা 'শানে নুযূল' বলে আখ্যা দেন– যেমন সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ـ

"মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। নিঃসন্দেহে মুমিনা বাঁদি মুশরিক নারী থেকে উত্তম যদিও মুশরিক নারী তোমাদের পছন্দ হয়।"

এ আয়াত বিশেষ একটি ঘটনার কারণে নাযিল হয়। জাহেলী যুগে আনাক নাম্মী জনৈকা মহিলার সাথে হযরত মারছাদ ইবনে আবু মারছাদের সম্পর্ক ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। আর আনাক মক্কায় থেকে যায়। হযরত

মারছাদ একবার কোন কাজে মক্কা এলে ঐ মহিলা তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। হযরত মারছাদ' পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করে বলেন, ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তুমি চাইলে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতির পরে তোমাকে বিবাহ করতে পারি। তিনি কথামত রাসূলে আকরাম (সাঃ) -এর কাছে বিবাহের অনুমতি চাইলে এ আয়াত নাযিল হয় এবং মুশরিক নারীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

শানে নুযূলের গুরুত্ব ও উপকারিতা

অনেকেই জ্ঞানের অগভীরতা ও অপরিপক্বতার দরুন শানে নুযূলের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা বলেন, কুরআন মজীদ স্বয়ং এমন একখানা প্রাঞ্জল গ্রন্থ যে, এর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ জানার জন্য শানে নুযূলের কোন দরকার নেই। এঁদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অসার। মুসলিম মনীষীদের অভিমত অনুযায়ী শানে নুযূল ইলমে তাফসীরের একটি অপরিহার্য শর্ত। এর উপকারিতা অশেষ। এর কয়েকটি এখানে পেশ করা হল ঃ

(১) আল্লামা যরকাশী বলেন, শানে নুযূল জানার প্রথম উপকার এই যে, এর দ্বারা শরয়ী বিধানের হেতু জানা যায়। বোঝা যায়, আল্লাহ্ পাক কোন্ অবস্থায়, কি প্রেক্ষাপটে কেন এ বিধান নাযিল করেছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ"

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না।"

(সূরা নিসা- ৪৭৩)

যদি শানে নুযূলের বিবরণ সামনে না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন মনে উঁকি মারবে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে মদ যেহেতু হারাম সেহেতু এখন বলার দরকার কি যে, তোমরা মাতাল অবস্থায় নামায পড়ো না। এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে কেবল শানে নুযূল থেকে। এর শানে নুযূল প্রসংগে হযরত আলী (রাঃ) বলেন– মদ হারাম হবার পূর্বে একবার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কিছু সাহাবাকে খাবারের দাওয়াত দেন। সেখানে খাবার পর শরাব পান করা হয়। ইতোমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। এক সাহাবী ইমামতী করেন এবং নেশার কারণে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতে ভুল করে ফেলেন। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর)

(২) অনেক সময় শানে নুযূল ছাড়া আয়াতের সঠিক মর্মোদ্ধার সম্ভবই হয় না। যদি শানে নুযূল জানা না থাকে তাহলে ঐ আয়াত সম্পর্কে মানুষের ভুল মর্ম লাভের সম্ভাবনা থাকে অধিক। যেমন–

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ـ

"পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্‌র-ই। সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ্‌র মুখ রয়েছেন।" (সূরা বাকারা- ১১৫)

যদি এ আয়াতের শানে নুযূল জানা না থাকে তাহলে মনে হবে, নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পূর্ব-পশ্চিম সবদিকেই যখন আল্লাহ্ আছেন তখন কিবলামুখী হওয়ার দরকার কি? অথচ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। খোদ কুরআন-ই অন্য এক আয়াতে কিবলামুখী হতে নির্দেশ দিয়েছে। এ জটিলতা নিরসনে শানে নুযূলের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের কোন গতি নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত– মুসলিম জাতির কিবলা যখন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাইতুল্লাহ বা 'কাবা শরীফ' নির্ধারিত হলো তখন ইহুদীরা প্রশ্ন করল যে, এই পরিবর্তনের হেতু কি? তাদের এ প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, প্রতিটি দিকের স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং যেদিকে তিনি মুখ করতে বলেন, সেদিকেই মুখ করা ফরয। সুতরাং এখানে যুক্তির ঘোড়া দাবড়ানোর কোন অবকাশ নেই।

তেমনি ইরশাদ হয়েছে–

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا ـ

"যারা ঈমান রাখে ও নেককাজ করে, তারা যা কিছু পানাহার করে তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও ঈমান রাখে।" (সূরা মায়েদা: ৯৩)

এ আয়াতের শুধু আক্ষরিক অর্থ দেখলে মনে হতে পারে যে, মুসলমানদের জন্য কোন কিছুই আহার করা হারাম নয়। যদি অন্তরে ঈমান ও খোদাভীতি থাকে এবং নেক কাজ করে, তাহলে মানুষ যা ইচ্ছা পানাহার করতে পারে। আবার যেহেতু এ আয়াতটি এসেছে মদ হারাম ঘোষণা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অব্যবহিত পরেই এজন্য কেউ বলতে পারে যে, এ আয়াতে ঈমানদার ও নেককার ব্যক্তিদের জন্য মদ পানেরও অনুমতি রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। এটি নিছক ধারণা বা সম্ভাবনাই নয় বরং

কতিপয় সাহাবী পর্যন্ত বিভ্রাটে পড়েছেন। তাঁরা হযরত উমর (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে অবলম্বন করে এ অভিমত পেশ করেন যে, মদপানকারী ব্যক্তি যদি অতীতে নেককার থেকে থাকে এবং তার জীবনের অধিকাংশ সময় নেককাজে অতিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য দণ্ড নেই। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের শানে নুযূল উল্লেখ করেই তাদের ভ্রান্তি নিরসন করেন। (কুরতুবী খ- ৬ ২৯৬)

বস্তুতঃ আয়াতের প্রেক্ষাপট এই যে, যখন মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার ঘোষণা নাযিল হল তখন কতিপয় সাহাবী প্রশ্ন করেন যে, হারাম হওয়ার বিধান নাযিলের পূর্বে যেসব সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন এবং জীবনে মদ পান ও জুয়াকর্মে জড়িত ছিলেন, তাদের পরিনাম কী হবে ? তাদের জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়। বলা হল হারাম হওয়ার বিধান নাযিলের পূর্বে যেসব মুমিন মদপান করেছে বা জুয়ার অর্থ ভোগ করেছে, তাদের কোন শাস্তি হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, তারা ঈমানদার হবেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্যান্য আদেশ পালনকারী হবেন। (কুরতুবী খ-৬ ২৯৪)

এখানে আরো একটি উদাহরণ উল্লেখ করা গেল।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ـ

"নিঃসন্দেহে সাফা-মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে, এদুটি প্রদক্ষিণ করাতে তার কোন অপরাধ নেই।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)

এ আয়াতের "তার কোন অপরাধ নেই" এ শব্দসমূহ থেকে দৃশ্যতঃ মনে হবে যে, হজ্জ বা উমরার সময় সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ করা নিছক বৈধ-ফরয বা ওয়াজিব নয়। হযরত উরওয়া ইবনে যবায়র (রাঃ) এ ধারণাই পোষণ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে জানিয়ে দেন যে, বস্তুতঃ ইসলামপূর্ব যুগে এ দু'পাহাড়ে দুটি মূর্তি রাখা ছিল। একটি মূর্তির নাম আসিফ, অন্যটির নাম নায়লা। সেজন্য সাহাবায়ে কেরামের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে, হয়ত উক্ত মূর্তি দুটির কারণে এখন প্রদক্ষিণ করা অবৈধ হয়ে যাবে। তাদের প্রশ্নের সমাধানে এ আয়াত নাযিল হয়। (মানাহেল, ১খ, ১০৪)

নমুনা হিসাবে এ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব যা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, প্রচুর সংখ্যক আয়াতের মর্মার্থ শানে নুযূল জানা ব্যতীত বোধগম্য হতে পারে না।

(৩) কুরআন মজীদে অনেক সময় এমন শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যা শানে নুযূলের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যদি প্রেক্ষাপট জানা না থাকে, তাহলে সেসব শব্দ অহেতুক (নাউযুবিল্লাহ) এবং অনেক সময় সম্পর্কহীন বলে মনে হয়। এ থেকে কুরআন মজীদের সাবলীলতা ও উচ্চমান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

যেমন সূরা তালাক -এ ইরশাদ হয়েছে–

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۔

"তোমাদের যেসব মহিলা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি (তাদের ব্যাপারে) তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস এবং যেসব মেয়ের এখনও হায়েয আসেনি তাদেরও (একই হুকুম)।" (সূরা তালাক ঃ ৪)

এ আয়াতে "যদি তোমাদের সন্দেহ হয়" এ শব্দসমূহের দৃশ্যতঃ কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। এমনকি স্থূলদর্শী অনেকেই এ শব্দসমূহের ভিত্তিতে অভিমত প্রকাশ করেছে যে, বয়োবৃদ্ধা যে মহিলার হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে, তার গর্ভ সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকলে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। কিন্তু শানে নুযূল থেকে এখানে এ শব্দসমূহ ব্যবহারের তাৎপর্য অনুমিত হয়। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, সূরা নিসায় যখন মহিলাদের ইদ্দত বর্ণনা করা হল তখন আমি মহানবী (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, কিছুসংখ্যক নারী এমন রয়েছে যে, কুরআন মজীদে তাদের ইদ্দতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রথমতঃ ছোট বালিকারা যাদের এখনো হায়েয হয়নি। দ্বিতীয়তঃ বয়োবৃদ্ধা মহিলারা যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ গর্ভবতী মহিলারা। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, এতে এ তিন শ্রেণীর মহিলার ইদ্দত বর্ণনা করা হয়। তেমনি সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ۔

"অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের কাজসমূহ সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেরূপ নিজেদের পিতা-পিতামহদের স্মরণ কর।" (সূরা বাকারা-২০০)

যদি শানে নুযূলের প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয়, তাহলে দৃশ্যতঃ "যেরূপ নিজেদের পিতা-পিতামহের স্মরণ কর" অংশটুকু সম্পর্কহীন মনে হবে। কেননা এই বিশেষ স্থানে আল্লাহর স্মরণের সাথে পিতা-পিতামহের স্মরণের সাদৃশ্য প্রদানের তাৎপর্য বোধগম্য হয় না। তবে শানে নুযূল থেকে তা সুস্পষ্ট হয়। এখানে মুযদালিফায় অবস্থানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আরবের মুশরিকদের রীতি ছিল তারা হজ্জের

রোকনসমূহ আদায় সম্পন্ন করার পর এখানে সমবেত হয়ে নিজেদের পিতা-পিতামহদের গৌরব ও কীর্তি বর্ণনা করত। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করলেন যে, এখন এখানে পিতা-পিতামহদের কীর্তিগাঁথা আওড়ানোর পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে স্মরণ করবে। (আল্লামা ওয়াহিদী কৃত আসবাবুন নুযূল পৃ-৩৪)

(৪) কুরআন মজীদে এমন স্থান কম নেই যেখানে বিশেষ কোন ঘটনার দিকে সংক্ষিপ্ত ইংগিত করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ঘটনা জানা না যাবে, ততক্ষণ সেই আয়াতসমূহের মর্মার্থ কিছুতেই বুঝা যাবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছে –

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ـ

"আর যখন আপনি (ধূলির মুঠো) নিক্ষেপ করলেন, তখন আপনি তা নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহ্ পাক নিক্ষেপ করেছেন। (সূরা আনফাল ঃ ১৭)

এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। উক্ত যুদ্ধে কাফেরদের হামলার সময় মহানবী (সাঃ) তাদের প্রতি এক মুঠো মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। এতে কাফেররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যদি শানে নুযূল স্মরণ না থাকে, তাহলে আয়াতের মর্মার্থ কিছুতেই বুঝা যেত না।

সুতরাং কুরআন মজীদের তাফসীরের জন্য শানে নুযূলের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

শানে নুযূল ও শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহ:)

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহ:) তাঁর 'আল-ফওযুল কাবীর' গ্রন্থে 'শানে নুযূল' প্রসংগে যে সূক্ষ্মতত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন অনেকেই এর মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হননি। তাই তারা বলে ফেলেছেন, হযরত দেহলবী (রহ:) -এর কাছে কুরআন ব্যাখ্যায় শানে নুযূলের কোন গুরুত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে, এঁরা হযরত শাহ্ সাহেবের কথার গভীরে যেতে পারেননি। বাস্তবিক পক্ষে তিনি বিখ্যাত তাফসীরকারদের মতই 'শানে নুযূল'-কে কুরআনের তাফসীরের অনস্বীকার্য অঙ্গ মনে করতেন। এ ব্যাপারে তিনি যা লিখেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

وَيَذْكُرُ الْمُحَدِّثُوْنَ فِىْ ذَيْلِ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَشْيَاءِ لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ سَبَبِ النُّزُوْلِ فِى الْحَقِيْقَةِ مِثْلُ اسْتِشْهَادِ الصَّحَابَةِ فِىْ مُنَاظَرَاتِهِمْ بِاٰيَةٍ اَوْ تِلَاوَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اٰيَة لِلْاسْتِشْهَادِ فِى كَلَامِهِ الشَّرِيْفِ اَوْ رِوَايَة حَدِيْث وَافِق الْاٰيَة فِى أصْلِ الْغَرْضِ اَوْ تَعْيِيْن مَوْضع النُّزُوْلِ اَوْ تَعْيِيْن اَسْمَاءِ الْمَذْكُوْرِيْن بِطَرِيْقِ الْإِبْهَامِ أَوْ بِطَرِيْقِ التَّلَفظ بِكَلِمَة قُرْاٰنِيَة اَوْ فَضْل سُوَر وَاٰيَات مِنَ الْقُرْاٰنِ وَنَحْو ذٰلِكَ لَيْسَ شَئ مِّنْ هٰذَا فِى الْحَقِيْقَةِ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ (الفَوْزُ الكَبِيْر صـ٧٧-٢٣، مكتبة فخريه مراد باد، ١٣٥٨هـ

"মুহাদ্দিসবৃন্দ কুরআনের আয়াতের আলোচনা প্রসংগে এরূপ বহুকিছু ব্যাপার বর্ণনা করে চলেন, যা প্রকৃতপক্ষে শানে নুযূলের অধ্যায়ভুক্ত নয়। যেমন সাহাবীদের পারস্পরিক যুক্তি-তর্কের সময় কোন আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা, অথবা মহানবী (সাঃ)-এর নিজের কোন কথার পক্ষে দলীল দেয়ার জন্য কোন আয়াত তেলাওয়াত করা অথবা কোন আয়াতের মৌল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ কোন হাদীস বর্ণনা করা অথবা নাযিল হওয়ার স্থান নির্ণয় করা অথবা কুরআনে ইংগিতের সাথে উল্লেখিত নামসমূহ নির্দিষ্ট করা অথবা কুরআনের কোন শব্দ উচ্চারণের অথবা কুরআনের কোন সূরা বা আয়াতের ফযিলত অথবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কুরআনের কোন বিধান পালনের পদ্ধতি ইত্যাদি । এগুলোর কোনটিই প্রকৃত পক্ষে শানে নুযূলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারকথা, তাফসীরের কিতাবসমূহে এক একটি আয়াতের অধীনে অনেক সময় দশ বারটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়। এ রেওয়ায়েতসমূহের সবই শানে নুযূলের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ঃ

(১) কখনো কোন ইলমী আলোচনায় কোন সাহাবী উক্ত আয়াতটি দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। মুফাসসিরগণ ঘটনাটি উক্ত আয়াতের সাথে ন্যূনতম সম্পৃক্ত থাকার কারণে উল্লেখ করেন।

(২) কখনো মহানবী (সাঃ) কোন ক্ষেত্রে উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছিলেন। মুফাসসিরগণ তাও উক্ত আয়াতের অধীনে উদ্ধৃত করেন।

(৩) কোন আয়াতে যে বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, কখনো একই বিষয় কোন হাদীছেও মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন। তাফসীরের কিতাবসমূহে উক্ত হাদীছও

(৪) কখনো কখনো মুফাসসিরগণ কোন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন শুধুমাত্র আয়াত নাযিল হওয়ার স্থান নির্দেশ করার জন্য। এ রেওয়ায়েতও তাফসীরের অধীনে শামিল হয়ে যায়।

(৫) অনেক সময় কুরআন মজীদে কতিপয় ব্যক্তির উল্লেখ করা হয় ইংগিতপূর্ণভাবে, তাদের নাম উল্লেখ করা হয় না। মুফাসসিরগণ রেওয়ায়েতসমূহের মাধ্যমে তাদের নাম নির্দিষ্ট করেন।

(৬) অনেক সময় কোন রেওয়ায়েত দ্বারা কুরআন মজীদের কোন শব্দের সঠিক উচ্চারণ জানা যায়। তাফসীরের কিতাবসমূহে এ ধরনের রেওয়ায়েতসমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(৭) অনেক হাদীছে কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরা বা আয়াতের ফযীলত বর্ণিত হয়। মুফাসসিরগণ উক্ত রেওয়ায়েতসমূহও সংশ্লিষ্ট স্থানে উদ্ধৃত করেন।

(৮) কোথাও কোথাও এমন হাদীছসমূহও তাফসীরের অধীনে উদ্ধৃত করা হয় যা থেকে জানা যায় কুরআন মজীদের এ হুকুম মহানবী (সাঃ) কিভাবে পালন করেছেন।

হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এ ধরনের রেওয়ায়েতসমূহ শানে নুযূলের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, মুফাসসিরের জন্য এ ধরনের সকল রেওয়ায়েত পুরোপুরি জানাও জরুরী নয়।

অবশ্য শানে নুযূল সম্বলিত যে রেওয়ায়েত বাস্তবিকই মুফাসসিরের জন্য জানা জরুরী এবং যা ছাড়া ইলমে তাফসীরে বিচরণ জায়েজ নয় সে সম্পর্কে হযরত শাহ্ সাহেব লিখেছেন ঃ

وَانـمَا شَرط الـمُـفَسِّر امـرَانِ الْاَوّلُ مَـا تعـرض بِـهِ الْاٰيَات مِـنَ الـقـصـص فَلَا يـيـسـر فـهـم الْاِيْمَاءِ بِـتـلـك الْاٰيَاتِ الابـمَعْرِفَـة تِلْكَ الـقـصـص ، وَالـثَّانِىْ مَا يـخـصـص الْعَام مِنَ الْقِصَّة اَوْ مِثـل ذٰلِكَ مِن وُجُوْهِ صَرْفِ الْـكَـلَامِ عَنِ الـظَّاهِر فَـلَا يـتـيـسـر فَـهـم الـمَقْصُوْد مِـنَ الْاٰيَاتِ بِدُوْنِهَا ـ (الفوز الكبير فى اصول التـفـسـير صـ ٢٣

"অবশ্য মুফাসসিরের জন্য দুটি বিষয় জানা অপরিহার্য শর্ত । প্রথমতঃ সেসব ঘটনা, আয়াতে যেদিকে ইংগিত করা হয়েছে এবং সেসব ঘটনা না জানা পর্যন্ত [illegible] । দ্বিতীয়তঃ কোন ঘটনা ইত্যাদিতে অনেক সময়

সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা হয় কিন্তু শানে নুযূল দ্বারা তাতে বিশেষত্ব সৃষ্টি হয় অথবা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ একটি আর শানে নুযূল থেকে অন্য অর্থ নিশ্চিত হয়। এ ধরনের রেওয়াতসমূহের জ্ঞান অর্জন ব্যতীত কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করা যায় না।"

শানে নুযূলের কারণে হুকুমের বিশেষত্ব ও ব্যাপকতা

কোন শানে নুযূলের অধীনে কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, তা বিশেষত্ব ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে চার প্রকার ঃ

(১) যে সব আয়াতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম সহকারে এটি নিশ্চিত করে দেয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতের হুকুম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য, এমন আয়াতসমূহের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত হলো- এসব আয়াতের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। অন্যদেরকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। যেমন–

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ ـ

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয়'

এ আয়াতের 'শানে নুযূল' অতি প্রসিদ্ধ। হযরত নবী করীম (সঃ) যখন সাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরাইশের সকল লোককে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তখন আবু লাহাব বলেছিল - تَبًّا لَّكَ اَلِهٰذَا دَعَوْتَنَا তোমার ধ্বংস ! এ জন্যই তুমি আমাদের ডেকেছিলে ? তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং এতে নির্দিষ্ট করে আবু লাহাবের নাম উল্লেখ করে তাকে হুমকি দেয়া হয়েছে । সুতরাং এ হুমকি শুধু তারই জন্য ।

(২) দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, ঐ সব আয়াত যাতে কোন ব্যক্তি, দল কিংবা বস্তুর নামোল্লেখ না করে তার কিছু গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই গুণাবলীর ওপর কিছু হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য উক্ত বিশেষ ব্যক্তি, দল কিংবা বস্তু। এ ধরনের আয়াতের বেলায়ও ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত হচ্ছে, ঐ আয়াতের বিষয়বস্তু কিংবা হুকুম ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের সাথেই সীমাবদ্ধ, যা কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য। এতে অন্য কেউ সম্পৃক্ত নয় অন্যের মধ্যে এ গুণাবলী পাওয়া গেলেও। যেমন–

"وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى

"এবং তা (জাহান্নাম) থেকে সেই মুত্তাকীতম ব্যক্তিকে রক্ষা করা হবে যে নিজ

তাফসীরকারগণের ঐক্যমত হচ্ছে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যিনি নি:স্ব গোলামদের খরিদ করে আযাদ করতেন। এখানে যদিও সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) -এর নামোল্লেখ নেই তথাপি গুণাবলী দ্বারা বোঝা গেছে এবং হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আয়াত তাঁর শানেই অবতীর্ণ। সুতরাং এ আয়াতের ফযীলত একমাত্র তাঁরই জন্য, অন্য কেউ তাতে অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জন্য ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতকে দলীল হিসাবে অবলম্বন করে বলেন - হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) হলেন আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা এ আয়াতে তাঁকে মুত্তাকীতম বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। আর অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে - إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে সম্মানী যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী।"

মোটকথা, যদিও হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নাম এখানে নেয়া হয়নি, তথাপি অধিকাংশ মুফাসসির এ আয়াতটি তাঁরই জন্য নির্ধারিত বলে সাব্যস্ত করেছেন । এই নির্দিষ্টকরণে দুইটি দলীল রয়েছে । একটি হল - الاتقى শব্দটি নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক আলিফ লাম সহকারে শুধু মাত্র এক ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয় । দ্বিতীয়ত: হাদীছের বর্ণনাসমূহে তাঁকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে । সুতরাং যদি অন্য কোন ব্যক্তিও নিজ সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে থাকে, তাহলে তা তার জন্য যতই ছওয়াবের কারণ হোক না কেন, উপরোক্ত আয়াতের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ফজীলত সে লাভ করতে পারবে না।

(৩) তৃতীয় প্রকারে সেই সব আয়াত পড়ে যা নাযিল হয়েছে কোন বিশেষ ঘটনায় কিন্তু শব্দসমূহ সাধারণ। আয়াতের সুস্পষ্ট শব্দমালা কিংবা বাইরের অন্য কোন দলিল দ্বারা এ-ও জানা গিয়েছে যে, আয়াতের হুকুম এ ঘটনার সাথে নির্ধারিত নয় বরং এ শ্রেণীর প্রতিটি ঘটনার এ-ই বিধান। এ শ্রেণী সম্পর্কেও উলামায়ে কেরাম একমত যে, এমতাবস্থায় আয়াতের হুকুম তার শব্দের অনুগামী হয়ে সাধারণ থাকবে, শুধুমাত্র শানে নুযূলের ঘটনার সাথে নির্ধারিত হবে না। যেমন সূরা মুজাদালার প্রথম দিককার আয়াতসমূহ সম্পর্কে প্রমাণিত হয়েছে যে, তা হযরত খাওলা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তাঁকে তাঁর স্বামী বলেছিলেন, أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত) কিন্তু আয়াতে যেসব শব্দ সহকারে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, এ বিধান শুধুমাত্র খাওলা (রাঃ)-এর স্বামীর জন্য নয় বরং এমন সকল ব্যক্তির জন্য যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে জেহার করবে (অর্থাৎ উপরোক্ত শব্দ ব্যবহার করবে। এরূপ সকল ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হল নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে একটি গোলাম মুক্ত করবে, কিংবা ষাটটি রোযা রাখবে কিংবা ষাটজন দরিদ্রকে আহার করাবে।)

(৪) চতুর্থ প্রকার এই যে, আয়াত কোন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তাতে সাধারণ শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার আয়াত কিংবা বাইরের কোন দলিল দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না যে, আয়াতের হুকুম বা বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সেই ঘটনার সাথে নির্ধারিত কিংবা এ ধরনের প্রতিটি ঘটনার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকের অভিমত ছিল এ ক্ষেত্রে আয়াতকে শুধুমাত্র শানে নুযূলের ঘটনার সাথে নির্ধারিত রাখতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ উলামা ও ফুকাহার অভিমত ভিন্নরূপ। তাঁরা বলেন, এমতাবস্থায় শানে নুযূলের বিশেষ ঘটনার পরিবর্তে শব্দের সাধারণত্ব বিবেচনা করা হবে এবং আয়াতের শব্দসমূহ যেসব অবস্থাকে শামিল করে, আয়াতের হুকুম সেসব অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে। এই নিয়মের জন্য উসূলে ফিকাহ ও উসূলে তাফসীরের উলামায়ে কেরামের মধ্যে নিম্নোক্ত বাক্যটি খুব প্রসিদ্ধ-

اَلْعِبْرَةُ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوْصِ السَّبَبِ ـ

"বিবেচনার বিষয় হলো শব্দের ব্যাপকতা, শানে নুযূলের বিশেষত্ব নয়।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ মতপার্থক্য হলো দৃষ্টিভঙ্গির। কার্যতঃ এ থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য সংঘটিত হয় না। কেননা যাঁরা কুরআনের আয়াতকে তার শানে নুযূলের সাথে নির্ধারিত রাখেন, তাঁরাও কার্যতঃ আয়াতের হুকুম এ শ্রেণীর অন্যান্য ঘটনায়ও কার্যকর করেন। কিন্তু পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট তো সে হুকুমের উৎস হয় উক্ত আয়াত। কিন্তু এঁরা তার উৎস সাব্যস্ত করেন শরীয়তের অন্য কোন দলীল, যেমন হাদীছ বা ইজমা বা কেয়াস ইত্যাদি। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া গেল।

সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ـ

"আর যদি সে (ঋণী ব্যক্তি) দরিদ্র হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতার সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবে।"

এ আয়াতের শানে নুযূল এই যে, বনু মুগীরার কাছে বনু আমর ইবনে উমায়রের কিছু পাওনা ছিল। যখন সুদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হল, তখন বনু আমর তাদের ঋণী গোত্রকে বলল, আমরা সুদ তো ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু আসল ঋণ পরিশোধ কর। বনু মুগীরা বলল এখন আমাদের হাত শূন্য। তাই কিছু সময় দাও। বনু আমর সময় দিতে অস্বীকার করল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(ওয়াহিদীকৃত আসবাবুন নুযূল পৃ. ৫১)

আয়াতের হুকুম তো সবার নিকটেই সাধারণ। যেকোন পাওনাদারের জন্য উত্তম হল-ঋণী ব্যক্তিকে অসুবিধায় দেখলে তাকে সময় দেওয়া। তবে পার্থক্য এই হয়ে অধিকাংশের মতে এ সাধারণ হুকুম এ আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়। আর যাঁরা আয়াতকে শানে নুযূলের সাথে নির্দিষ্ট বলে মনে করেন, তারা বলেন, আয়াতের হুকুম তো শুধু বনু আমরের জন্য ছিল। কিন্তু অন্য মুসলমানদের জন্য এ হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে সেই সব হাদীছ থেকে যাতে ঋণীকে সময় দেয়ার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার হয় যে, এ মতপার্থক্যের কার্যতঃ কোন প্রতিফল দেখা যায় না।

শানে নযূল ও রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা

শানে নুযূল প্রসঙ্গে তাফসীরের সময় একটি বড় জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো এই যে, শানে নুযূল হিসাবে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। যিনি তাফসীরের মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত নন, তিনি বিভ্রাটে ও নানা প্রকারের সন্দেহে পড়ে যান। তাই এখানে রেওয়ায়েতের বিভিন্নতার কারণ পরিষ্কার করে নেয়া প্রয়োজন।

উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিকাহ্‌র উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। এখানে তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হল।

(১) আসহাবা ও তাবেয়ীগণের অভ্যাস হল তাঁরা কোন আয়াতের তাফসীরে বলে থাকেন نَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِىْ كَذَالِكَ (আয়াতটি অমুক মাসআলা বা ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।) এ বাক্য থেকে দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, তারা আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করছেন। অথচ এ বাক্য দ্বারা শানে নুযূল বর্ণনা করা তাদের সবসময় উদ্দেশ্য থাকে না। বরং অনেক সময় তাদের উদ্দেশ্য থাকে অমুক মাসআলা বা ব্যাপার এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন সূরা নিসা'য় আল্লাহ্ তায়ালা ইবলিসের এ উক্তি উদ্বৃত করেছেন-

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ـ

"আমি অবশ্যই তাদের (মানুষ)-কে আদেশ করব। ফলে তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবে।" (সূরা নিসা-১১৮)

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আনাস ইবনে মারেক (রাঃ) ও হযরত ইকরিমা (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি পুরুষের খাসী হওয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে কেউ খাসী হয়েছিল এবং সে ঘটনা ছিল এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ। বরং উদ্দেশ্য হল খাসী হওয়াও সেইসব শয়তানী কাজের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে শয়তান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃতি বলে

আখ্যায়িত করেছে। নইলে আয়াতের অর্থ হয়ে যাবে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা শুধুমাত্র খাসী হওয়ার মধ্যে সীমিত। অথচ এর আরো অনেক উপায় রয়েছে। তাফসীরের কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের এ বর্ণনাভঙ্গি জানার দ্বারা শানে নুযূল সম্পর্কে দুইটি নিয়ম স্পষ্ট হয়–

(ক) যদি কোন আয়াতের তাফসীরে দুটি ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত থাকে, দুটিতেই এ বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, نزلت الاية فى كذالك অথচ দুটিতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে দুটি ঘটনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং উভয় ঘটনাই নিজ নিজ স্থানে সঠিক। কেননা তাদের কারো উদ্দেশ্য এ নয় যে, এ ব্যাপারটি হলো আয়াতের ও হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নেক বান্দাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

"তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক থাকে"

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন- এ আয়াত সেইসব সাহাবীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মাঝখানে নফল নামাজ পড়তে থাকতেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে তাঁরই থেকে বর্ণিত আছে -এ আয়াত তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা এশার নামাজের অপেক্ষায় জেগে থাকতেন। আবার অনেক সাহাবী এ আয়াতটি তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। দৃশ্যতঃ বর্ণনাসমূহের এই পার্থক্য শানে নুযূলের পার্থক্য বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হলো আয়াতের বিভিন্ন প্রয়োগ ক্ষেত্র এবং এ সকল নেক আমল আয়াতের মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) যদি কোন আয়াতের তাফসীরে দুটি রেওয়ায়েত থাকে, একটিতে نزلت الاية فى كذالك বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং অন্যটিতে স্পষ্ট ভাবে কোন ঘটনাকে আয়াতের শানে নুযূল সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করতে হবে এবং প্রথম রেওয়ায়েত যেহেতু শানে নুযূলের অর্থে সুস্পষ্ট নয়, এজন্য সেটিকে বর্ণনাকারীর নিজস্ব ইজতেহাদ ও চিন্তা বলে ধরে নিতে হবে। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর।" (সূরা বাকারা - ২২৩)

এ আয়াত সম্বন্ধে ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে,

نَزَلَتْ فِى اِتْيَانِ النِّسَاءِ فِى اَدْبَارِهِنَّ -

(এ আয়াত স্ত্রীদের সাথে পশ্চাদ্দেশে মিলিত হওয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে)

কিন্তু হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস প্রমুখ এ আয়াতের শানে নুযূল সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ইহুদীদের ধারণা ছিল যদি স্ত্রীর সাথে পিছন দিক দিয়ে যৌন পথে সংগম করা হয় তা হলে সন্তান হবে টেরাচোখা। তাদের এ ধারণা নাকচ করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, সংগমের স্থান তো একটাই অর্থাৎ যোনি পথ। এতেই সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু এজন্য যেকোন আসন অবলম্বন করা যেতে পারে। দুই রেওয়ায়েতের মধ্যে যেহেতু হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট, এজন্য সেটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর উক্তিকে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ বলে সাব্যস্ত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তার কথার অর্থ এ নয় যে, পায়ুপথে সংগম করা এ আয়াত থেকে জায়েয প্রমাণিত হয়। বরং অর্থ হল আয়াত থেকে স্ত্রীর সাথে সমকামিতা হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা এতে স্ত্রীকে ক্ষেত বা সন্তান প্রজননের মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সমকামিতার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।

(২) শানে নুযূল নির্ধারণের দ্বিতীয় নীতি হলো এই যে, যদি একটি রেওয়ায়েত সহীহ সনদে বর্ণিত হয় এবং অন্যটি দুর্বল সনদে আসে, তাহলে সহীহ রেওয়ায়েতটিকে গ্রহণ করতে হবে এবং দুর্বলটিকে পরিহার করতে হবে। যেমন সূরা দুহার প্রাথমিক আয়াতসমূহ–

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

"শপথ মধ্যদিনের ও রাতের যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়! আপনার প্রভু আপনাকে পরিত্যাগ করেননি, আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।"

এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মহানবী (সাঃ) কোন অসুবিধার কারণে এক দুই রাত তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারেননি। এতে জনৈক কাফের মহিলা তাঁকে এ মর্মে কটাক্ষ করে যে, হয়ত তোমার শয়তান (নাউযুবিল্লাহ) তোমাকে ছেড়ে গেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্যদিকে তারবাণী ও ইবনে আবী শায়বা (রহঃ) বর্ণনা করেন, হাফস ইবনে

মায়সারা তার নানী মহানবী (সাঃ)-এর সেবিকা হযরত খাওলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার একটি কুকুরের বাচ্চা মহানবীর (সাঃ)-এর ঘরে ঢুকে চৌকির নীচে বসে থাকে এবং সেখানেই সেটা মারা যায়। এ ঘটনার পর চার দিন পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অহী নাযিল হল না। মহানবী (সাঃ) আমাকে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর রাসূলের ঘরে এমন কী ঘটল যে, জিবরাইল (আঃ) আমার নিকট আসছেন না ? আমি মনে মনে বললাম, ঘরটি ঝাড়মোছ করা দরকার। সেমতে আমি ঝাড়ু দিলাম। চৌকির নীচে মরা কুকুরের বাচ্চা পাওয়া গেল। সেটি বের করে ফেলে দেয়া হল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি শুদ্ধ নয়। ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন -এ হাদীসের সনদে কয়েকজন মাজহুল রাবী রয়েছেন। সুতরাং নির্ভরযোগ্য শানে নুযূল হল বুখারী মুসলিমের বর্ণিত ঘটনা।

(৩) অনেক সময় শানে নুযূলের উভয় রেওয়াতই সনদের দিক দিয়ে সহীহ্ হয়। কিন্তু কোন একটি রেওয়ায়েতের পক্ষে প্রাধান্যের কারণ পাওয়া যায়। যেমন একটির সনদ অন্যটির তুলনায় অধিক শক্তিশালী অথবা একটি রেওয়ায়েতের রাবী এমন যে তিনি ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য রেওয়ায়েতের রাবী ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় সেই রেওয়ায়েতটিকে গ্রহণ করতে হবে যার পক্ষে প্রাধান্যের কারণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ সূরা বনি ইসরাঈলের নিম্নোক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, রূহ হলো আমার প্রভুর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদেরকে খুব সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থোকে। তিনি বলেন, আমি মদীনায় নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে যাচ্ছিলাম। মহানবী (সাঃ) একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে চলছিলেন। পথে তিনি কতিপয় ইহুদীকে অতিক্রম করছিলেন, তারা নিজেরা বলাবলি করল, তাঁকে (মহানবী সাঃ) কিছু প্রশ্ন করা উচিত। সেমতে তারা এসে বলল, আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে অবহিত করুন। এতে তিনি থামলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা উঁচু করলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর উপর অহী নাযিল হয়েছে। অতপর তিনি পাঠ করলেন- قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে যা তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রয়েছে, একবার মক্কার কুরাইশরা ইহুদীদেরকে বলেছিল, আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দাও যা আমরা তাঁর (মহানবী সাঃ) নিকট প্রশ্ন করতে পারি। ইহুদিরা বলেছিল, রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

প্রথম রেওয়ায়েত থেকে মনে হয় এ আয়াত মদীনায় নাযিল হয়, কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে অনুমিত হয় যে, এ আয়াত নায়িল হয়েছিল মক্কায়।

সনদের দিক দিয়ে উভয় রেওয়ায়েতই সহীহ্। কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েতের পক্ষে প্রাধান্যের কারণ এই যে, বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ ঘটনার সময় নিজেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় না তিনি নিজে উক্ত ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন কি না। এজন্য হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

(৪) অনেক সময় একটি আয়াতের শানে নুযূল হয় একাধিক অর্থাৎ একই ধরনের কয়েকটি ঘটনা পরস্পর ঘটতে থাকে। সেই সকল ঘটনার পরে আয়াত নায়িল হয়। তখন কোন রাবী উক্ত আয়াতের শানে নুযূলে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন আবার অন্য রাবী অন্য ঘটনা উল্লেখ করেন। দৃশ্যতঃ ঘটনাবলীর মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বৈপরীত্য থাকে না। কেননা উভয় ঘটনাই শানে নুযূল। যেমন সূরা নূর-এর লেআন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনেছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে। তখন এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল ঃ والذين يرمون ازواجهم الخ

অন্যদিকে বুখারী শরীফেই হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত উয়ায়সির (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে কি তার প্রাণদন্ড হবে? এরূপ ব্যক্তির কী করা উচিত? জবাবে মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, তোমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। এই বলে তিনি এ আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান। আবার মুসনাদে বাজ্জার-এ হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এ ধরনের প্রশ্নোত্তর হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর মাঝে ঘটেছিল। তখন এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

(ইতকান খ-১, ৩৪)

প্রকৃতপক্ষে তিনটি ঘটনাই এ সকল আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেকটিকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করা শুদ্ধ।

(৫) অনেক সময় ব্যাপার হয় বিপরীত অর্থাৎ একটি ঘটনার কারণে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। ফলে একজন রাবী সে ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন যে, এ ঘটনায় অমুক আয়াত নাযিল হয়েছে। আবার অন্য রাবী সে ঘটনাটি উল্লেখ করে অন্য আয়াতের কথা বলেন। এথেকে দৃশ্যতঃ বিরোধ মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ থাকে না।

উদাহরণ স্বরূপ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম হাকেম (রাহঃ) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার আমি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলাম- হে আল্লাহর রাসূল, কুরআন মজীদে হিজরত ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমি মহিলাদের কথা উল্লেখ দেখতে পাই না। তখন এ আয়াত নায়িল হয় ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ـ

"তখন তাদের প্রভু তাদের দুয়া কবুল করে নিবেন। কেননা আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্ম বিফল করি না, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী"। ৩ (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

আবার ইমাম হাকেম (রহঃ) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)-এই বরাতে উল্লেখ করেছেন-তিনি নিবেদন করেন- হে আল্লাহর রাসূল, কুরআন মজীদে পুরুষদেরই উল্লেখ রয়েছে। মহিলাদের কথা কোথাও আলোচনা করা হয়নি। তখন এক আয়াত নাযিল হয়- اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الخ ـ

আরেক আয়াত নাযিল হয়-

اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ـ

নুযূলের পুনরাবৃত্তি ও তার স্বরূপ

(৬) ষষ্ঠ উপায় হল নুযূলের পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, একই আয়াত একাধিক বার নাযিল হয়েছে এবং প্রতিবার নাযিল হওয়ার পিছনে নতুন একটি ঘটনা রয়েছে। ফলে কোন রাবী এক বার নাযিল হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করলেন। আবার অন্য রাবী অন্যবার নাযিল হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করলেন। এ থেকে দৃশ্যতঃ বিরোধ মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নেই এ জন্য যে, দু' ঘটনারই প্রেক্ষিতে দু'বার উক্ত আয়াত নায়িল হয়েছে।

যেমন ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন-আবু তালেবের ইন্তেকালের সময় হলে মহানবী (সাঃ) তাকে বললেন-চাচাজান, আপনি লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করুন। তাহলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আপনার ব্যাপারে সুপারিশ করব। তখন আবু জেহেল ও আবুদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াও উপস্থিত ছিল। তারা যখন দেখল যে, আবু তালেব ঈমান আনতে চাইছেন, তখন তারা বলল- তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে সরে যেতে চাইছ? তারা এ কথাটি বার বার বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব বলে উঠলেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মেই আছি। মহানবী (সাঃ) বললেন- আমাকে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত আমি আল্লাহ্‌র নিকট আপনার জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করতে থাকব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ -

"নবী ও মুমিনদের এ অধিকার নেই যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করবে।"

অন্যদিকে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বরাতে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন- আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরিক পিতামাতার জন্য ইস্তেগফার করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম-তোমার পিতামাতা তো মুশারিক ছিল। তাদের জন্য কিভাবে ইস্তেগফার করছ? সে বলল- হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তো নিজ পিতার জন্য ইস্তেগফার করেছিলেন অথচ তাঁর পিতাও মুশরিক ছিল। এ বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আবার ইমাম হাকেম প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-একদিন হযরত নবী করীম (সাঃ) কবরস্তানে গেলেন এবং একটি কবরের নিকট বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে দুয়া করতে থাকেন। অতঃপর বললেন-যে কবরের নিকট বসেছিলাম, এটি আমার মায়ের কবর ছিল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য দুয়া করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হল না এবং এ আয়াত নাযিল হল - مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا الخ

এখানে একই আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন- এ আয়াত তিনবার ভিন্ন ভিন্নভাবে নাযিল হয়েছে।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন হয় এই যে, যখন একটি আয়াত একবার নাযিল হয়ে গেল, তা লিখে সংরক্ষণ করে নেয়া হল, এবং তা মহানবী (সাঃ) ও আরো অনেক সাহাবীর মুখস্থ হয়ে গেল, তখন দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার তা নাযিল করার উপকারিতা কী?

এ প্রশ্নের সবচেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়েছেন হযরত শাহ ওয়ালিউল্লা মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ)। তা হল উপরোক্ত নিয়মে বার বার নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে তো একবারই উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল। যখন অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটত, তখন সে-ই আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর অন্তরে দ্বিতীয়বার প্রক্ষিপ্ত করা

হত। উদ্দেশ্য, এ ঘটনারও দিকনির্দেশনা এ আয়াত থেকেই পাওয়া যাবে। যেহেতু মহানবী (সাঃ)-এর অন্তরে আয়াতটির স্মরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, সুতরাং তা نفث فى الروح যা অহীর এক প্রকার। এটিকেই মুফাসসিরীনে কেরাম নুযূলের পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেন।

শানে নুযূল সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে যে বিরোধ বা পার্থক্য দেখা যায়, তা উপরোক্ত ছয়টি মূলনীতির অধীনে সাধারণতঃ সহজেই নিরসন হয়ে যায়। এ ছয়টি মূলনীতি মনে রাখলে রেওয়ায়েতসমূহের পার্থক্যের কারণে কোন জটিলতা সৃষ্টি হবে না।

শানে নুযূলের ব্যাপারে মনীষীদের অভিমত

(১) শানে নুযূল বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ أسباب النزول -এর লেখক ইমাম ওয়াহিদী (রহ:) বলেন ঃ

لا يمكن معرفة تفسير الأية دون الوقوف على قصتها او بيان نزولها ـ

অর্থাৎ আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট কিংবা ঘটনার ধারণা ব্যতিরেকে আয়াতের তাফসীর জানা সম্ভব নয়।

(২) আইমান সালেহ্ শাবান বলেন ঃ

إن معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن اراد علم القران ـ

যে ব্যক্তি কুরআনিক জ্ঞান অর্জন করতে চায় তার জন্য শানে নুযূল জানা অপরিহার্য।

(৩) ইবনে দাকীক আল-ঈদ (রহ:) বলেন ঃ

بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القران ـ

'কুরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্য শানে নুযূল নি:সন্দেহে একটি শক্তিশালী মাধ্যম।'

(৪) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন ঃ

معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية ـ

'আয়াতের মর্মোদ্ধারে শানে নুযূলের পরিচিতি অত্যন্ত সহায়ক।'

(তথ্যসূত্র ঃ উলুমূল কোরআন, আল্লামা তকী উসমানী, কুতুবখানায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ, ১৯৯৩) পৃ: ৭২-৮৬, আসবাবে নুযূল পৃ: ১-১২, কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, অনুবাদ আখতার ফারুক, পৃ: ৪৪-৪৬, কানযু লুকূল (উর্দু) পৃ: ৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সাঃ) সূরার (শুরু) শেষ বুঝতেন না। তাই বিসমিল্লাহ নাযিল হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ (সূরা ফাতিহা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, যিনি বিচার দিবসের মালিক।

(সূরা ফাতেহা, ১-৩)

শানে নুযূল ঃ নবুওয়াতের গোড়ার দিকে হুযূর (সাঃ) খোলা ময়দানে গেলে 'হে মোহাম্মদ!' নামে একটা আওয়াজ শুনতে পেতেন। নযর উঠিয়ে দেখতেন, আসমান-যমীনের মাঝে ঝুলন্ত নূরানী আসনে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। এ দৃশ্য দেখে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)- এর নিকট এ ঘটনা প্রকাশ করলে তিনি আরজ করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)- কে সাথে নিয়ে আপনি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে যান। তিনি এ কথা মত আমল করলেন। ওয়ারাকা বললেন, ওই আওয়াজ ফের শুনলে লক্ষ্য করে শুনবেন। হুযূর (সাঃ) এমনটাই করলেন। তিনি শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে বলছেন, বলুন! "বিসমিল্লাহর রাহমানির রাহিম... আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"।

(কুরতুবী ঃ খ ঃ ১, পৃ ঃ ১১৫; দালায়েলুন নবুওয়াতের সূত্রে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (সূরা বাকারাহ)

الٓمّٓ : ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ. الاية

অর্থ ঃ আলিফ-লাম-মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নাই।
(সূরা বাকারা)

শানে নুযূল ঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মালিক ইবনে সাইফ মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপনের জন্য বলত, এ কোরআন সে কোরআন নয়, যার কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক এই সন্দেহ নিরসন কল্পে সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল করেন। প্রথমে সন্দেহ নিরসন, মাঝে মুসলমানদের প্রশংসা, পরের দুটি আয়াতে কাফেরদের ও সবশেষে ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মুনাফিক ও মুশরিকদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে।
(লুবাবুন নুকূল, পৃঃ ৪, মোয়াজ্জেহুল কোরআন)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ ঃ আর মানুষের মধ্যে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি।'
(সূরা বাকারা-৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত আলী (রাঃ) একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও মাতাব ইবনে কুশায়রকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, কপটতা পরিহার কর, উপরে মুসলমানিত্ব আর ভেতরে কপটতা রেখো না। এ কথা শুনে তারা বলে ওঠল, হায়! আমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাদের কাফের বলতে পারলে! এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (প্রাগুক্ত)

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - قَالُوْٓا اٰمَنَّا

অর্থ ঃ আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরাতো ঈমান এনেছি। (সূরা বাকারা-১৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মুনাফেককুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই ইবনে সালূল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একবার মুনাফেকরা কোনো এক কাজে বেরিয়েছিল। পথিমধ্যে একদল সাহাবার সাথে এদের সাক্ষাৎ হয়। এ সময় এদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই বলল, দেখবে আমি এই বোকাদের সাথে কি করে মিলিত হই! এই বলে সে হযরত সিদ্দীকে আকবারের হাত ধরে বলল, مرحبا بالصديق سيد بنى تميم، মারহাবা! শায়খ সিদ্দীক, বনী তমীমের সর্দার, শায়খুল ইস্‌লাম, রাসূলের গুহার সাথী এবং তাঁর জন্য জান-মাল উৎসর্গকারী। এরপর সে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর হাত ধরে বলল, مرحبا بسيد بنى عدى بن كعب الفاروق القوى فى دين الله 'মারহাবা! বনি আদি ইবনে কা'বের সর্দার, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী, আল্লাহ্‌র দ্বীনের শক্তিশালী পুরুষ, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের জন্য জানমাল উৎসর্গকারী। সবশেষে সে ওসমান গণী (রাঃ)-এর হাত ধরে বলল' مرحبا يابن عم رسول الله وختنه 'মারহাবা! আল্লাহর নবীর চাচাত ভাই এবং জামাতা, বনী হাশেমের সর্দার, যিনি সর্বদা রাসূলের সংসর্গে থেকেছেন।

পরে নির্জনে সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলল, দেখলে এদের প্রসংশা করে কি করে বোকা বানালাম। তোমরাও আমার মত যখন তাদের সাথে মিলিত হবে, এমনটা করবে, অতি প্রশংসা করবে। মুসলমানেরা দরবারে নবুওয়াতে হাজির হয়ে এ ব্যাপারে জানালেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, এই সনদটি সন্দেহজনক। কেননা এই সনদের একজন রাবী হচ্ছেন সুদ্দী সাগীর, যিনি রিজাল শাস্ত্রবিদদের মতে কাযযাব। তেমনি কালবী ও আবু সালেহও জায়ীফ রাবী।

(লুবাব পৃঃ-৪-৫, ওয়াহেদী –পৃঃ ২৬, সাবী, হাশিয়ায়ে জামাল–খঃ ১, পৃঃ ১৯)

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ ـ

অর্থঃ অথবা(মুনাফিকদের অবস্থা) আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির মত, যাতে থাকে ঘন অন্ধকার ও গর্জন। বজ্রপাতের কারণে তারা মৃত্যুর ভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়। আল্লাহ্ কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন। (সূরা বাকারা-১৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সহ কতিপয় সাহাবা বর্ণনা করেন, মদীনার দুই মুনাফিক রাসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে পলায়ন করে মক্কার মুশরেকদের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা বর্ষা ও বজ্র -বিদ্যুতের সম্মুখীন হলো। যখনই বিদ্যুৎ চমকাত তখনই তারা তাদের কর্ণকুহরে আঙ্গুল ঢুকাত, যাতে তাদের কানে আওয়াজ না ঢোকে এবং এতে মৃত্যু না ঘটে। বিদ্যুৎ চমকালে এর আলোতে তারা

অগ্রসর হত। আবার তা বন্ধ হয়ে গেলে থমকে দাঁড়াত। এভাবে পায়ে হেঁটে তারা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলছিল। অবশেষে তারা বলল, হায়! যদি সকাল হত এবং বৃষ্টি থেমে যেত তাহলে আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতাম। সকাল হলে তারা মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তাদের এই দোদুল্যমান মনোভাবকে আল্লাহ্ পাক মুনাফেকদের মনোভাবের সাথে তুলনা করেছেন। (লুবাব - পৃঃ ৫-৬)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً - الاية ٢٦

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক মশা কিংবা তদুপরি বস্তুর দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জাবোধ করেন না। (সূরা বাকারা-২৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাক মুশরেকদের দেব-দেবীর অক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে ان يسلبهم الذباب شيئا নাযিল করেন। আবার তাদের দেব-দেবীর ষড়যন্ত্র কত অসার তা উল্লেখ করতে গিয়ে "كبيت العنكبوت" বলেন। এ সময় তারা বলল, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর খোদা তা'আলার এমন ক্ষুদ্র-তুচ্ছ প্রাণীর সাথে সম্পর্ক কী? এই আপত্তির জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(انفرد بِهِ الوَاحِدى وَفِى اِسْنَادِه عَبْدُ الغَنِى بن سَعِيد الثقفى واه جدا وَقَوْل الحَسَن وقتادة المتقدمان ، قَال السُّيُوْطِى عَنْه : هُوَ انسب، لِبَابِ المَنْقُوْل ص٧ ، اسباب النُّزُوْل ص ٢٧)

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ - الاية ٤٤

অর্থ ঃ তোমরা মানুষকে নির্দেশ দাও সৎকার্যের, অথচ ভুলে যাও নিজেদের? (সূরা বাকারা-৪৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত মদীনার জনৈক ইহুদীর উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়। সে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজনকে বলত, যে দ্বীনের (ইসলামের) ওপর তোমরা আছ এর ওপর অবিচল থেকো। এই ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ)) যা নির্দেশ করেন তা সত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন। এভাবে ইহুদীরা অপরকে নসীহত করত। কিন্তু নিজেরা তা পালন করত না।

(আসবাবে নুযূল –পৃঃ ২৭, লুবাব –পৃঃ ৮)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا ـ الاية ٦٢

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে আর যারা ইহুদী হয়েছে। (সূরা বাকারা-৬২)

শানে নুযূল ঃ মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, একদা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) স্বজাতির নামোল্লেখ করলে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন, তারা জাহান্নামী। এ কথা শুনে হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, চারদিক আমার তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এ সময় তাঁর সান্ত্বনা স্বরূপ এ আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে জারীর –১/১৫৬)

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٧٦

অর্থ ঃ আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে। (সূরা বাকারা-৭৬)

শানে নুযূল ঃ ইহুদীদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল তারা সকাল বেলা নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করত। মুসলমানদের সাথে ওঠাবসা করত। আপন প্রভাব বাড়াতে তাওরাতে উল্লেখিত নবী (আঃ)-এর হুলিয়ার রেফারেন্স টানত। পক্ষান্তরে সন্ধ্যায় ফিরে মানব-শয়তান উবাই ও কা'ব ইবনে আশরাফের মত নেতৃস্থানীয়দের দরবারে বসলে তারা ভর্ৎসনা করে বলত, বোকার দল! তোমরা তোমাদের জ্ঞান-গরিমা ও তাওরাতের জ্ঞান দিতে গেলে কেন ওদেরকে? এই মুসলমানরা কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। বলবে, এই ইহুদী সম্প্রদায় আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গুণাবলী তাওরাত খুলে দেখিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ـ الاية : ٧٩

অর্থ ঃ অতএব কঠিন শাস্তি তাদের জন্য যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে। (সূরা বাকারা-৭৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত সেই সব ইহুদীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা তাওরাতে বর্ণিত হুযুর (সাঃ)-এর গুণাবলী পরিবর্তন করেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত ইহুদী আলেমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তাওরাতে হুযুর (সাঃ)-এর অবয়ব আকৃতি এভাবে লেখা ছিল-তিনি কালো চক্ষুধারী, অধিক লম্বা নন আবার অধিক বেঁটেও নন। তিনি হবেন মাঝারি গোছের, কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট, কান্তিমান মুখশ্রী, যে তাঁকে দেখবে সে প্রভাবিত হবে।

কিন্তু ইহুদী আলেমরা বলল, আমরা তাওরাতে পেয়েছি, তিনি হবেন লম্বা, নীল চক্ষুবিশিষ্ট, লম্বা, কোঁকড়াহীন চুল। (ইবনে আবি হাতেম ইকরামার সূত্রে; লুবাব-পৃঃ ১০-১ , আসবাবে নুযূল -পৃঃ ২৯)

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً - الاية

অর্থ ঃ ইহুদীরা বলেছিল যে, নির্দিষ্ট কয়েক দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদের স্পর্শ করবে না। (সূরা বাকারা-৮১)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সাঃ) মদীনায় আগমন করলেন। এ সময় ইহুদীরা বলল, পৃথিবীর স্থায়িত্ব কাল হবে সর্বমোট ৭ হাজার বছর। জাহান্নামে প্রতি হাজারের পরিবর্তে এক দিন মাত্র শাস্তি হবে, কেননা আখেরাতের এক দিন পৃথিবীর ১ হাজার বছরতুল্য। সুতরাং বড় জোর আমরা ৮ দিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করব। আল্লাহ্ তাদের এই ভ্রান্ত দাবী খন্ডনে উক্ত আয়াত নাযিল করেন। যাহ্যাকের সূত্রে বর্ণিত আছে, ইহুদীরা কিতাবে পেয়েছিল, জাহান্নামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব ৪০ বছরের পথ। তখন তারা বলেছিল, তাওরাতের কথামতে আমাদের শাস্তি হবে গো-বৎস পূজার ৪০ রাত মাত্র। কিয়ামতের দিনে এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তারা সাকারে উপনীত হবে। সেখানে থাকবে যাক্কুম বৃক্ষ। তারা ওই বৃক্ষ পর্যন্ত পৌছুতে পৌছুতে তাদের ধারণার শেষ দিন হয়ে যাবে। এ সময় জাহান্নামের দারোগা বলবেন, হে আল্লাহর দুশমনরা! তোরা ভেবেছিলি আল্লাহ্ নির্দিষ্ট কদিন আযাব দিবেন। তোদের ধারণার সেই শেষ দিন আজ। অথচ আযাব এখনও শুরুই হয়নি-অনন্তকাল রয়েছে সামনে।

(তাফসীরে তাবারী -খঃ ১, পৃঃ ৩০৩, লুবাব-পৃঃ ১১)

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَفَتَطْمَعُوْنَ - الاية : ٧٥

অর্থ ঃ তোমরা কি এখনও আশা পোষণ কর যে, ইহুদীরা তোমাদের কথায় ঈমান আনয়ন করবে? (সূরা বাকারা- ৭৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মোকাতেল বলেন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে সে ৭০ জন লোকের প্রসঙ্গে যাদেরকে নিয়ে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র উদ্দেশে গিয়েছিলেন। তারা নির্দিষ্ট স্থানে আল্লাহ্র কথা শুনল। সে কথায় নির্দেশ ও বিধি-নিষেধও ছিল। এরপর তারা স্ব-জাতির কাছে ফিরে এলো। এদের নেককারগণ সে কথামত আমল করল। পক্ষান্তরে একদল বলল, আমরা আল্লাহ্ পাকের শেষ বাণীটি এমন শুনেছিলাম যে, তোমরা এগুলো করতে [illegible] হলে করবে, নচেৎ নয়।

তোমাদের জন্য বোঝা হয় এমন কাজ না করলেও চলবে। তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে, যারা রজমের আয়াত এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গুণাবলীতে সংশোধনী এনেছিল এ আয়াত নাযিল হয় তাদের প্রসঙ্গেই। (তাফসীরে তাবারী-খৃঃ ১, পৃঃ ৩০২, লুবাব পৃঃ ১০)

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ - الاية ٨٥

অর্থ ঃ অতঃপর তোমরাই তো সেই ব্যক্তি যারা পরস্পরে রক্তপাত করেছ, আর তোমাদের মধ্য হতে একদলকে স্ব-গৃহ হতে বহিষ্কার করে দিয়েছ।

(সূরা বাকারা-৮৫)

শানে নুযূল ঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে আওস ও খাযরাজ দুটি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মধ্যে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশপাশে ইহুদীদের দুটি গোত্র 'বনী কোরায়যা' ও 'বনী নযীর' বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী কোরায়যার মিত্র আর খাযরাজ ছিল বনী নযীরের মিত্র। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মিত্রতার ভিত্তিতে বনী কোরায়যা আওসের সাহায্য করত আর নযীর খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও খাযরাজের যেমন লোক ক্ষয় ও ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হত, তাদের মিত্র বনী নযীরেরও তেমন হত। বনী কুরায়যাকে হত্যা ও বহিষ্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিত্র নযীরের হাত থাকত। তেমনি নযীরের হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী কুরায়যারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইহুদীদের দুই দলের কেউ আওস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহুদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত– বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের ওপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলত– কী করব? মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদের এই আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

(কুরতুবী–খঃ ২, পৃঃ ১০, মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃঃ ৪৭)

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - الاية : ٨٩

অর্থ ঃ আর যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের নিকট এমন কিতাব আসে যা তাদের কাছে বর্তমান কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করে এবং পূর্ব হতে তারা এর দোহাই দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। অবশেষে সেই পরিচিত কিতাবটি যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয় তারা একে অস্বীকার করে বসে। (সূরা বাকারা-৮৯)

শানে নুযূল ঃ (১) হাকেম মুসতাদরাকে ও বায়হাকী দালায়েলে দুর্বল সনদে ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, ইহুদীরা খায়বারে গেতফান গোত্রের সাথে যুদ্ধ করত। প্রতিটি যুদ্ধেই ইহুদীরা গেতফানের কাছে পরাজিত হত। শেষবারে ইহুদীরা এই দোয়াপূর্বক যুদ্ধে নামল– হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অসিলা দিয়ে তোমার সাহায্য চাই যাঁর আবির্ভাবের ওয়াদা তুমি করেছ। বলেছ, তাঁর দ্বারা আমাদের সাহায্য করবে। এই দোয়া করে নামায় তারা জয়লাভ করে। কিন্তু হুজুর (সাঃ) আবির্ভূত হলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে।

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, হুযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা তাঁর মাধ্যমে আউস-খাযরাজীদের পরাভূত করার খায়েশ ব্যক্ত করত। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে আরবে আবির্ভূত করলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসে এবং পূর্বের কথাগুলোও অস্বীকার করে। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বিশ্‌র ইবনে বারা ও দাউদ ইবনে সালামাকে বললেন,হে ইহুদী সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আমরা যখন মুশরেক ছিলাম তখন তোমরাই না নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের পরাভূত করার হুমকি দিতে? এ কথার জবাবে বনী নযীরের সালাম ইবনে মেশকাম বলল– আমাদের কাছে কারো আবির্ভাব ঘটেনি এবং কারো মাধ্যমে তোমাদের পরাভূত করার কথাও আমরা বলিনি। এ প্রসঙ্গে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব –পৃঃ ১২-১৩, মুস্তাদরেকে হাকেম–খঃ ২, পৃঃ ২৬৩, আসবাবে নুযূল পৃঃ ৩০-৩১)

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ - الاية : ٩٤

অর্থ ঃ হে নবী ! আপনি বলুন, অন্যান্য লোক ব্যতীত শুধু তোমাদের জন্যই যদি আল্লাহ্‌র নিকটে আখেরাতের ঘর থেকে থাকে তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। (সূরা বাকারা, ৯৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর আবুল আলীয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন–ইহুদীরা দাবী করেছিল, আমরা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না। আমাদের কোনই আযাবের স্বাদ নিতে হবে না। এই দাবী খন্ডনে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব – পৃঃ ১৩)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ - الاية : ٩٧

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, যারা জিব্রীলের দুশমন, সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র অনুমোদন ক্রমে অন্তরে তা অবতীর্ণ করেছে। (সূরা বাকারা-৯৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইহুদীরা হুযুর (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবুল কাসেম! আমরা আপনার কাছে

কয়েকটি বিষয় জানতে চাইব, আপনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারলে আপনার আনুগত্য কবুল করব। বলুন, কে আপনার কাছে ওহী নিয়ে আসেন? এ প্রশ্ন এজন্য করছি যে, নবী মাত্রই তাঁর কাছে খোদার পক্ষ থেকে কোনো না ফেরেশ্‌তা এসে থাকেন অতি অবশ্যই। কে সেই ফেরেশতা? হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেন, জিব্রীল (আঃ)। ইহুদীরা বলল, তিনি তো যুদ্ধ ও বিপর্যয়ের বার্তাবাহক এবং আমাদের শত্রু। যদি আপনি মিকাঈলের নাম বলতেন, তাহলে আমরা আপনার অনুসরন করতাম। কেননা তিনি শান্তি স্থিতি ও বৃষ্টির দূত। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(মুসনাদে আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ২৭৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ ৮, পৃঃ ২৪২, আল-হুলিয়াহ খঃ ৪, পৃঃ ৩০৫, ইবনে জারীর –খঃ ১, পৃঃ ৪৩১, ইবনে সায়াদ- খঃ ১, পৃঃ ১১৬)

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ـ الاية: ৯৯

অর্থ ঃ আমি আপনার কাছে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নাযিল করেছি।

(সূরা বাকারা-৯৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একদা ইবনে সুরিয়া কুতবিনী নামক জনৈক ইহুদী হুযূর (সাঃ)-কে বললো, হে মুহাম্মদ! তুমি এমন কোনো বিষয় নিয়ে আসনি, যা আমাদের নিকট পরিচিত। আর আল্লাহ্ পাকও তোমার প্রতি কিছু নাযিল করেননি। এরূপ হলে হয়ত তোমাকে বলতে পারতাম। এই অন্তঃসারশূন্য দাবী খন্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

(ইবনে কাছীর –খঃ ১, পৃঃ ৪৩৪ (বাংলা), আসবাবে নুযূল – পৃঃ ৩৩। লুবাব – পৃঃ ১৬, বায়যাবী - খঃ ১, পৃঃ ৯৮)

اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ـ الاية ١٠٠

অর্থ ঃ তারা যখন কোনো ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাদের একদল তা প্রত্যাখান করে। (সূরা বাকারা-১০০)

শানে নুযূল ঃ মালেক ইবনে সাইফ ইহুদীকে যখন হুযূর (সাঃ) সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেন যা তাওরাতে তাঁর প্রতি ঈমান আনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তখন সে কসম খেয়ে তা অস্বীকার করে বলে, মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কোনো ওয়াদা - অঙ্গীকার নেয়া হয়নি, তাওরাতে কোথাও এমন কোনো কথা নেই। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব -পৃঃ ১৬)

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ـ الاية ١٠٢

অর্থ ঃ আর সুলায়মানের রাজত্বে তারা শয়তানের পঠিত [illegible] করল।

(সূরা বাকারা-১০২)

শানে নুযূল ঃ ইমরান ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর যুগে শয়তানগণ (দুরাচারী জ্বিন) আকাশে কান পেতে কখনো কখনো দু'একটি তথ্য সংগ্রহ করত। অতঃপর তারা একটি সত্যের সাথে সত্তরটি মিথ্যা যুক্ত করে লোকদের নিকট প্রচার করত। লোকেরা সেগুলো বিশ্বাস করে অন্তরে স্থান দিত। এক সময় আল্লাহ্ পাক হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে এ সকল মিথ্যা সম্বন্ধে অবহিত করলেন। তিনি তা স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখলেন, তাঁর মৃত্যুর পর শয়তান রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকদের বলল, হে লোক সকল! তোমরা শুন, সুলায়মানের অতুলনীয় সম্পদ তাঁর সিংহাসনের নীচে সংরক্ষিত রয়েছে। তার কথায় লোকেরা সে স্থান হতে সেগুলো বের করলে শয়তান বলল, এ হচ্ছে যাদু। অতঃপর লোকেরা পুরুষানুক্রমে সেগুলো সংরক্ষণ ও বর্ণনা করে আসছে। এরই একাংশ ইরাকের লোকেরা বর্ণনা করে বেড়ায়। উপরিউক্ত বিষয় সম্বন্ধেই আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন।

(ছহি হাদিস-মুস্তাদরেকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ২৬৫, ইমাম যাহাবীও এর ছহীহ হবার ব্যাপারে একমত। ইবনে কাছীর (বাংলা- ইসলামিক ফাউন্ডেশন) খঃ ১, পৃঃ ৪৩৬)

(২) হযরত সুলায়মান (রাঃ)-কে ইহুদীরা যাদুকর মনে করত। সুতরাং হুযূরে আকরাম(সাঃ) সশ্রদ্ধচিত্তে সুলায়মান (আঃ) -এর স্মৃতিচারণ করলে ইহুদীরা বলতে শুরু করে, বাহ্ কি চমৎকার! তিনি তো নিছক এক যাদুকর (নাউযুবিল্লাহ)। যাদুর বদৌলতেই তিনি হাওয়ায় চড়তে পারতেন। দাম্ভিক ইহুদীদের এই ধৃষ্টতার জবাবে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন। (ইবনে জারীরের সূত্রে জালালাইন-পৃ ঃ ১৫)

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত সুলায়মান (আঃ) মলত্যাগ করতে এবং কোনো স্ত্রীর নিকট যাবার সময় স্বীয় আংটি 'জারাদাহ' নাম্নী জনৈকা মহিলার নিকট রেখে যেতেন। এক সময় তাঁর নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা উপস্থিত হল। একবার সেই মহিলার নিকট তিনি আংটি রাখার পর শয়তান তাঁর রূপ ধরে এসে মহিলার নিকট থেকে আংটিটা নিয়ে গেল। সে তা পরিধান করার সাথে সাথে শয়তান, জিন ও মানুষেরা তার অনুগত হয়ে গেল। এদিকে হযরত সুলায়মান (সাঃ) এসে মহিলার নিকট আংটি চাইলে সে বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি সুলায়মান নও।' তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সম্মুখে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছে। এ সময় শয়তানরা যাদু ও কুফ্র সম্বলিত কতগুলো পুস্তক রচনা করেছিল। সেগুলো তারা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখল। এক সময় তারা উক্ত পুস্তকগুলো জনসম্মুখে পাঠ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, এসকল পুস্তকের মাধ্যমেই সুলায়মান লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং শাসন চালিয়েছে। জনগণ তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করল এবং হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কাফের বলতে লাগল। তাদের উক্ত ধারণার অপনোদনে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৪৩৬ (বাংলা-ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ঢাকা)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا ـ الاية : ١٠٤

অর্থ ঃ হে ঈমানদারেরা! তোমরা (তোমাদের নবীকে) 'রায়িনা' (আমাদের রাখাল) বলো না। (সূরা বাকারা-১০৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, راعنا শব্দটি আরবগণ তাদের কথায় ব্যবহার করত। এমনকি সাহাবারা হুযুর (সাঃ)- এর প্রতি এই শব্দের প্রয়োগ করত, তবে সাহাবারা এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিত 'আমাদের প্রতি খেয়াল করুন'। ইহুদীরা নবী (আঃ)-এর প্রতি এই শব্দের প্রয়োগ দেখে হতবাক হয়ে যায়। কেননা তাদের পরিভাষায় এটি একটি উপহাসসূচক গালি। তারা বলল, আমরা একটা সুযোগ নেব। এ কথা আমরাও বলব। কেননা তাঁর শিষ্যরাও তো বলে থাকেন। এক সময় তারা হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে এসে বলতে লাগল, يا محمد راعنا ('হে মুহাম্মদ! আমাদের রাখাল!') এবং হাসতে লাগল। ওদের এই দুরভিসন্ধি সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) বুঝে ফেললেন। তিনি ইহুদীদের ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বললেন, হে আল্লাহর দুশমনেরা! খোদার অভিশাপ তোদের প্রতি। কসম খোদার যার কুদরতি হাতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণ ! তোদের কারো মুখে ফের ওই শব্দের প্রয়োগ শুনলে তার মুণ্ডুপাত করব। তারা বলল, কেন? তোমরা একথা বলো না? এ সময় অত্র আয়াত নাযিল হয়।
(ইবনে জারীর তাবারী-খঃ ১, পৃ ঃ ৩৭৪)

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ـ الاية : ١٠٥

অর্থ ঃ যারা কাফের, আহলে কিতাব হোক বা মুশরেকই হোক তারা আদৌ পছন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোনো কল্যাণ নাযিল হোক। (সূরা বাকারা-১০৫)

শানে নুযূল ঃ মুফাসসিরগণ বলেন, মুসলমানরা তাদের ইহুদী মিত্রদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনতে আহবান জানালে তারা বলত, যে দ্বীনের উপর আমরা আছি, তার চেয়ে এটা সেরা নয়। এটি ভাল হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের ডাকে সাড়া দিতাম। আল্লাহ্ তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে এই আয়াত নাযিল করেন। (ইবনে জারীর-খঃ ১, পৃঃ ৩৭৭। ইবনে কাছীর-খঃ ১ পৃ ঃ ১৫৮-১৫৯)

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا ـ الاية ١٠٦

অর্থ ঃ আমি যে কোন আয়াতই রহিত করি, অথবা বিস্মৃত করি, তার পরিবর্তে অনুরূপ অথবা অধিক ভাল (বাণী) উপস্থাপন করি। (সূরা বাকারা-১০৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, কাফের কিংবা ইহুদী সম্প্রদায় কুরআন মজীদের কিছু আয়াত রহিত হতে দেখে আপত্তি তুলে বলা শুরু করল, প্রথমোক্ত আয়াত ও এর হুকুমে অসুবিধা ছিল কী? অসুবিধা থাকলে প্রথমে তা নাযিলইবা করা হলো কেন? এছাড়া কাফের সম্প্রদায় এ বলে পরিবেশ দূষিত করত যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আজ তার শিষ্যবৃন্দকে একটি হুকুম করছেন, পরের দিন সেটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছেন। এ পরিস্থিতিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে ইবনে জারীর-খঃ ১, পৃঃ ৩৭৮। তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ১৫৯-৬২- আসবাবে নুযূল আল-কোরআনী-পৃঃ ১০০)

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى - الاية ١٠٨

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের রাসূলকে কি সেভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেভাবে ইতোপূর্বে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন মূসা (আঃ)? (সূরা বাকারা-১০৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া ও কোরাইশের কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছিল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের জন্য পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দাও। আমাদের জমিনকে প্রশস্ত করে দাও এবং এর মাঝ দিয়ে স্রোতমান নহর জারী করে দাও, তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মুফাসসিরবৃন্দ বলেন, ইহুদী ও মুশরেকরা হুযূর (সাঃ)-কে অহেতুক উদ্ভট প্রশ্নবানে জর্জরিত করে উক্ত্যক্ত করত। তাদের কেউ বলত, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! হযরত মূসার (আঃ) প্রতি যেভাবে একত্রে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে তুমি একটা কিতাব আসমান থেকে নাযিল কর। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলত, "হে মুহাম্মদ! এমন একটা কিতাব আসমান থেকে আনো যাতে লেখা থাকবে من رب العلمين الى ابن ابى امي- "আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইবনে আবি উমাইয়ার কাছে। আর মনে রেখো, আমি মুহাম্মদকে মানুষের কাছে নবী করে পাঠিয়েছি।" (নাউযুবিল্লাহ্)। এর পর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ - الاية ١٠٩

অর্থ ঃ আহলে কিতাবদের অনেকেই তোমাদের মুসলমান হবার পরও কোনো প্রকারে তোমাদেরকে কাফেররূপে দেখতে চায়। (সূরা বাকারা-১০৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত কিছু সংখ্যক ইহুদীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের বলেছিল, দেখনি তোমরা মুসিবতের সম্মুখীন হলে? তোমরা যদি সত্য ধর্মের পথে হতে তাহলে পরাজিত হতে না। এসো, আমাদের ধর্মে এসো। ভালো হবে।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ - الاية ١١٣

অর্থ ঃ ইহুদীরা বলে, নাসারারা কিছুই না। (সূরা বাকারা-১১৩)

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলে খোদার দরবারে এলো। সেখানে তখন বেশ কিছু ইহুদী ওলামা উপস্থিত হলো। তন্মধ্যে রাফে ইবনে খুজায়মা খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের খ্রীস্ট ধর্ম আসলেই কিছু না। খ্রীস্টান প্রতিনিধিদের একজন বলল, তোমাদের ধর্ম আসলেই কিছু না। আর মূসা (আঃ)-ও কোনো নবী নন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাবুন নুকূল-সুয়ূতী প্রণীত পৃঃ ২১। তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী-খঃ ১, পৃ ঃ ৩৯৪)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ - الاية : ١١٤

অর্থ ঃ এবং তদপেক্ষা অত্যাচারী কে। যে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয়? (সূরা বাকারা - ১১৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর আবদুর রহমান ইবনে এজিদ থেকে বর্ণনা করেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্রিয়নবী (সাঃ) ১৪শ' সাহাবী নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কায় রওয়ানা হন। এই সফর ছিল শুধু কাবা শরীফের তওয়াফ জেয়ারত ও নামাযের জন্য। কোনো প্রকার যুদ্ধের চিন্তা তাতে ছিল না। মুসলমানগণ ছিলেন নিরস্ত্র। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণ মক্কার অদূরে হুদায়বিয়াতে হুযুর (সাঃ)- কে বাধা দেয়। এ সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।

(মাঁযহারী-খঃ ১, পৃঃ ২০১, জালালাইন পৃঃ ১৭, কুরতুবী-খঃ ২, পৃ ঃ ৯৯)

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - الاية : ١١٥

অর্থ ঃ পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র। (সূরা বাকারা-১১৫)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট নিয়ে মত পার্থক্য বিদ্যমান।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূরে আকরাম (সাঃ) একটি সারিয়ায় আমাদের প্রেরণ করলেন। সে দলে আমিও ছিলাম। এ সময় আমরা প্রচন্ড অন্ধকারের সম্মুখীন হলাম। আমরা ক্বেবলা নির্ধারণ করতে পারছিলাম না। এ সময় আমাদের কেউ কেউ উত্তর দিক ফিরে বললেন, এদিকে ক্বেবলা। তারা সে মতে নামায আদায় করলেন। পক্ষান্তরে আরেকদল দক্ষিণ দিকে ফিরে বললেন, কেব্বলা

এদিক এবং সে মতেই তারা নামায আদায় করলেন। পরদিন সূর্য ওঠলে উভয়েরই ভুল ভাংগে। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে প্রসঙ্গটা উপস্থাপন করলে তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন।

(اَخْرَجَه الدَّار قُطْنِى فِى السُّنَن ١/٢٧١، وَالْبَيْهَقِى فِى الكبرى : ١٢/٢

এছাড়া আরো কিছু শানে নুযূল বর্ণিত আছে। কিন্তু সেগুলোর সিংহভাগই দুর্বল বর্ণনা।

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ـ الاية : ١١٥

অর্থ ঃ সুতরাং যেদিকে ফিরে নামায পড় না কেন সেদিকেই রয়েছেন আল্লাহ। (সূরা বাকারা-১১৫)

শানে নুযূল ঃ আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হাবাশার বাদশাহ নাজ্জাসী ইন্তেকাল করলে হযরত জিব্রাইল হুযুর (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, নাজ্জাশী ইন্তেকাল করেছেন, আপনি তাঁর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়ুন। হুযুর (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জড়ো হতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নাজ্জাশীর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। হুযুর (সাঃ) গায়েবানা নামায আদায় করলে সাহাবারা মনে মনে বললেন, সেই ব্যক্তির উপর কি করে আমরা গায়েবানা জানাযা পড়ছি, যিনি আমাদের ক্বেবলা ছাড়া অন্য ক্বেবলামুখো হয়ে নামায পড়তেন। হযরত নাজ্জাশী আমৃত্যু বায়তুল মোকাদ্দাসমুখো হয়ে নামায আদায় করেছেন। অথচ ততদিনে মুসলিম জাতির জন্য মক্কাস্থ কা'বা কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। অবশ্য কাতাদার সূত্রে জানা যায়, এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়েছে وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره দ্বারা। (মুস্তাদরাকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ২৬৮। ইমাম যাহাবীও এর সাথে একমত। বায়হাকী কোবরা-খঃ ২, পৃঃ ১২ আতা ইবনে আব্বাসের সূত্রে)

قَوْلُه تَعَالٰى : وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ الاية : ١١٨

অর্থ ঃ যারা কিছু জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না?' (সূরা বাকারা-১১৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাফে ইবনে খুজায়মা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে বললো, তুমি যেমনটা বলো তুমি নাকি আল্লাহর রাসূল তাহলে আল্লাহ্‌কে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে বল। তাঁর কাছেই শুনতে চাই যে, তুমি খোদার রাসূল। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাবুন নুকূল-পৃ ঃ ২৩। রুহুল মায়ানী-খঃ ১, পৃঃ ৩৭১)

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ - الاية : ١١٩

অর্থ ঃ আর দোযখীদের সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না। (সূরা বাকারা-১১৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (সাঃ) বললেন, আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছে তা যদি জানতে পারতাম! এতে আল্লাহ্ পাক এই আয়াতাংশ নাযিল করেন।

(ইবনে জারীর-খঃ ১, পৃঃ ৪০৯। ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৫০৬ (বাংলা)

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى - الاية ١٢٠

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) ইহুদী-নাছারারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না কোনো দিনও। (সূরা বাকারা-১২০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতখানি ক্বেবলা পরিবর্তন প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। মদীনার ইহুদী, নাসারা ও নাজরানের খ্রীস্টানরা কামনা করত হুযূর (সাঃ) তাদের ক্বেবলামুখো হয়ে নামায পড়ুন। কিন্তু কাবা শরীফের দিকে ক্বেবলা পরিবর্তন হলে তাদের মনে প্রচন্ড আঘাত লাগে এবং তারা ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে যায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃঃ ২৪, আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ৪০, ওয়াহিদী)

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى - الاية : ١٢٥

অর্থ ঃ তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা বানাও (সূরা বাকারা-১২৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, তিনটি বিষয়ে আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে একাত্ম হয়েছি। আমি বলেছি, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! যদি আমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানাতে পারতাম! তখন নাযিল হয়েছে, 'হ্যাঁ, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানাও। যখন বলেছি, হে আল্লাহর নবী (সাঃ)! যদি আপনার স্ত্রীগণ পর্দা করে চলতেন (তাহলে ভাল হতো)! তখন নাযিল হয়েছে পর্দার আয়াত। যখন জানতে পারলাম, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের ব্যাপারে আল্লাহ্র নবী (সাঃ) অসন্তুষ্ট তখন বলেছিলাম, আল্লাহ্ পাক আপনাদের বদলে উত্তম নারী তাঁকে দান করবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে নাযিল হয়েছিল –

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ

(বোখারী-খঃ ২, পৃঃ ৫১। ইবনে জারীর বারা ইবনে আযেবের সূত্রে-খঃ ১, পৃঃ ৪৪০)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ـ الاية ١٢١

অর্থ ঃ আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তা পড়ার মত পড়ে।

(সূরা বাকারা-১২১)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে কালবী ও আতা বর্ণনা করেন, এ আয়াত হাবাশা থেকে জাহাজে চড়া সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা জাফর ইবনে আবু তালেবের সঙ্গী। তারা হাবাশা ও শাম থেকে মদীনা আগমন করেছিলেন। সংখ্যায় তারা ৪০ জন। য্যাহ্যাক বলেন, এ আয়াত যে সকল ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের ব্যাপারে অবতীর্ন হয়। কাতাদাহ ও ইকরামা বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সকল সাহাবার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

(তাফসীরে ইবনে জারীর-খ ঃ ১, পৃঃ ৪১১। তাফসীরে ইবনে কাছীর-খ ঃ ১, পৃঃ ১৭৪-৭৫)

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ـ الاية ١٣٠

অর্থ ঃ ইব্রাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায় কেবল সে ব্যক্তি ব্যতীত যে নিজকে বোকা প্রতিপন্ন করে? (সূরা বাকারা-১৩০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আসাকের বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) তাঁর দুই ভাতিজা সালমা ও মুহাজেরকে বললেন, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। তোমরা ভালভাবেই জানো আল্লাহ্ পাকের এরশাদ তাওরাতে রয়েছে "আমি ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে একজন নবী সৃষ্টি করবো, যার নাম হবে আহমদ। যারা তাঁকে মেনে চলবে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে তাঁরা যার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে না তারা অভিশপ্ত।" চাচার এই নসীহত শ্রবণ করে সালমা ইসলাম গ্রহণ করলেন কিন্তু মুহাজের স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বসলো। তখন এ আয়াত নাযিল হলো।

(তাফসীরে মাযহারী-খঃ ১, পৃঃ ২২৬)

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ـ الاية ١٣٣

অর্থ ঃ তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের নিকট তাঁর মৃত্যু হাজির হয়েছিল? (সূরা বাকারা– ১৩৩)

শানে নুযূল ঃ ইহুদীরা প্রিয়নবী(সাঃ)-এর মহান দরবারে হাজির হয়ে বলেছিল, আপনি কি জানেন ইয়াকুব (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় তদীয় পুত্রদেরকে একত্রিত করে ওসিয়ত করেছিলেন এ মর্মে যে, তোমরা সকলে ইহুদী ধর্মের প্রতি অনুগত থেকো। অথচ আপনি ইহুদী ধর্ম বর্জনের তালিম দিচ্ছেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ১, পৃঃ ৪৩৬, তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ১৯৮-৯৯)

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصَارٰى تَهْتَدُوْا - الاية ١٣٥

অর্থ ঃ তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীস্টান হয়ে যাও তবেই সুপথ পাবে। (সূরা বাকারা-১৩৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহুদী ইবনে সুরিয়া একবার নবী করীম (সাঃ)-কে বললো, যা আমরা অবলম্বন করেছি তা-ই হেদায়েত। অতএব আমাদের অনুসরণ করুন। এরূপ কথা ইতিপূর্বে খ্রীস্টানেরাও বলেছিল। আল্লামা বাগভী (রহঃ) লিখেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মদীনার বিখ্যাত ইহুদী যেমন কা'ব ইবনে আশরাফ, মালেক ইবনে হানীফ, ওহাব ইবনে ইয়াহুযা, ইয়াসির আখতাব এবং নাজরানের খ্রীষ্টানরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। প্রত্যেক দলই নিজেদের হকপন্থী বলে দাবী করতে লাগল। ইহুদীরা বললো, আমাদের নবী মূসা (আঃ) সমস্ত নবীর চেয়ে উত্তম এবং আমাদের তাওরাত সমস্ত কেতাব থেকে উত্তম। আমাদের ধর্ম সকল ধর্মের উপর। তারা হযরত ঈসা (আঃ), ইঞ্জিল, মুহাম্মদ (সাঃ) ও কুরআনকে অস্বীকার করে বসলো। এমনিভাবে খ্রীষ্টানরাও তাদের নবী, কিতাব ও ধর্মকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করল এবং মুহাম্মদ (সাঃ) ও কুরআনকে অস্বীকার করল। পরে সকলেই মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের প্রতি আহবান জানাল। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াতটি নাযিল করেন।

(তাফসীরে তাবারী-খঃ ১, পৃঃ ৪৪০, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ১৩২)

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً - الاية ١٣٨

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর রঙ গ্রহণ করেছি, আল্লাহর রঙ-এর চেয়ে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে। (সূরা বাকারা-১৩৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রাচীনকাল হতেই একটা প্রথা চলে আসছে যে, তারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তাকে এক প্রকার হলুদ পানিতে চুবাত। পরে তাদেরকে খ্রীস্টধর্ম সংঘের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করে বলত, الان صار نصرنيا حقا এখন সে প্রকৃত খ্রীস্টান হয়েছে। (ইংরেজীতে একে ব্যাপটিসমো বা অপসুদীক্ষা বলে)। আল্লাহ্ পাক এই কুসংস্কার দূর করার জন্য এই আয়াত নাযিল করেন। (বায়যাবী খ: ১২, পৃথ ১১৪, আসবাবে নুযূল পৃ: ৪১)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - الاية : ١٤٢

অর্থ ঃ এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে যার ওপর তারা ছিল। (সূরা বাকারা-১৪২)

শানে নুযূল ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়তে থাকেন। তারপর তাঁকে খানায়ে কাবার দিক ফিরে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এতে ইহুদী আলিম ও মুশরিকদের ঘোর আপত্তি জন্মে। তারা মন্তব্য করে, মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। আজ একদিক মুখ করে নামায আদায় করছেন তো কাল আরেক দিক। এদের এ কথা প্রসংগে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(صَحِيْح : اَخْرَجَهُ الْبُخَارِى فِى كِتَابِ الصَّلَاةِ (٣٩٩) وَالتِّرْمِذِى فِى التَّفْسِيْر (٣٩٦٢)

وَقَال : حَسَن صَحِيْح ، وَالْقُرْطُبِى ج ٣، ص ١٤٨ وَرُوْح الْمَعَانِى : ج ٢ص٢)

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا - الأية : ١٤٣

অর্থ ঃ এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মৎ করেছি।

(সূরা বাকারা-১৪৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর সত্যায়ন স্বরূপ এ আয়াত নাযিল হয়। ইহুদী সর্দাররা হযরত মুয়াজকে বললো, আমাদের এই ক্বেবলা গোটা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ক্বেবলা। আর তোমাদের নবী (সাঃ) ভালো করেই জানেন যে, আমরা অতি উত্তম সম্প্রদায়। সুতরাং তিনি নিছক হিংসা-বিদ্বেষবশত: আমাদের ক্বেবলা ছাড়ছেন। হযরত মুয়াজ (রাঃ) জবাব দিলেন, হতভাগারা! তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব পেলে কোথায়? উম্মতে মুহাম্মদী-ই তো শ্রেষ্ঠ জাতি।

[কানযুন নুকূল (উর্দূ) পৃ: ১৩]

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ - الاية : ١٤٣

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ পাক এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (নামায) নষ্ট করবেন। (সূরা বাকারা-১৪৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে তাফসীরকার কালবী বলেন, সাহাবায়ে কেরামের বেশ কিছু সদস্য বায়তুল মোকাদ্দাস ক্বেবলা থাকার সময়ে ইন্তেকাল করেছেন। তন্মধ্যে ছিলেন আসআদ ইবনে যোরারাহ, আবু উমামা,

নাজার ইবনে সালামা, বারা ইবনে মা'রুর প্রমুখ। এঁদের আত্মীয় স্বজন এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাদের ভায়েরা ইন্তেকাল করেছেন। তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। এক্ষণে আল্লাহ্ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-এর ক্বেবলা মুসলিম জাতির জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং ওদের নামাযগুলোর অবস্থা কী হবে? তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(মাজহারী-খ: ১, পৃ: ২৪৪, ফতহুল বারী- খ: ১, পৃ: ৯৭, বোখারী হাদীস নং- ৪৪৮৬, মুসলিম- খ: ১১, পৃ: ৫২৫)

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ - الاية : ١٤٤

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে বারবার আসমানের দিকে মুখোত্তলন করতে দেখেছি। (সূরা বাকারা-১৪৪)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে বলেন, যখন প্রিয়নবী (সাঃ) মদীনা শরীফে হিজরত করলেন, তখন মদীনার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল ইহুদী। আল্লাহ্ পাক তাঁকে আদেশ দিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসকে ক্বেবলারূপে গ্রহণ করতে। এতে ইহুদীরা খুশী হলো। প্রিয়নবী (সাঃ) ১৬ মাস যাবত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করলেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ)-এর ঐকান্তিক কামনা ছিল বায়তুল্লাহকে ক্বেবলা করার। এতদুদ্দেশে তিনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতেন এবং বারবার আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন।

(তাফসীরে তাবারী-খ: ২, পৃ: ১৩)

আল্লামা ওয়াহিদী (রাঃ) 'আসবাবুন নুযূল' গ্রন্থে ইবনে আব্বাসেরই সূত্রে বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) জিব্রীল আমীনকে বললেন, আমার মন চায় আল্লাহ্ পাক ইহুদীদের ক্বেবলা থেকে অন্য কোন ক্বেবলা নির্ধারণ করে দিন। অন্য কোন বলতে তিনি বায়তুল্লাহ বুঝিয়েছেন। কেননা এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ক্বেবলা। জিব্রীল (আঃ) তাঁকে বললেন, "انما انا عبد مثلك لا املك شيئا" 'আমি আপনার মত একজন বান্দা মাত্র, এ ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নেই। তারচেয়ে আপনার প্রভুকে বলুন যাতে তিনি আপনার মর্জিমত ফায়ছালা করে দেন। জিব্রীল (আঃ) চলে গেলেন। হুজুর (সাঃ) পরবর্তীতে বারবার আসমানের দিকে তাকাতেন যাতে তাঁর দরখাস্ত গৃহীত হওয়ার সংবাদ নিয়ে তিনি আসেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলের এই মনস্কামনা অপূর্ণ রাখলেন না। জিব্রীল (আঃ) এলেন, সাথে দরখাস্ত কবুলের চিরন্তন এই বাণী যা আয়াতে বিধৃত হয়েছে। (আসবাবে নুযূল ওয়াহিদী পৃ: ৪৩)

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ - الاية ١٤٥

অর্থ ঃ (হে নবী!) আপনি যদি আহলে কিতাবদের সমস্ত দলীল প্রমাণও উপস্থিত করেন তবুও তারা আপনার ক্বেবলাকে স্বীকৃতি দিবে না। (সূরা বাকারা -১৪৫)

শানে নুযূল ঃ ক্বেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদী ও নাসারারা প্রিয় নবী (সাঃ) -এর মহান দরবারে হাজির হয়ে প্রশ্ন করে- ক্বেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে আপনার নিকট কি দলীল রয়েছে? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

(তাফসীরে মাযহারী- খ: ১, পৃ: ২৪৮)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ - الاية ١٤٦

অর্থ ঃ আমি যাদেরকে কেতাব প্রদান করেছি, তারা আল্লাহর রাসূলকে এমনভাবে চিনে যেমন তাদের সন্তানকে তারা চিনে। (সূরা বাকারা-১৪৬)

শানে নুযূল ঃ আহলে কিতাবের মুমিন বান্দা যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা রাসূলে পাক (সাঃ)-এর অবয়ব-আকৃতি ও গুণাবলী তাওরাতে পেয়েছিলেন। অন্য ছেলেদের ভেতর থেকে পিতা যেমন তার সন্তানকে বেছে নিতে প্যারেন সেভাবে আহলে কিতাবদের সবাই রাসূলকে বেছে নিতে পারত।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) প্রাক্তন ইহুদী আলেম আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেনু, আপনারা হুযুরে আকরাম (সাঃ)-কে নবী হিসাবে নিজের সন্তানকে চেনার মত কিভাবে চিনতেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি হুযূর (সাঃ)-কে যেবার সর্বপ্রথম দেখেছিলাম তখনই তাঁকে নবী হিসাবে চিনে ফেলেছিলাম যেভাবে নিজের ছেলেকে চিনি। বরং তার চেয়েও অধিক নিশ্চিতরূপে নবী হিসাবে তাঁকে চিনেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ কথা কিভাবে বলতে পারলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক তাওরাতে আখেরী নবীর যেসমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং চিহ্নাদি বর্ণনা করেছেন তা দেখে আমি নিশ্চিত হলাম যে, ইনিই আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী, আর নিজের ছেলেকে যদিও কয়েকটি প্রকাশ্য ইংগিত ও লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়, তবুও সন্দেহের অবকাশ থাকে। কেননা স্ত্রীকে অবিশ্বাস করার সম্ভাবনা থেকে যায় নবীর বেলায় যেটা যায় না। এরপর হযরত ওমর তাঁর জন্য দোয়া করেন।

(আসবাবে নুযূল ওয়াহিদী পৃ: ৪৪, তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ:২, পৃ: ২৫-২৬)

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ـ الاية : ١٥

অর্থ ঃ (আর তোমরাও যে যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেদিকেই ফেরাবে) তাহলে, অত্যাচারী লোকগণ ব্যতীত অন্য কারো সাথে তোমাদের কলহ হবে না।

(সূরা বাকারা-১৫০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর সুদ্দীর সনদ সহকারে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস ছেড়ে মক্কা মুকাররমার দিকে নামায পড়া শুরু করে দিলে মুশরেকরা পরস্পরে বলতে শুরু করে, মুহাম্মদ (সাঃ) স্বীয় দ্বীন নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছেন। ক্রমে ক্রমে তোমাদেরকে তাঁর দ্বীনের মধ্যেই প্রবেশ করাবেন; দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি এই ক্বেবলা পরিবর্তন করেননি, করেছেন কেবল তোমাদেরকে তাঁর ধর্মে ভেড়ানোর স্বার্থে। এ ব্যাপারে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাবুন নুকূল পৃ: ২৬-২৭। বায়যাবী-খ: ১, পৃ: ১২০)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ـ الاية : ١٥٤

অর্থ ঃ আর যারা খোদার রাহে মারা গেছেন তাদেরকে মৃত বলো না

(সূরা বাকারা-১৫৪)

শানে নুযূল ঃ বদর যুদ্ধে ১৪ জন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন, তন্মধ্যে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার। এসময় মুনাফেক ও মুশরেকরা বলতে শুরু করে, এঁরা জীবন দিয়ে জাগতিক জৌলুস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাদের এসব অহেতুক মন্তব্য রদ করতেই আলোচ্য আয়াতের অবতারণা করা হয়।

(বায়যাবী-খ: ১, পৃ: ১২১, আসবাবে নুযূল : ৪৪)

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰه ـ الاية : ١٥٨

অর্থ ঃ নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত।

(সূরা বাকারা-১৫৮)

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাছীর ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ:) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা প্রথমে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। হযরত ওরওয়া যিনি আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের পুত্র, তাঁর খালাকে বলেন, এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) তার জবাবে বললেন, মনে হয় তুমি এ আয়াতের মর্ম বুঝতে পারনি। যা বুঝেছ তা যদি সঠিক হত তবে আয়াত এভাবে হতো, ان لا يطوف بهما 'সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাঈ না করায় কোনো গোনাহ নাই।'

আয়াতের শানে নুযূল হলো, মোশাল্লাল নামক স্থানে মানাত নামে একটি মূর্তি ছিল। ইসলাম-পূর্বকালে মক্কাবাসীরা তার পূজা করতো। আর তারা ঐ মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে লাব্বাইক বলত। তারা সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যখানে সাঈ করাকে পাপ মনে করত। তাই ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে তারা প্রশ্ন করল। তখন তাদের জবাবে এই আয়াত নাযিল হল। বলা হল, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে সাঈ করাতে কোনো দোষ নেই। পরবর্তীতে হুযুর (সাঃ) সাঈ করাতে এটি সুন্নতে পরিণত হল। কাজেই পরবর্তীতে কেউ একে গোনাহ মনে করলে ঠিক হবে না। কোনো কোনো তত্ত্ববিদ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেছেন যে, আনসারগণ বলতেন যে, আমরা বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের নির্দেশ পেয়েছি,সাফা-মারওয়ায়ে সাঈ করার কোনো নির্দেশ পাইনি। তাদের জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়। তত্ত্বজ্ঞানীবৃন্দ উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে বলেছেন, দুটি ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে।

(তাফসীরে মাজেদী খ: ১, পৃ: ৬০, বোখারী- মুসলিম) লুবাব পৃ: ২৮-২৯

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى - الاية ١٥٩

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি মানব জাতির জন্য আমার কেতাবের মধ্যে যে সকল সুস্পষ্ট নির্দশন ও উপদেশ নাযিল করেছি, যারা তা গোপন করে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি অভিশাপ করে থাকেন। (সূরা বাকারা-১৫৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, সায়াদ ইবনে মায়াজ ও রেজা ইবনে জায়েদ ইহুদী আলেম কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে তাওরাতের কিছু আহকাম জানতে চাইলে সে সঠিক উত্তর চেপে যায়, ক্ষেত্র বিশেষে পুরোপুরি পাশ কেটে যায়, আর কিছু ক্ষেত্রে একেবারে উত্তর দিতেই অস্বীকৃতি জানায়। এ প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে মাযহারী খ: ১, পৃ: ২৭২)

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - الا ية ١٢٣

অর্থ ঃ এবং তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র একজনই, তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। তিনি অসীম পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। (সুরা বাকারা-১৬৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফেররা একবার বললো, হে মুহাম্মদ! তোমার খোদার বংশানুক্রম বর্ণনা করতো দেখি। আল্লাহ্ পাক এ সময় সূরা ইখলাছ ও অত্র আয়াত নাযিল করেন।

(তাফসীরে মাযহারী খ: ১, পৃ: ২৭৪)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ ـ الاية ١٦٤

অর্থ ঃ নিশ্চয় আসমান-যমীন সৃষ্টি ও রাত-দিনের পরিবর্তনে আল্লাহ্র নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা -১৬৪)

শানে নুযূল ঃ মদীনায় হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ। নাযিল হলে মক্কার কোরাইশ কাফেররা বলল, একমাত্র খোদা যথেষ্ট হয় কি করে? সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি সত্যবাদী হলে এর প্রমাণে আয়াত এনে দেখাও। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ:) বলেন, অত্র রেওয়াত معضل যা আতার সূত্রে বর্ণিত, বিস্তারিত জানতে হলে দেখনু: (লুবাবুন নুযুল পৃ: ৩০।' তাফসীরে তাবারী-খ: ২, পৃ: ৩৭, দুররে মানছুর- খ: ১, পৃ: ১৬৩ এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ـ الاية ١٦٨

অর্থ ঃ হে মানব জাতি! পৃথিবীর দ্রব্য-সামগ্রী থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহরণ কর। (সূরা বাকারা-১৫৮)

শানে নুযূল ঃ কালবী আবু সালেহের সূত্রে বর্ণনা করেন, এ আয়াত ছাকীফ, খোযায়া ও আমের ইবনে ছা'ছায়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা বেশ কিছু খাদ্য শস্য ও পশু নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল।

(ইবনে জারীর-খ: ২, পৃ: ৩৭, মাযহারী- খ: ১, পৃ: ২৮৪)

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا ـ الاية ١٧٠

অর্থ ঃ আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সেই হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, কখনো না। (সূরা বাকারা- ১৭০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকদাস (সাঃ) এক ইহুদী সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে রাফে ইবনে হোরায়মিলা ও আওফ ইবনে মালেক বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা ওই পথেই চলব যে পথে চলেছেন আমাদের পিতৃপুরুষগণ। কেননা তারা আমাদের চেয়েও চক্ষুস্মান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব পৃ: ৩১)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ ـ الاية ١٧٤

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাকের অবতীর্ণ গ্রন্থ গোপন রাখে এবং এর বিনিময়ে অত্যন্ত তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা স্বীয় উদরে অগ্নি পোরে। (সূরা বাকারা-১৭৪)

শানে নুযূল ঃ ইমাম রাযী (রহ:) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে তদানীন্তন ইহুদী নেতাদের সম্পর্কে, যথা কাব ইবনে আশরাফ, কায়াব ইবনে আসাদ, হুয়াই ইবনে আখতাব ও মালেক ইবনে সাঈফ। এরা তাদের অনুসারীদের নিকট থেকে হাদীয়া- তোহফা গ্রহণ করত। তারা আশা করত, শেষ নবী তাদের বংশ থেকেই হবে। কিন্তু তাদের আশা নিরাশায় রূপ নিলে অর্থাগমন ও নেতৃত্ব বন্ধ হবার আশংকা প্রকট আকার ধারণ করল। কাজেই এ সময় তারা তাওরাতে বর্ণিত হুযুর (সাঃ)-এর অবয়ব-আকৃতির বিকৃত রূপ জনসম্মুখে পেশ করল। বলল, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হুলিয়া এমন যা হুযূর (সাঃ)-এর বাস্তব অবয়বের বিরোধী। কাজেই আম জনতা হুযূর (সাঃ)-এর মধ্যে ওই গুণাবলী না পাওয়ার দরুন ইসলামবিমুখ থেকে গেল।

(তাফসীরে কাবীর- খ: ৫, পৃ: ২৫-২৬ দারুল কুতুব আল-এলমিয়াহ। আসবাবে নুযূল পৃ: ৪৭, লুবাব পৃ: ৩২)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - الاية ١٧٧

অর্থ ঃ সৎকর্ম কেবল এই নয় যে, পূর্ব-পশ্চিম দিকে মুখ করবে।

(সূরা বাকারা-১৭৭)

শানে নুযূল ঃ পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হলে নিজেদের কুকর্ম প্রকাশ হতে দেখে ইহুদী-খ্রীস্টানরা বলাবলি শুরু করে, হেদায়েত ও কল্যাণের অনেক কিছুইতো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যে কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তে আমরা আদিষ্ট, ওদিকে ফিরে নামায আদায়ইতো উত্তম। আল্লাহ্‌র সে হুকুমের বরখেলাফ করেছি কি কখনো আমরা? সুতরাং আযাব-গজবের বালাই পেয়ে বসবে কেন আমাদের? তাদের এই ভ্রান্ত খেয়ালের যবনিকা উন্মোচন করতেই এই আয়াতের অবতারণা। কেননা খ্রীস্টানরা মনে করত, সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে নামায পড়াই হচ্ছে সৎকর্ম। ওদিকে ইহুদীরা মনে করত বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়াই সৎকর্ম। (মোয়াজ্জেহুল কোরআন পৃ: ৩৪ ও জালালাইন পৃ: ২৫)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ - الاية ١٧٨

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ। তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা-১৭৮)

শানে নুযূল ঃ ইমাম রাযী (রহ:) এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে হত্যাকাণ্ডের দণ্ডবিধানের যে পন্থা প্রচলিত ছিল তা দূর করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। কেননা তখন ইহুদীরা হত্যার বদলে হত্যা করাকে জরুরী মনে করত। পক্ষান্তরে, খ্রীস্টানরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করাকে অবশ্যকর্তব্য মনে করত। আর যারা পৌত্তলিক ছিল তারা

কোনো কোনো সময় হত্যাকারীকে হত্যা করা অবশ্যকর্তব্য মনে করত। আবার কোনো কোনো সময় ক্ষতিপূরণ গ্রহণকে কর্তব্য মনে করত। এরা সর্বদা সীমা লংঘন করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। যে দুই গোত্রের মধ্যে হত্যাকান্ড হতো তাদের একদল যদি মর্যাদাসম্পন্ন কিংবা শক্তিশালী হতো তবে দুর্বল লোকদের প্রতি যুলুম করা হতো চরমভাবে। তাদেরকে বলা হতো, আমাদের গোলামের বদলে তোমাদের আযাদ (স্বাধীন)-কে হত্যা করবো, আমাদের স্ত্রী লোকের হত্যার বদলে তোমাদের পুরুষদের হত্যা করবো। আর আমাদের একজন পুরুষ হত্যা করলে তোমাদের দু'জন পুরুষকে হত্যা করব। এমনকি তাদের কোনো লোককে যখম করলে তারা তার দ্বিগুণ যখম করত। এমনি পরিস্থিতিতে এই আয়াত নাযিল হয়। মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা করল– হত্যার বদলে হত্যা অবশ্যই করতে হবে, তবে তা হতে হবে ইনসাফভিত্তিক। কোনো প্রকার যুলুম-অত্যাচার, বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

(তাফসীরে কাবীর খ: ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬, দারুল কুতুবিল এলমিয়্যা কর্তৃক প্রকাশিত। তাফসীরে নুরুল কোরআন- খঃ ২, পৃ: ১৩৪-৩৫ আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - الاية : ١٨٠

অর্থ ঃ তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে তার জন্য ওসিয়ত করার বিধান করা হল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। (সূরা বাকারা-১৮০)

শানে নুযূল ঃ আইয়্যামে জাহেলিয়াতে মানুষ প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য মৃত্যুকালে স্বীয় মাল-সম্পদ দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের জন্য ওসিয়ত করে যেত আর বঞ্চিত করে যেত নিকটাত্মীয়দের। তাদেরকে দারিদ্র্য আর অন্ধকারে ছেড়ে যেত। ইসলাম এসে এই অনৈতিক নিয়মের দ্বাররুদ্ধ করল। নাযিল হলো কুরআনের অত্র আয়াতসহ মিরাছের অন্যান্য হুকুম। অবশ্য মিরাছের আয়াত দ্বারা অত্র আয়াত রহিত হয়ে যায়।

(তাফসীরে আহমদী- পৃ: ৩৫)

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ - الاية ١٨٤

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম (কিন্তু কষ্টের কারণে রাখে না) তার জন্য এক মিসকীনকে খাবার দান করতে হবে। (সূরা বাকারা-১৮৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, অত্র আয়াত নাযিল হলে আমরা যার মনে চাইত রোজা রাখতাম আর যার মনে চাইত না সে রাখত না। রোজার বদলে তারা ফেদিয়া দিত। অতঃপর فمن شهد নাযিল হলে তাদের এই এক্তিয়ার উঠিয়ে নেয়া হয় এবং রোজাকে আবশ্যকীয় করে দেয়া হয়।

(বোখারী-মুসলিম)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ـ الاية ١٨٦

অর্থ ঃ আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, (তখন তাদের জানিয়ে দিন যে), আমি রয়েছি সন্নিকটে। (সূরা বাকারা- ১৮৬)

শানে নুযূল ঃ জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে আরজ করল, আমাদের আল্লাহ্ কি খুব কাছে যে, তাঁকে আস্তে ডাকব নাকি তিনি কি খুব দূরে যে জোরে ডাকব? এ সময় অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃ: ১৬৩ কুরতুবী- খ: ২, পৃ: ৩০৮)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ ـ الاية : ١٨٧

অর্থ ঃ রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (সূরা বাকারা ১৮৭)

শানে নুযূল ঃ মাহে রমজানে রোজা পালনের বিধান জারী হবার পর ইফতারের পর এশার নামায বা নিদ্রাগমনের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল। কেউ নিদ্রিত হলে বা এশার নামায আদায় করলে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেত। ইমাম বোখারী (রহ:) সহ অন্যান্য হাদীস সংকলকগণ সাহাবী হযরত বারা (রাঃ) ইবনে আযেবের বর্ণনা সংকলন করেছেন, প্রথম যখন রমজানের রোজা ফরয হলো উপরোক্ত কঠিন নির্দেশের কারণে অনেক সাহাবীর কষ্ট হতে লাগল। যেমন একবার আনসারী সাহাবী কায়েস ইবনে সিরমা (রাঃ) রোজা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে খাবার কিছু আছে কি-না। স্ত্রী বললেন, খাবার কিছু নাই। তবে দেখি আপনার জন্য কোনো খানা জোগাড় করতে পারি কি-না। হযরত সিরমা সারাদিন কাজ করতেন। স্ত্রী চলে যাবার কারণে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রী ফিরে এসে তাঁকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে বললেন, দুর্ভাগ্য, উনি এখন খাবেন কি করে! পরদিন দ্বি-প্রহরে তিনি এভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন যাতে বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। এ ঘটনা হুযুর (সাঃ)-এর গোচরে আনলে এই আয়াত নাযিল হয়।

আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) সহ অনেক সাহাবীর রমজান মাসে এশার পর স্ত্রী সহবাসের অনেক ঘটনা ঘটলে এ আয়াত নাযিল হয়।

(صحيح : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىْ فِى الصِّيَام (١٩١٥) وَالتِّرْمِذِىْ فِى التَّفْسِيْر (٢٩٧٨)

وقال : حَسَن صَحِيْح وَابُو دَاوْد فِى الضِّيَا م (٣٣١٥) ، روح المعانى :ج ٢ ص ٢٤)

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ الى قوله اِلَى الْفَجْرِ الاية : ١٨٧

অর্থ ঃ এবং পানাহার কর এ পর্যন্ত যে, প্রত্যূষের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা স্পষ্ট হয় ...। (সূরা বাকারা -১৮৭)

শানে নুযূল ঃ উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হলে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) দুটি কালো ও সাদা সূতা বালিশের নীচে রাখেন, যতক্ষণ ওই দুই সুতার মাঝে পার্থক্য করা না যেত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি খেতে থাকতেন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) এ কথা শুনে বললেন, এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে রাত দিনে পার্থক্য নির্ণয়। এরপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর খ: ১, পৃ: ১৬৫)

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - الاية : ١٨٨

অর্থ ঃ তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের ধন-সম্পদ ভোগ করো না। (সূরা বাকারা -১৮৮)

শানে নুযূল ঃ আবদান ইবনে আশওয়া হাজরামী নামক এক ব্যক্তি প্রিয় নবী (সাঃ) -এর দরবারে এই মোকাদ্দমা দায়ের করল যে, ইমরুল কায়েস আমার অমুক জমি জবরদখল করে নিয়েছে। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট এর কোনো সাক্ষী আছে কি? সে বলল, না। নবী (সাঃ) তখন এরশাদ করলেন, এখন বিবাদী ইমরুল কায়েসের শপথের ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এ কথা শ্রবণ করে ইমরুল কায়েস শপথ করার জন্য প্রস্তুত হল। তখন হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, যদি তুমি মিথ্যা শপথ করে অন্যায়ভাবে তার সম্পদ ভোগ কর তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে এভাবে উপস্থিত হবে যে, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। (কুরতুবী- খ: ২ পৃ: ২৩৭। মাযহারী খ: ১, পৃ: ৩৫৭। বায়যাবী- খ: ১, পৃ: ১৩৬)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ - الاية ١٨٩

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) তারা চন্দ্র সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করছে। (সূরা বাকারা ১৮৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এবং ছা'লাবা ইবনে গনমা (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! চাঁদ প্রথমদিকে সুতার মত চিকন দেখায় কেন? পরবর্তীতে দিন দিন বৃদ্ধিইবা পায় কেন? আর পূর্ণিমায় গোলাকার থালার মত কেন হয়? পক্ষান্তরে এর পর ক্রমশ: ক্ষয়ই বা কেন হতে থাকে? এ সময় ওই প্রশ্নাবলীর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগভী (রাঃ) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে যে, কিছু লোক চন্দ্র সম্পর্কে হুযুর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে এ আয়াত নাযিল হয়।

(মাযহারী- খ: ১, পৃ: ৩৫, কুরতুবী- খ: ২, পৃ: ৩৪১, বায়যাবী -খ: ১, পৃ: ১৩৬ লুবাব- পৃ: ৩৮-৩৯। আসবাবে নুযূল- পৃ: ৫০)

لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا ـ الاية ١٨٩

অর্থ ঃ তোমরা গৃহের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো এতে কোনো পুণ্য নেই।
(সূরা বাকারা -১৮৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আনসারীরা যখন হজ্জের এহরাম বাঁধতেন তখন কোনো কাজের জন্য বাড়ী এলে সরাসরি দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে বেড়া ভেঙ্গে কিংবা ছাদ ফুটো করে ঢুকতেন। একবার এক ব্যক্তি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে লজ্জা দেয়া হয়। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(صحيح : اخرجه البخارى فى كتاب الحج (٣, ١٨) واخرجه مسلم فى كتاب التفسير ٢٣/٢٦, ٣ ومختصر ابن كثير للصابونى ج اص ١٦٩ والبيضاوى ج ١ ص ١٣٦)

قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ـ الاية ١٩٠

অর্থ ঃ এবং তোমরা আল্লাহ্ পাকের পথে যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে।
(সূরা বাকারা-১৯০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে ১৪'শ ছাহাবা নিয়ে প্রিয়নবী (সাঃ) ওমরার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হন। মক্কা শরীফ থেকে অনতিদূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছুলে মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁকে বাধা প্রদান করে। ক'দিন যাবৎ তাঁকে এখানে অবস্থান করতে হয়

এবং অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'যুদ্ধ নয়' নামে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুসারে ওমরা না করে ঐ বছর তাঁদের মদীনায় ফিরতে হয়। পরবর্তী বছর মুসলমানরা মক্কায় এসে ওমরা করেন ও তিন দিন অবস্থান করেন।

সপ্তম হিজরীতে যখন তারা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হবার ইচ্ছা করেন, তখন এই প্রশ্ন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উত্থিত হয়, যদি পৌত্তলিকরা চুক্তি ভংগ করে এবং নিরস্ত্রপ্রায় মুসলমানদের প্রতি আক্রমণ করে বসে তখন মুসলমানরা কি করবে? কেননা মক্কা শহর হলো শান্তিধাম, এতদ্ব্যতীত হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য কোন্ পথ গ্রহণীয় হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে হক্কানী- ২য় পারা-পৃ: ৫১, লুবাব পৃ-৩৯)

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ - الاية ١٩٤

অর্থ ঃ সম্মানিত মাসের বদলে সম্মানিত মাস, এই সম্মানসমূহ বিনিময় মূলক।

শানে নুযূল ঃ ইমাম রাজী (রাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, পৌত্তলিকরা যখন শ্রবণ করল যে আল্লাহ্ পাক সম্মানিত মাসে হত্যাযজ্ঞ করতে প্রিয়নবী (সাঃ)-কে নিষেধ করেছেন, তখন তারা তার মোকাবেলা করতে প্রস্তুতি নিল। আর তারা মনে করল যে তিনি তাদের মোকাবেলা করবেন না। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীরে কাবীর- খ: ৫, পৃ: ১৩৭)

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ - الاية ١٩٥

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্ পাকের পথে ব্যয় কর আর নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। (সূরা বাকারা-১৯৫)

শানে নুযূল ঃ বোখারী, আবু দাউদ, মুসলিম ও নাসাঈসহ বহু মুহাদ্দিস হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারীদের সম্পর্কে। ঘটনার বিবরণ এই যে, আল্লাহ্ পাক যখন ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তখন আমাদের মধ্যে কিছু লোক বলতে লাগল, আল্লাহ্ পাক যখন ইসলামকে বিজয়ী করেছেন তখন আমাদের যুদ্ধ করার দরকার কি? বরং ইতিপূর্বে আমরা জেহাদে যা ব্যয় করেছি তা বুঝে নেবার সময় এসেছে।

(বোখারী (১৮১৬), মুসলিম (১২০১/৮৫), নাসাঈ (৫১), তাবারানী কাবীর (৩৯০), মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৬, পৃ: ৩১৮, তিরমিজী (২৯৭২) সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর- খ: ১ পৃ: ১৭১ বায়যাবী খ: ১, পৃ: ১৩৮)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ - الاية ١٩٦

অর্থ ঃ তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা তার মাথায় যন্ত্রণাবোধ করে .....। (সূরা বাকারা -১৯৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ)-এর এহরাম বাঁধার সময় দীর্ঘতর হয়েছিল। তিনি রাসূলে আকরাম (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হলেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, চুল না কাটার দরুন তার মাথা থেকে উকুন বেয়ে পড়ছিল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মুশরেকরা ওমরা করতে দিচ্ছে না। উকুন আমাকে জ্বালাতন করছে। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা মাথায় ব্যথা থাকে তারা (মাথা মুন্ডন করতে পারবে)। এর পরিবর্তে রোযা রাখবে কিংবা দান-সদকা ও কোরবানী করবে।

(বায়যাবী খ: ১, পৃ: ১৩৯)

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - الاية ١٩٦

অর্থ ঃ এবং তোমরা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ করো। (সূরা বাকারা -১৯৬)

শানে নুযূল ঃ সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুযুরে আকরাম (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হলো এমতাবস্থায় যে, তার জুববা জাফরান রঙে রঙীন। বললো, এ অবস্থায় আমার ওমরা করা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এসময় এই আযাত নাযিল হয়। হুযুরে আকরাম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, ওমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? বললো– এই যে আমি। হুযুর (সাঃ) বললেন, তোমার কাপড় খুলে ফেল, যথাসম্ভব ভালোমত গোসল সেরে নাও এবং তোমার হজ্জে যা করতে ওমরায়ও তাই করো। (ছহীহুল মুসনাদ- পৃ: ২৯, লুবাব- পৃ: ৪১)

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى - الاية : ١٩٧

অর্থ ঃ আর তোমরা পথের পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় পরহেযগারীই উত্তম পাথেয়। (সূরা বাকারা-১৯৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণিত,ইয়ামেনবাসী হজ্ব করত কিন্তু কোনো পাথেয় সাথে নিত না। বলতো, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করি। কিন্তু মক্কায় এসে তারা ভিক্ষা শুরু করে। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(বোখারী কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং -১৫৩৩, আবু দাউদ হজ্জ পর্ব-হাদীস নং ১৭৩০, নাসাঈ, তাফসীর অধ্যায় ৫৩, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর খ: ১, পৃ: ১৭৮, বায়যাবী খ: ১, পৃ: ১৪১, রূহুল মায়ানী- খ: ২, পৃ: ৮৬)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ - الاية ١٩٨

অর্থ ঃ এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে। (সূরা বাকারা-১৯৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জাহেলিয়াত যুগে তিনটি বাজার ছিল, উক্কায, মুজান্নাহ, জুলমাজায। ইসলাম আবির্ভাবের পর সাহাবায়ে কেরাম হজ্জের মওসুমে এই সব বাজারে ব্যবসা করা গুনাহর কাজ মনে করতেন। তাই এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, হজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে কোনো দোষ নেই।

(মোসনাদে আহমদ-খ: ২, পৃ: ১৫৫, মুসতাদরাকে হাকেম-খ: ১, পৃ: ৪৪৯, বোখারী-হজ্ব অধ্যায়, হাদীস নং (১৭৭০), তাফসীরে ইবনে জারীর -খ: ২, পৃ: ১১৬, আবু দাউদ-হাদীস নং - ১৭৩১)

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسِ - الاية ١٩٩

অর্থ ঃ অত:পর তওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে এসো যেখান থেকে সকলে ফিরে। (সূরা বাকারা -১৯৯)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশরা অন্ধ অহমিকার দরুন আরাফাতে যেত না বরং তারা আরাফার সন্নিকটস্থ মুযদালাফায়ে উকূফ করত। বলত, আমরা আহ্লুল্লাহ্ ও হরমবাসী। কাজেই হরমবাসী হরমের বাইরে যেতে পারে না। তাদের এই দর্প চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

صحيح : اخرجه البخاري في كتاب التفسير (٤٥٢٠) ومسلم في كتاب الحج (١٥١/١٤١٩) والنسائي (٥٤) والقرطبي ج ٢ ص ٤٧٨)

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ - الأية : ٢٠٠)

অর্থ ঃ অত:পর যখন হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত কর, তখন আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ কর ঠিক যেভাবে তোমাদের পিতা, পিতামহকে স্মরণ করতে। (সূরা বাকারা -২০০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আইয়্যামে জাহিলিয়াতে লোকেরা হজ্জের পর একত্রিত হতো এবং নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের গৌরবের কাহিনী এবং বংশীয় মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনায় রত হত। এজন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (রূহুল মায়ানী- খ: ২, পৃ: ৮৯-৯০, তাবারী শরীফ- খ: ২, পৃ: ১৭২)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - الاية ٢٠٠

অর্থ ঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং তার জন্য পরকালে কিছু নাই। (সূরা বাকারা-২০০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আররেব কিছু সম্প্রদায়ের নিয়ম ছিল, হজ্জ শেষে তারা জাগতিক বিষয়ে খোদা তা'আলার কাছে দোয়া করত। বলত, হে আল্লাহ্ ! এ বছর খুব বৃষ্টি দাও। সচ্ছলতা দাও, দুর্ভিক্ষ দিও না। পুত্র সন্তান দাও। আখেরাত সম্পর্কে তারা কোনই দোয়া করত না। কেননা এ জগত নিয়ে তাদের কোন বিশ্বাস নেই। (তাফসীরে কাবীর খ: ৫, পৃ: ১৮৭)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ - الاية ٢٠٤

অর্থ ঃ আর এমনও লোক আছে ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা আপনাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে। (সূরা বাকারা-২০৪)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার সুদ্দী বলেন, এ আয়াত আখনাস ইবনে শরীক সাকাযী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বনু যোহরার মিত্র ছিল। সে একবার নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণের আকাংক্ষা ব্যক্ত করল। রাসূলে (সাঃ) (মুনাফেকের) এই ইসলাম প্রকাশে আশ্চর্যান্বিত হলেন। সে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি। কসম খোদার! তিনি জানেন আমি অতি অবশ্যই এ ব্যাপারে (আন্তরিক) সত্যবাদী। কোরআন তার এই কথাকে এভাবে বিধৃত করেছে, "وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِى قَلْبِهٖ" অত:পর সে রাসূলের (সাঃ) নিকট থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার প্রাক্কালে মুসলমানদের ফসল ও লাল উট চুরি করে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে সেগুলো জ্বালিয়ে দেয় ও উটের পা কেটে ফেলে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে জারীর তাবারী খ: ২, পৃ: ১৮১)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى نَفْسَهٗ - الاية : ٢٠٧

অর্থ ঃ আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। (সূরা বাকারা-২০৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সুহায়ব ইবনে সেনান রূমী (রাঃ) যখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর খেদমতে গমন করছিলেন তখন মক্কার কোরাইশরা তার পিছু ধাওয়া করল। হযরত সুহায়ব (রাঃ) তীর ধনুক হাতে নিয়ে হামলায় উদ্যত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে কোরাইশ! তোমরা অবশ্যই অবগত আছো যে, আমি তোমাদের মাঝে তীর নিক্ষেপে অধিক পারদর্শী। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ একটি তীরও আমার হাতে থাকবে ততক্ষণ তোমরা আমাকে কাবু করতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলেও হাতে তলোয়ার নেব, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার তলোয়ার ব্যবহৃত হবে। তবে যদি তোমরা চাও তবে আমি মক্কা শরীফে আমার পরিত্যক্ত ধনসম্পদ তোমাদের দিয়ে দিতে পারি, তোমরা তা এখনই দখল করতে পার এবং আমাকে ছেড়ে দিতে পার। হামলাকারীরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং তিনি মদীনা মোনাওয়ারায়ে হুযুরে আকদাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন। এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

اَبَا يَحْىٰ رِبحَ الْبَيْعِ رِبحَ الْبَيْعِ -

'আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা বড়ই লাভজনক হয়েছে। বাক্যটি তিনি দুবার উচ্চারণ করেছেন।

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً - الاية ٢٠٨

(ইবনে কাছীর (উর্দু) খ: ৩, পৃ: ৩৪, আল মাতালেবুল আলীয়া (৩৫৫২), কুরতুবী- খ: ৩, পৃ: ১৭, বায়যাবী- খ: ১, পৃ: ১৪৪, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর- খ: ১, পৃ: ১৮৪, মায়ারিফুল কোরআন- খ: ১, পৃ: ৪৯৭ মাযহারীর সূত্রে)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর। খবরদার! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। (সূরা বাকারা- ২০৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন যে, এই আয়াত নাযিল হযেছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আসাদ ইবনে ওবায়েদ, সা'লাবা প্রমুখ ব্যক্তির ব্যাপারে। তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পরও ইহুদীদের ন্যায় শনিবারের পবিত্রতায় বিশ্বাস করতেন। আর উটের গোশত ইহুদীদের জন্য হারাম ছিল। ইসলাম কবুল করার পরও তারা উটের গোশত হারাম মনে করতেন। তাদের মত, ইসলামী শরীয়তে উটের গোশ্ত খাওয়া ফরয নয়। অতএব আমরা যদি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি এবং উটের গোশত হালাল মনে করেও তা বর্জন করি তাহলে উভয় দিকই রক্ষা পায়। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামও ঠিক রইল এবং মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও রইল, রাত্রিবেলা তাওরাত পাঠ করা সম্ভব হল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(খোলাসাতুত তাফাসীর- খ: ১, পৃ: ১৪২, রূহুল মায়ানী-খ: ২, পৃ: ৯৭, তাফসীরে কাবীর খ: ৫, পৃ: ২০৭)

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ـ الاية: ٢١٢

অর্থ ঃ কাফেরদের জন্য ইহকালের জীবন অত্যন্ত সুন্দর ও সুসজ্জিত করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা- ২১২)

শানে নুযূল ঃ আরবের মুশরেকরা দরিদ্র মুসলিম যেমন বেলাল, আম্মার, সুহায়ব ও সালমান ফারসী (রাঃ)-দের দেখে ঠাট্টা করে বলত, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম সত্য হলে ধনী লোকেরাই তার অনুগামী হত। আর তিনি গরীব শিষ্যদের প্রতি বিরাগভাজন হতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তানবীরুল মিকইয়াস-২৯)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ ـ الاية ٢١٤

অর্থ ঃ তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমারা জান্নাতে চলে যাবে অথচ তোমাদের এখনও সেই লোকদের মত অবস্থা হয় নি যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। (সূরা বাকারা - ২১৪)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে খোদা (সাঃ) মদীনায় তাশরীফ আনলে মুসলমানরা দারুণ অর্থকষ্টে ভুগতে লাগল। কেননা তাদের যাবতীয় সম্পত্তি মুশরেকদের হাতে আটকা। আল্লাহ্ পাক তাদের সান্ত্বনাদানের জন্য অত্র আয়াত নাযিল করেন।
(কুরতুবী- খ: ৩, পৃ: ৩৪ ও কামালাইন)

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ الاية : ٢١٥

অর্থ ঃ তারা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? (সূরা বাকারা- ২১৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) যিনি উহুদযুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার টাকা পয়সা থেকে আমি কী দান করব এবং কাকে দান করব? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।
(তাফসীরে হক্কানী-২য় পারা, পৃ: ৭৬। মাযহারী- খ: ১, পৃ: ৪২৬)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ـ الاية : ٢١٧

অর্থ ঃ আপনাকে তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।
(সূরা বাকারা- ২১৭)

শানে নুযূল ঃ ওরওরা ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতকে জেহাদের জন্য প্রেরণ করেন। তাদের দলপতি নির্বাচিত করলেন হযরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে। কিন্তু বিদায় কালে তিনি প্রিয়নবী (সাঃ) -এর ব্যথা সইতে না পেরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে হুযুর (সাঃ) তাকে সফর থেকে বিরত রাখলেন। তাঁর স্থলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)-কে দলপতি নির্বাচিত করে প্রেরণ করলেন। তাঁকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, যতক্ষণ তোমরা 'বাতনে নখলা' পর্যন্ত না পৌছুবে ততক্ষণ পত্রটা পাঠ করবে না। তবে তোমার সাথের কোনো লোককে তোমার সাথে গমনের জন্যে বাধ্য করো না। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি ছোট দল নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পর হুযুর (সাঃ)-এর পত্র খুলে পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্না লিল্লাহ পড়লেন। এরপর বললেন, আমি হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর ফরমান পাঠ করেছি এবং আমি প্রতিটি হুকুম মানতে প্রস্তুত আছি। এরপর তিনি সাথীদের পত্রটি পাঠ করে শোনালেন এবং ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। এই কথা শুনেই দুই ব্যক্তি ফিরে গেল। কিন্তু অবশিষ্ট সবাই যেতে আগ্রহ ব্যক্ত করল। কিছুদূর গিয়ে তারা কাফের আমর ইবনে হাজরামীর সাক্ষাৎ পেলেন। কিন্তু এ কথা জানা ছিল না যে, দিনটি জমাদিউস ছানীর শেষ দিন, না কি রজবের প্রথম তারিখ। তাই তারা শত্রু বাহিনীর ওপর হামলা চালালেন। ইবনে হাজরামী নিহত হলো। অত:পর সাহাবায়ে কেরামের জামাত সেখান থেকে ফিরে এলো। এরপর মুশরেকরা হুজুর (সাঃ) -এর কছে অভিযোগ পেশ করল যে, এই মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসেও যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, মানুষ মেরে চলেছে। এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়।

(مرسل : انفردبه الوَاحِدى ـ انظر اسْبَاب النُّزُوْل القرانِى ـ ص ١١٢) وَقَدْ اَتَى مُوصولا مِن حَدِيْثِ جُنْدب بن عَبْدِ اللّٰهِ ـ لبَابِ النُّقُول ص ٣١)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ الاية ٢١٨

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করেছে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশী। (সূরা বাকারা- ২১৮)

শানে নুযূল ঃ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) বলেছিলেন, যুদ্ধ করার কারণে আমাদের কোন সাজা না হলেও কমপক্ষে জেহাদের প্রতিদান থেকে তো অবশ্যই বঞ্চিত হব। এসময় এ আয়াত নাযিল হয়।

(বায়যাবী-খ: ১, পৃ: ১৪৮)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ـ الاية ٢١٩

অর্থ ঃ তারা আপনাকে মদ-জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। (সূরা বাকারা - ২১৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), মু'য়াজ ইবনে জাবাল ও কিছু আনসারী সাহাবীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা হুযুর (সাঃ) -এর কাছে আরজ করেন, মদ জুয়ার দরুন আমাদের মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটছে, সম্পদ অপচয় হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(صحيح : اَخْرَجَهُ التِّرمِذِي فِىْ كِتَابِ التَّفْسِير (٣٠٤٩) وَاَبُو دَاود فِى الاشربة (٣٢٧٠) وَالحَاكِم فِى المُسْتَدْرك ٢/٢٧٨ وَصَححه وَرُوح المَعَانِى ج ٢ ص ١١١)

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ـ الاية ٢١٩.

অর্থ ঃ তারা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে? বলে দিন,নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তা-ই খরচ করবে। (সূরা বাকারা- ২১৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং ছা'লাবা (রাঃ) হুযুর (সাঃ) -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে তার রাহে খরচ করার হুকুম দেন। আমাদের কাছে যেমন গোলাম-বাঁদী আছে, তেমনি আছে গবাদি পশুও। নগদ ধন-সম্পদও কম নেই। আমরা কী খরচ করব?

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খ: ১, পৃ: ১৯৩)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ـ الاية ٢٢٠

অর্থ ঃ তারা আপনার কাছে ইয়াতীমদের মাল-সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

(সূরা বাকারা - ২২০)

শানে নুযূল ঃ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ এবং وان الذين يَاْكُلُوْنَ اَمْوَال الىٰ নাযিল হলে ইয়াতিমদের মাল ভোগ করার ব্যাপারে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে ইয়াতিমের খানা পচেই যেত। সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে হুযুর (সাঃ) -এর কাছে আরজ করলে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(বায়যাবী-খ: ১, পৃ: ৪৯৫। সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর- খ: ১, পৃ: ১৯৩)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ـ الاية : ٢٢٢

অর্থ ঃ (হে রসূল!) তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন তা নাপাক। (সূরা বাকারা- ২২২)

শানে নুযূল ঃ কুরআন মজীদ নাযিল হবার পূর্বে ইহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে শুধু যে ইন্দ্রীয় সম্ভোগ পরিত্যাগ করত তাই নয়, বরং খাওয়া-দাওয়া, ওঠা -বসা পর্যন্ত অবৈধ মনে করত। এমনকি তাদেরকে ঘর থেকে বের করে রাখা হত। তাদেরকে সম্পূর্ণ অপবিত্র ও অপাংক্তেয় মনে করা হত।

পক্ষান্তরে খ্রীস্টানরা ঋতুবতী নারীদের সাথে ওঠা-বসা তো করতই এমনকি যৌন সম্ভোগও করত। এমন সময় মুসলমানরা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মহান দরবারে ঋতুবতী মহিলাদের সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য কী জানতে চাইলে এ আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে রূহুল মায়ানী- খ: ২, পৃ: ১২০-২১ খোলাসাতুত তাফাসীর- খ: ১, পৃ: ১৫৯)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ـ الاية : ٢٢١

অর্থ ঃ আর যে মুশরেক রমণীরা ঈমান না আনে তাদেরকে বিবাহ করো না।

(সূরা বাকারা - ২২১)

শানে নুযূল ঃ মোকাতেল ইবনে হাইয়্যানের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একবার হুযুর (সাঃ) আবু মুরছাদ গানাবী (রাঃ)-কে মক্কা মোয়াজ্জমায় এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন যেন তিনি মক্কার মুসলমানদেরকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে আসেন। যখন তিনি মক্কায় পৌছুলেন তখন আনাক্ব নাম্নী এক মুশরেক স্ত্রীলোক তার গমনের কথা শ্রবণ করে তার নিকট উপস্থিত হলো। সে জাহিলি যামানায় তার প্রেমিকা ছিল। স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল, কি ব্যাপার আবু মুরছাদ ! তুমি আমার সাথে মিলিত হচ্ছো না কেন? তখন তিনি বললেন, ইসলাম আমাকে এসব ব্যাপার থেকে বিরত রেখেছে। তখন মহিলাটি বললো, তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করে নাও। তিনি বললেন, যদি তা করতে হয় তাহলে রাসূলে খোদার (সাঃ) অনুমতি নিতে হবে। স্ত্রীলোকটি বললো, তুমি আমার সাথে কৌতুক করছ মনে হয়। এই কথা বলেই সে হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিল। আর তার গোত্রের পুরুষেরা এসে তাকে বেদম মারধর করতে লাগল। অত:পর আবু মুরছাদ (রাঃ) মক্কার দায়িত্ব পালন করে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে পৌছুলেন। তিনি আনাক ও নিজের মধ্যকার সকল ঘটনা ব্যক্ত করলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার সাথে আমার বিবাহ জায়েজ হবে কি? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে মাযহারী- খ: ১, পৃ: ৪৫৬, তাফসীরে কাবীর - খ: ৬, পৃ: ৫৪)

قوله تعالى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ـ الاية ٢٢٣

অর্থ ঃ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ, অতএব যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের ক্ষেত্রে গমন করো। (সূরা বাকারা-২২৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইহুদীরা বলত, মহিলাদের উপুড় করে সহবাস করলে এতে সন্তান টেরা হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে? তখন হযরত (রাঃ) বললেন, রাত্রে আমার বাহনকে উল্টা করে দিয়েছি। হুযুর (সাঃ) এ কথার কোনো জবাব দিলেন না। এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(صَحِيْح : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِى فِىْ كِتَابِ التَّفْسِيْرِ (٤٥٢٨) وَمُسْلِمٌ فِىْ كِتَابِ النِّكَاحِ (١٤٣٥/١١٧)

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ـ الاية : ٢٢٤

অর্থ ঃ এবং তোমরা তোমাদের শপথে আল্লাহ্ তা'আলার নামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করো না। (সূরা বাকারা-২২৪)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এবং তাঁর ভগ্নিপতি আনছারী হযরত বশীর ইবনে নোমান (রাঃ) -এর মাঝে এমন কিছু ঘটে গেল যার দরুন হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কসম করলেন, বশিরের কাছে কখনো যাব না, তার সাথে কথা বলব না এবং তাঁর সাথে বিরোধিতাকারীদের মধ্যে কখনও মীমাংসা করব না। এরপর থেকে বশীর (রাঃ) সম্পর্কে কেউ কিছু বললে তিনি বলতেন, আমি তার জন্য কোনো কিছু করার ব্যাপারে আল্লাহ্র কসম করেছি। সুতরাং কসমমুক্ত না হয়ে কিছু করা আমার জন্য জায়েজ হবে না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(২) ইমাম সুয়ূতী বলেন, এ আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি অপবাদে শরীক থাকার ব্যাপারে তিনি মেসতাহ্ (রাঃ)-এর জন্য ব্যয় না করার ব্যাপারে কসম খেয়েছিলেন।

(তাফসীরে মাযহারী- খ: ১, পৃ: ৪৭১, লুবাব-পৃ: ৫৫)

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ - الاية : ٢٢٦

অর্থ ঃ যারা স্ত্রীদের কাছে না যাবার শপথ করে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। (সূরা বাকারা-২২৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জাহেলী যুগে ঈলা এক বছর কিংবা দু'বছর সময় বিশেষের চেয়েও অধিক কাল ধরে জারী ছিল। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতের মাধ্যমে ঈলার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সময়ের অধিক হলে সেটা ঈলা থাকবে না, হয়ে যাবে তালাক। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, ঈলা জাহেলী যুগের তালাক ছিল, কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি রাগ করে তার কাছে যেত না আবার তালাকও দিত না যাতে অন্য স্বামীকে বিবাহ করতে পারে। এমনকি কসমও খেত যে, স্ত্রীর নিকটেও যাবে না। মাসের পর মাস সে স্ত্রীকে এভাবে ফেলে রাখত। এসময় অত্র আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ পাক নারী জাতির এ কষ্ট লাঘব করেন।

(رَوَاهُ سَعِيْد بن مَنْصُور فِىْ سُنَنِه (١٨٨٤) وَالطَّبْرَانِىْ فِى معجمه الكَبِيْر ١١/١٥٨ وَالْبَيْهَقِى فِى السُّنَن الكبرى ٧/٣٨١ وابْن كَثِيْر ١/٢٨٧)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

অর্থ ঃ আর তালাকপ্রাপ্ত রমণীগণ তিন হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে। (সূরা বাকারা- ২২৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তালাক প্রাপ্ত হই, ওই সময় পর্যন্ত তালাক প্রাপ্তের কোনই ইদ্দত ছিল না। তালাক প্রাপ্তের ইদ্দত ঘোষণা করতে গিয়ে এই আয়াতের অবতারণা হয়।

তাফসীরকার কালবী ও মোকাতেল বলেন, ইসঈল আব্দুল্লাহ্ আল-গিফারী তার স্ত্রী কাতীলাকে অজ্ঞাত সারে অন্ত:সত্ত্বা অবস্থায় তালাক দেন। পরে জানতে পেরে রুজু করেন। তাঁর স্ত্রী পরে একটি সন্তান প্রসব করে মারা যান। সন্তানটিও মারা যায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর খ:১, পৃ: ২০২)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ - الاية ٢٢٩

অর্থ ঃ এই তালাক দুবার পর্যন্ত, অত:পর নিয়ম মাফিক রাখবে অথবা সদয় ভাবে ছেড়ে দেবে। (সূরা বাকারা - ২২৯)

শানে নুযুল ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইসলামের গোড়ার দিকে মানুষেরা বিবিকে অসংখ্য তালাক দিত এবং মহিলাদের কষ্ট দেয়ার জন্য ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্বেই রুজু করে নিত। এদিকে নারীরা পড়ে যেত বেকায়দায়। তারা না সধবাদের মত চলাফেরা ও পরিচয় দিতে পারত, না স্বামীহীনাদের মত স্বাধীন থাকত যাতে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। নারী জাতিকে এই চরম নিগৃহ থেকে বাঁচাতে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। এই আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখবে না। হয় তাকে গ্রহণ করবে না হয় ছেড়ে দিবে। (তাফসীরে তাবারী-খ: ২, পৃ: ২৮৬। তিরমিজী-তালাকপর্ব (১১৯২)

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ - الاية ٢٢٩

অর্থ ঃ আর তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে তোমারা স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছিলে তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ কর। (সূরা বাকারা-২২৯)

শানে নুযূল ঃ ছাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) ও তাঁর বিবি হাতিবা বিনতে সাহল (রাঃ) সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তার বিবি হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর সমীপে অভিযোগ করলে তিনি এরশাদ করেন, যে বাগিচা ছাবেত তোমার নামে বরাদ্দ করেছিল তা ফিরিয়ে দিবে কি ? বিনিময়ে সে তোমাকে তালাক দেবে। সে বলল, হ্যাঁ ! এ কথা ছাবেতের সামনে পেশ করা হলে তিনি আরজ করলেন, বাগান ফেরত নিলে গোনাহ হবে কি ? হুজুর (সাঃ) বললেন, না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ২০৫)

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ - الاية ٢٣٠

অর্থ ঃ অতপর যদি স্ত্রীকে (তৃতীয় দফায়) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনো স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নিবে সে পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না। (সূরা বাকারা- ২৩০)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত রেফায়ার স্ত্রী সম্পর্কিত। রেফায়াহ তাকে তালাকে মোগাল্লাযা দিলে তিনি আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনিও (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দিলে তিনি হুজুর (সাঃ)-এর কাছে আরজ

করেন, আমি সাবেক স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারব কি ? হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেন, আব্দুর রহমানের সাথে সহবাস না হওয়া পর্যন্ত পারবে না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (বায়যাবী-খঃ ১, পৃঃ ১৫৫, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ২০৮)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ - الاية ٢٣٢

অর্থ ঃ আর যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও আর তারা ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন যদি তারা নিয়ম মাফিক পরস্পর সম্মত হয় তবে তাদেরকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না। (সূরা বাকারা-২৩২)

শানে নুযূল ঃ সাহাবী মা'কাল ইবনে ইয়াসার এর ভগ্নি জুমলা বিনতে ইয়াসার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। তার স্বামী বাদাহ ইবনে আসেম তাকে তালাক দেয়। যখন ইদ্দত পূর্ণ হয় তখন সে লজ্জিত হয়ে পুনরায় বিবাহের পয়গাম নিয়ে হাজির হয়, তখন মা'কাল ইবনে ইয়াসার বলেন আমি তোমার সাথে আমার ভগ্নিকে বিবাহ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তালাক দিয়েছ। আল্লাহর শপথ ! এখন আর তোমর গৃহে আমার ভগ্নি যাবে না। এদিকে জুমলা বিনতে ইয়াসারেরও ইচ্ছা ছিল স্বামীর গৃহে ফিরে যাবার। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে কাবীর-খঃ ৬, পৃঃ ১১১। তাফসীরে মাজেদী-খ. ১, পৃঃ ৫১৭। তাফসীরে হক্কানী-খঃ ১, পৃঃ ৮৮)

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا - الاية : ٢٣٢

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে ঠাট্টা-তামাশায় পরিণত করো না

(সূরা বাকারা-২৩২)

শানে নুযূল ঃ হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জাহিলিয়া যুগে মানুষেরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বলত, ঠাট্টা-তামাশাবশতঃ তোমাকে তালাক দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নয়। এমনি ভাবে গোলাম আযাদের ব্যাপারেও তারা এমন তামাশা করে থাকত। তাই খোদার বিধান নিয়ে এই ধরনের তামাশা ঠিক নয় মর্মে এ আয়াত নাযিল হলো। (বায়যাবী-খ. ১, পৃঃ ১৫৬)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ - الاية ٢٣٨

অর্থ ঃ তোমরা নামাযের হেফাজত কর। (সূরা বাকারা- ২৩৮)

শানে নুযুল ঃ আছরের ওয়াক্ত ব্যবসা বাণিজ্যের সময় হওয়ায় মানুষেরা নামাযে গাফিলতি করত। সূর্য ডোবার আগক্ষণে নামায আদায় করত। এ প্রসংগে অত্র আয়াত যিল হয়। (আবু দাউদ খ. ১, পৃঃ ১১১)

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ - الاية ٢٣٨

অর্থ ঃ আর অত্যন্ত বিনীত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হও।
(সূরা বাকারা-২৩৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের শুরু যুগে লোকেরা নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলত। বলার ঢংটা ছিল এই ধরনের যে, নামায কত রাকাত হয়েছে ইত্যাদি। এমনকি তারা সালাম বিনিময়ও করত। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয় এবং নামাযে কথাবার্তা নিষেধ হয়ে যায়।
(তিরমিযী-খ. ৪,-পৃঃ ৭৭ বৈরুত সংস্করণ, আবু দাউদ খ. ১,-পৃঃ ৩৫৮ আহমদ খ. ৪ পৃঃ ৩৮৮, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর খ. ১পৃঃ ২১৯, জালালাইন খ. ১, পৃঃ ৩৭)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا - الاية

অর্থ ঃ আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যু বরণ করবে তারা স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে।
(সূরা বাকারা-২৪০)

শানে নুযূল ঃ জনৈক তায়েফবাসী স্ত্রী-সন্তানাদি নিয়ে মদীনার বাসিন্দা হলো এবং এখানেই মৃত্যু বরণ করল। হুজুর (সাঃ) তার যাবতীয় মাল-সম্পদ তার মা-বাবা ও বাল-বাচ্চাদের মধ্যে বাটোয়ারা করে দেন। ইয়াতিমদের বলে দেন, সারা বছর (তার স্ত্রীর) খোরপোষের ব্যবস্থা করতে। (লুবাব-পৃঃ ৬২)

জাহেলিয়াতের যুগে স্বামী বিয়োগের ইদ্দত ছিল এক বছর। যেহেতু তখন মীরাছ বন্টনের আয়াত নাযিল হয় নাই, এজন্য মৃত ব্যক্তির অসিয়ত অনুসারেই ওয়ারিছগণ মীরাছ লাভ করত। তাই স্ত্রীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমে এ মর্মে আদেশ করা হয়েছিল যে, ইদ্দত কালে উক্ত মহিলা নিজ স্বামীকে ঘরে থাকতে চাইলে এক বছর পর্যন্ত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাকে এক বছরের খোরপোষ দিতে হবে। এ আয়াতে স্বামীর প্রতিও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন মৃত্যুকালে এরূপ অসিয়ত করে যায়। আবার স্ত্রীরও এ অধিকার ছিল যে ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে স্বামীর ঘরে অবস্থান না করে স্বীয় প্রাপ্য মৃতের ওয়ারিশদেরকে দিয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারত। অতঃপর মীরাছ বন্টনের আয়াত নাযিল হলে এ অছিয়তের হুকুম রহিত হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ - الاية : ٢٤١

অর্থ ঃ এবং তালাক প্রাপ্তদের নিয়মতান্ত্রিক ভরণ-পোষণ প্রদান করা পরহেযগারের কর্তব্য।
(সূরা বাকারা-২৪১)

শানে নুযূল ঃ যখন এই আয়াত مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ নাযিল হয় তখন এক ব্যক্তি বললো, স্ত্রীকে দান করার মত যদি সৎকাজ করা সম্ভব হয় তাহলে এটা করব। পক্ষান্তরে যদি সম্ভব না হয় করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৬৩)

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ ـ الاية

অর্থ ঃ কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করবে ? (সূরা বাকারা-২৪৫)

শানে নুযূল ঃ ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত ইবন ওমরের সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ নাযিল হয় তখন হুজুর (সাঃ) দোয়াচ্ছলে বলেন, হে পরওয়ার দেগার ! আমার উম্মৎকে (আল্লাহ্‌র রাহে দানের বিনিময়) আরো বৃদ্ধি করে দিন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।
(মাযহারী-খঃ ১০৭ ঃ ৫৫১ , নুরুল কোরআন খঃ ২ পৃঃ ৪১৪)

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ـ الاية ٢٥٦

অর্থ ঃ দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা-২৫৬)

শানে নুযূল ঃ (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার মুশরেক স্ত্রীলোকেরা যাদের সন্তান জীবিত থাকত না তারা এই বলে মানত করত যে, যদি আমার কোনো সন্তান জীবিত থাকে তবে আমি তাকে ইহুদী ধর্মের জন্য প্রদান করব। পরবর্তীকালে যখন মদীনার মুশরেক সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করল তখন দেখা গেল এই আনসারদের অনেক সন্তান মদীনার ইহুদীদের হাতে রয়ে গেছে। অতঃপর বনী নযীর গোত্রকে যখন তাদের শাস্তি স্বরূপ মুসলমানরা দেশান্তরিত করল তখন আনসারগণ দাবী করলেন যে, ইহুদীদের কাছে আমাদের যেসব সন্তান রয়েছে তাদেরকে আমরা রেখে দিব। এ দাবীর ফলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

(২) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ আয়াতের আরেকটি শানে নুযূল বিবৃত করা হয়। বলা হয়, 'সালেম ইবনে আউফ' নামে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। তার অপর নাম হাছীন। এই হাছীনের দুটি ছেলে ছিল খ্রিস্টান। হাছীন মুসলমান হবার পর রাসূলে খোদার কাছে আরজ করলেন, আমার ছেলে দুটি খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত আর কিছু মানতে চায় না। এখন আমি বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে মুসলমান বানাতে চাই। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(صَحِيْحٌ : اَخْرَجَهُ اَبُوْدَاود فِىْ كِتَابِ الْجِهَادِ (٢٦٨٢) وَابن جَرِير فِىْ تَفْسِيْرِه (٣/ ١٠) وَابن حبان ـ موارد الظمان (١٧٢٥) وَالْبَيْهَقِى فِىْ السُّنَن الكبرى (٩/١٨٦) وَرُوحُ الْمَعَانِى (٣/١٣) والمظهرى : ٢/٣٢)

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٢٥٧ :

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মেনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। (সূরা বাকারা-২৫৭)

শানে নুযূল ঃ মুজাহিদ থেকে বর্ণিত ঃ কোন এক সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল, আরেক সম্প্রদায় তাকে অস্বীকার করেছিল। হুজুর (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটলে যারা ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করেছিল তারা বিশ্বনবীর উপর ঈমান আনে আর যারা ঈসা (আঃ)-এর উপর পূর্বে ঈমান এনেছিল তারা বিশ্বনবীকে অস্বীকার করে। এদের প্রসংগে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ; ৬৫)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ الاية ٢٦١

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। (সূরা বাকারা-২৬১)

শানে নুযূল ঃ তাবুক যুদ্ধে হযরত ওসমান গণী (রাঃ) মুসলিম সেনাদের জন্য এক হাজার বাহনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তন্মধ্যে ৯৫০টি আরবী ঘোড়া ও ৫০টি উট ছিল। আর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ৪ হাজার দীনার দান করেছিলেন। তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(কুরতুবী - খঃ ৩, পৃঃ ৩০৩। বায়যাবী খঃ ১, পৃঃ ১৭৩)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ـ الاية ٢٦٧

অর্থ ঃ হে ঈমানদারেরা ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান কর। (সূরা বাকারা-২৬৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, খেজুরের মৌসুমে আনসারগণ যার যার সাধ্যমত এক এক ছড়া খেজুর ঝুলিয়ে দিতো মসজিদে

নববীর খুঁটিতে। আসহাবে সুফফা ও সর্বহারা মুহাজির ছাহাবাগণ এ থেকে খেয়ে নিতেন। জনৈক ব্যক্তির সদকার প্রতি আগ্রহ কম থাকায় সে নিম্নমানের এক ছড়া ঝুলিয়ে দিলে এই আয়াত নাযিল হয়।

(اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرِكِ ٣/ ٢٨٥ وَصَححه وَوَافقهُ الذهبى وَاَخْرَجَهُ ابن جَرِيْر فِى تَفْسِيْرِ مِن طَرِيْق اسْبَاطِ بن نصر ٣/ ٥٥، وَكَذَا ابن مَاجَه فِى السُّنَن ، كتَابُ الزَّكَاةِ (١٧٢٢) ، مختصرا بن كَثِيْر للصَّابُونى ١/ ٢٤٠)

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ - الاية : ٢٧١

অর্থ ঃ যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা করো তাহলে ভাল কথা। (সূরা বাকারা - ২৭১)

শানে নুযূল ঃ যখন وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَفَقَةٍ আয়াত নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল ! গোপন সদকা ভাল, না প্রকাশ্য? তখন এ আয়াত নাযেল হয়। ইমাম শাবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াত হযরত সিদ্দীকে আকবার ও ফারূককে আযমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

(ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৩৪৫-৪৬। নুরুল কোরআন-খঃ৩, পৃঃ ১০০)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ - الاية ٢٧٢

অর্থ ঃ হে রাসূল ! কাফেরদের হেদায়েত করতেই হবে এমন দায়িত্ব আপনার নয়। (সূরা বাকারা-২৭২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) কেবল মুসলমানদেরকেই দান সদকা করতে বললে এ আয়াত নাযিল হয়। ইবনে জারীর বলেন, মদীনার বিত্তশালী আনসারেরা ইহুদীদের ওপর সাহায্য বন্ধ করে দেয়। ইহুদীরা খুব গরীব ছিল। তাদের আশা ছিল, সাহায্য বন্ধ করলে ইহুদীরা কমপক্ষে সাহায্যের আশায় হলেও ইসলাম গ্রহণ করবে। হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। এসময় এ আয়াত নাযিল হয়। বলা হয়, দানের সাথে হেদায়েতের কোন সম্পর্ক নেই।

(রূহুল মায়ানী-খ-৩, পৃঃ ৪৫। কুরতুবী - খ. ৩, পৃঃ ৩৩৭)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً - الاية ٢٧٤

অর্থ ঃ যারা স্বীয় ধন সম্পদ দান করে দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে। (সূরা বাকারা -২৭৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে মুনযির (রহঃ) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এই আয়াত হযরত ওসমান (রাঃ) ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যখন তারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে জারির একটি দুর্বল সনদে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দেন যে, এ আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ। হযরত আলী (রা)-এর নিকট ৪টি দেরহাম ছিল। তিনি একটি দেরহাম রাত্রে, একটি দিনে, একটি প্রকাশ্যে ও একটি গোপনে দান করেছিলেন। (নুরুল কোরআন-খঃ ৩, পৃঃ ১১১-১২। সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১ পৃঃ ২৪৫)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ـ الاية ٢٧٨

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং বকেয়া সুদের আশা ছেড়ে দাও। (সূরা বাকারা-২৭৮)

শানে নুযূল ঃ ইবন জারীর (রহ) হযরত ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি ছাকীফ গোত্রের চার ভাই মাসউদ, আব্দুল ইয়ালীল, হাবীব এবং রাবিয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ চারজনই ওমর ইবনে ওমায়েরের সন্তান ছিল। কিন্তু ইমাম বগভী (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আব্বাস ও খালেদ ইবনে ওয়ালিদ সম্পর্কে নাযিল হয়। এ দুজনই জাহেলিয়া যুগে ছাকীফ গোত্রের ওমর ইবনে ওমায়েরকে সুদে কর্জ দিয়ে থাকতেন। উভয়েই একে অপরের ব্যবসায় শরীক ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তাদের সুদ অন্যদের কাছে ছিল। সেই প্রসঙ্গে অত্র আয়াতের অবতারণা। (ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৩৫৪-৫৭)

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ ـ الاية ٢٨٠

অর্থ ঃ এবং সে (ভোক্তা) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। (সূরা বাকারা-২৮০)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার কালবী বলেন, সুদের আয়াত নাযিল হবার পর বনী আমর ইবনে উমায়ের বনী মুগিরাকে বলল, আমাদের মূলধন ফেরৎ দাও আর সুদ আমরা ছেড়ে ছিলাম। বনু মুগিরা বলল, আমরা এখন অভাবগ্রস্ত। ফসল ও ফল ওঠা পর্যন্ত অবকাশ দাও। তারা এটা অস্বীকার করলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(ইবনে কাছীর - খ. ১, পৃঃ ৩৫৫)

أٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِن رَّبِّهٖ ـ الاية : ٢٨٥

অর্থ ঃ রাসূলের উপর খোদার পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর রাসূল ও মু'মিনরা ঈমান এনেছেন। (সূরা বাকারা-২৮৫)

শানে নুযূল ঃ যখন وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ আয়াত নাযিল হয় তখন ছাহাবায়ে কেরাম এ শংকায় ভীত হলেন যে, আল্লাহ্ পাক মনের ওয়াসওয়াসার হিসাব নিবেন। তাঁরা এসে হুজুর (সাঃ)-এর কাছে আরজ করেন-হে আল্লাহর রাসূল ! মনতো আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। ওটার ওপর ধরপাকড় হলে আমাদের পরিণতি কী দাঁড়াবে ? এরশাদ হলো, মাওলার হুকুম সর্বাবস্থায় অবশ্যপালনীয়। ইহুদীদের মত বচসায় লিপ্ত হয়ো না। অবতীর্ণ যে কোন হুকুমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকো। এ সময় সাহাবাদের শানে এ আয়াত নাযিল হয়।

(صحيح : اَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِى كِتَابِ الْاِيْمَانِ (١٩٩/١٧٥) وَاَحْمَد فِى الْمُسْنَد (٤١٧/٧) وَابْن جير فِى التَّفْسِيْرِ (٩٥/٣))

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ

সূরা আলে ইমরান

তাফসীরকারগণ বলেন– নাজরান প্রদেশের একটি প্রতিনিধি দল হুজুর (সাঃ)-এর কাছে আগমন করে। তারা সংখ্যায় ছিল ৬০ জন। তন্মধ্যে ১৪ জন নেতৃস্থানীয়। ১৪ জন এসেছিল অগ্র প্রতিনিধি হয়ে। তারা খ্রিস্টবাদের গুণকীর্তন করে ও গীর্জার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। ঠিক আছরের সময় তারা মসজিদে প্রবেশ করল। তাদের পরনে ছিল পাদ্রী-জুববা ও চাদর। ওই পোষাকে তাদের সুন্দর দেখাচ্ছিল। সাহাবায়ে কিরাম তাদের দেখে বললেন– এযে প্রতিনিধিদল। নামাযের সময় হয়ে গেল। তারা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করল। হুজুর (সাঃ) এরশাদ করলেন– তাদেরকে ডাক। এরা পূর্বদিক ফিরে নামায পড়ছিল। এদের সর্দার অগ্রসর হলে হুজুর (সাঃ) বললেন– তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। দু'সর্দার বলল, আমরা ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। হুজুর (সাঃ) বললেন, মিথ্যা বলছ। পুত্রকে খোদার আসন দান, ক্রুশ পূজা আর শূকর ভক্ষণ তোমাদের ইসলাম গ্রহণে বাদ সেধেছে। তারা বলল, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র না হলে তাঁর পিতা কে ? এই বলে তারা সকলেই ঈসা (আঃ) সম্পর্কে

যুক্তিতর্কে লেগে পড়ল। হুজুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, তোমরা কি জান না আল্লাহ্‌র কোন পুত্র নেই, তিনি কারো পিতা তুল্য হতে পারেন না ? তারা উত্তর দিল, অবশ্যই জানি। আবারো ইরশাদ হলো, তোমরা কি জান না আমাদের খোদা চিরন্তন। মৃত্যু তাঁকে কখনও স্পর্শ করবে না আর ঈসা (আঃ)-কে তো নশ্বরতা পেয়ে বসেছে? তারা উত্তর দিল, হ্যাঁ। হুজুর (সাঃ) আবার বললেন, তোমাদের কি জানা নেই যে, আমাদের খোদা সর্বদাই সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সবকিছু দেখাশোনা করেন? তারা বলল, হ্যাঁ। এরশাদ হলো, ঈসা (আঃ) কি এর একটারও অধিকারী? তারা বলল, না। হুজুর (সাঃ) বললেন, আমাদের রব কি করে ঈসা (আঃ)-এর বেশে মাতৃগর্ভে থাকলেন?

আমাদের রব খান না, পান করেন না ও মানুষের মত স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলেন না। তারা বলল, হ্যাঁ। আবারও এরশাদ হলো, তোমরা কি জান না, ঈসা (আঃ) মাতৃগর্ভে ছিলেন যেমনটা থাকে অন্যান্য মানুষও? তারপর তিনি ভূমিষ্ঠ হন যেমন প্রসব হয়ে থাকে অন্যান্য মানুষও। অতঃপর তাঁর মুখে খাদ্য তুলে দেয়া হয় যেমনটা অন্যান্য শিশুরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তিনি খান, পান করেন ও স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলেন। তারা বলল, হ্যাঁ। তাহলে তোমাদের এই স্বীকারোক্তি আর বিশ্বাসের মধ্যে কতটা গোজামিল তা ভেবে দেখেছ? নিশ্চুপ হয়ে গেল নাজরান প্রতিনিধি দল। আল্লাহ্ পাক সূরা আলে ইমরানের শুরু এবং পরবর্তীতে ৮০-এর অধিক আয়াত এদের শানে নাযিল করেন।

(আসবাবে নুযূল তাফসীরে ইবনে কাছীরের সূত্রে খঃ ১, পৃ.৩৯৪-৯৫)

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ - الاية : ١١

অর্থ ঃ কাফেরদের বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখে নীত হবে– আর সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১১)

শানে নুযূল ঃ আবু সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– বদর প্রান্তরে আল্লাহ্ পাক কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় ঘটালে মদীনার ইহুদীরা বলাবলি করতে লাগল, কসম খোদার, মূসা (আঃ) যার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং আমাদের আসমানী কিতাবে যার দৈহিক ও চারিত্রিক গুণাগুণ খুঁজে পাই তিনি নিশ্চয় সেই সুসংবাদপ্রাপ্ত উম্মী নবী (আঃ)। তাদের এই মতের কেউ-ই বিরোধিতা করল না। সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন ও অনুসরণের মনোভাব ব্যক্ত করল। এ সময় নেতৃস্থানীয় অনেকে বলল, তোমরা এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে যেও না। বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া চলে না। সামনে এ রকম কোন একটা ঘটনার অপেক্ষা কর। পরবর্তীতে উহুদ প্রান্তরে সাহাবায়ে কিরামের সাময়িক বিপর্যয় হলে এই ইহুদীরা অভিযোগের সুরে বলল, কসম খোদার ! এ সে নয়। অকল্যাণ তাদের পেয়ে বসেছে।

মোটকথা, তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের একটা চুক্তি ছিল। তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে বসল। ৬০ জন আরোহী সমভিব্যবহারে কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কার পথ ধরল। উদ্দেশ্য মুশরিক সর্দার আবু সুফিয়ান ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাথে সাক্ষাৎ। ওরা মক্কার লোকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের সমমনা করে সিদ্ধান্ত নিল– তোমাদের আমাদের কথা একই থাকবে। তারা মদীনায় ফিরে এলে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল, কৃতঃ আল্লামা ওয়াহেদী-পৃঃ ৮৪-৮৫)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - الاية :١٨

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান-১৮)

শানে নুযূল ঃ হুজুর (সাঃ) মদীনায় উপস্থিত হলে শামের দু'পাদ্রী মদীনা ভ্রমণে এলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখে তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, এই ব্যক্তিকে তো মদীনার সেই নবীর অনুরূপ মনে হচ্ছে যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন। তারা দরবারে নবুওয়াতে এসে রাসূল (সাঃ)-এর গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে প্রশ্ন করল– আপনিই কি মুহাম্মদ? উত্তর এলো– হ্যাঁ। আপনি কি আহমদ? এরশাদ হলো, হ্যাঁ। তারপর তারা বলল– আপনি যদি একটি কথা আমাদের জানাতে পারেন তাহলে আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনব এবং সত্যনবী বলে মেনে নিব। হুজুর (সাঃ) বললেন, কী জিজ্ঞাসা তোমাদের? তারা বলল, আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাপেক্ষা মহত্তম শাহাদাতটি আমাদের অবগত করুন। এ সময় আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন।

(আসবাবে নুযূল, কৃতঃ আল্লামা ওয়াহেদী, দারুল হাদীস, কায়রো, পৃঃ ৮৫)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ - الاية ٢٣

অর্থ ঃ আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিছু অংশ পেয়েছে আল্লাহ্র কিতাবের যার প্রতি তাদের আহবান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– একবার হুজুর (সাঃ) বায়তুল মাদরাস-এ এক ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন।

এ সময় নুয়াইম ইবনে আমর ও হারিস ইবনে জায়েদ বললো, হে মুহাম্মদ! তুমি কোন্ ধর্মের ওপর আছ, শুনি? হুজুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, দ্বীনে ইব্রাহীমীর উপর। তারা বলল, ইব্রাহীম (আঃ) তো ইহুদী ছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাদের লক্ষ্য করে বললেন, তাওরাত নিয়ে এসো। সেটাই তোমাদেরও আমাদের মাঝে ফায়সালা করবে। তারা তাওরাত আনতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব, পৃঃ ৭২, কানযুন নুকূল পৃঃ ২২, আসবাবে নুযূল, পৃঃ ৮৬)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ ـ الاية ٢٦

অর্থ ঃ (হে নবী আপনি) বলুন, হে আল্লাহ্! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে খুশি সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২৬)

শানে নুযূল ঃ ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করেন এবং স্বীয় উম্মাহকে রোম-পারস্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন ইহুদী ও মুনাফিক চক্র বলতে থাকে– কী আশ্চর্য ! কোথায় মুহাম্মদ আর কোথায় রোম-পারস্য! মক্কা-মদীনা কি তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়? এখন তিনি রোম-পারস্য বিজয়ের স্বপ্ন দেখছেন। তাদের এই দম্ভোক্তি অপনোদনে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।

(আসবাবে নুযূল, কৃত আল্লামা ওয়াহেদী; দারুল হাদীস, কায়রো, ১৯৯৫; পৃঃ ৮৬)

২. ইবনে আবি হাতেম কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করে, হুজুর (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহ্র কাছে রোম-পারস্যের বিজয় কামনা করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব ও আসবাবে নুযূল)

৩. মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত ও ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুশরিক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই সবাই মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলো। অবশেষে দেশময় গভীর ষড়যন্ত্রের ফল স্বরূপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের একটি সম্মিলিত ঐক্য গড়ে ওঠলো। তারা সবাই মিলে মদীনার ওপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিল। সাথে সাথে তাদের অগণিত সৈন্য দুনিয়ার বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার সংকল্পে মদীনা অবরোধ করল। কুরআনে এ যুদ্ধ 'গযওয়ায়ে আহযাব' অর্থাৎ সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ এবং ইতিহাসে 'গযওয়ায়ে খন্দক' নামে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীগণের পরামর্শে স্থির করেছিলেন যে, শত্রু সৈন্যের আগমন পথে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করা হবে।

বায়হাকী আবু নাঈম, ইবনে খুযায়মা ওয়াহেদীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, প্রায় চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদ সাহাবীর উপর অর্পণ করা হয়। পরিকল্পনা ছিল কয়েক মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হবে যাতে শত্রু সৈন্যরা সহজে অতিক্রম করতে না পারে। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করারও দরকার ছিল। তাই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকার্যে মশগুল ছিলেন। পেশাব-পায়খানা ও পানাহার ইত্যাকার কাজ পর্যন্ত সমাধা করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। একটানা ক্ষুধার্ত থেকেও কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল।

হযরত নবী করীম (সাঃ) একজন সৈনিক হিসাবে খননকার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরিখার এক অংশে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বের হল। এ অংশে নিয়োজিত সাহাবীরা সর্বশক্তি ব্যয় করেও প্রস্তর খণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা মূল পরিকল্পনাকারী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর মাধ্যমে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং কোদাল নিয়ে প্রস্তর খণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতেই তা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল এবং একটি আগুনের স্ফুলিংগ বের হল। এ স্ফুলিংগের আলোকচ্ছটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। হযরত নবীয়ে আকরাম (সাঃ) বললেন, এ আলোকচ্ছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বার আঘাত করতেই আরেকটি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত হলো। তিনি বললেন, এ আলোকচ্ছটায় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও দালান-কোঠা দেখানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই আবার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল। তিঁনি এরশাদ করলেন, এতে আমাকে সান'আ ইয়ামানের সুউচ্চ রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন যে, আমার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এ সব দেশ জয় করবে।

এ সংবাদ মদীনায় পৌছলে মুনাফেকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটা সুযোগ পেয়ে বসলো। তার বলতে লাগলো, প্রাণ বাঁচানোই যাদের পক্ষে দায়, শত্রুভয়ে যারা দিবারাত্র আহার নিদ্রা ত্যাগে পরিখা খননে ব্যস্ত, তারাই কি না পারস্য, রোম ও ইয়ামান জয়ের স্বপ্ন দেখছে দিব্যি। আল্লাহ্ পাক তাদের কথার উত্তরেই আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ মু'মিনরা যেন মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ২৮)

শানে নুযূল ঃ ১. হাজ্জাজ ইবনে আমর, কাহমুস ইবনে আবিল হাকিম, কায়েস ইবনে যায়েদ ও কাব ইবনে আশরাফ মুনাফিকদের বন্ধু ছিল। তারা আনসারদের একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় যাতে তারা আনসারদের ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তখন রিফাআহ ইবনুল মুনযির (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) এবং সাদ ইবনে খায়সামাহ্ এ গোষ্ঠীর লোকদের বললেন, এ সব ইহুদীর সংস্পর্শ তোমরা ত্যাগ কর, তাদের থেকে নিজেদের দূরে রাখ এবং তাদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্ব রেখ না। অন্যথায় তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করবে। কিন্তু আনসারদের ওই গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করল না এবং তারা তাদের সাথে আরো অধিক বন্ধুত্ব স্থাপন ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে কারীমা নাযিল করেন। (তাফসীরে তাবারী শরীফ (বাংলা সংস্করণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন খ; ৫ পৃঃ ৩৩১-৩২ ঢাকা-১৯৯৪। লুবানুন নুকূল কৃত' আল্লামা সুয়ূতী পৃঃ ৭৩। আসবাবে নুযূল কৃতঃ আল্লামা ওয়াহেদী পৃঃ ৭৭, দারুল হাদীস (কায়রো, ১৯৯৫)

২. ক্বালবী বলেন– মুনাফিককুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়। সে অতি সংগোপনে কুফরী করত। আর কাফেরদের সাথে ছিল তার হৃদ্যতা। হুযূর (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাফেরদের বিজয়কে সে পছন্দ করত। (আসবাবে নুযূল, পৃঃ ৭৭, কানযুন নুযূল, পৃঃ ২৩)

৩. জুয়াইবির বর্ণনা করেন যিহাক থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। এই আয়াত উবাদাহ ইবনে ছামিত (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। ওই যুদ্ধের অন্যতম নকীবও ছিলেন তিনি। ইহুদীদের সাথে তাঁর মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খন্দক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আমার হাতে ৫০০ ইহুদী আছে। তারা আমার সঙ্গ দিবে বলে আমি আশাবাদী। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে ওরা লড়বে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

(আসবাবে নুযূল আল্লামা ওয়াহেদী (রহঃ) (কায়রো, ১৯৯৫) পৃঃ ৮৮)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ ـ الاية ٣١

অর্থ ঃ বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভালবাস,তাহলে আমার অনুসরণ কর,আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১)

শানে নুযূল ঃ ১. ইবনুল মুনযির হাসান-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ এ আয়াত এমন জাতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যামানায় জীবিত ছিল। তারা বলত, আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভালবাসি। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর

সম্মানিত নবী (সাঃ)-কে আদেশ দিলেন তিনি যেন তাদেরকে বলে দেন যদি তোমরা যা বলছ তাতে সত্যবাদী হও তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আর তা-ই হবে তোমরা যা বলছ তার সত্যতার একটি নমুনা। (তাফসীরে তাবারী শরীফ, বাংলা রূপান্তর, (ঢাকা, ১৯৯৪) খঃ ৫, পৃঃ ৩৩৮, আসবাবে নুযূল পৃঃ ৮৯, লুবাবুন নুকূল-পৃঃ ৭৪)

২. জুয়াইবির বর্ণনা করেন যিহাক থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ একবার রাসূলে খোদা (সাঃ) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। কুরাইশরা তখন কাবার বেদীতে মূর্তি স্থাপন করছিল। মূর্তির কানে অলংকার লাগাচ্ছিল। এ সময় হুজুর (সাঃ) তাদের লক্ষ্য করে বলেন– হে কুরাইশ বংশ ! তোমরা অতি অবশ্যই তোমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম ও তদীয় পুত্র ইসমাইল (আঃ)-এর বিরোধিতা করছ। তাঁরা উভয়েই একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। কুরাইশরা বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা এগুলো করছি নিছক খোদাপ্রেমে মত্ত হয়ে, যাতে তারা আমাদের ত্যাগ ও কুরবানী খোদার কাছে পেশ করে। আমাদের নৈকট্যের ব্যাপারে তারা খোদার কাছে সুপারিশ করে। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, তোমরা মূর্তিকে সুপারিশকারী বানাচ্ছ। আমি মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের নৈকট্যের কথা খোদার দরবারে পেশ করার মত নই কি? আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে হলে আমার অনুসরণ করতে হবে। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৮৯)

৩. অনেক মুফাসসির এই আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি একটি নির্দেশ। নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে আগমন করে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলছিল, আমরা মাসীহ (আঃ)-এর ইবাদত ও শ্রদ্ধা করি নিছক আল্লাহ্কে ভালবেসেই তখন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আদিষ্ট হন। যদি তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে যা কিছু বলছে তা আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভালবাসার নিদর্শন হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে আদেশ প্রদান করুন যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ কর।

(তাফসীরে তাবারী, খঃ ৩, পৃঃ ১৫৫,আসবাবে নুযূল– পৃঃ ৮৯)

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ـ الاية : ٥٩

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মত। তিনি তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং অতঃপর তাঁকে বলেছিলেন– হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৫৯)

শানে নুযূল ঃ ১. তাফসীরকারগণ এই আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলেন– নাজরান প্রতিনিধিরা হুযূর (সাঃ)-কে বলল– কি হলো আপনার, আপনি আমাদের নবীকে গালি দিচ্ছেন? হুযূর (সাঃ) বললেন– কী গালাগাল দেই আমি? তারা বলল– আপনি বলেন, তিনি বান্দা। হুযূর (সাঃ) বললেন– হ্যাঁ, তাই তো। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্‌র এক নির্দেশ যা তিনি সতী-সাধ্বী মরিয়মের গর্ভে ঢেলে ছিলেন। এ কথা শুনে তারা গোস্বাভরে বলল– বাপহীন কোন পুত্রকে আপনি দেখেছেন কি? আপনার দাবীর সত্যতা প্রমাণে এমন একটা উপমা পেশ করতে পারবেন কি? এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

২. হাসান থেকে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দু'পাদ্রী হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আসলেন। তাদের নাম আল-সায়্যিদ ও আকিব। হুযূর (সাঃ) তাদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। উত্তরে তাদের একজন বললেন– আমরাতো আসলে পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন– মিথ্যা বলছো তোমরা। তিনটি জিনিসের ইবাদত তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। ১. ক্রুশ পূজা, ২. শূকরের গোশত ভক্ষণ, ৩. ঈসা (আঃ)-কে পুত্র সাব্যস্তকরণ। তারা সমস্বরে বলল– তাহলে বলুন তো, যীশুখ্রিস্টের পিতা কে? হুযূর (সাঃ) খোদার তরফ থেকে নির্দেশনা না পেলে কিছু বলতেন না। (তাই তিনি চুপ থাকেন) এমন সময় খোদার দূত এই আয়াত নিয়ে আসেন। (লুবাব ও আসবাবে নুযূল, পৃঃ ৯০)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ - الاية

অর্থ ঃ অতঃপর আপনার কাছে সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে আপনার সাথে কেউ বিবাদ করে তাহলে বলুন– এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তার পর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৬১)

শানে নুযূল ঃ নাজরানের আবু হারিসা ইবনে আলকামা ও আকিব ইবনে আব্দুল মাসীহ নামীয় দু'জন পাদ্রী হুজুর (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলে তিনি তাদের বললেন– তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। তারা বলল– আমরা পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি। হুজুর (সাঃ) বললেন–তোমরা মিথ্যা বলছ । ইসলাম থেকে তিনটি

জিনিস তোমাদেরকে বিরত রেখেছে। প্রথমতঃ তোমাদের ক্রুশ পূজা, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর এক পুত্র সাব্যস্ত করা। তৃতীয়তঃ মদপান। তারা বলল– ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস কী? হুজুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন না। ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ الى قوله :كُنْ فَيَكُوْن

কিন্তু তারা মহানবী (সাঃ)-এর কোন কথাই মানতে চাইল না বরং আরো তর্ক-বিতর্ক করতে লাগল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হুযূর (সাঃ) তাদেরকে মুবাহালার জন্য আহবান জানান। তিনি নিজে হযরত আলী(রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)সহ ময়দানে এলেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে ওরা ভড়কে গেল। বলল– হে আবুল কাসেম! আমাদের একটু ভাববার সময় দিন। এ বলে তারা চলে গেল। এরা নিরিবিলিতে আকিবের সাথে পরামর্শে বসল। আকিব এদের মধ্যে বিজ্ঞ। সকলে তাকে বলল– হে আব্দুল মাসীহ! আপনার কী মত? সে বলল– হে নাজরান প্রতিনিধি! খোদার কসম, তোমাদের জানতে বাকী নেই ইনি খোদার প্রেরিত সত্য রাসূল। তোমাদের নবীরই মুখ নিঃসৃত কথার সত্যায়নকারী তিনি। সত্য নবীর সাথে মুবাহালা করলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত তারা নবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে বলল– হে আবুল কাসেম (সাঃ)! আমরা আপনার সাথে মুবাহালা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি আপনার দ্বীনের উপর থাকুন, আমরা আমাদের দ্বীনে ফিরে গেলাম। অবশ্য আপনি একজন ন্যায়বিচারক আমাদের সাথে দিয়ে দিন যিনি আমাদের মধ্যকার বিবদমান মামলা- মোকদ্দমা ফায়ছালা করবেন। হুযূর (সাঃ) বললেন– সন্ধ্যার দিকে এসো। অতি উত্তম বিশস্ত ও শক্তিশালী মানুষই দেব তোমাদের। হযরত ওমর(রাঃ) বলেন– আমিকোন দিনও পদের লোভ করিনি। সে দিন যেন কেন মন চাইল নাজরান প্রতিনিধি দলের সাথে যেতে। হুযুর (সাঃ)-এর সাথে জোহরের নামায পড়ে গর্দান লম্বা করে বারবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পড়ল হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর প্রতি। রাসূলে খোদা(সাঃ) বললেন– হে আবু ওবায়দা! তুমি ওদের সাথে যাও। ওদের মাঝে বিবদমান বিষয়গুলোর ফায়সালা করো। আবু ওবায়দা(রাঃ) তাদের সাথে গেলেন। যাওয়ার কালে নাজরান প্রতিনিধিরা বলল– আমরা আপনার সাথে মুবাহালা না করে জিযিয়ার শর্ত করছি। হুযুর (সাঃ) তা মেনে নিলেন। অতঃপর মহানবী(সাঃ) বললেন-মৃত্যু তাদের মাথার উপর ঝুলছিল। মুবাহালা করলে তারা সবংশে ধ্বংস হত। এমনকি তাদের পালিত পশুগুলোও ধবংস হয়ে যেত। (মুখতাছার ইবনে কাসীর –খঃ ১, পৃঃ ২৮৮-৮৯ দারুল কুরআনিল কারীম (১৯৮১, বৈরুত)

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ ـ الاية

অর্থ ঃ মানবজাতির মধ্যে যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করেছিল তারা আর এই নবী এবং যারা এই নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারাই ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। (সূরা আলে ইমরান-৬৮)

শানে নুযূল ঃ ১. ইহুদীরা বলত, হে মুহাম্মদ! আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা দ্বীনে ইব্রাহীমীর ব্যাপারে আপনার চেয়েও অগ্র। কেননা তিনি ইহুদী ছিলেন। আপনি আমাদের প্রতি যেন হিংসাপ্রবণ। আবার নাছারাগণ বলত ইবরাহীম (আঃ) নাছারা ছিলেন। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ বলেন , ইহুদীদের তাওরাত ও নাছারাদের ইনজীল নাযিল হয়েছে ইবরাহীমের অনেক পরে। অতএব তিনি পরবর্তী কিতাব ও নবীর ধর্মাবলম্বী কেমন করে হলেন ?

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন– প্রত্যেক নবীরই একজন মুরুব্বী থাকেন। আর তাদের অপেক্ষা মুরুব্বী হিসাবে আমার পিতা আল্লাহ্‌র খলীল ইব্রাহীম (আঃ)-ঘনিষ্ঠতম। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন।

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৯৩, মুখতাছার ইবনে কাসীর-পৃঃ ২৯১, খঃ ১)

وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ـ الاية : ٦٩

অর্থ ঃ কোনো কোনো আহলে-কিতাবের আকাংক্ষা, যদি তোমাদের গোমরাহ করতে পার। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৬৯)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল, হোযায়ফা ও আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে যখন তাদেরকে ইহুদীরা তাদের দ্বীনের প্রতি আহবান জানিয়েছিল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا ـ الاية ٧٢

অর্থ ঃ আর আহলে কিতাবদের একদল বললো, মুসলমানদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষভাগে তা অস্বীকার কর। হয়ত তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৭২)

শানে নুযূল ঃ ১. তাফসীরকার হাসান ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন– খায়বারের ১২ জন ইহুদী পন্ডিত ও উরায়নার বেশকিছু তাওরাতের ক্বারী একমত হয়ে একে অপরকে

বললেন– দিনের শুরুভাগে তোমরা মুখে মুখে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিবে-মনে-প্রাণে নয়। আর সন্ধ্যার দিকে ওই দ্বীন হতে খারিজ হওয়ার ঘোষণা দিবে। বলবে– আমরা গভীর দৃষ্টিতে আমাদের কিতাব অধ্যয়ন করেছি। আমাদের-আলিমদের সাথে পরামর্শ করেছি। শেষ পর্যন্ত দেখেছি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যেমনটি হওয়ার কথা তেমনটি তিনি নন। সুতরাং আমাদের কাছে তাঁর দ্বীনের মিথ্যা ও অসারতার দিকটা ফুটে ওঠেছে। তোমরা এমনটা করলে দেখবে তাঁর শিষ্য-শাগরিদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। এ সময় আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবী ও মু'মিনদেরকে সতর্ক করে এই আয়াত নাযিল করেন।

২. মুফাসসির মুজাহিদ, মুকাতিল ও কালবী বলেন– এই আয়াত কেবলা পরিবর্তনের পরম্পরায় নাযিল হয়েছে। কিবলা পরির্বতন হলে তা প্রচণ্ড আঘাত দেয় ইহুদীদের মনে। কা'ব ইবনে আশরাফ ও তার সাথীরা বলল– মুহাম্মদ-এর প্রতি কাবা সম্পর্কিত যে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাও। দিবসের প্রথম ভাগে ওই কাবার দিকে ফিরে নামায আদায় কর। দিবসের শেষভাগে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড় যাতে তারা ধারণা করতে পারে ওরা আহলে কিতাব, আমাদের চেয়ে জ্ঞানী। এতে আশা করা যায় একদিন না একদিন ওরা আমাদের কিবলায় ফিরবে। আল্লাহ্ পাক ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রের কথা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আগেই জানিয়ে দিলেন। (আসবাবে নুযূল - পৃঃ ৯৪, লুবাব -৭৭)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا - الاية ٧٧

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৭৭)

শানে নুযূল ঃ ১. ইমাম বোখারী ও মুসলিমসহ অপরাপর মুহাদ্দিসীনে কিরাম আশয়াশের হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– জনৈক ইহুদী ও আমার মধ্যে একটা জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। তা নিয়ে সে বেশ ঝামেলা ও সমস্যা সৃষ্টি করছিল। এই সমস্যা আমি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে পেশ করলাম। তিনি বললেন– তোমার কোন দলিল আছে কি? উত্তরে বললাম, জি-না। এরপর তিনি ইহুদীর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন– তুমি কসম খাও। আমি বললাম– হে আল্লাহর রাসূল। সে কসম খেলে আমার সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

২. কালবী বলেন- ইহুদী ও আমাদের একটা সম্প্রদায় অভাব-অনটনে পড়ল। তারা সকলে (ধন-সম্পদ সাহায্যের আশায়) ইহুদীদের সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফের সমীপে হাজির হল। কা'ব তাদের প্রশ্নচ্ছলে বলল- তোমাদের কিতাবে এই ব্যক্তিকে রাসূল সাব্যস্ত করা হয়েছে বলে তোমাদের জানা আছে? তারা বলল- হ্যাঁ। কিন্তু আপনি তা জানেন না? সে বলল- না। তারা বলল- আমরা সাক্ষ্য দেই তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। কা'ব বলল- আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অগণিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেছেন। তোমরা আমার কাছে এসেছ। তোমাদের সম্মান করতে চাচ্ছিলাম এবং তোমাদের পরিবারের পোশাকের ব্যবস্থার নিয়তও করে ফেলেছিলাম। আল্লাহ্ পাক পরিবারসহ তোমাদেরকে বঞ্চিত করলেন। তারা বলল- ব্যাপারটা আমাদের মাঝে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খানিক সময় দিন আমরা তাঁর সাথে দেখা করে আসি। পণ্ডিতেরা চলে গেল। তারা তাওরাতে রাসূলের গুণাবলী ছাড়া বানিয়ে কিছু গুণাবলী লেখল। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে এলো। নানান আলাপ করল। অতঃপর কাব ইবনে আশরাফের কাছে ফিরে গেল। বলল- আমরা তাঁকে এতদিন আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবেই জানতাম। কিন্তু সাক্ষাতের পর দেখলাম এ তিনি যে নন যার গুণাবলী আমাদের কিতাবে আছে। যে গুণাবলী তাঁর মধ্যে দেখলাম, তা সম্পূর্ণ তাওরাতের উল্টো। এরপর তারা তাদের হাতে বিকৃত তাওরাত খুলে দেখাল। কা'ব মনে মনে সন্তুষ্ট হল। এই বিকৃতি তার ইবলিসি মনে আনন্দের বান ডাকল। শেষ পর্যন্ত দান-অনুদানে ভরে দিল পণ্ডিতদের ঝুলি। এ সময় আসমান থেকে নাযিল হলো এই আয়াত।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ১, পৃঃ ৪০২, ৪০৩ আসবাবে নুযূল -পৃঃ ৯৬)

৩. ইমাম বোখারী (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন- এক ব্যক্তি বাজারে একটি পণ্য উঠিয়ে তার দাম হাঁকল। সে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কসম খেয়ে বলল- কসম খোদার! আমি যে দামে এটা বিক্রি করতে পারব, ওই দামে আর কেউ তা বিক্রি করতে পারবে না। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়।

টীকা ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, প্রথম শানে নুযূলটাই সঠিক।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ - الاية

অর্থ ঃ কোন মানুষকে আল্লাহর কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও- এটা সম্ভব নয় বরং সে বলবে তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। [illegible]

শানে নুযূল ঃ ১. ক্বালবী ও আতা ইবনে রাবাহ্ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, ইহুদী আবু রাফে ও নাজরান প্রতিনিধি দলের রঈস বলল– হে মুহাম্মদ! আপনি কি আমাদেরকে হুকুম করেন যে, আপনাকে আমরা খোদা সাব্যস্ত করব? হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করলেন– নাউযুবিল্লাহ! রাসূলুল্লাহ্কে খোদা সাব্যস্ত করার হুকুম দেব আমি? এজন্যে আমি প্রেরিত হইনি। এ ধরনের নির্দেশই দেয়া হয়নি আমাকে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।
(আসবাবে নুযূল, পৃঃ ৯৬-৯৭, লুবাব, পৃঃ ৭৯)

২. আব্দুর রাজ্জাক তার তাফসীর গ্রন্থে হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– আমার কাছে এ মর্মে খবর এসেছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললো– হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা তো আপনাকে ঠিক তেমন সালাম দেই যেমনটা দিয়ে থাকি আমরা পরস্পরে। আমরা কি আপনাকে সেজদা করতে পারি? তিনি এরশাদ করলেন, না। এরচেয়ে তোমরা বরং তোমাদের নবীর সম্মান করো এবং যার যার অধিকার বুঝে নাও। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে সেজদা করা যায় না। অতঃপর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ ـ الاية ٨٣

অর্থ ঃ তারা কি আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে?
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, দুই আহ্লে কিতাব (অর্থাৎ ইহুদী-খ্রীস্টান) হুজুর (সাঃ)-এর সমীপে মোকদ্দমা করল। মোকদ্দমার বিষয় ইব্রাহীম (আঃ) প্রসঙ্গ। তাদের ধারণা ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের প্রকৃত ঝাণ্ডাবাহী তারা সকলেই। নবী (সাঃ) বললেন– উভয় ধর্মমতাবলম্বীই ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের প্রতি উদাসীন ও বিমুখ। তারা এই ফায়সালায় রেগে বলল– আমরা আপনার ফায়সালার সাথে একমত নই। এমনকি আপনার ধর্ম গ্রহণ করতেও রাজী নই। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল পৃঃ ৯৭, ইবনে কাসীর খঃ ১, পৃঃ ৪০৬-৪০৭)

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ـ الاية : ٨٦

অর্থ ঃ কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত করবেন যারা ঈমান আনার

শানে নুযূল ঃ ১. নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন- আনসারদের জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মুরতাদ হয়ে গেল। পরে সে অনুতপ্ত হয়ে তার জাতির মাধ্যমে রাসূলে খোদার(সাঃ) কাছে জানতে চাইল, তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি-না। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।
(আসবাবে নুযূল পৃঃ ৯৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর খঃ ১, পৃঃ ৪০৭)

২. আল্লামা ওয়াহেদী ইকরামার সনদে, তিনি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন– আনসার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় মুশরিকদের দলভুক্ত হল। এরপর এই আয়াত নাযিল হলে আনসারীরা তার কাছে তা তেলাওয়াত করলে সে বলল– কসম খোদার ! আমার জানা মতে তুমি মহা সত্যবাদী। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তোমার চেয়ে অধিক চরম সত্যবাদী। আর আল্লাহ্ পাক তো সর্বাপেক্ষা অধিক সত্যবাদী। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলে খোদা তাকে গ্রহণ করে নিলেন। এই ইসলাম গ্রহণ তাঁর সম্মান ইজ্জত বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিল
(লুবাব-পৃঃ ৮০, আসবাবে নুযূল-৯৭, তাফসীরে তাবারী-খঃ ৩, পৃঃ ২৪০)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ـ الاية : ٩٠

অর্থ ঃ যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে কস্মিনকালেও তাদের তওবা গৃহীত হবে না-তারা হলো গোমরাহ।
(আলে ইমরান-৯০)

শানে নুযূল ঃ হাসান, কাতাদা ও আতা খোরাসানী বলেন– এই আয়াত ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কেননা তারা ঈসা (আঃ) ও ইনজিলকে অস্বীকার করেছে। সেই অস্বীকৃতি মুহাম্মদ (সাঃ) ও কুরআনের ব্যাপারে করায় তাদের কুফরী বহুলাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবুল আলিয়া বলেন– এই আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদী-খ্রীস্টানদের সম্পর্কে। প্রথমতঃ মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পেয়ে তাঁর গুণাবলী জানার পরে ও দ্বিতীয়তঃ তাদের কুফরীর প্রবৃদ্ধি হয়েছে বাপ-দাদার ধর্মে থাকার দ্বারা।
(তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৪০৭-৪০৮, আসবাবে নুযূল ঃ পৃঃ ৯৮)

قوله تعالى : كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ ـ الاية : ٩٣

অর্থ ঃ তাওরাত নাযিল হবার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল।
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯৩)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরে রূহুল মা'আনী - কালবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে এবং অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইব্রাহীমী ধর্মের অনুসারী। এ কথা শুনে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বলল; আপনারা উটের গোশ্‌ত খান, উটের দুধ পান করেন অথচ ওগুলো ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি হারাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন- ভুল কথা, এগুলো তাঁর প্রতি হালাল ছিল। ইহুদীরা বলল, আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, এর সবই হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীমের আমল থেকে হারাম হিসাবে চলে আসছে এবং আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে ইহুদীদের কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তাওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। তবে উটের গোশ্‌ত বিশেষ কারণ বশতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর বংশধরের জন্যেও তা হারাম ছিল। (মা'আরেফুল কুরআন (সৌদী সংস্করণ) মূল ঃ মুফতী শাফী (রহঃ) অনুবাদ ঃ মুহীউদ্দীন খান, পৃঃ ১৮৭ (২য় কলাম)

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ ـ الاية ٩٦

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য স্থাপিত হয়েছে সেটা হচ্ছে সেই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত। (আলে ইমরান, ৯৬)

শানে নুযূল ঃ মুজাহিদ বলেন, মুসলমান ও ইহুদীরা পরস্পরে গর্ব করত। ইহুদীরা বলত- বায়তুল মুকাদ্দাসই শ্রেষ্ঠ। কেননা এটি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের তীর্থ কেন্দ্র। এখানেই 'আরদ্বে মুকাদ্দাসা' আছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা বলত- কা'বা শরীফই শ্রেষ্ঠ। এই বিবাদ নিরসনে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।
(আসবাবে নুযূল আল-কুরআনী-পৃঃ ১৩৯-৪০, আসবাবে নুযূল (ওয়াহেদী) পৃঃ ৯৯)

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ ـ الاية ٩٧

শানে নুযূল ঃ সাঈদ ইবনে মনসূর ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- যখন "وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا" আয়াত নাযিল হলো তখন ইহুদীরা বলল- আমরা মুসলমান। নবী (সাঃ) বললেন- আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। তারা বলল- কিন্তু আমাদের উপর ফরয করা হয়নি। তারা অবজ্ঞা ও অস্বীকার করল। এ সময় আল্লাহ্ অত্র আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব পৃঃ ৮০, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর, পৃঃ ৩০৩, খঃ ১)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا - الاية ١٠٠

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আহলে-কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে দেবে। (আলে ইমরান, আয়াত-১০০)

শানে নুযূল ঃ আইয়ুব ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আওস ও খাযরাজের মধ্যে জাহেলী যুগে লড়াই হত। ইসলাম এসে তাদের জিঘাংসাসুলভ মনোবৃত্তি পরিহার করতঃ সকলকে ভাই ভাইয়ে রূপান্তরিত করে। একদা এক ইহুদী এসে আওস-খাযরাজের মজলিসে বসল। সে রক্ত গরম করা জাহেলী যুগের প্রতিশোধমূলক কিছু কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ওই দিকে। একদল অপর দলকে বলতে লাগল, আমরা অমুক সময় এই কবিতা গেয়েছিলাম। অপর দল এ কথা শুনে বলল- আমরাও ওই কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম অমুক দিনে। এ নিয়ে এক পর্যায়ে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হল। এমনকি রণহুংকারে স্ব-জাতিকে লক্ষ্য করে একদল বলে ওঠল- হে আওসের জাতি ! অপর দল বলে ওঠল, হে খাযরাজের জাতি ! সকলে অস্ত্রের মহড়ায় নামল। যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হলো। এমন সময় নবী করীম (সাঃ) তাদের দু'দলের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। হুযূর (সাঃ) কথা বলছেন। তাঁর আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছে। যুদ্ধংদেহীরা হুযূর (সাঃ)-এর আওয়াজ শুনতে পেয়ে নীরব হয়ে গেল। সকলেই আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি মনোনিবেশ করল। হুজুর (সাঃ)-এর কথা শুনে তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবে নুযূল, পৃঃ ৯৯, লুবাব পৃঃ ৮১, দুররে মানছূর, পৃঃ ৫৮, খঃ ২)

২. যায়দ ইবনে আসলাম(রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার ইহুদী শাশ ইবনে কায়েস আওস-খাযরজী সাহাবায়ে কিরামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে একজন জাহেলী যুগের মস্ত বড় বাটপার ছিল। কট্টর কাফের, পরশ্রীকাতর ও মুসলিম বিদ্বেষী বলেছিল তার খ্যাতি। এই ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে ঢুকে পড়ল। তাঁদের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি দেখে তার হিংসা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। জাহিলিয়াতের রক্তপিপাসুরা কি এক জিয়ন কাঠির ছোঁয়ায় সোনার মানুষে পরিণত হয়েছে। সে বলল- বনি কায়লাহ্ এই শহরে সমবেত হচ্ছে। কসম খোদার ! এদের সামনে আমরা টিকতে পারব না। তার সঙ্গী জনৈক ইহুদী যুবককে সে নির্দেশের সুরে বলল- তুমি ওদের (সাহাবাদের) কাছে যাও এবং বসো। স্মরণ করিয়ে দাও বুয়াছ যুদ্ধের কথা। ওই যুদ্ধের রক্ত গরম করা কিছু কবিতাবৃত্তিও করো। বুয়াছ একটি 'রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের

নাম।এটি আওস-খাযরাজীদের মধ্যে লেগেছিল। ওই যুদ্ধে আওস গোত্র খাযরাজীদের পরাভূত করেছিল। এই যুবক ইহুদীর কথামত কাজ আরম্ভ করে দিল। ইহুদীর এই কর্মকাণ্ড ফলপ্রসূ হলো। আওস খাযরাজের মধ্যে কানাকানি শুরু হয়ে গেল। বচসা লেগে গেল। বাপ-দাদার বীরত্ব গাঁথা কাব্য-চর্চার দহরম মহরম শুরু হলো। আওস ইবনে কায়যী আওস গোত্রের আর জাবের ইবনে সাখরার মধ্যে দ্বৈত কাব্য-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো। তন্মধ্যে একজন তার সাথীকে লক্ষ্য করে বলল– আমি চাইলে তোমাকে এখনই কুপোকাত করতে পারি। মোটকথা, তুমুল হট্টগোল ও রেষারেষির এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নিল। হাররায় হবে এই যুদ্ধ। সকলেই রণাঙ্গনের পথে পা বাড়াল। যুদ্ধকাতার সাজানো হলো। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কানে যেতেই তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি রণাঙ্গনে এসে বললেন–হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও জাহেলিয়াতের পুনরাবৃত্তি? আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের ইসলামে দীক্ষিত করেন নাই? তিনি কি তোমাদের জাহিলী মানসিকতা দূর করে ভাই ভাইয়ের হৃদ্যতা সৃষ্টি করেন নাই? সেই ইসলামের প্রতি বিমুখ হয়ে তোমরা কুফরির পথে পা বাড়াতে পারলে? আল্লাহ! আল্লাহ! জাতি বুঝতে পারল তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়েছে। এটা দুরাচার মরদুদের চক্রজাল। তারা হাতিয়ার ফেলে কেঁদে ফেলল, একে অপরের বুকে বুক মেলাল। পরে সকলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ফিরে এলো একান্তই বিশ্বস্ত, অনুগত ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। পথিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) নিয়ে এলেন খোদা তা'আলার এই মুবারক আয়াত।

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৯৯-১০০, তাফসীরে তাবারী-খঃ ৪, পৃঃ ১৬, লুবাব পৃঃ ৮১-৮২)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন- এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত খারাপ মানুষ আমার দৃষ্টিতে কেউ ছিল না। তিনি আমার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করলেন। এরপর তিনি হয়ে ওঠলেন আমার দৃষ্টিতে সব চেয়ে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জন।

(আসবাবে নুযূল, পৃঃ ১০০)

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى - الاية ١٠١

অর্থ ঃ তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার অথচ তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল? (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০০)

শানে নুযূল ঃ আওস-খাযরাজীরা কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে অস্ত্র ধারণ করলে এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০০)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ ـ لايـة ١٠٢

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। (সূরা আলে ইমরান-আয়াত, ১০২)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে পাক (সাঃ) মদীনা শরীফে হিজরত করে আওস-খাযরাজের মাঝে সুসম্পর্ক ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করলে আওসের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো– আমাদের মাঝে এমন চারজন ব্যক্তি রয়েছে তোমাদের মধ্যে তেমন কেউ নেই। অতঃপর ওই চারজনের পরিচিতি তুলে ধরা হলো। অতঃপর খাযরাজের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো- আমাদের মাঝেও এমন চারজন রয়েছেন যারা কুরআনুল কারীমকে সুদৃঢ় ও মজবুত করেছেন, যাদের তুল্য তোমাদের মাঝে নেই। এ ধরনের নানান গৌরব গাঁথা বর্ণনায় লেগে যায় তারা। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা গড়াতে গড়াতে মারাত্মক যুদ্ধের রূপ নিতে যায়। এরই মাঝে হুজুর (সাঃ) তাদের মাঝে উপস্থিত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের অবতারণা। (কানযুন নুকূল মাদারেকের সূত্রে)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ـ الايـة ١١٠

অর্থ ঃ তোমরাই (মুসলমানরা) হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ১১০)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, সালেম আবু হুজায়ফা (রাঃ)-এর মওলা শানে নাযিল হয়। এর কারণ মালেক ইবনে যাইফ ও ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুযা নামি দু'ইহুদী এদের বললো–নিশ্চয় আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম। আর আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম ও অভিজাত। (দুররে মানছুর-খঃ ২, পৃঃ ৫৮)

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى ـ الايـة ١١١

অর্থ ঃ যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান, ১১১)

শানে নুযূল ঃ মুকাতিল বলেন– ইহুদী সর্দার কা'ব, ইয়াহুরী, নোমান, আবু রাফে, আবু ইয়াসের ও ইবনে সূরিরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীদেরকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনা করলে এই আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০১, মুখতাছার ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৩১১ এবং ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির থেকে দূররে মানসূরের সূত্রে সূয়ূতী খঃ ২, পৃঃ ৬৩।)

لَيْسُوْا سَوَاءً ـ الاية ١١٣

অর্থ ঃ তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করে। (আলে ইমরান- আয়াত, ১১৩)

শানে নুযূল ঃ ১. আবু হাতেম, তবারানী ও ইবনে মানদাহ্ (সাহাবাতে) বর্ণনা করেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম, ছা'লাবা ইবনে সাইয়াহ, আসাদ ইবনে আবদ ও তাদের সমমনা ব্যক্তিরা যখন ঈমান এনেছিলেন, আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন তখন ইহুদী পণ্ডিত ও সর্দাররা বলল- আমাদের দুষ্ট শ্রেণীর হীনমন্য লোকজনই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে। তারা যদি অভিজাত ও কুলীন হত তাহলে বাপ-দাদার ধর্ম হতে বিমুখ হত না। এ সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল- পৃঃ ১০১, ইবনে জারীর খঃ ৪, পৃঃ ৩৪, লুবাবুন নুকুল- পৃঃ ৮২)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- একবার হুজুর (সাঃ) এশার নামায পড়তে বিলম্ব করলেন। অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে বেরুলেন। সকলেই তাঁর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন- একমাত্র তোমরাই সেই ধার্মিক যারা এ সময় নামায আদায় করে। (পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মপ্রাণ মানুষকে এ সময় নামায আদায় করতে দেখা যায় না)। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবে নুযূল- পৃঃ ১০২, লুবাবুন নুকূল -পৃঃ ৮২)

বিঃ দ্রঃ–২নং শানে নুযূলটির রেওয়ায়েতকে যঈফ "ضعيف" বলা হয়েছে। কেননা এই রেওয়ায়েতের উব্যায়দুল্লাহ বিন জাহির صدوق হলেও يخطى ভুল হয় তার থেকে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ ـ الاية ١١٨

অর্থ ঃ হে ঈমানদারেরা! তোমরা মু'মিন ব্যতিত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। (আলে ইমরান, ১১৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর ও ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বেশ কিছু মুসলমান পূর্বের রীতি মোতাবেক ইহুদীদের সাথে প্রতিবেশীমূলক মনোভাব, আত্মীয়তা সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও রেজায়ী সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০২, লুবাব-পৃঃ ৮২, কানযুন নুযূল-পৃঃ ২৫, তাফসীরে জালালাইন-পৃঃ ৫৮)

ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-কে বলা হলো যে, এখানে হস্তলিপিতে সুদক্ষ একজন অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত করণিক হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। উত্তরে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)বললেন, 'এরূপ করলে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থী। (মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) সৌদি সংস্করণ, পৃঃ ১৯৮)

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ - الاية ١٢١

অর্থ ঃ আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মু'মিনদেরকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করছিলেন। (আলে ইমরান, আয়াত- ১২১)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকাদের মতে এই আয়াত উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। ইবনে হাতেম আবু ইয়ালা আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমরা সূরা আলে ইমরানের ১২০ নং আয়াতের পর থেকে পাঠ করে "ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا" পর্যন্ত যাও। এতেই বর্ণিত আছে উহুদ যুদ্ধের কাহিনী। (আসবাবে নুযূল- পৃঃ ১০৩, লুবাব-পৃঃ ৮৩, কানযুন নুকূল উর্দু-২৫)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ - الاية ١٢٨

অর্থ ঃ (হয় আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দিবেন)। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। (সূরা আলে ইমরান-১২৮)

শানে নুযূল ঃ ১. এ আয়াতি অবতরণের হেতু এই যে, উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্যে থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ হয় এবং মুখমন্ডল আহত হয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন।

"كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ"

'ঐ জাতি কি করে সাফল্যমণ্ডিত হবে যারা তাঁদের নবীর চেহারাকে রক্ত রঞ্জিত করে অথচ তিনি তাদেরকে তাদের আল্লাহ্র দিকে আহবান করেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(তিরমিজী হাদীস নং ৩০০২-৩০০৩) হাদীস খানি হাসান ছহি।তাফসীরে ইবনে জারীর-খঃ ৪, পৃঃ ৫৭ ,আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৩ ,কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৫, মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত সৌদী সংস্করণ অনুবাদ ঃ মুহীউদ্দীন খান), পৃঃ ২০৩।

২. হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! অমুকের প্রতি অভিশাপ দাও। হে আল্লাহ! হারেস ইবনে হিশামের প্রতি অভিশাপ নাযিল করো, সুহায়ল ইবনে আমর ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার প্রতি অভিশাপ নাযিল করো। এ সময় উক্ত আয়াত নাযিল হয়। (বোখারী কিতাবুল মাগাযী হাদীস নং-৪০৬৯, নাসাঈ (তাফসীর অধ্যায়) ৯৫, ইবনে হিব্বান-হাদীস নং ১৯৮৭-৮৮, মুসলিম (১০৪/১৭৯৯)

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً ـ الاية ١٣٦

অর্থ ঃ আর তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?

(আলে ইমরান, ১৩৬)

শানে নুযূল ঃ কালবীর সূত্রে বর্ণনা করা হয় যে, আনসার ও ছাকাফীর দু'ব্যক্তির মাঝে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তারা কখনও পরস্পর পৃথক হতেন না। একবার রাসূলুল্লাহ(সঃ) কোন যুদ্ধে বের হলে ছাকাফী তাঁর সাথে বের হন এবং আনসারীকে তাঁর পরিবারকে দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করে যান। একদিন গোসলরত ছাকাফীর স্ত্রীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায়। তার চুলগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। এতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন এবং কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি তার হস্ত নিজের চেহারার উপর রাখেন এবং হাতের পিঠে চুম্বন করেন। পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। স্ত্রীলোকটি বললেন, সুবহানল্লাহ! আপনি আপনার আমানতের খেয়ানত করেছেন, খোদার নাফরমানি করেছেন, এটায় আপনার কোনো দরকার ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারী যারপর নাই লজ্জিত হন। পরিশেষে তিনি লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে তাসবীহ পাঠ শুরু করেন এবং আল্লাহ্র কাছে তওবা করেন। এ দিকে ওই স্ত্রীলোকের স্বামী ফিরে এলে তিনি তাকে ওই কথা জানান। ছাকাফী তার বন্ধুর খোঁজে বের হয়ে দেখেন তিনি সেজদাহ অবনত মস্তকে বলছেন, "رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ قَدْ خُنْتُ اَخِىْ" 'হে আল্লাহ্ আমার গোনাহ মাফ করে দাও আমি আমার বন্ধুর আমানতের খেয়ানত করে ফেলেছি।' এ সময় ছাকাফী ডেকে বলেন, এ-ই অমুক। ওঠো! রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে চলো। তাঁর কাছে ঘটনা বলে আরজ করো, আল্লাহ্ তোমার কৃতকর্ম মার্জনা করেন কি-না দেখো। তিনি ওখান থেকে মদীনা চলে এলেন। সময়টা ছিল আছরের। হযরত জিবরাঈল তার তওবা কবুলের সংবাদ নিয়ে এলেন। হুজুর (সাঃ) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً থেকে وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। এ সময় হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আয়াতের ভাষ্য কি শুধু এ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য না-কি সকলের জন্য? এরশাদ হলো, সকলের জন্য।

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৫)

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا ـ الاية ١٤٠

অর্থ ঃ আর তোমরা নিরাশ হয়োনা ও দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। (আলে ইমরান-১৪০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম সাময়িক পরাস্ত হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (তিনি তখনও কাফের) মুশরিকদের ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠে মুসলিম বাহিনীর ওপর বিজয়ী হতে আগ্রহী হন। এ সময় হুজুর (সাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্! ওদেরকে আমাদের ওপর বিজয়ী হতে দিও না। হে মাবুদ! তোমার শক্তিতেই আমরা শক্তিবান। প্রভু হে! এই সামান্য ক'জন মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে একনিষ্ঠভাবে তোমাকে ডাকবার মত কেউ নাই। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। মুসলিম বাহিনী পাহাড়ে চড়ল। কুরআনের এ বাণী তাদের ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করল। তারা মুশরিকদের আগুয়ান ঘোড়াকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে ওদের পরাভূত করলেন।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৪৩৯-৪০, তাফসীরে তাবারী-খঃ ৪, পৃঃ ৬৭, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৬, বয়ানুল কুরআন)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضَاعِفَةً ـ الاية ١٣٠

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (আলে ইমরান-১৩০)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ জাহেলী যুগে কেউ কোন জিনিষ বাকীতে খরিদ করলে যে দিন তার মূল্য পরিশোধ করার কথা সেদিন যদি সে শোধ করতে না পারত তাহলে বিক্রেতা দাম বাড়িয়ে দিত এবং মেয়াদও বৃদ্ধি করে দিত যাতে আরো মূল্যবৃদ্ধি হয়। এতে এই আয়াত নাযিল হয়।

(হাশিয়ায়ে জালালাইন-পৃঃ ৬০, লুবাব-পৃঃ ৮৬, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৫)

يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ـ الاية ١٤٠

অর্থ ঃ আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। (আলে ইমরান, ১৪০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবু হাতেম ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মহিলারা রাসূলে পাকের (মৃত্যুর) সংবাদ শুনে ঘর ছেড়ে বের হলেন। এক মহিলা দু'ব্যক্তিকে উটের পীঠে সওয়ার হয়ে আসতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

আল্লাহ্‌র রাসূলের সংবাদ কি? তারা বললেন, তিনি জীবিত। তিনি বললেন, আল্লাহ্ কিছু বান্দাকে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। কাজেই আমার পরিবারের কিছু লোক শহীদ হয়েছে। এর পরোয়া করি না আমি। এই মহিলার ভাষায়ই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (লুবাব-পৃঃ ৮৬)

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ ـ الاية ١٤٣

অর্থ ঃ আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে।

(আলে ইমরান, ১৪৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবু হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিছু সাহাবী শুহাদায়ে বদরের ফজিলত শুনে বদরী যোদ্ধাদের মত মৃত্যু কামনা করছিলেন। বলছিলেন, হায়! আমরা যদি ওদের মত শহীদ হতে পারতাম। আহা! আজকের দিনটা যদি বদরের দিন হতো তাহলে মুশরেকদের কতল করতাম। এতে হয় বিজয়ী, না হয় শহীদ হতাম। পেতাম জান্নাত, পেতাম বিশেষ জীবন ও রুজি। আল্লাহ্ পাক এ দিন অনেককে শাহাদতের মর্যাদা দিলেন আর অনেককে দিলেন না। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃঃ ৮৭, হাশিয়ায়ে জালালাইন-পৃঃ ৬০)

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ الاية ١٤٤

অর্থ ঃ আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। (আলে ইমরান, -১৪৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে মুনযির ওমরের(রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধে এক সময় রাসূল (সাঃ) থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। আমি পাহাড়ে ওঠলাম। জনৈক ইহুদীকে এ সময় বলতে শুনলাম, মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন। আমি বললাম, যে বলবে মুহাম্মদ নিহত তাকে হত্যা করব। এক সময় তাকিয়ে দেখলাম রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দিকে মানুষেরা দৌড়ে যাচ্ছে। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে রাহওয়াই নিজস্ব সনদে জুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেন, উহুদের দিনে শয়তান চিৎকার দিয়ে বলল, মুহাম্মদ মারা গেছেন। কা'ব ইবনে মালেক(রাঃ) বলেন, আমি প্রথম ব্যক্তি যে কিনা রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে দেখে। দেখলাম, তিনি গর্তের মধ্যে পড়ে তাকাচ্ছেন। জোরে চিৎকার দিয়ে বললাম, এই যে রাসূলে আকরাম (সাঃ)। এ সময় অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৮৭-৮৮, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৫, জালালাইন-পৃঃ ৬১)

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا ـ الاية ١٥٤

অর্থ ঃ অতঃপর তোমাদেরই উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। (আলে ইমরান, ১৫৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে রাহওয়াই যুবায়ের (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যেসব সাহাবায়ে কিরাম উহুদের ময়দানে অবশিষ্ট ছিলেন আল্লাহ্ পাক তাঁদের শোকতাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য তন্দ্রা নাযিল করেন তাঁদের ওপর যাতে তাঁদের ক্লান্তি দূর হয় এবং স্বস্তি এসে যায়। এ সময় সাহাবায়ে কিরামের থুতনি বুকে ঠোকর খাচ্ছিল। হযরত যুবাযের (রাঃ) বলেন, এই সময় স্বপ্নের মত আমি মাতাব ইবনে কুশায়রকে বলতে শোনলাম لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا

'আমাদের পক্ষ থেকে কিছু করার থাকলে এখানে থেকে আমরা নিহত হতাম না। বর্ণনাকারী বলেন, তার এই কথা আমার আজো মনে হচ্ছে। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৮৯, তিরমিজি-খঃ ৪, পৃঃ ৮৪ (কায়রো বৈরুত সংস্করণ), আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৭, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৬)

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ـ الاية ١٥١

অর্থ ঃ খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করব।

(আলে ইমরান, ১৫১)

শানে নুযূল ঃ সুদ্দী বলেন, উহুদের দিনে আবু সুফিয়ান ও মুশরিকরা মক্কাভিমুখী হতে গিয়ে কিছুদুর অগ্রসর হয়ে অনুতাপ জাহির করলো। বললো, কাজটা ভালো হলো না। হত্যা করতে করতে সংখ্যা যখন কমিয়ে আনলাম তখন ছেড়ে আসাটাই হয়েছে বোকামি। চলো এখন গিয়ে ওদের নাস্তানাবুদ করে আসি। এই প্রতিজ্ঞা নেয়ার সময় আল্লাহ্ ওদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেন, ফলে ওরা ফিরে যায়। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। তারা মুসলমানদেরকে পরাজিত করেও মদীনা আক্রমণ করতে সাহস পেল না। তবে তারা এক বেদুঈনকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ছড়ানোর জন্য পাঠায়। মহানবী (সঃ)ওহী মারফত সংবাদ পেয়ে কাফেরদের পিছু ধাওয়া করে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌছেন। (ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৪৪৩-৪৫, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৬)

لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ – الا يه ١٠٣

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্র সে ওয়াদাকে তিনি সত্যে পরিণত করেছেন।

(আলে ইমরান-১৫৩)

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে কাব আল-কুরযী বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধ শেষে রাসূলে পাক (সাঃ) মদীনায় ফিরে এলেন। মানুষের কষ্ট মুসিবত যা হওয়ার তা হয়েছিল। অনেকে আরজ করলো– হে আল্লাহর রাসূল! এই মুসিবতের সম্মুখীন কেন হলাম আমরা অথচ আমাদের সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত নাযিল করেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন কিন্তু তোমাদের তীরন্দায বাহিনী রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে সাময়িক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কিন্তু সে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছ তোমরা। আল্লাহ্ পাক তোমাদের বিপর্যয় থেকে কাফেরদের সুযোগ গ্রহণের অবকাশ দেননি। কাজেই সাহায্যের ওয়াদার ব্যতিক্রম দেখলে কোথায়?

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৭, তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৪৪৪)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ - الاية ١٦١

অর্থ ঃ আর কোন বস্তু গোপন রাখা নবীর জন্য শোভনীয় নয়।

(আলে ইমরান-১৬১)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে মুশরিকদের থেকে অর্জিত একটি লাল চাদর হারিয়ে গেলে কিছু লোকে রাসূলে খোদার(সাঃ) প্রতি সন্দেহ করছিল। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিজী শরীফ-হাদীস নং (৩০০৯), ইবনে জাবীর-খঃ ৪, পৃঃ ১০২, আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং (৩৯৭১), আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৭, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৬, লুবাব-পৃঃ ৯০)

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ الاية (١٦٥)

অর্থ ঃ যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌছাল।

(আলে ইমরান-১৬৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে মুসলমানরা ফিদয়ার বিনিময়ে যে ৭০ জন কাফেরদের ছেড়ে দিয়েছিল এর শাস্তি স্বরূপ উহুদের ময়দানে ৭০ জন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন, হুযূর (সাঃ)-এর সামনের একটি দাঁত শহীদ হয়, মাথার হেলমেটের কড়া ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৯০, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১০৮-১০৯, কানযুন নুকূল- পৃঃ ২৬)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - الاية ١٦٩

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহ্র রাহে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না।

(আলে ইমরান-১৬৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, উহুদে শাহাদতপ্রাপ্ত তোমাদের ভাইগণের রূহ যখন আল্লাহ্ পাক সবুজ বিহঙ্গের পেটে রাখেন, সেগুলো জান্নাতের বৃক্ষরাজি থেকে ফল ভোগ করে, নহর থেকে পানি পান করে এবং আরশের ছায়াতলে ঝুলানো ঝাড়বাতিতে আরাম করে তখন তারা জান্নাতি এই আহার্য পানীয়ের ঘ্রাণ পেয়ে বলতে থাকে, হায়! আমাদের দুনিয়ার ভাইয়েরা যদি এই নেয়ামতের সন্ধান পেত যাতে তারা জেহাদের ময়দান থেকে মুখ না ফেরায়, জেহাদ বিমুখ হয়ে বসে না থাকে! আল্লাহ্ পাক এ সময় বললেন, তোমরা চিন্তা করো না, এ খবর আমি পৌঁছে দিচ্ছি। সুতরাং এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুস্তাদারকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ৮৮, মুসনাদে আহমদ- খঃ ১, পৃঃ ২৬৬, আবু দাউদ হাদীস- নং ২৪২০, লুবাব পৃঃ ৯১, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৬)

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - الاية ١٧٢

অর্থ ঃ যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব।

(আলে ইমরান-১৭২)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত গযায়ে হামরা উল আসাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় যা উহুদ যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে সংঘটিত হয়েছিল। হামরাউল আসাদ মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী একটি স্থানের নাম। এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই যে, মক্কার কাফেররা যখন উহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল তখন পথিমধ্যে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের খতম করে দেয়াই উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুজুর (সাঃ) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করলেন, কে কে আছে যারা মুশরিকীনের পশ্চাদ্ধবন করবে? তখন ৭০ জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিলেন যারা গতকালকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এঁরাই রাসূলে মাকুবল (সাঃ)-এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছুলেন তখন সেখানে নোআইম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কিরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে ওঠলেন, আমরা তা জানি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। (বোখারী কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪০৭৭, তাফসীরে ইবনে জারীর খঃ ৪, পৃঃ ১১৮, ইবনে মাজা-পৃঃ ১২৪, লুবাব-পৃঃ ৯১, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১১০-১১১, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৬-২৭, মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃঃ ২১৭)

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ - الاية ١٧٩

অর্থ ঃ নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ এমন নন যে, ঈমানদারদেরকে সে অবস্থায়ই রাখবেন যাতে তোমরা ছিলে। (আলে ইমরান-১৭৯)

শানে নুযূল ঃ ১. সুদ্দী বলেন, হুজুরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, আমার উম্মতের চেহারা আমার সামনে পেশ করা হয় যেমন নাকি আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়েছিল (বস্তুর নাম সত্তা)। আর আমাকে জানানো হয়, কে আমার প্রতি ঈমান আনবে, আর কে আনবে না। এ কথা শুনে মুনাফেকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দেয়। বলে, মুহাম্মদ (সাঃ) জানেন কে ঈমান আনবে, আর কে কুফরি করবে অথচ আমরা তাঁর পাশেই থাকছি কিন্তু তিনি আমাদেরকে চিনেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

২. কালবী বলেন, কুরাইশরা একবার বললো, আপনি বলেন, হে মুহাম্মদ! যারা আপনার বিরোধিতা করে তারা জাহান্নামী এবং আল্লাহ্ তাদের ওপর অসন্তুষ্ট। আর যারা আপনার দ্বীনের ইত্তেবা করে তারা জান্নাতি আর আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। এক্ষণে বলুন তো, কে আপনার প্রতি ঈমান আনবে আর কে ঈমান আনবে না? এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

৩. আবুল আলিয়া বলেন, মু'মিনরা একবার রাসূলে পাক (সাঃ)-এর সমীপে আরজ করলেন, মুমিন ও মুনাফিকের আলামত বলে দিন যাতে দু'টির মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা যায়। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১১২)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ الاية ١٨٠

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কাপণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হয় বলে তারা যেন ধারণা না করে। (আলে ইমরান-১৮০)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত সেই ইহুদী পাদ্রীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যারা তাওরাতে বর্ণিত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর গুণাগুণ গোপন করত এবং তা বর্ণনায় কার্পণ্য করত। আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন তাও তারা সযত্নে এড়িয়ে যেত। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ৪, পৃঃ ১২৬)

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ ـ الاية ١٨١

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। (আলে ইমরান-১৮১)

শানে নুযূল ঃ ইকরামা, সুদ্দী, মুকাতিল ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন ঃ একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রাঃ) ইহুদীদের উপাসনালয়-এ প্রবেশ করলেন। সেখানে কিছু লোককে ফেনহাস ইবনে আযূরার চারপাশে উপবিষ্ট দেখলেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে ইলম-কালামে যথেষ্ট এগিয়ে। হযরত সিদ্দীক (রাঃ) তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আল্লাহ্কে ভয় কর, ইসলাম গ্রহণ করো। কসম খোদার তুমি জান যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র নবী ও রাসূল। খোদার পক্ষ থেকে সত্যের বাণী বাহক। তোমাদের ধর্মপুস্তক তাওরাতে তাঁর চরিত্র চেহারা সবকিছু খোলাখুলি বর্ণিত। সুতরাং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তিনি তোমাকে জান্নাতে পৌঁছাবেন এবং দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী করবেন। ফেন্হাস বললো, হে আবু বকর! তুমি বললে আল্লাহ্ আমাদের থেকে ঋণ নিবেন। আর ঋণ তো অভাবগ্রস্ত নেয় ধনী ব্যক্তি থেকে। সে মতে আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে অভাবগ্রস্ত আর আমরা ধনী। তিনি ধনী হলে আমাদের থেকে কিছুতেই ঋণ নেয়ার প্রশ্ন ওঠত না। এতে হযরত সিদ্দীক রাগান্বিত হয়ে ফেনহাসের গালে প্রচন্ড চড় কষে দেন। বলেন, আল্লাহ্র দুশমন হে! তোদের মাঝে ও আমাদের মাঝে মৈত্রী সম্পর্ক না থাকলে এতক্ষণে দেহ থেকে তোর মাথা আলাদা করে ফেলতাম। ফেনহাস রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে নালিশপূর্বক বললো– দেখুন, আপনার সঙ্গী আমার অবস্থাটা করেছে কী। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন ঃ আবু বকর! তাঁকে মারতে গেলে কেন? তিনি উত্তরে বললেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! খোদার এই স্বঘোষিত দুশমন অত্যন্ত

আপত্তিকর কথা বলেছে। বলেছে, আল্লাহ্ ফকীর আর সে ধনী। কাজেই রাগান্বিত হয়ে আমি ওকে চপেটাঘাত করেছি। ফেনহাস এ কথা অস্বীকার করল। এ সময় আল্লাহ্ পাক সিদ্দীকে আকবরকে সত্যবাদী ও ফেনহাসকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে এই আয়াত নাযিল করেন। (ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৪৬৯, দুররে মানছুর-খঃ ৪, পৃঃ ১৬৯, লুবাব-পৃঃ ৯৩, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৭, কাসবাবে নুযূল-পৃঃ ১১৩)

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا - الاية ١٨٣

অর্থ ঃ সে সমস্ত ব্যক্তি যারা বলে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন কোন রাসূলের ওপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন যতক্ষর্ণ না তিনি আমাদের নিকট এমন কোরবানী নিয়ে আসবেন যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে। (আলে ইমরান-১৮৩)

শানে নুযূল ঃ ক্বালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত কা'ব ইবনে আশরাফ, মালেক ইবনে যইফ, ওয়াহাব ইবনে এহুযা, যায়দ ইবনে তাবুহ ও ফেনহাস ইবনে আযুরার ব্যাপারে নাযিল হয়। তারা হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! আমাদের তাওরাতেই লেখা আছে যে, যতক্ষণ আমরা নবী থেকে এই মোজেযা না দেখছি যে, তিনি কুরবানী করছেন আর আসমান থেকে আগুন এসে তা পুড়িয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ আমরা ঈমান আনব না। আপনি এই মোজেযা দেখাতে পারলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (দুররে মানছুর-খঃ ২, পৃঃ ১০৬)

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ - الاية ١٨٦

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। (আলে ইমরান-১৮৬)

শানে নুযূল ঃ ১. কা'ব ইবনে মালেক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইবনে আশরাফ বড় মাপের একজন কবি ছিল। সে নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ কাব্য রচনা করত এবং ওই কাব্যমালার প্রতি কুরাইশী কাফেরদের উৎসাহিত করত। হুজুর (সাঃ) এদের সংশোধনের আশা করতেন। অথচ ইহুদী মোশরেক সম্মিলিত শক্তি তাঁকে ও তাঁর সাহাবাবৃন্দকে কষ্ট দিত। আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয় অত্র আয়াত।

(লুবাব-পৃঃ ৯৪, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১১৪, ছহি আবু দাউদ (হাদীস নং-৩০০০)

২. হযরত উসামা ইবনে জায়েদ বলেন ঃ একদা হুজুর (সাঃ)ফেদাকের একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় গাধার পিঠে আরোহণ করেন। তাঁর পেছনে ছিলেন উসামা ইবনে জায়েদ (রাঃ) (এ হাদীসের বর্ণনাকারী)। তাঁরা যাচ্ছিলেন সা'দ ইবনে উবাদার(রাঃ) বাড়ী। এ ঘটনা বদর যুদ্ধের আগের। তাঁরা এমন এক মজলিসের পাশ

দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ছিল। ছিল মুসলিম, ইহুদী, মুশরিকের সংমিশ্রণ। ছিলেন হযরত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহও। মজলিশ যখন কানায় কানায় পূর্ণ তখন বাইরের ধুলার আধিক্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নাকে চাদর দিল। বললো, তোমরা আমাদের ওপর ধুলিঝড় বহাবে না। এ সময় হুজুর (সাঃ) উপস্থিত হয়ে সালাম দেন ও বাহন থামান। সকলকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকেন। সকলকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে- হে ব্যক্তি! তুমি ভালো কিছু শোনাওনি। তোমার কথাগুলো সত্য হলে এর দ্বারা (বাহনের ধুলি) আমাদের কষ্ট দিত না। যাও! তোমরা বাহনের কাছে ফিরে যাও। ওখানে যে (সাগ্রহে) যাবে তার কাছে ওয়াজ করো। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ধুলিঝড়পূর্ণ আপনার বাহন নিয়ে এখানে থাকুন। ধুলোয় মজলিস ভরে দিন। ওটা আমাদের কাছে খুবই প্রিয়। এ সময় মুসলিম ও বিরোধিদের মাঝে হাতাহাতির উপক্রম হয়। হুজুর (সাঃ) তখন নিশ্চুপ। এই সময় তিনি বাহনে চেপে সাদ ইবনে উবাদার বাড়ীতে যান। হুজুর (সাঃ) তাঁকে বলেন ঃ সাদ! তুমি আবু হুবাবের কথা শোননি? আবু হুবাব আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর উপনাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওকে মাফ করে দিন এবং মনঃক্ষুণ্নতা প্রত্যাহার করুন। কসম সেই খোদার যিনি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন ! আপনি সত্য নবী। এই নগণ্য আহলে কিতাবীরা খামোখাই আপনার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করছে। আল্লাহ্ যদি তাঁর সত্য বাণীর দ্বারা ওদের এই বিদ্বেষ ভাব ফুটিয়ে তোলেন তো তাতে আপনার ব্যক্তিসত্তা ঔজ্জ্বল্যের হবে। আর সেদিকেই পরিস্থিতি মোড় নিচ্ছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। আল্লাহ্‌র নবী তাকে মাফ করে দিলেন। আল্লাহ্ পাক নাযিল করলেন এই আয়াত। (বোখারী, কিতাবুল জিহাদ (হাদীস নং ২৯৮৭), বোখারী, কিতাবুত তাফসীর (হাদীস নং ৪৫৬৬), মুসলিম কিতাবুল জিহাদ (হাদীস নং ১৭৯৮), আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১১৪-১৫)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا - الاية ١٨٨

অর্থ ঃ তুমি মনে করো না যারা নিজেদের কৃতকর্মের ওপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

(আলে ইমরান-১৮৮)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত ওই মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা জেহাদের সময় টালবাহানা করে রয়ে যেত এবং না যাওয়ার দরুন আনন্দিত হত। হুজুর (সাঃ) জেহাদ থেকে ফিরে এলে বলত, আমাদের যাওয়ার তো একান্ত ইচ্ছা ছিল কিন্তু অমুক কাজে আটকে যাওয়াই ছিল অন্তরায়। মোটকথা, তারা না করা কাজের জন্য প্রশংসা কামনা করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(বোখারী (৪৫৬৭), মুসলিম (২৭৭৭), আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১১৫, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৭)

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - الاية ١٩٠

অর্থ ঃ নিশ্চয় আসমান-যমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। (আলে ইমরান-১৯০)

শানে নুযূল ঃ তবরানী ও ইবনে আবি হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কুরাইশরা ইহুদীদের কাছে এসে বললো ঃ হযরত মূসা (আঃ) কি নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন? তারা জবাবে বললো– লাঠি ও দর্শকদের দৃষ্টিতে দেখা তাঁর সাদা হাত। খ্রীস্টানরা তাদেরকে প্রশ্ন করলো ঃ ঈসা (আঃ) কেমন ছিলেন? তারা উত্তরে বললো, জন্মান্ধকে চক্ষু, কুষ্ঠকে সাদা চামড়া ও মৃতকে জীবন দান করতেন। তারা নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলো, আপনি আপনার প্রভুর কাছে দোয়া করুন যাতে তিনি সাদা পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে এই আয়াত নাযিল হলো। এরশাদ হলো, এগুলো নিয়ে গবেষণা করতে বলো।
(লুবাব-পৃঃ ৯৬)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ - الاية ١٩٥

অর্থ ঃ অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না।
(আলে ইমরান-১৯৫)

শানে নুযূল ঃ আব্দুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মানসূর, তিরমিজী, হাকেম ও ইবনে আবি হাতেম উম্মে সালামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি হুজুর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোরআনুল কারীমের কোথাও নারীদের হিজরতের ফজিলত বর্ণনা না করার হেতু কি? এ প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিজী হাদিস নং ৩০২৩, মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩০০, তাবারী ৪/১৪৩)

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ - الاية ١٥٦

অর্থ ঃ নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়।
(আলে ইমরান-১৯৬)

শানে নুযূল ঃ মক্কার মুশরিকদের শানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্ন-অর্থে তারা ছিল টইটুম্বুর। তা দেখে অনেক মুমিন বললেন, আল্লাহর দুশমনরা দেখি সমৃদ্ধ জীবন যাপন করছে অথচ আমরা ক্ষুধা ও পরিশ্রমে শেষ হতে চলেছি। এ সময় মুমিনদের সান্ত্বনা দিতে এই আয়াতের অবতারণা হয়। (ইবনে কাছীর (১/৪৭৯)

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ ـ الاية ١٩٩

অর্থ ঃ আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে। (আলে ইমরান-১৯৯)

শানে নুযূল ঃ ১. আয়াতখানি নাজ্জাশীর শানে অবতীর্ণ হয়। নাজ্জাশীর মৃত্যু হলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য এস্তেগফার করো। এ সময় কিছু লোক বললো, হুজুর (সাঃ) আমাদেরকে এক খ্রিস্টানের জন্য এস্তেগফার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ এ আয়াতের মাধ্যমে নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা কুরআন জানিয়ে দিল। (তাফসীরে ইবনে জারীর ৪/১৪৬), লুবাব-পৃঃ ৯, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৮)

২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আয়াতখানি নাজ্জাসীর শানে অবতীর্ণ। নাজ্জাশী যখন মারা যান ঠিক তখন তা জিবরাঈলের মাধ্যমে হুজুর (সাঃ)-কে জানানো হয়। রাসূলে আকরাম (সাঃ) তৎক্ষণাৎ সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ সকলে বের হও। তোমাদের এক ভাই মারা গেছেন অন্য দেশে। তারা আরজ করলেন, কে? এরশাদ হলো, নাজ্জাশী। হুজুর (সাঃ) বকি কবরস্থানে গেলেন। তার সামনে হাবাশার যমিন ভেসে ওঠল। তিনি দেখছিলেন নাজ্জাশীর খাটিয়া। এ সময় তিনি চার তাকবীরের সাথে জানাযা নামায আদায় করেন এবং দোয়া এস্তেগফার করেন। মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল, দেখ দেখ এরা ওই হাবাশী-খ্রীস্টান নাস্তিকের জানাযা পড়ছে। অথচ এ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে কোন প্রমাণ নেই। এ সময় আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করে মুনাফিকদের জানিয়ে দেন, নাজ্জাশী নাস্তিক নন, আস্তিক "يؤمن بالله" (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১১৭-১৮)

অবশ্য মুজাহিদ, ইবনে জারীর ও ইবনে জায়েদের মতে আয়াতখানি ইসলাম গ্রহণকারী সমস্ত খ্রীস্টানের শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا ـ الاية ٢٠٠

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করেন। (আলে ইমরান -২০০)

শানে নুযূল ঃ আবু সালামা (রাঃ) একদা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ভাতিজা! জানো এ আয়াতের শানে নুযূল কি? তিনি বললেন, না জানি না। তিনি বললেন, শোন, ওই সময় কোন যুদ্ধ ছিল না। এ আয়াত ঐসব লোকের শানে অবতীর্ণ হয় যারা মসজিদ আবাদ করত। ওয়াক্তমত নামায আদায় করত অতঃপর খোদা তা'আলার জিকির করত। (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৩০১, তাবারী-৪/১৪৮, কানযুন নুকূল-পৃঃ ২৮, ইবনে কাছীর উর্দু (৪ পারা পৃঃ ৬৭)

سُوْرَةُ النِّسَاءِ (সূরা নিসা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاٰتُوا الْيَتَامٰى اَمْوَالَهُمْ ـ الاية ٢

অর্থ ঃ এতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। (সূরা নিসা-২)

শানে নুযূল ঃ গেতফানের এক ব্যক্তি তাঁর এতিম ভাতিজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাতিজা বালেগ হয়ে তার মাল দাবী করলে চাচা দিতে অস্বীকার করলেন। বিষয়টা রাসূলে খোদার(সঃ) কাছে উত্থাপন করা হলো। এতে এই আয়াত নাযিল হলো। চাচা শুনে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করলাম। অবৈধ প্রাচুর্য থেকে পানাহ চাই। রাসূলে আকরাম এ কথা শুনে এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি এভাবে লোভ সংবরণ করে তার চিরস্থায়ী নীড় হালাল হয়ে যায় অর্থাৎ জান্নাত। ভাতিজা মাল করায়ত্ত করে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে দিলে রাসূলে খোদা এরশাদ করেন– ছওয়াব প্রাপ্তি নিশ্চিত হলো কিন্তু গোনাহটা বহাল থেকে গেল। ছাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ছাওয়াব প্রাপ্তির পর গোনাহ বহাল থাকার অর্থ কি? এরশাদ হলো, ছওয়াব তার আর গোনাহ পিতার। কেননা ছেলের পিতা মুশরেক ছিল।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর (১/৪৮৬-৮৭) কুরতুবী (৫/৮)

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى ـ الاية ٣

অর্থ ঃ যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না। (সূরা নিসা-৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এরশাদ করেন, এক এতিম মেয়ে ছিল। তার ছিল মাল-সম্পদ ও বাগান। এগুলো জনৈক পুরুষ দেখা শোনা করত।

সে ব্যক্তি এই মাল-সম্পদের লোভে কোন প্রকার মোহর নির্ধারণ না করেই মেয়েটিকে বিয়ে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়।

(মুখতাছার ইবনে কাছীর (১/৩৫৫)

اٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ـ الاية ٤

অর্থ ঃ আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশী মনে।

শানে নুযূল ঃ জাহেলী যুগে কেউ তার মেয়ে বিয়ে দিলে তার মোহর নিজে রেখে দিত। আল্লাহ্ পাক এই কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণাকল্পে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

(লুবাব-পৃঃ ৯৭)

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ - الاية ٦

অর্থ ঃ আর এতীমদের প্রতি বিশেষ নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌছে। (সূরা নিসা-৬)

শানে নুযূল ঃ রেফাআহ যখন ছোট বাচ্চা ছাবেতকে রেখে মারা যান তখন ছাবেতের চাচা নবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে আরজ করেন, আমার ভাতিজা আমার আশ্রয়ে এতীম। এক্ষণে তার মালের কোন্‌টা আমার জন্য হালাল ? আর কখনই বা আমি তার কাছে তার সম্পদ বুঝিয়ে দেব ? এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(কুরতুবী (৫/৩৪) আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১২০)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ - الاية ٧

অর্থ ঃ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে।

(সূরা নিসা-৭)

শানে নুযূল ঃ আউস ইবনে ছাবেত (রাঃ) স্ত্রী, দু'কন্যা ও একটি নাবালেগ পুত্র রেখে ইন্তেকাল করেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে হুজ্জাহ। প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর দু'চাচাত ভাই সাবীদ ও আরফাজাহ্ এ সম্পত্তি দখল করে নিল এবং স্ত্রী ও সন্তানদের কিছুই দিল না। কেননা, তাদের মতে নারী প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হোক, কোন অবস্থায়ই তাদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্য গণ্য করা হতো না, ফলে স্ত্রী ও দু'কন্যা এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রকেও বাদ দেওয়া হলো এবং দু' চাচাত ভাই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। আউস ইবনে ছাবেতের স্ত্রী উম্মে হুজ্জাহ রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আউস ইবনে ছাবেত ইন্তেকাল করেছেন। রেখে গেছেন দুটি মেয়ে। তাদের খায়-খরচ কোন কিছু নেই আমার কাছে। অথচ ওদের পিতা সন্তোষজনক মাল-সম্পদ রেখে গেছেন। সেগুলো ছাবেত ও আরফাজার দখলে। তারা না আমাকে কিছু দিয়েছে, না দিয়েছে আমার মেয়েদেরকে। সন্তানদের নিয়ে আমি অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। বলেছিলাম মেয়ে দুটোকে বিয়ে করে নিতে। তাতেও তারা রাজী হয়নি। হুজুর (সাঃ) দু' চাচাত ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ! তাঁর পুত্র ঘোড়ায় চড়তে শিখেনি। বোঝা

বহনের শক্তি ও কায়দা-কৌশলও রপ্ত করেনি। দুশমনকে প্রতিঘাত করার নিয়মও জানা নেই ওদের। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই মহানবী (সাঃ) বললেন, যাও দেখি, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায় থাকব । তারা চলে গেলে তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইছাবাহ (১/৮০), আসবাবে নুযূল আল-কোরআনী-পৃঃ ১৫৭, মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃঃ ২৩৪

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا ـ الاية ١٠

অর্থ ঃ 'যারা এতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভরছে। (সূরা নিসা-১০)

শানে নুযূল ঃ মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন, গেতফানের মোরছাদ ইবনে জায়েদ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তার অধীনে এক এতীম ভাতিজা ছিল। তার কিছু মাল ছিল। লোকটা ভাতিজার মাল আত্মসাৎ করে। এই আয়াত তাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়।

(আসবাবে নুযূল আল-কোরআনী-পৃঃ ১৫৭, কুরতুবী (৫/৫৩)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ ـ الاية ١١

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানাদি সম্পর্কে আদেশ করেন। একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। (সূরা নিসা-১১)

শানে নুযূল ঃ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকেম জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। সাদ ইবনে রবীর স্ত্রী হুজুর (সাঃ)-এর সমীপে হাজির হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এরা সা'দ ইবনে রাবীর দু'মেয়ে। ওদের পিতা আপনার সাথে উহুদে শহীদ হয়েছেন। ওদের চাচা সব মাল-সম্পদ নিয়ে নিয়েছে। মাল-সম্পদ ছাড়া ওদের বিবাহ হবে কি করে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা দেবেন অতি অবশ্যই। অতঃপর মীরাছের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(তিরমিজী (২০৯২), আহমদ (৩/৩৫২), মুসতাদরেক (৪/৩৩৪), কুরতুবী (৫/৫৭)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ـ الاية ١٩

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। (সূরা নিসা-১৯)

শানে নুযূল ঃ বুখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈতে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন পুরুষ মারা গেলে ওয়ারিশ তার স্ত্রীর পুরো দায়িত্ব পেয়ে বসত। ওয়ারিশদের কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করে নিত কিংবা অন্যের কাছে বিয়ে দিত। এমনকি চাইলে বিয়ে নাও দিতে পারত। স্ত্রীর খান্দানের চেয়ে দায়-দায়িত্বে স্বামীর খান্দানকেই অধিক হকদার গণ্য করা হতো। জাহেলিয়াতের এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(বোখারী (৪৫৭৯), সংক্ষিপ্ত তাফসীরে ইবনে কাছীর (খঃ ১, পৃঃ ৩৬৮)
(লুবাব পৃ: ১০০-১০১, তাবারী (৪/২০৭)

২. ইবনে সায়াদ মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কুরজীর সূত্রে বর্ণনা করেন, মদীনা বাসী জাহেলী যুগে ও ইসলামের শুরুর দিকে কোন লোক মারা গেলে তার অপর ঘরের সন্তান এসে কিংবা দূর সম্পর্কীয় পুরুষ এসে তার স্ত্রীর ওপর কাপড় নিক্ষেপ করে স্ত্রীর মালিক বনত। সে চাইলে বিনা মোহরে বিয়ে করে নিত নইলে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে নিজে মোহরটা আত্মসাৎ করত। কিংবা বিয়ে না দিয়ে ঘরে এমনিই বসিয়ে রাখত। আবু কায়েস ইবনুল আসলাত আল-আনসারী মৃতকালে তার কুবায়শা বিনতে মায়ান আল-আনসারী নাম্নী স্ত্রীকে রেখে যান। এ সময় তার পুত্র মুহসেন এই স্ত্রীকে বিয়ে করার অধিকারী হয় অথচ সে তার মালে কোন প্রকার মীরাছ পাবার যোগ্য নয়। এই পুত্র বিয়ে করে তাকে ফেলে রাখে। খোরপোষ দেয় না। বাধ্য হয়ে কুবায়শা রাসূলে কারীম (সাঃ) -এর কাছে অভিযোগ করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু কায়েস মারা গেছে। তার পুত্রের বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ আমি। আমাকে ফেলে রেখেছে। না দিচ্ছেখোরপোষ, না আমার জৈবিক চাহিদা পূরণ করছে। হুজুর (সাঃ) বললেন, যাও, অপেক্ষা করো। দেখি খোদার পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে কি ফয়সালা আসে? অত:পর এই আয়াত "তোমাদের বাবা যাদের বিয়ে করেছেন সেসব মেয়েলোককে তোমরা বিয়ে করো না" নাযিল হয়। অবতীর্ণ হয় "হে ঈমানদারগণ বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করো না।"

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآئُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ـ الاية ٢٢

অর্থঃ যে নারীদের তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছেন তোমরা তাদের বিবাহ করো না। (সূরা নিসা- ২২)

শানে নুযূল ঃ (১) হিসন্ ইবনে আবু কায়েস তার সৎমা কাবিশা বিনতে মাআনকে বিবাহ করেছিল। আসওয়াদ ইবনে খলফ তার সৎমাকে বিবাহ করেছিল; সফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ তার সৎমা ফাখতাহ বিনতে আসওয়াদ বিন আব্দুল মোতালেবকে এবং মানুযুর বিন যব্বান তার সৎমা মালেকা বিনতে খারেজাকে বিবাহ করেছিল। তাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতের ভাষ্যমতে আপন মা যেমন হারাম তেমনি সৎমা-ও হারাম। তাবারী (৪/২১৭)

(২) আশয়াছ ইবনে সওয়ার বলেন, আবু কায়েস ইন্তেকাল করলেন। তিনি খুব নেককার সাহাবী ছিলেন। তার পুত্র কায়েস সৎমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিল। প্রস্তাব শুনে মা বললেন, নি:সন্দেহে তুমি খান্দানের নেককার সন্তান। তোমাকে আমি নিজ পুত্র জ্ঞান করি। এতদসত্ত্বেও আমি হুজুর (সাঃ)-এর কাছে যাই। তিনি এলেন। রাসূল (সাঃ)-কে জানালেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, যাও ঘরে ফিরে যাও। এরপর এই আয়াত নাযিল হলো। সুনানে কোবরায়ে বায়হাকী (৭/১৬১), সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (১/৩৭০)।

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ـ الاية ٢٣

অর্থ ঃ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। (সূরা নিসা- ২৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আতা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) -এর স্ত্রীকে বিবাহ করেন তখন মক্কার মুশরেকেরা টিপ্পনি কাটতে আরম্ভ করল। এসময় এ আয়াত নাযিল হলো। আয়াতের ভাষ্যমতে, আপন পুত্রবধূকে বিবাহ করা হারাম, পালক পুত্রবধূকে নয় এবং এর পরবর্তিতে নাযিল হলো "مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ" (কানযুন নুকূল সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীরের সূত্রে (খ: ১, পৃ: ৩৭৩)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ ـ الاية

অর্থ ঃ আর (তোমাদের জন্য হারাম) সধবা স্ত্রীলোকসকল, কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (বাঁদী, যদিও অমুসলিমদের মধ্যে তাদের স্বামী থাকে, তাদেরকে বাঁদী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।) (সূরা নিসা - ২৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আওতাস যুদ্ধে এমন কিছু কয়েদী মহিলা এলো যাদের সঙ্গে তাদের স্বামীও ছিল। এ সময় তাদের সাথে মিলিত হতে আমরা দ্বিধাবোধ করছিলাম। পরে হুজুর (সাঃ) -এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলাম। এ সময় এই আয়াত নাযিল হলো। (মুসলিম (১৪৫৬), তিরমিজী (১১৩২), নাসাঈ (১১৭), সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (১/৩৭৮), লুবাব-পৃ: ১০২)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ ـ الاية ٣٢

অর্থ ঃ আর তোমরা আকাংক্ষা করো না এমন সব বিষয় যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা নিসা- ৩২)

শানে নুযূল ঃ (১) ইমাম তিরমিজী ও হাকেম বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা জেহাদ করে। আমরা নারী জাতি এর ছওয়াব থেকে বঞ্চিত। এদিকে মীরাছেও আমরা পাই অর্ধেক ভাগ। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিজী (হাদীস নং- ৩০২২) মুস্তাদরাক (২/৩০৫)।

(২) কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন ঃ কুরআন মজীদের এই আয়াত لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ যখন নাযিল হয় তখন একদল পুরুষ বলাবলি করছিল, আখেরাতে নেকীর দিক দিয়েও আমরা নারীদের থেকে এগিয়ে থাকার আশাবাদী যেমন বর্তমানে মীরাছের বেলায় আমরা এগিয়ে আছি (অর্থাৎ দ্বিগুণ পাচ্ছি)। মহিলারা একথা শুনে বললো, আখেরাতে আমাদের পাপের বোঝা পুরুষের তুলনায় অর্ধেক থাকবে, যেমন মীরাছের বেলায় অর্ধেক আমাদের ভাগ। এসময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবে নুযূল আল-কোরআনী-পৃ: ১৬১)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ - الاية ٣٣

অর্থ ঃ পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়গণ যা পরিত্যাগ করে যান সে সবের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। (সূরা নিসা- ৩৩)

শানে নুযূল ঃ (১) হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী বহু মুহাজির এমন ছিলেন যে, তাদের নিকটাত্মীয়রা কাফের ছিল। হুজুর (সাঃ)-এর যুগে এঁদেরকে মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দেোয়া হয়েছিল। এঁরা একে অপরের ওয়ারিশ হতেন। এঁদের আত্মীয় ও আপনজন মুসলমান হলে এই আয়াত নাযিল হয়। (কানযুন নুকূল)

(২) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ:) বলেন ঃ যারা ধর্মপুত্র কিংবা পালকপুত্রকে মীরাছের ভাগ দেন তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ পাক এদেরকে ওসিয়তের মাধ্যমে সম্পদের অধিকারী বানানোর অনুমোদন দিয়েছেন। ذوى الرحم কিংবা عصبه হিসাবে নয়। মোদ্দাকথা, ধর্মপুত্র বা পালকপুত্রকে সম্পদের অংশীদার বানালে ওসিয়তের মাধ্যমেই হতে হবে।

(তাবারী (৫/৩৫), আসবাবে নুযূল আল-কোরআনী-পৃ: ১৬১)

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ - لاية ٣٤

অর্থ ঃ পুরুষেরা নারীদের ওপর কতৃর্ত্বশীল। (সূরা নিসা- ৩৪)

শানে নুযূল ঃ হাসান থেকে বর্ণিত, কিসাসের আয়াত নাযিল হবার পর সাদ ইবনে রবি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করেন। এতে স্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে রাসূলে আকরাম

(সাঃ)-এর কাছে কিসাসের দাবী করেন। হুজুর (সাঃ)ও কিসাসের পক্ষে মত দেন। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হয়। হুজুর (সাঃ) বলেন- তোমাদের বিচার করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অন্যকিছু। সুতরাং হে ব্যক্তি! তোমার স্ত্রীর হাত ধর অর্থাৎ (হাত ধরে তার অভিমান কমাও)। (তাবারী (৫/৩৭-৩৮), লুবাব-পৃ: ১০৪)

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ ـ الاية ٣٧

অর্থ ঃ যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কার্পণ্য করতে শিখায়।
(সূরা নিসা- ৩৭)

শানে নুযূল ঃ (১) এ আয়াত তাওরাতে বর্ণিত শরয়ী বিধান গোপনকারী ইহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কা'ব ইবনে আশরাফের মিত্র কারদুম ইবনে জায়েদ, উসামাহ ইবনে হাবীব, নাফে ইবনে আবী নাফে, বাহরী ইবনে আমর, হুই ইবনে আখতাব ও রেফায়াহ ইবনে জায়েদের কাছে কিছু আনসারী লোক এলে এই ইহুদী সর্দাররা তাঁদেরকে নসিহতচ্ছলে বললো, 'তোমরা মাল-সম্পদ খরচ করো না। কেননা, আমাদের ভয় হয় এগুলো হাতছাড়া হওয়ার দ্বারা তোমরা গরীব হয়ে পড়বে। সুতরাং বুঝে-সুঝে খরচ করো। হুট করে পয়সা ব্যয় করো না যেন। কেননা, ভবিষ্যতে কার কী অবস্থা দাঁড়ায় জানি না। আল্লাহ্ পাক এই হাড়কৃপণ ইহুদীদের অন্যকে কিপ্টেমি শেখানোর নিন্দাস্বরূপ এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃ: ১০৫)

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ ـ الاية ٤٣

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেও না। (সূরা নিসা- ৪৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) আমাদের জন্য খানা তৈরী করলেন। খাদ্যের মধ্যে মদও পরিবেশন করা হলো। আমি মদ পান করলাম। এমতাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হলো। সকলে মিলে আমাকে ইমাম বানাল। আমি তেলাওয়াত করছিলাম।

"قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ"

(অর্থাৎ বলুন, হে কাফেররা! তোমরা যার এবাদত করো আমরাও তার এবাদত করি)। এসময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, নেশা করে নামাযে যেও না যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ। লুবাব তাফসীরে ইবনে কাছীর (১/৫৪৭)

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا . الاية ٤٣

অর্থ ঃ পানি না পেলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। (সূরা নিসা- ৪৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা কোন এক সফরে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে বের হলাম। বায়দা নামক স্থানে যখন উপস্থিত হলাম তখন আমার গলার হার হারিয়ে ফেললাম। রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবারা সেটির তালাশের চিন্তা করলেন ও লোক পাঠালেন। ওখানে কোন পানি ছিল না। মানুষেরা আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বললো, দেখুন তো আয়েশা কি কান্ড ঘটিয়েছে! আল্লাহ্‌র রাসূল ও সাহাবাদের আটকে রেখেছেন। সকলে এমন এক স্থানে এখন যেখানে কোন পানি নেই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক আমার হুজরায় এলেন। রাসূলে খোদার মাথা তখন আমার ক্রোড়ে, তিনি ঘুমাচ্ছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ও মানুষদের তুমি এমন স্থানে আটকে রেখেছো যেখানে কোন পানি নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু বকর (রাঃ) আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেন। তিনি আমাকে হস্ত দ্বারা মৃদু খোঁচাও মারেন। রাসূল (সাঃ) আমার ক্রোড়ে তাই নড়তে পারছিলাম না। হুজুরের ঘুম ভাঙ্গল। সকাল হয়ে এলো। এ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। উসায়দ ইবনে হুজায়ের বললেন, এই নয়। তোমাদের প্রথম বরকত হে আবু বকরের খান্দান।

ইবনে শিহাব জুহরী বলেন, আমরা শুনেছি আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, আমার জানামতে তোমার অস্তিত্বই বরকতপুর্ণ। (বোখারী (৩৩৪), মুসলিম (৩৬৭/১০৭), নাসাঈ (১২৭)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ . الاية ٤٤

অর্থ ঃ তুমি কি তাদের দেখনি যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে। (সূরা নিসা- ৪৪)

শানে নুযূল ঃ ইহুদী সর্দার রেফাআহ ইবনে জায়েদ ইবনে তাবুত রাসূলে খোদার দরবারে এসে ইসলামের কুৎসা গাইত ও ভর্ৎসনা দিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব ১০৭-১০৮)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ . الاية ٤٧

অর্থ ঃ হে আসমানী কিতাবের অধিকারীবৃন্দ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। (সূরা নিসা- ৪৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইহুদী পাদ্রীদের সাথে মত রিনিময় করছিলেন। তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া ও কা'ব ইবনে উসায়দও ছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'হে ইহুদীবৃন্দ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও ইসলাম গ্রহণ করো। কসম খোদার! নিশ্চয় তোমরা জানো, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসেছে সে সত্য। তারা বললো, না তো, আমরা তো তেমন কিছু জানি না হে মুহাম্মদ। আল্লাহ্ পাক তাদের শানেই নাযিল করেন এই আয়াত। (লুবাব-পৃ: ১০৭)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الاية ٤٨

অর্থ ঃ নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা নিসা - ৪৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, আমার একটা ভাতিজা আছে। সে অসংখ্য অগণিত হারাম কাজ করে। জিজ্ঞেস করলেন, তার ধর্ম কি? বললো নামায পড়ে ও আল্লাহ্‌র একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। হুজুর (সাঃ) বললেন, তার কাছ থেকে দ্বীন খরিদ করতে চাও তো দেখ সে বিক্রী করে কি-না। লোকটার কাছে তা বলা হলে সে অস্বীকৃতি জানাল। চাচা এসে জানালো, ভাতিজা দ্বীনের প্রতি খুবই অনুরাগী। এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হলো। লুবাব-পৃ: ১০৮-১০৯)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ - الاية ٤٩

অর্থ ঃ তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা নিজেদের পুত:পবিত্র বলে থাকে। (সূরা নিসা- ৪৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত বাহরী ইবনে নোমান প্রমুখ ইহুদী যারা কওমের সর্দার ছিল তাদের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। এরা একবার এদের নাবালক বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে এসে হুজুরে পাক (সাঃ) -এর কাছে জিজ্ঞেস করল, হে মুহাম্মদ! এই বাচ্চাদের কোন গোনাহ আছে কি? আঁ-হযরত জবাব দিলেন, না। তারা বললো, আমরাও এদের মত। যে গোনাহ রাত্রে করি দিনের বেলায় তা মুছে দেয়া হয় আর যা দিনে করি রাত্রে তা মুছে দেয়া হয়। এদের পরিপ্রেক্ষিতেই অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃ: ১০৯, আসবাবে নুযূল-পৃ: ১২৮, কানুযুন নুকূল-পৃ: ৩০)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ـ الاية ٥١

অর্থ ঃ তুমি কি তাদেরকে দেখনি,যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে? (সূরা নিসা- ৫১)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদীদের সর্দার হুই ইবনে আখতাব ও কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কাব ইবনে আশরাফকে বললো, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জিব্‌ত ও তাগুতের) সামনে সেজদা কর। সে কুরাইশদিগকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তা-ই করল। তারপর কাব কুরাইশদিগকে বললো, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশজন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশজন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কাবাব প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কাবের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অত:পর আবু সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা শিক্ষিত মানুষ; তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বলো, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়ের উপর রয়েছেন।

তখন কাব জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বললো, আমরা হজ্বের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) -এর তওয়াফ করি, ওমরা আদায় করি। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছে। মুহাম্মদ গোমরাহ হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

(বাংলা মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) রূহুল মাআনীর সূত্রে-পৃ: ২৫৫।(আসবাবে নুযূল পৃ: ১২৯-৩০,তাফসীরে ইবনে কাছীর (১/৫১৩),তাবারী (৫/১৩৩)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ - الاية ٥٢

অর্থ ঃ এরা হলো তারা, যাদের ওপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং। (সূরা নিসা-৫২)

শানে নুযূল ঃ বনু নযীর গোত্রের দু'ইহুদী সর্দার হুই ইবনে আখতাব ও কা'ব ইবনে আশরাফের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মৌসুমী সফরে তারা কুরাইশদের সাথে মিলিত হলো। মোশরেকরা এদের বললো, আমরা শ্রেষ্ঠ না মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা? কেননা, আমরা হাজীদের পানাহার করাই ও হরমবাসী। তারা বললো, শ্রেষ্ঠ তো তোমরাই। অথচ তারা জানতো যে, নিজেরা মিথ্যা বলছে। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতাবশত: তাদের এই মিথ্যা উক্তি। আল্লাহ পাক তাদের শয়তানী জাহির করতে এই আয়াত নাযিল করেন। তারা যখন মীনায় ফিরে এলো তখন তাদের সঙ্গীরা বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) -এর ওপর তোমাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। তারা সত্যতা স্বীকার করে বলল, আল্লাহ সত্যই বলেছেন। মুহাম্মদের ওপর নিছক শত্রুতাবশত: আমাদের এই বলা। (তাবারী (৫/৮৬)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا - الاية ٥٨

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। (সূরা নিসা- ৫৮)

শানে নুযূল ঃ ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হত। খানায়ে কাবার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সেজন্য বাইতুল্লার বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজ্বের মওসুমে হাজীদিগকে যমযম কূপ থেকে পানি পান করানোর সেবা মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সেকায়াহ'। এমনিভাবে কাবা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার দায়িত্ব ছিল ওসমান ইবনে তালহার ওপর।

এ ব্যাপারে স্বয়ং ওসমান ইবনে তালহার ভাষ্য এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহর দরোজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সাঃ) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহতে প্রবেশের উদ্দেশে তশরীফ নিয়ে গেলে ওসমান

(যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাঁকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তিভাব প্রকাশ করলেন। কিন্তু হযরত রাসূলে খোদা (সাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে ওসমানের কটূক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অত:পর বললেন, 'হে ওসমান! হয়ত তুমি এক সময় বায়তুল্লাহর এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। ওসমান ইবনে তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কোরাইশরা অপমানিত অপদস্ত হয়ে পড়বে। হুযুর (সাঃ) বললেন, না, তা নয়, তখন কোরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বাইতুল্লাহর ভেতরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। ওসমান বলেন, তারপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুমান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের ভাবগতি দেখতে গেলাম। তারা আমাকে কঠোর ভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অত:পর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে পর রাসূলে করীম (সাঃ) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহর চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহর উপরে উঠে গেলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর নির্দেশ পালনকল্পে তার নিকট থেকে বলপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুযুরের হাতে অর্পণ করলেন। বায়তুল্লায় প্রবেশ এবং সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সাঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, এই নাও, এখন থেকে চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে জালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এই চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই উপদেশ প্রদান করলেন যে, বায়তুল্লাহর এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের রীতি মোতাবেক ব্যবহার করবে।

ওসমান ইবনে তালহা বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, ওসমান! আমি যা বলেছিলাম শেষ নাগাদ তা হলো তো? তৎক্ষণাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে।' তখন আমি বললাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে আর এক্ষণে আমিও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।

(মাযহারীর সূত্রে মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃ: ২৫৭-৫৮, লুবাব-পৃ: ১১১, আসবাবে নুযূল-১৩০-৩১, কানযুন নুযুল -পৃ: ৩১, ইসাবাহ-খ: ২, পৃ: ৪৬০)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ الاية ٥٩

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের। (সূরা নিসা- ৫৯)

শানে নুযূল ঃ হুজুরে আকরাম (সাঃ) একবার হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) -কে আরবের কোন এক এলাকায় যুদ্ধ করতে পাঠালেন। তাঁর অধীনে ছিলেন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)। হযরত খালেদ (রাঃ) ঐ কওমের কাছে এসে পৌঁছলেন শেষ রাত্রিতে। লোকজন ভয়ে পালাল। এর মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল মুসলমান। খালেদের বাহিনী চলে গেলে সে আম্মারকে বলল, হে আবু ইয়াকযান! আমি তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আমার জাতি তোমাদের কথা শুনে পালিয়ে গেছে কিন্তু আমি আমার ইসলামের ওপর ভরস করে রয়ে গেছি। আমার এই বিশ্বাস ও আস্থা ফলদায়ক কাজ দেবে কি? কিংবা আমি ওদের মত পালাব কি? আম্মার বললেন, তুমি থেকে যাও। তোমার ওটা কাজ দেবেই। লোকটা তার পরিবারের কাছে চলে গেল। সে সকলকে বাড়ী ঘরেই থাকতে বলল। হযরত খালেদ আক্রমণ করে সেই লোকটাকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না। তিনি তাকে ও তার মাল-সম্পদ ক্রোক করলেন। এ সময় হযরত আম্মার (রাঃ) এসে বললেন, লোকটাকে ছেড়ে দেয়া হোক, কেননা সে মুসলিম। আমি তাকে নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দিয়েছি। খালেদ বললেন, আপনি আমার ওপর দিয়ে কথা বলছেন (অর্থাৎ নির্দেশ দিচ্ছেন) অথচ আমি এই বাহিনীর আমীর? আম্মার বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে আমীর জেনেই বলছি। এনিয়ে তাঁদের দু'জনার মাঝে বেশ বচসা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাসূলে খোদার কাছে এ কথা জানান এবং লোকটার কথাও বলেন। রাসূলুল্লাহও তাঁকে নিরাপত্তা দেন এবং আম্মারের নিরাপত্তা দানকে অনুমোদন করেন এবং পরবর্তীতে আমীরের নির্দেশ ছাড়া কাউকে নিরাপত্তা দান করতে নিষেধ করেন। এরপরও হযরত খালেদ ও আম্মারের মাঝে রাসূলে খোদার (সাঃ) সামনেই কথা কাটাকাটি হয়। হযরত আম্মার খালেদকে শক্ত কথা বলেন। হযরত খালেদ রাগ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটা আমাকে গালি দিচ্ছে আর আপনি তাকে কিছু বলছেন না? খোদার কসম! আপনি সামনে না থাকলে সে আমাকে গালি দিতে পারত না। হযরত আম্মার ছিলেন হাশেম ইবনে মুগিরার গোলাম। রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, খালেদ! আম্মারকে কিছু বলো না। কেননা, যে আম্মারকে গালি দিল সে যেন আল্লাহকে গালি দিল, আর যে আম্মারের ওপর রাগ করল সে যেন আল্লাহর সাথে রাগ করল।' হযরত আম্মার

উঠে দাঁড়ালেন। হযরত খালেদ তাঁর পিছু নিলেন এবং কাপড় টেনে ধরলেন এবং তার ওপর রাজী থাকতে বললেন। হযরত আম্মার রাজী হলেন। সন্তুষ্ট হলেন খালেদও। অত:পর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করলেন। আমীরের আনুগত্যেরও হুকুম দেয়া হয় এই আয়াতে। (তাবারী (৫/৯৩) এই রেওয়াত সম্পর্কে মন্তব্য)

قال ابن عدي : عامة ما يرويه ما له من مسند"

قال ابن معين : ليس به بأس، تهذيب السير (٦٣٧)

আসবাবে নুযূল, হাশিয়া(পৃঃ-১৩২), কুরতুবী (৫/৬৬০), জালালাইন, পৃ: ৮৯।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ - الاية ٦١-٦٠

অর্থ ঃ আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি। (সূরা নিসা- ৬০)

শানে নুযূল ঃ (১) বিশ্‌র নামক এক মুনাফেক ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সাঃ) -এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করিয়ে নেই। কিন্তু মুনাফেক বিশর এ প্রস্তাবে সম্মত হল না বরং সে কা'ব ইবনে আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে গিয়ে মীসাংসা করার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের সর্দার এবং রাসূলে কারীম (সাঃ) ও মুসলমানদের পরম শত্রু। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল খুবই বিস্ময়কর। ইহুদী নিজের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিল, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দানকারী বিশ্‌র মহানবী (সাঃ)-এর স্থলে ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করছিল। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রাসূলে কারীম (সাঃ) যে মীমাংসা করবেন তা একান্তই ন্যায়সংগত হবে। আর তাতে কারোরই পক্ষপাতিত্বের কোন সংশয় সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজের সর্দার অপেক্ষা বেশি আস্থা ছিল মহানবী (সাঃ)-এর উপর। পক্ষান্তরে মুনাফেক বিশ্‌র ছিল অন্যায়ের উপর। সে জন্য সে জানত যে, মহানবীর মীমাংসা যাবে তার বিরুদ্ধে, যদিও সে মুসলমান বলে পরিচিত।

মোটকথা, উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। মহানবী (সাঃ) মোকদ্দমার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ তলব করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফয়সালা দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান

বিশ্‌রের দাবী প্রত্যাখান করলেন। এতে সে এ মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল। কোনক্রমে ইহুদীকে রাযী করিয়ে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট মীসাংসা করতে নিয়ে যাবে। ইহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, বিশ্‌র মনে করেছিল যেহেতু হযরত ওমর কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে তারই পক্ষে রায় দেবেন। তাদের দু'জনই হযরত ওমর ফারূকের নিকট হাযির হল। ইহুদী লোকটি ফারূকে আযমের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ মোকাদ্দমার ফায়সালা হুযুর (সাঃ)-ও করেছেন, কিন্তু তাতে এ লোকটি সম্মত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি।

হযরত ওমর বিশ্‌রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে স্বীকার করল। তখন হযরত ফারূকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর আমি এখনই আসছি। এ কথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফেক লোকটিকে সাবাড় করে দিলেন। বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলের ফায়সালা মানতে রাজী নয়, এ-ই হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়াত ক্রমে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে)।

(মা'আরিফুল কুরআন-খঃ ২, পৃঃ ৪৫৬), তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৫৬৯-৫৭২)

২. তাফসীরবিদ সুদ্দী বলেন ঃ ইহুদীদের কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর কিছু মুনাফেক হয়েছিল। জাহেলী যুগে বনু কুরায়জার কেউ বনু নযীরের কাউকে হত্যা করলে তার থেকে দিয়তস্বরূপ একশ' ওয়াসক খেজুর আদায় করত। পক্ষান্তরে বনু নযীরের কেউ বনু কুরায়যার কাউকে হত্যা করলে এর বিনিময় হত্যাকারীর পক্ষ থেকে ৬০ ওয়াসক খেজুর আদায় করা হত। এদিকে বনু নযীর ছিল আওসের মিত্র। আর তারা ছিল বনু কুয়ায়জার তুলনায় অভিজাত ও সংখ্যাগুরু। বনি কুরায়জা ছিল খাযরাজের মিত্র।

একবার বনু নযীরের এক ব্যক্তি বনু কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলল। এ নিয়ে লাগল ঝগড়া। বনু নযীর বললো ঃ জাহেলী যুগে আমরা-তোমরা এ মর্মে সন্ধি করেছিলাম যে, আমরা পরস্পরে যুদ্ধ করব না। শত্রুর বিরুদ্ধে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব। আর তোমাদে দিয়তের পরিমাণ ৬০ ওয়াসক। আর আমাদের দিয়ত সংখ্যা ১০০ ওয়াসক। আমরা সেটা দিয়ে আসছি বরাবরই।

আমরা তা মান্য করতাম সংখ্যালঘু হিসাবে। যা নিছক জুলুম বৈ তো নয়। কিন্তু আমরা ভাই ভাই। আমাদের দ্বীন একই, কাজেই আমাদের ওপর তোমাদের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

এ সময় মুনাফেকরা বললো– চলো আমরা গণক আবু বোরদা আসলামীর কাছে যাই। মুসলমানগণ বললেন– না, নবী (আঃ)-এর কাছে যাব। মুনাফিকরা অস্বীকৃতি জানাল। শেষ পর্যন্ত তারা আবু বোরদার কাছে গেল যাতে সে এর একটা মীমাংসা করে দেয়। গণক আবু বোরদা বিশাল অংকের ঘুষ দাবী করল। ওরা বলল, ১০ ওয়াসক (ঘুষ) দেব। সে বলল, না এতে রাজী নই। ১০০ ওয়াসক দিতে হবে। কেননা, আমি ভয় পাচ্ছি, বনু নযীর আমার ওপর ক্ষেপে গেলে বনু কুরায়জা আমাকে মেরে ফেলবে। পক্ষান্তরে কোরায়জা ক্ষেপে গেলে বনু নযীর আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু এতেও তাকে ১০ ওয়াসকের ওপর (ঘুষ) দিতে রাজী হল না। আবু বোরদাও মীমাংসা করতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ্ পাক এ সময় এই আয়াত নাযিল করেন। এ সময় আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) গণক আবু বোরদাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। সে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে গেল। হুজুর (সাঃ) তার-দু'পুত্রকে বললেন, তোমাদের পিতার পিছু নাও, সে যদি (অমুক) ঘাঁটি অতিক্রম করে থাকে তাহলে কস্মিনকালেও ইসলাম গ্রহণ করবে না। তারা পিছু নিয়ে দেখল (রাসূল বর্ণিত) ঘাঁটি অতিক্রম করেনি। সে ফিরে এল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। হুজুর (সাঃ)-এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন– আবু বোরদা আসলামী ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

(তাফসীরে তাবারী (৫/৯৯), দুররে মানছূর (২/১৭৯)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰي يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ - الاية ٦٥-

অর্থ ঃ অতএব আপনার পালনকর্তার কসম। তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক মনে না করে।

(সূরা নিসা-৬৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, ওরওয়া ইবনে যুবায়ের তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যুবায়ের (রাঃ) -এর সাথে হাররা-এর একটি ঝর্ণা নিয়ে জনৈক আনসারীর বিবাদ হয়। ওই ঝর্ণার পানি দিয়ে তারা উভয়ের ক্ষেত সিঞ্চন করতেন। নবী করীম (সাঃ) যুবায়েরকে বললেন, তুমি প্রথমে তোমার ক্ষেত সিঞ্চন করবে অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেত সিঞ্চন করাবে। আনসারী এতে ক্ষিপ্ত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! এই ফায়সালা এ জন্য করলেন যে, সে আপনার চাচাত ভাই (অর্থাৎ আপনি স্বজন-প্রীতি করলেন)। এ কথা শুনে হুজুর (সাঃ)-এর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার ক্ষেত সিঞ্চন করো ক্ষেতের দেয়াল পর্যন্ত পানি না পৌছা পর্যন্ত। যুবায়েরের প্রাপ্তি ছিল এটাই। রাসূল (সাঃ) উদারতাবশতঃ আগের হুকুমটা দিয়েছিলেন। অথচ আনসারী চাচ্ছিল ফায়সালাটা ঠিক এর উল্টা হোক। কিন্তু রাসূলের কথার উপর অভিযোগ তুললে তিনি ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা প্রাঞ্জল করে জানিয়ে দিলেন।

ওরওয়া বলেন ঃ যুবায়ের বলেছেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

(বোখারী, কিতাবুল মোসাকাত হাদীস নং (২৩৬১), তাবারী (৫/১০০), মুসলিম (২৩৫৮/১২৯), লুবাব-পৃঃ ১১৪)

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ـ الاية ٦٨ - ٦٦

অর্থ ঃ আর আমি যদি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না তাদের মধ্যে থেকে অল্প ক'জন ব্যতীত। (সূরা নিসা -৬৬-৬৮)

শানে নুযূল ঃ যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হয়েছিল তার মূলে ছিল বিশ্‌র মুনাফিক। বিশ্‌রের কথা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানদের ধিক্কার দিতে লাগল। ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে ইহুদীরা বলল, তোমরা কেমন মানুষ? যাকে তোমরা রাসূল বলে মান্য কর এবং তাঁর অনুসরণ কর বলেও দাবী কর, তার মীমাংসা- সমূহকে স্বীকার করো না। ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর। তাদের গোনাহর তওবাকল্পে তাদের প্রতি নির্দেশ আরোপিত হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। তোমাদেরকে যদি এমন হুকুম দেয়া হত, তবে তোমরা কি করতে? এরপর এই আয়াত নাযিল হয়। আয়াতখানির মর্ম হচ্ছে, এই অবস্থা মুনাফেকদেরই হতে পারে, পাক্কা মুসলমানদের নয় সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে মদীনা এসে যা দেখিয়ে দিয়েছেন। আবু বকর (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের মত নির্দেশ এলে আমি আমার পরিবারকে কোরবান করে দিতাম।

(লুবাব-পৃঃ ১১৭, মা'আরিফুল কোরআন-খঃ ২, পৃঃ ৪৬৪)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ـ الاية ٦٩

অর্থ ঃ আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন তাঁদের সঙ্গী হবে। (সূরা নিসা- ৬৯)

শানে নুযূল ঃ আয়াতখানি রাসূলে পাক (সাঃ)-এর গোলাম ছওবান (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মুহাব্বত। তাঁর ব্যাপারে তিনি যে কোন ঘটনায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়তেন। তিনি একদিন দরবারে এলেন। চেহারা বিবর্ণ, শরীর নুজ্য দুর্বলতা যাতে সুস্পষ্ট। চেহারায় বিমর্ষভাব। আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন– ছওবান! তোমার চেহারা বিবর্ণ কেন? ছওবান বললেন, হে

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার কোন কষ্ট নেই, অসুখ নেই কিন্তু আপনাকে না দেখলে আমার কষ্ট বেড়ে যায়, মর্মপীড়ানলে দগ্ধভূত হতে থাকি, আপনাকে দেখামাত্র আমার ওগুলো দূর হয়। আখেরাতের কথা মনে পড়লে তো আমি শিউরে উঠি। সে জগতে আপনার সঙ্গ পাব কি-না সে চিন্তায় অস্থির হই।। কেননা আপনি সেখানে নবীগণের কাতারে থাকবেন। আমি জান্নাতে গেলে আপনার মত উচ্চ মাকাম পাব না। আর জাহান্নামে গেলে সেখান থেকে আপনাকে কোন দিন দেখা সম্ভব নয়। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৩৬, লুবাব-১১৭-১১৮)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْاَ اَيْدِيَكُمْ ـ الاية ٧٧

অর্থ ঃ আপনি কি সে সব লোককে দেখেননি, যাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ। (সূরা নিসা- ৭৭)

শানে নুযূল ঃ ১. কালবী বলেন ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ, কুদামা ইবনে মাজউন ও সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রেজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) মুশরিকদের পক্ষ থেকে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তারা বললেন, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিন। হুজুর (সাঃ) বললেন, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ। কেননা এ ব্যাপারে এখনও আমি আদিষ্ট হইনি। হুজুর (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। এক বছর পর মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়। এ প্রসংঙ্গে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল আল-কোরআন-পৃঃ ১৭০, লুবাব-পৃঃ ১১৮-১১৯)

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুর রহমান মক্কায় থাকাকালে কিছু সাহাবীসহ রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে এলেন। বললেন, আমরা মুশরিক অবস্থায় অভিজাত ছিলাম। ইসলাম গ্রহণ করে নিম্নশ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমাকে কেবল ক্ষমা প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে পারবে না এই মুহূর্তে। পরে মদীনায় হিজরত করলে আল্লাহ্ পাক তাদের জেহাদ করার অনুমতি দেন।

(তাবারী (৫/১০৮), নাসাঈ (১৩২), মুস্তাদরাক (২/৬৬)

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ ـ الاية ٨٣

অর্থ ঃ আর যখন তাদের কাছে পৌছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। (সূরা নিসা-৮৩)

শানে নুযূল ঃ যখন হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) খবর পেলেন যে, হুজুরে আকরাম (সাঃ) তাঁর সমস্ত বিবিকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন তখন তিনি ঘর ছেড়ে

মসজিদে এলেন। এখানে এসেও লোকমুখে ওই গুঞ্জন শুনতে পেলেন। এ সময় তিনি সরাসরি রাসূলে পাক (সাঃ)-এর সমীপে হাজির হয়ে আরজ করলেন– যা শুনলাম তা কি সত্য? সত্যিই কি আপনি উম্মত জননীগণকে তালাক দিয়েছেন? আঁ-হযরত (সাঃ) এরশাদ করলেন, গলদ কথা। হযরত ওমর আল্লাহ্‌র বড়ত্ব বয়ান করলেন। মুসলিম শরিফে আছে, অতঃপর মসজিদে এসে বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা করলেন, রাসূলে মাকবুল (সাঃ) তাঁর বিবিগণকে তালাক দেননি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। ওমর (রাঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম যারা এই ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করেছিলেন।

(লুবাব-পৃঃ ১১৯, তাফসীরে ইবনে কাছীরের সূত্রে কানযুন নুকূল-পৃঃ ৩৩, আসবাবে নুযূল (হাশিয়া) পৃঃ ১৩৮)

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ. الاية ٨٤

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন। (সূরা নিসা - ৮৪)

শানে নুযূল ঃ শওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ শেষ হলে রাসূলে আকরাম (সঃ) জিলকদ মাসে বদর প্রান্তরে মুশরিকদের মোকাবেলা (ইতিহাসবেত্তাদের কাছে এটি বদরে ছোগরা নামে অভিহিত) করতে যেতে চাচ্ছিলেন। তখন কিছু লোক মারাত্মক যখম হবার কারণে আর কিছু লোক জনশ্রুতির দরুন সে যুদ্ধে যেতে কালক্ষেপণ করার খেয়াল করছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, হে রাসূল! আপনি দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের লড়াই-বিমুখতার দরুন ভয় পেয়ে থাকলে নিজে যুদ্ধ করতে কালক্ষেপণ করবেন না। আল্লাহ্ আপনার মদদ করবেন। তিনি ৭০ জন সাহাবীসহ আবু সুফিয়ানের সাথে উহুদে করা ওয়াদা পূরণে বদর (ছোগরা) প্রান্তরে হাজিরা দেন। আবু সুফিয়ান ও তার লোকজনের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হলে তারা মোকাবেলায় আগ্রহী হতে পারেনি। কাজেই কোন যুদ্ধও হয়নি। (কুরতুবী (৫/২৯৩), মাআরিফুল কোরআন-খঃ ২, পৃঃ ৪৯৫)

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ - الاية ٨٨

অর্থ ঃ অতঃপর তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? (সূরা নিসা-৮৮)

শানে নুযূল ঃ ১. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলে পাক (সাঃ) যখন উহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে বের হন তখন তার সাথে মুনাফিকরাও ছিল।

যুদ্ধের পূর্বে এরা পথিমধ্যেই কেটে পড়ে। এদের সম্পর্কে অনেকের মত ছিল কতল করে দেয়া আর অনেকে বলেছিল এরা মুসলমান। আল্লাহ্ পাক এই মতানৈক্য নিরসন কল্পে এই আয়াত নাযিল করেন। সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (১/৪১৯)

২. সাঈদ ইবনে মনছুর ও ইবনে আবি হাতেম হযরত সাদ ইবনে মু'আজের সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল সাহাবাদের উদ্দেশে খুৎবা দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে কে এমন আছ যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে? হযরত সাদ ইবনে মু'আজ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, সে লোক আওস গোত্রের হলে আমরা তাকে কতল করে ফেলব। আর যদি খাযরাজী হয় আপনি নির্দেশ দিলে আপনার নির্দেশ মত কাজ করব। এ সময় সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। বলেন, হে সা'দ ইবনে মু'আজ ! আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ দ্বারা তুমি কি বোঝাতে চাও? এ সময় হযরত উসায়েদ ইবনে হোযায়ের দাঁড়িয়ে বলেন, হে ইবনে কাতাদাহ! তুমি একটা মুনাফেক, মুনাফেকদের ভালবাস। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, হে মানুষেরা! চুপ কর। রাসূল (সাঃ) আমাদের মাঝে উপস্থিত। তিনি আমাদের নির্দেশ দিবেন, সেমতেই আমরা কাজ করব। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃঃ ১২০)

৩. ইমাম আহমদ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, আরবের একটি কওম মদীনায় রাসূলের নিকটে হাজির হল। তারা ইসলাম গ্রহণ করল। পরে মদীনার (প্রতিকূল) আবহাওয়া তাদের পেয়ে বসল। তারা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। মদীনা থেকে বের হবার পথে ক'জন সাহাবার সাথে তাদের দেখা হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ফিরে যাচ্ছে যে? তারা বলল, মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়া আমাদের পেয়ে বসেছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, রাসূলের মধ্যে তোমরা আদর্শ খুঁজে পাওনি? সাহাবাদের কজন এ নিয়ে ধারণা করলেন– এরা মুনাফিক আর অনেকে মন্তব্য করলেন, এরা মুনাফিক নয়। এ সময় এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১২১, আসবাবে নুযূল, পৃঃ ১৩৯)

إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ ـ الاية ٩٠

অর্থ ঃ কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে। (সূরা নিসা -৯০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মরদুইয়াহ হাসান বসরীর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সোরাকাহ ইবনে মালেক তার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বদর ও উহুদ যুদ্ধে জয়লাভ করলে আশপাশের এলাকার মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ

করে। এ সময় সোরাকা ইবনে মালেক বলেন, শুনলাম খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে নাকি সন্ধি করার জন্য পাঠাবেন। এ জন্য আমি এসেছি। আমি আরো বললাম, নেয়ামতের কসম! শুনেছি তাকে আমাদের কওমের কাছে পাঠাবেন। আমি তাকে আগে ভাগে আরেকটা জিনিস জানাতে চাই যে, আপনার কওম ইসলাম কবুল করলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে আপনার কওমের এদের ওপর বিজয় লাভে তেমন কোন দাগ কাটবে না। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) খালেদের হাত ধরে বললেন, তার সাথে যাও। সে যা চায় করো। সন্ধি করো। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যে সব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১২১-১২২, মাআরেফুল কুরআন রুহুল মাআনীর সূত্রে)

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ - الاية ٩١

অর্থ ঃ এখন তোমরা আরো এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। (সূরা নিসা-৯১)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে আসাদ ও গেতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলত, আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তারাই আবার মানুষদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি। (কুরতুবী (৫/৩১১)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا - الاية ٩٢

অর্থ ঃ কোন মুসলমানদের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে কিন্তু ভুলক্রমে।

শানে নুযূল ঃ ১. এই আয়াত হযরত আবু দারদা (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে বলে ইবনে কাছীরের অভিমত। তিনি হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) জনৈক কাফেরের ওপর হামলা চালাতে গিয়ে তরবারী ওঠালে সে কলেমা পাঠ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। হুজুর (সাঃ)-এর কাছে এ ঘটনা বিবৃত হলে তিনি আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করলে হযরত আবু দারদা ওজর পেশপূর্বক বলেন ঃ লোকটা নিছক জান বাঁচানোর জন্য কলেমা উচ্চারণ করেছিল। হুজুর (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ তুমি তাঁর অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে কি? (তাফসীরে ইবনে

২. আল্লামা ওয়াহেদী তাঁর আসবাবুন নুযূলে কালবীর সূত্রে একটি চমকপ্রদ ও হৃদয়বিদারক কাহিনী উল্লেখ করেছেন। সেই কাহিনীও এই আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে। ইমাম সুয়ূতী 'লুবাবুন নুকূলে'ও সংক্ষিপ্তকারে ওই ঘটনা বিধৃত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে, আইয়াশ ইবনে আবি রাবিয়াহ আল-মাখযুমী ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণ জানাজানি হয়ে গেলে বিপদের আশংকা করলেন। কাজেই তিনি মদীনায় পালিয়ে গেলেন। অতঃপর একটি কেল্লায় আশ্রয় নিলেন এবং সেখানেই দিনাতিপাত করতে থাকলেন। এ দিকে পুত্রের ইসলাম গ্রহণ তদুপরি তার অন্তর্ধানে তার মা ভেঙ্গে পড়েন। তিনি তার পুত্র আবু জাহ্ল হারেস ইবনে হিশামকে (এরা আইয়াশের মা-শরীক ভাই) বললেন, ওকে আম্মার কাছে না এনে দিলে আমি পানাহার করব না। এরা ভায়ের খোঁজে বের হল। এদের সাথে হারেস ইবনে যায়দ ইবনে আবি উনায়সাও ছিল। সকলে মদীনায় উপনীত হল। এলো কেল্লাশ্রয়ী আইয়াশের কাছে। বলল, নেমে এসো। তোমার মা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাকে না নিয়ে গেলে খাদ্য স্পর্শ করবেন না। কসম খোদার! তোমাকে কিছুতে বাধ্য করব না। তোমার ধর্ম গ্রহণের মধ্যেও অন্তরায় সৃষ্টি করব না। মায়ের করুণ অবস্থা শুনে ভাইদের কথায় আস্থা এনে আইয়াশ নেমে এলেন। তারা তাঁকে মদীনায় বাইরে এনে শক্ত রশিতে বেধে প্রত্যেকে ১০০ দোর্‌রা লাগাল। পরে নিয়ে মায়ের পায়ের কাছে আছড়ে ফেলল। মা বললেন, আল্লাহর কসম! ইসলাম ত্যাগ না করলে তোমার বাধন কাটব না। (আইয়াশ এতে রাজী না হলে) ওই অবস্থায়ই তাকে রৌদ্রে ফেলে রাখা হয়।

একবার হারিস ইবনে যায়দ এসে বলল, হে আইয়াশ! কসম খোদার ! তুমি যদি হেদায়েতের ওপর থেকে থাক তাহলে সেই হেদায়েতকে আমি পরিত্যাগ করলাম। আর যদি ভ্রষ্টতার ওপর থেকে থাক তাহলে সেটা গ্রহণ করলাম। আইয়াশ এ কথা শুনে উষ্মা প্রকাশ করলেন। বললেন, এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলে আমার প্রথম কাজ হবে তোমাকে হত্যা করা। এরপর আইয়াশ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেন। এ দিকে হারেস ইবনে যায়েদও ওই সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আইয়াশ তার ইসলাম গ্রহণস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, এমনকি তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতেও পারলেন না।

একদিন কোবার উপকণ্ঠে উভয়ের সাক্ষাৎ। আইয়াশ তাকে দেখা মাত্র হত্যা করে ফেলেন। লোকেরা বলল ঃ কি করলে আইয়াশ! সে তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত আইয়াশ হুজুর আকরাম (সাঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, ইবনে যায়দ ও আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ ঘটে গেল। হত্যাকালে তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। এ সময় জিবরাঈল (আঃ) নেমে এলেন। সাথে তাঁর কুরআনের এই আয়াত যে, মুসলমানের কাজ নয় সে মুসলমানকে হত্যা করে কিন্তু ভুলক্রমে। (আসবাবে নুযূল, পৃঃ ১৪০, লুবাব, পৃঃ ১২৩)

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ـ الاية ٩٣

অর্থ ঃ যে স্বেচ্ছাক্রমে কোন মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। (সূরা নিসা-৯৩)

শানে নুযূল ঃ মুকীস ইবনে সাবাবাহ্ তার সহোদর ভাই হিশাম ইবনে সাবাবার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তার ভায়ের লাশ বনি নাজ্জারের মহল্লায় পান। মুকীস এ কথা হুজুর (সাঃ)-কে জানান। শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক বনি ফেহেরের এক লোককে তার সঙ্গী করে বনি নাজ্জারের বসতিতে প্রেরণপূর্বক বলেন, তাদেরকে বলবে– যদি তোমরা হিশামের হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পার তাহলে মুকীসের কাছে তাকে সোপর্দ করে দাও। কিসাসে তাকে হত্যা করা হবে, নয়ত তার খুনের বদলা আদায় করতে হবে। বনী নাজ্জার দিয়ত স্বরূপ মুকীসকে ১০০ উট প্রদান করে। এরা দু'জন শত উট নিয়ে যখন মদীনামুখো হয় তখন পথিমধ্যে মুকীসকে শয়তানে পেয়ে বসে। সে সঙ্গীকে হত্যা করে উট নিয়ে পালায় এবং মুরতাদ হয়ে যায়। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৪০-১৪১, লুবাব-১২৩)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ ـ الاية ٩٤

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর তখন যাচাই করে নিও। (সূরা নিসা-৯৪)

শানে নুযূল ঃ বনি সুলাইমের এক ব্যক্তি বকরি চড়াতে চড়াতে সাহাবায়ে কেরামের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয় এবং সালাম দেয়। সাহাবাগণ পরস্পরে বলেন, লোকটা আসলে মুসলমান নয় স্রেফ জান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সালাম দিয়েছে। তারা তাকে হত্যা করে ছাগলগুলো নিয়ে এলে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-১২৫ পৃঃ)

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ للّٰهِ ـ الاية ٩٥

অর্থ ঃ গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সংগত ওজর নেই এবং ওই মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে–সমান নয়। (সূরা নিসা-৯৫)

শানে নুযূল ঃ (১) যখন এই আয়াত "لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ" নাযিল হয় তখন রাসূলে (সাঃ) হযরত যায়েদকে দিয়ে তা লেখাচ্ছিলেন। এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) যিনি অন্ধ ছিলেন বলতে লাগলেন, আমি তো অন্ধ। তার এই কথার ওপর "غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ" আয়াতটুকু নাযিল হয়। (আসবাবে নুযুল-পৃ: ১৪৪)

(২) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন: যখন " لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ " নাযিল হয় তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে ছিলাম। এসময় "غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ" এর উল্লেখ ছিল না। ইবনে উম্মে মাকতূম বললেন, কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? আমি তো অন্ধ । যায়েদ বলেন, মজলিসে ওহি নাযিলের পরিবেশ সৃষ্টি হল, রাসূলে আকরাম (সাঃ) আমার রানে মাথা দিয়ে হেলে পড়লেন, কসম সেই সত্তার যার কুদরতী কব্জায় আমার প্রাণ! মনে হলো ভারে আমার রানটা ভেঙ্গেই যাবে। হুজুর (সাঃ) উঠে বসলেন, বললেন "غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ" লিখে নাও। আমি লিখে নিলাম। (বোখারী কিতাবুল জিহাদ (হাদীস নং-২৮৩২), তিরমিজী কিতাবুত তাফসীর ('''-৩০৩৩), মুসনাদে আহমদ-(৫/১৮৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ ـ الاية ٩٧

অর্থ ঃ যারা নিজের অনিষ্ট সাধন করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? (সূরা নিসা-৯৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত ঈমান গোপনকারী কিছু মক্কাবাসী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করত, হিজরত করত না ও মনে মনে কপটতা পোষণ করত। বদর যুদ্ধের দিনে এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামল। এদের হাতে অনেক মুসলমান শহীদ হলো আবার এরাও নিহত হল। ফেরেশতারা তাদের চেহারা ও নিতম্বে আচ্ছামত আঘাত করেছিল। তারা বলল, আল্লাহর ঘোষণা বড়ই চমকপ্রদ।

(আসবাবে নুযূল (পৃ: ১৪৫)

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ الاية ١٠٠

অর্থ ঃ যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার সওয়াব আল্লাহ্র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। (সুরা নিসা-১০০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কুরআনের এই আয়াত "اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ" যখন নাযিল হয় তখন মক্কাস্থ মুসলমানদের টনক নড়ে। হযরত হাবিব ইবনে যমরাহ (কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যমরাহ ইবনে জুনদুব) আল-লাইছি যিনি অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন পুত্রদেরকে বলেন, তোমরা আমাকে নিয়ে চলো, কেননা আমি টালবাহানাকারী দুর্বল চেতা মানুষ নই। আমি রাস্তা চিনি। পুত্রগণ খাটে করে তাকে মদীনায় নিয়ে চলল।

'তানঈম' নামক স্থানে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে শক্ত করে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্ ! এটা তোমার আর ওটা তোমার রাসূলের। তোমার সাথে সেই সব বিষয়ে বায়াত করছি যা করেছি তোমার রাসূলের সাথে। তিনি খুব প্রশংসনীয় ও উত্তম মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবায়ে কিরামের কাছে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে যায়। তারা বলাবলি করেন, তিনি মদীনায় পৌঁছুতে পারলে ছওয়াব আরো বেশী পেতেন, এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবে নুযূল-পৃ: ১৪৬, লুবাব, পৃ: ১৩০-১৩১)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ - الاية ١٠١

অর্থ ঃ যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে কোন গোনাহ নেই। (সূরা নিসা-১০১)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর আলী (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন-বনী নাজ্জার রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল-হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা বিভিন্ন দেশ সফর করি, এসময় কিভাবে নামায পড়ব? অত:পর এই আয়াত নাযিল হয়। এরপর ওহী নাযিল বন্ধ হলো। এক বছর পর হুজুর (সাঃ) যখন যুদ্ধের ময়দানে জোহর আদায় করলেন তখন মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা তোমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিল, কেন প্রচন্ড হামলা করে বসলে না? এদেরই কেউ তখন বললো, ধর্মের নামায ওদের আরেকটা (আছর) আসছে। দুই নামাযের মাঝখানে এই আয়াত নাযিল হলো–

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَر"

এখানে সালাতুল খওফের বিধান অবতীর্ণ হলো। (লুবাব-পৃ: ১৩২)

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ - الاية ١٠٢

অর্থ ঃ যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অত:পর নামাযে দাঁড়ান, তখন একদল যেন দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং যেন স্বীয় অস্ত্র ধারণ করে অপর দল দাঁড়িয়ে থাকে। (সূরা নিসা-১০২)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আসফানে আমরা নবী করিম (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম, খালেদ তখন কাফের ছিলেন। ছিলেন মুশরিকদের সেনাপতি। ওরা ছিল আমাদের মুখোমুখি। আমরা যখন কিবলামুখো হয়ে নামায আদায় শুরু করি তখন ওদের মনে আশার সঞ্চার হলো। বললো, 'আফসোস! আমরা একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলাম! ওরা যখন নামাযে লিপ্ত ছিল তখন হামলাটা

করলে সবগুলোকে নাস্তানাবুদ করা যেত। তাদেরই অনেকে তখন বললো, ওদের এমন নামায আরো একটা আছে, ওই নামায তাদের বাচ্চাদের চেয়েও প্রিয়। সময়টা ছিল জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়। এ সময় জিবরাইল (আঃ) নাযিল হলেন। নাযিল হলো এই আয়াত। সুতরাং আছরের নামাযের সময় হুজুর (সাঃ) আমাদের হুকুম দিলেন, অস্ত্র ধারণ কর। দু'টি কাতার কর। একটি কাতার পিছে রেখে আরেক কাতারকে কাফেরদের সম্ভাব্য হামলার মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে হুজুর (সাঃ)-এর জীবনে দু'বার কসর করার সুযোগ এসেছে। একবার আসফানে আরেক বার বনী সুলাইমের জমীনে। (কানযুন নুকূল ইবনে কাছীরের সূত্রে পৃ: ৩৪, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর, পৃ: ৪৩১)

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ - الاية ١٠٥

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্যই কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

(সূরা নিসা-১০৫)

শানে নুযূল ঃ ইমাম তিরমিযী ও হাকেম কাতাদাহ ইবনে নোমানের সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, 'হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাদের খাদ্য ছিল যবের আটা। খেজুর কিংবা গমের আটা, খুব দুর্লভ ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানের জন্য কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। হযরত রেফায়াহ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিঁদ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআহ ব্যাপারটা দেখে ভ্রাতুস্পুত্র কাতাদার কাছে বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, আজরাত্রে আমরা বনি উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী উবায়রাক নিজেরাই এসে হাজির হলো এবং বলল, এটা লবীদ ইবনে সাহ্লের কাজ। আমরাতো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লবীদ তরবারী কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারী কোষাবদ্ধ করব না।

বনী উবায়রাক আস্তে বলল, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয়নি। আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বাগভী ও ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী উবায়রাক জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করে। ধূর্ত চোর আটার বস্তা সামান্য ছিড়ে ফেলেছিল। ফলে

রেফাআহর গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরই অস্ত্র-শস্ত্র এবং লৌহ বর্ম ইহুদীর কাছাকাছি রেখেছিল। তদন্তের সময় তাঁর গৃহ থেকেই এগুলো বের হলো। ইহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনে উবায়রাক আমাকে লৌহ বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত ও বাগাভীর রেওয়ায়েতে এ ভাবে সুসামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না, তখন ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, তখন বিষয়টি বনী উবায়রাক ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন কারণে হযরত কাতাদা ও রেফাআহর প্রবল ধারণা জন্মে ছিল যে, এটি বনী উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কাছে এসে রেফাআহ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করেছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদের বারণ করুন, তারা যেন আমাদের দোষারোপ না করে এবং ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদীর। বনী উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বাগাভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমনকি তিনি ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন। এদিকে কাতাদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন,আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করেন। এতে হযরত কাতাদা খুবই দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআহকেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআহও ধৈর্য্য ধারণ করলেন এবং বললেন, وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ (আল্লাহ্ সহায়)

শেষ দিন অতিবাহিত হতে না হতেই এ ব্যাপারে কুরআন পাকের একটি পূর্ণ রুকূ অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে ঘটনার বাস্তব রূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

কোরআনে পাক বনী উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে ইহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রাসূলে আকরাম (সাঃ) -এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআহকে তা প্রত্যার্পণ করলেন। রেফাআহ সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র

জেহাদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। এদিকে বনী উবায়রাকের চুরি ফাঁস হয়ে গেলে বশীর ইবনে উবায়রাক মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কায় কাফেরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুশরেক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফের এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেরে তাকে বহিষ্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁদ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃ:২৮০-২৮১), লুবাব -১৩৪-৩৭, তিরমিযী (কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং-৩০৩৬, মুস্তাদরেকে হাকেম (খ:৪, পৃ: ৩৮৫)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ ـ الاية ١١٥

অর্থ ঃ যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হবার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিপরীতে চলে আমি তাকে ঐদিকে ফেরাব যেদিক সে অলম্বন করেছে।

শানে নুযূল ঃ যেহাক বর্ণনা করেন, কুরাইশদের একটি দল মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। পরে তারা মুরতাদ হয়ে মক্কার দিকে প্রতাবর্তন করে। এদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুরতুবী (৫/৩৮৫)

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اِنَاثًا ـ الاية ١١٧

অর্থ ঃ তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে।

(সূরা নিসা-১১৭)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত মক্কার মুশরেকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা নারীর ছুরতে স্বতন্ত্র মূর্তি বানাত এবং নারীর মতই তাদের নাম রাখত। যেমন লাত, মানাত ও ওজ্জা' ইত্যাদি। এগুলোকে তারা উপাস্য সাব্যস্ত করত,। লোকেরা এগুলোকে সেজদা ও পূজা করত। এদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী (৫/৩৮৭)

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ ـ الاية ١٢٣

অর্থ ঃ তোমাদের আশার ওপরও ভিত্তি করে নয়, এবং আহলে কিতাবদের আশার ওপরও নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে। (সূরা নিসা-১২৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, 'একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহলে কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা হলে আহলে কিতাবরা বললো, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কেননা আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থ থেকে আগে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বলল, আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী (৫/১৮৭) লুবাব-১৩৭-৩৮, মাআরেফুল কুরআন-সংক্ষিপ্ত পৃ: ২৮৪)

يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ - الاية ١٢٧

অর্থ ঃ তারা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে জানতে চায়। (সূরা নিসা-১২৭)

শানে নুযূল ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এরশাদ করেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ব্যক্তি যার প্রতিপাল্যে কোন ইয়তীম মেয়ে আছে। সে তার ওলী ও ওয়ারিশও এবং মালে শরীকও হয়ে গেছে। এখন সে চাচ্ছে ওই ইয়াতীমকে বিবাহ করে নিতে। এজন্য অন্য স্থানে তাকে বিবাহ দিতে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এ ধরনের লোকের জন্য এই আয়াতের অবতারণা করা হয়েছে।

(লুবাব-পৃ: ১৩৮, মুসলিম (কিতাবুত তাফসীর, ৩০১৮), তাবারী (৫/১৯৩), আবু দাউদ (কিতাবুন নিকাহ, ২০৬৮)

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا - الاية ١٢٨

অর্থ ঃ যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নেই। (সূরা নিসা-১২৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার মেয়ে রাফে ইবনে খাদীজের ঘরে ছিলেন। বার্ধক্য কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি তাকে তালাক দিতে চাচ্ছিলেন, এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে তালাক দিবেন না। তবে আপনি যা চান তা আমি মঞ্জুর করে নিলাম। অত:পর এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব পৃ: ১৩৯, বোখারী (কিতাবুস সুলহ, ২৬৯৪), মুসলিম কিতাবুত তাফসীর (৩০২১), তাবারী (৫/১৯৭)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - الاية ١٣٥

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর। (সূরা নিসা-১৩৫)

শানে নুযূল ঃ কিছু মুসলমান আহলে কিতাব যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ রাসূলের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি, কুরআনের প্রতি, মূসা-উযায়েরের প্রতি ও তাওরাত ব্যতীত অন্য কিছুর ওপর ঈমান আনি না এবং এছাড়া অন্য কিছু মানি না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে ইবনে কাছীর (১/৬২৪)

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ - الاية ١٤٨

অর্থ ঃ আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করাকে পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা-১৪৮)

শানে নুযূল ঃ এক ব্যক্তি মদীনার জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে অতিথি হলো। মেজবান তাকে যথাযথ আতিথেয়তা না করায় সে ওই কওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল। এ সময় অত্র আয়াত নাযিল হলো। (রূহুল মাআনী (২/৬) লুবাব-১৪১)

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ - الاية ١٥٣

অর্থ ঃ আপনার নিকট তাহলে কিতাবীরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের জন্য আসমান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসুন। (সূরা নিসা-১৫৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরযীর সূত্রে বর্ণনা করেন, কতিপয় ইহুদী এসে রাসূলে মাকবুল (সাঃ) -এর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে মূসা (আঃ) আসমান থেকে লিখিত কাষ্ঠফলকে একসাথে পূর্ণ তাওরাত কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। আপনি সে রকমটা আনতে পারলে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ১৪১), তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৬৩২)

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ - الاية ١٦٣

অর্থ ঃ আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি। (সূরা নিসা-১৬৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আদী ইবনে জায়েদ বলে, আমরা জানি না মূসা (সাঃ)-এর পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে কি না। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ - الاية ١٦٦

অর্থ ঃ (আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা সজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেও সাক্ষী। (সূরা নিসা-১৬৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনে ইসহাক ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, ইহুদীদের একটি দল রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করলে তিনি এরশাদ করলেন, কসম খোদার! তোমরা ভালো করেই জানো আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তারা বললো, না, আমরা জানি না। এরপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।

(লুবাব-পৃ: ১৪২, আসবাবে নুযূল-পৃ: ১৫৩)

لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ - الاية ١٧١

অর্থ ঃ তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। (সূরা নিসা-১৭১)

শানে নুযূল ঃ খ্রিস্টানরা চারটি ফেরকায় বিভক্ত ছিল। ইয়াকুবিয়া ও মালকানিয়া ফেরকার মতে, খোদ ঈসা (আঃ)-ই আল্লাহ্। নাস্তুরিয়া ফেরকার মতে, ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। আর মারকুসিয়া ফেরকার মতে আল্লাহ্ তিনের এক সত্তা। নাউযুবিল্লাহ। উল্লেখ্য, এই চার ফেরকা একে অপরকে কাফের প্রতিপন্ন করে। আমরা বলি এর সবগুলোই কাফের। (আসবাবে নুযূল-পৃ: ১৫৩)

একটি ঘটনা ঃ আল্লামা আলূসী (রহঃ) লিখেছেন যে, একদিন খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খ্রিস্টান চিকিৎসক আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল, তোমাদের কুরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র অংশ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কুরআনের "رُوْحٌ مِّنْهُ" শব্দটি পেশ কর। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআন পাকের আয়াত "وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ" তেলাওয়াত করলেন। এখানে "جَمِيْعًا مِّنْهُ" শব্দ দ্বারা সবকিছুকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পক্ষ হতে। অতএব "روح منه" শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর অংশ তবে "جميعا منه" শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর অংশ (নাউযুবিল্লাহ)। অতএব ওই আয়াত দ্বারা ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খ্রিস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

(রূহুল মাআনীর সূত্রে মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত, পৃ: ২৯৯)

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ - الاية ١٧٦

অর্থ ঃ মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়। অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাছ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিধান জানিয়ে দিয়েছেন।

শানে নুযূল ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি অসুখে বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম। এমতাবস্থায় হুজুর (সাঃ) আমার কাছে এলেন। আমার পার্শ্বে তখন

আমার সাত বোন উপবিষ্ট। হুজুর (সাঃ) আমার চেহারায় ফুঁ দিলেন, আমি একটু চাঙ্গা বোধ করলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি একজন নি:সন্তান (কালালাহ) পুরুষ, তাই আমার বোনদের (আমার সম্পত্তির) দুই-তৃতীয়াংশের মীরাছ হবার ওসীয়ত করছি। হুজুর বললেন, থামো। বললাম অর্ধেক, বললেন, থামো। অত:পর তিনি বিদায় নিয়ে আবারও ফিরে এলেন। বললেন, জাবের! এই অসুখেই তুমি মরছ না। আল্লাহ পাক হুকুম নাযিল করেছেন তোমার বোনদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ-ই। হযরত জাবের বলেন, কালালাহ প্রসংগেই এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-(পৃ: ১৫৩-৫৪), আবুদাউদ (কিতাবুল ফারায়েজ, ২৮৮৭), লুবাব-পৃ: ১৪৩)

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

সূরা মায়েদা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ ۔ الاية ٢

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ। সূরা মায়েদা-২

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রহঃ) বর্ণনা করেন। হুতাইমের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এর পুরো নাম শুরাই ইবনে যুবাইয়াহ আল কিন্দী। এই ব্যক্তি মদীনায় আসে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। ঘোড়া মদীনার বাইরে রেখে একাকী রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করে। বলে, কিসের দিকে আপনি মানুষকে ডাকেন? এরশাদ হলো, কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দিকে, নামাযের পাবন্দি ও যাকাত আদায়ের দিকে। সে বলল, ভালো কথা। তবে আমি এই মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছি না। আমার কিছু লোকজন আছে, ওদের নিয়ে একসাথে এসে ইসলাম গ্রহণ করব। আল্লাহর নবী তার পূর্বেই সাহাবাদের বলে রেখেছিলেন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আসবে, যে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে। এ ব্যক্তি চলে গেলে হুজুর (সাঃ) বললেন, লোকটা কাফেরের চেহারায় প্রবেশ করে গাদ্দারের ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করবে। এ ব্যক্তি মুসলমান নয়। যাবার কালে মদীনার চারণক্ষেত অতিক্রম করার সময়ে বেশ কিছু গবাদি পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। তার পশ্চাদ্ধাবন করে সাহাবারা ব্যর্থ হন। ওমরাতুল কা'জার বছর হুজুর (সাঃ) মক্কায় ইয়ামামাবাসীর তালবিয়া শুনতে পেয়ে বলেন, এই যে হুতাইম আলকন্দী মদীনা থেকে যে তোমাদের পশু তাড়িয়ে নিয়েছিল। সাহাবারা তার পিছু নিলে এই আয়াত নাযিল হলো। (আসবাবে নুযূল-পৃ: ১৫৫,লুবাব-পৃ: ১৪৩-৪৪, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-১/৪৭৭)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ - الاية ٢

অর্থ ঃ (যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল,) সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।

(সূরা মায়দা-২)

শানে নুযূল ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন। মুশরিকরা তাদেরকে হরমে প্রবেশ করতে বাধা দিলে ব্যাপারটা সাহাবাগণের মনে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এসময় পূর্বাঞ্চলের কিছু মুশরিক ওই পথে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কামুখো যাচ্ছিল। একদল সাহাবা বললেন, মক্কার মুশরেকরা আমাদের সাথীদের হরমে প্রবেশে যেভাবে বাধা প্রদান করেছে চলো, এদেরকেও সেভাবে বাধা প্রদান করি। এসময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ - الاية ٣

অর্থ ঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম। (সূরা মায়েদা-৩)

শানে নুযূল ঃ তারেক ইবনে শিহাব বলেন, জনৈক ইহুদী ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে এসে বললো, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনারা কুরআনে এমন একটা আয়াত তেলাওয়াত করে থাকেন সেটি যদি আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে আমরা তা নাযিল হওয়ার দিনকে ঈদ হিশাব উদ্‌যাপন করতাম। হযরত ওমর বললেন, কোন্ সে আয়াত? ইহুদী বললো, "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ - الخ" হযরত ওমর বললেন, কসম খোদার! এই আয়াত যেদিন নাযিল হয়েছে সেদিনের কথা আমার ভাল করেই মনে আছে। শুধু দিন নয়, নাযিলের ক্ষণটিও মনে আছে। সময়টা শুক্রবার দিন ও আরাফার দিন। (তাবারী (৬/৫৩), বুখারী, মুসলিম)

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ - الاية ٤

অর্থ ঃ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল? বলে দিন, পবিত্র জিনিসসমূহ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (সূরা মায়েদা-৪)

শানে নুযূলঃ হযরত আবু রাফে বলেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আমাকে কুকুর নিধনের হুকুম দিলেন। মানুষেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে এই উম্মতের জন্য ঐ প্রাণীর (শিকার করা) কোন্ জিনিসটা হালাল যাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

ঘটনা ঃ আবু রাফে বলেন: হযরত জিবরাঈল এলেন দরবারে নবুওয়াতে। প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হুজুর (সাঃ) অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও তিনি ঢুকছেন না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র দূত? তোমায় অনুমতি দিয়েছি তো! জিবরাঈল আরজ করলেন, 'জী হ্যাঁ! কিন্তু আমরা ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করি না যেখানে ছবি ও কুকুর থাকে।

তারা তাকালেন। দেখলেন কিছু কুকুরের ছানা। আবু রাফে বলেন, আমাকে আদেশ দিলেন দেখামাত্র মদীনার কুকুরগুলোকে হত্যা করতে। এক পর্যায়ে আমি আওয়ালীতে এলাম। দেখলাম জনৈকা মহিলা একটি কুকুর পুষছেন। দেখে আমার মায়া লাগল। সেটি না মেরে হুজুর (সাঃ)-কে এসে জানালাম। ওটিকেও তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। সেটাও হত্যা করলাম। এভাবে কুকুর নিধন আরম্ভ হলে লোকেরা এসে বললো, যে পশু পাইকারীভাবে হত্যা করা হচ্ছে তার শিকার করা কোন্ কোন্‌টা খাওয়া হালাল? হুজুর (সাঃ) চুপ করে গেলেন। পরে এই আয়াত নাযিল হলো। যার মর্ম হচ্ছে, শিকারী কুকুরের শিকার করা প্রাণী শর্ত সাপেক্ষে হালাল। (মোস্তাদরাকে হাকেম (২/৩১১) তবে এই সনদটা দুর্বল। যাহাবি অবশ্য একে ছহিহ বলেছেন)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ الاية ٦

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠ তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। (সূরা মায়েদা-৬)

শানে নুযূল ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার গলার হার বায়দা নামক স্থানে খুলে পড়ল। তখন আমরা মদীনামুখো হচ্ছিলাম। হুজুর (সাঃ) বাহন থামালেন। আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমালেন। আমার পিতা আবু বকর এ সময় তাশরীফ আনলেন। চটে বললেন, হার হারিয়ে মানুষকে থামিয়ে কষ্ট দিচ্ছ তুমি। আমাকে ভর্ৎসনা ও মৃদু আঘাতও করলেন, যাতে আমি বেদনা অনুভব করছিলাম। হুজুর কষ্ট পান কি-না এ ভয়ে আমি তখন নড়াচড়া করিনি। হুজুর (সাঃ) যখন জাগলেন তখন সকাল হয়ে গেছে। তউযুর পানি নেই। এরপর পুরো আয়াত (তায়াম্মুমের) নাযিল হয়।

(বোখারী (১/৪৪৮),লুবাব-পৃ: ১৪৮,কানন নুকূল-পৃ: ৩৭)

বিঃ দ্রঃ (১) ইমাম বোখারী এই হাদীস আমর ইবনুল হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যেই প্রকাশ যে, তায়াম্মুম সম্পর্কিত অন্যান্য যে রেওয়াত আছে তা সূরা মায়েদার আয়াত সম্পর্কিত। ইবনে আব্দুল বার বলেন, এটি এমন এক সমস্যা যে, এর কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কেননা আমরা জানি না, আয়েশা (রাঃ)

তাঁর ঘটনা কোন আয়াতকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। ইবনে বাত্তাল বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো, সূরা নিসার আয়াত, আর সেটা এভাবে যে, মায়েদার এই আয়াতের নাম 'আয়াতুল উযু'। পক্ষান্তরে সূরা নিসার আয়াতের নাম 'উযুর আয়াত' নয়। সুতরাং সেটাকে 'আয়াতে তায়াম্মুম' হিসাবে বিশেষিত করা যায়। আল্লামা ওয়াহেদী তাঁর 'আসবাবে নুযূল' কিতাবে এই হাদীস সূরা নিসার আয়াতও এনেছেন। সবচেয়ে উত্তম ও সঠিক কথা হল ইমাম বোখারী যেটা বলেছেন সেটাই।

(২) হাদীস দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, এ আয়াত নাযিল হবার পূর্বেও উযু ফরয ছিল। এজন্যই পানিহীন এলাকায় অবতরণে তারা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এজন্যই হয়ত আবু বকর ও আয়েশার মাঝে যা ঘটার ঘটেছিল। ইবনে আব্দুল বার বলেন, আহলে মাগাযীদের সর্বসম্মত বিশ্বাস হলো, নামায যখন থেকে অনুমোদন হয়েছে তখন থেকেই উযু অনুমোদিত হয়েছে। এখানে একটা প্রশ্ন দাঁড়াবে, তাই যদি হবে তাহলে তায়াম্মুমের শুরুতে উযুর আয়াত নাযিলের হেতুটা কি? উত্তর ঃ হেতু তায়াম্মুমের পাশাপাশি উযুর বিধানটার কুরআনে স্থান পাওয়া, তেলাওয়াত হতে থাকা ও অকাট্য দলিল হিসাবে স্থির থাকা।

আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ প্রথম যুক্তিটিই আমার কাছে সঠিক মনে হয়। কেননা, নামায মক্কায় অবতীর্ণ আর উযুও মক্কায়। আর সূরা মায়েদার এই আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। (লুবাবুল নুকুল-পৃঃ ১৪৯-১৫০)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ ـ الاية ١١

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো। যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে ছিলেন। (সূরা মায়েদা-১১)

শানে নুযূল ঃ (১) ইবনে জারীর ইকরামা ও ইয়াজিদ ইবনে আবি যেয়াদের সূত্রে বর্ণনা করেন। একবার হুযুর (সাঃ) আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে নিয়ে কাব ইবনে আশরাফের বাড়ীতে মেহমান হলেন। উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করা। তারা বললো, বসুন! আপ্যায়নের ব্যবস্থা হোক তারপরে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হবে। এ সময় হুই ইবনে আখতাব তার সঙ্গীদের বললো, দেখছ না তারা এক্ষণে খুব কাছাকাছি, জলদি পাথর বর্ষণ কর। তাকে হত্যা করো। এরপর আর কোনদিন তাহলে এই আপদ দেখতে হবে না। তারা একটি বিশাল চাক্কির কাছে এলো, যা দিয়ে প্রকান্ড পাথর নিক্ষেপ করা যায়। পাথর নিক্ষেপক মেশিন চালনা থেকে আল্লাহ্ পাক তাদের হস্তকে প্রতিহত করে রাখলেন। জিবরাঈল এসে পাথর স্বস্থানে বসালেন। নাযিল হলো তখন এই আয়াত।

(২) আবু নাঈম দালায়েলুন নবুওয়াতে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেন যে, কোন এক জেহাদে গওরছ ইবনুল হারেস তার কওমকে বললো, আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কতল করতে যাচ্ছি। এ অভিপ্রায়ে সে হুজুরে আকরাম (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে এলো। তিনি বসা আর কক্ষের এক পার্শ্বে তাঁর তলোয়ার লটকানো। সে বললো, হে মুহাম্মদ! তোমার এই তরবারির দিকে তাকাও তো! আরো বললো, হে মুহাম্মদ! আমাকে তোমার ভয় লাগে না ? বললেন, না। আমার হাতে তোমার তলোয়ার দেখার পরও লাগে না? বললেন না! আল্লাহ্-ই আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ কুদরতি শক্তিতে তাকে তরবারি কোষাবদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। সে রাসূলের তরবারিটি তাঁর কাছে ফেরত দিল। অতঃপর নাযিল হলো এই আয়াত। (লুবাব-পৃঃ ১৫০-১৫১, আসবাবে নুযূল-১৫৭-১৫৯)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا ـ الاية ١٥

অর্থ ঃ হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। কিতাবের মধ্যে যে সব বিষয় তোমরা গোপন করতে তিনি তার মধ্য হতে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন। (সূরা মায়েদা-১৫)

শানে নুযূল ঃ একবার জনৈক ইহুদী এসে হুজুর (সাঃ)-কে 'রজম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কে বড় আলেম? সকলে ইবনে সুরিয়ার দিকে ইশারা করল। বাস্তবিকই সে ইহুদী সমাজের বড় আলেম ছিল। হুজুর (সাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, সেই সত্তার কসম দিয়ে তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, যিনি মূসা (আঃ)-এর ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন। সত্যি সত্যি করে বলো, তোমাদের ওখানে ব্যভিচারের সাজা রজম (প্রস্তরাঘাত) নেই কি? ইবনে সুরিয়া বললো, হে মুহাম্মদ! যেহেতু আপনি কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাও যেমন তেমন কসম না; আমি সত্য লুকাবো না। আসল কথা হলো, আমাদের তাওরাতেও মুসলমানদের মত প্রস্তরাঘাতের দণ্ড বিদ্যমান। কিন্তু যিনা-ব্যভিচার সমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই দণ্ড চালু করলে আমাদের লোকজন কমে যাওয়ার আশংকায় রজমের হুকুম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে খোদ আমরাই পরিবর্তন করে দেই। এখন কারো থেকে যিনা-ব্যভিচার প্রকাশ পেলে ১০০ ঘা বেত্রদণ্ড লাগাই এবং মাথা নেড়ে করে দেই। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-১৫১-৫২, কানযুন নুকূল-পৃঃ ৩৭)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ ـ الاية ١٨

অর্থ ঃ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। (সূরা মায়েদাহ-১৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর দরবারে নোমান ইবনে কুসাই, বাহর ইবনে আমর ও শাশ্ ইবনে আদী এলো। এরা সকলে হুজুর (সাঃ)-এর সাথে মত বিনিময় করল। এক পর্যায়ে হুজুর (সাঃ) এদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন এবং আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখালেন। ইহুদীত্রয় বললো, 'হে মুহাম্মদ! কিসের ভয় দেখাচ্ছ আমাদের? আমরাতো আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন। এদের শানেই এই আয়াত নাযিল হয়।

(কুরতবী (৬/১২০),কানযুন নুকূল-পৃঃ ৩৭)

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا ـ الاية ١٩

অর্থ ঃ হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন।

(সূরা-মায়েদা-১৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন এবং এজন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনাও দান করলেন। কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাল। এ সময় হযরত মুআজ ইবনে জাবাল ও সা'দ ইবনে উবাদাহ বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। কসম খোদার, তোমরা জানো তিনি খোদার রাসূল। নবুওয়তের পূর্বে তাঁর কথা তোমরা আমাদের শোনাতে। তাওরাতে বর্ণিত তাঁর গুণাবলী উল্লেখ করতে। এ সময় রাফে ইবনে হুরাইমালা ও ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুযা বললো, কৈ না তো! আমরা তো তোমাদের কখনও এই কথা বলিনি। আল্লাহ্ পাক মূসা (আঃ)-এর পর কোন কিতাব নাযিল করেননি। প্রেরণ করেননি কোন সুসংবাদদাতা কিংবা ভীতি প্রদর্শনকারী। এ সময় আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব পৃঃ ১৫২-৫৩, কানযুন নকূল-পৃঃ ৩৭-৩৮)

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ ـ الاية ٣٣

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে নেয়া হবে।

(সূরা মায়েদা-৩৩)

শানে নযূল ঃ উরায়নাহ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যখন মদীনায় এলো তখন মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়া তাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলল। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমাদের জন্য কোন একটা ওষুধের ব্যবস্থা করুন। এ কথা শ্রবণ করে হুজুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, খোলামাঠে বিচরণ করো এবং

যাকাতের উটের দুধ-মুত পান কর গিয়ে। তারা এমনটাই করল এবং কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেল। এরপর একদিন তারা মুরতাদ হয়ে উটের রাখালদের হত্যা করে উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। এ খবর শুনে হুজুর (সাঃ) সাহাবাগণকে এদের পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দেন। সাহাবারা এদের ধরে নিয়ে আসেন। শাস্তি স্বরূপ এদের হাত-পা কেটে চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হয়। খোলা রৌদ্রে তড়পাতে তড়পাতে এক সময় এরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এদের একজনকে এমন দেখেছি যে মৃত্যুর সময় পিপাসার তাড়নায় মাটি চাটছিল। কাতাদা বলেন ঃ এদের ব্যাপারেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর (১/৫১১), লুবাব পৃঃ-১৫৩-৫৪, আসবাবে নুকূল-পৃঃ ১৫৯-৬০), বোখারী (কিতাবুল মাগাযী, ৪১৯২), মুসলিম (كتاب القسامة , ১৬৭১)

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِ يَهُمَا ـ الاية ٣٨

অর্থ ঃ চোর-চুন্নীদের প্রত্যেকের হাত কেটে দাও। (সূরা মায়েদা-৩৮)

শানে নযুল ঃ কালবী বলেন, তু'মা ইবনে উবায়রাকের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার বিস্তারিত কাহিনী পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ـ الاية ٤١

অর্থ ঃ হে রাসূল! তাদের জন্য দুঃখ করবেন না যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়। (আল-মায়েদা-৪১)

শানে নুযুল ঃ হযরত বা'রা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা মুখে চুনকালী মাখা ও প্রহারের দাগবিশিষ্ট এক ব্যক্তি হুজুর (সাঃ)-এর পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিল।

হুযুর (সাঃ) তাদের (ইহুদীদের) কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন-'তোমাদের ধর্মপুস্তকে ব্যভিচারের শাস্তি কি এরূপ ? তারা উত্তরে বললো, হ্যাঁ, অতঃপর হুযূর (সাঃ) তাদের জনৈক আলেমকে ডেকে পাঠালেন। তাকে কসম খেয়ে বললেন, কসম সেই খোদার যিনি মূসা (আঃ)-এর ওপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন! বলো, তোমাদের ধর্মপুস্তকে ব্যভিচারের শাস্তি কিরূপ? সে বলল, আপনি এই কসম না খেলে বলতাম না। আমাদের ধর্মপুস্তকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরবর্ষণ (বিবাহিতদের বেলায়), কিন্তু অভিজাতদের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকহারে চালু হওয়ায় আমরা উক্ত বিধান পরিবর্তনের চিন্তা করি। কাজেই অভিজাতদের থেকে ওটা প্রকাশ পেলে প্রস্তরবর্ষণ (রজম) ছেড়ে দেই। পক্ষান্তরে জনগণ থেকে প্রকাশ পেলে রজম (প্রস্তরবর্ষণ) প্রয়োগ

করি। উক্ত আলেম বলেন, এ সময় আমরা তাওরাতের এই বিধানের মাঝে একটা সংশোধনী এনে বললাম, এসো, এমন এক সমন্বিত কানুন পাস করি যাতে অভিজাত ও জনসাধারণ উভয়ের ওপর প্রয়োগ করা যায়। এ সময় আমরা মুখে চুনকালি দেয়া ও কোড়াঘাত উদ্ভাবন করি। আর এটা আমরা শুধু রজমের বদলায় করেছি । এ সময় হুজুর (সাঃ) বলেন, হে আল্লাহ!

انی اول من احیا امرك اذا اماتوه۔

"আমি প্রথম সেই ব্যক্তি যে তোমার একটি বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করেছি, ওরা যা বিলীন করেছিল।" পরে হুযুর (সাঃ) ওই লোকটাকে প্রস্তারাঘাত করার ফরমান জারী করেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (মুসলিম-কিতাবুল হুদুদ (১৭০০), নাসাঈ কিতাবুত তাফসীর (১৬৪), লুবাব-পৃঃ ১৫৫, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৬০)

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۔ الاية ٤٤

অর্থ ঃ আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে।
(সূরা মায়েদা-৪৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ইহুদী পুরুষ ও জনৈক নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। তখন একে অপরকে বললো, চলো, আমরা এই নবীর কাছে যাই। কেননা তিনি প্রেরিত নবী ও তাঁর ধর্মমতও খুব সহজ। সুতরাং তিনি রজম (প্রস্তরাঘাত) ছাড়া অন্য বিধান জারী করলে আমরা তা মেনে নেব এবং সেটাই আল্লাহর কাছে দলীল হিসাবে পেশ করতে পারব। বলব, তোমারই এক নবী ফতোয়া প্রদান করেছেন। তারা নবী (সাঃ)-এর কাছে এলে। রাসূল (সাঃ) তখন সাহাবাদের সাথে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। ওরা বললো, হে আবুল কাসেম! বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এর শাস্তি কি! হুজুর (সাঃ) এদেরকে কোন জবাব না দিয়ে ইহুদী মন্দিরে গেলেন। দরোজায় দাঁড়িয়ে বললেন-কসম সেই সত্তার যিনি মূসা (আঃ)-এর ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন! বলো, বিবাহিত নারী-পুরুষের যেনার শাস্তি কী লেখা তাতে? তারা বললো, মুখে চুনকালি মাখানো, কোড়া মারা ও গাধার পিঠে চড়িয়ে লোকালয় প্রদক্ষিণ করানো। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় ওদের এক যুবককে চুপ থাকতে দেখা গেল। হুযুর (সাঃ) যুবককে পুনরায় কসম দিলেন। যুবকটি এতে প্রভাবিত হয়ে বললো, আমাদের তাওরাতে রজম-এর কথাই উল্লেখ আছে। হুযুর (সাঃ) বললেন, তাহলে খোদার এই বিধানের বিপরীত কেন করতে গেলে তোমরা? যুবক বললো, আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিকটাত্মীয় একবার যেনা

করেছিল। আমরা তার রজম মাফ করি। এদিকে এই ঘটনার পরপরই জনসাধারণের মাঝে একজন যেনা করে, তার রজম কার্যকরী করতে প্রস্তুতি নিতেছিলাম। এ সময় আমরা জাতির প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ি। জনগণ বলে, যতক্ষণ রাষ্ট্রপ্রতির নিকটাত্মীয়কে রজম দেয়া না হবে ততক্ষণ এই ব্যক্তির রজম বিধান প্রয়োগ হতে দেব না।

মোটকথা, এই শাস্তিবিধান নিয়ে জাতির মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন, আমি তাওরাতের প্রকৃত বিধানই প্রয়োগ করব। অতঃপর তিনি উভয়ের উপর রজম করার নির্দেশ দিলেন। ইবনে শিহাব যুহরী (রঃ) বলেন, আমাদের যদ্দুর জানা আছে, এই আয়াত আলোচ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়।

(আবু দাউদ 'কিতাবুল হুদূদ' (৪৪৫১-৪৪৫০), তাফসীরে তাবারী (৬/১৬১), মুসনাদে আহমদ ও মুসলিমের সূত্রে লুবাবুন নুকূল-পৃঃ ১৫৫)

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ الاية ٤٩

অর্থ ঃ আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করুন। (আল মায়েদা-৪৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, কা'ব ইবনে আশরাফ, আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া ও শাস ইবনে কায়েস একবার বললো, চল, আমরা মুহাম্মদ-এর কাছে যাই, যাতে আমরা দ্বীন সম্পর্কে তাঁকেই বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারি। তারা এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনি জানেন, আমরা ইহুদী ধর্মীয় নেতা, অভিজাত ও প্রভাবশালী লোক। কাজেই আমরা আপনার অনুসারী (মুসলমান) হয়ে গেলে জনগণের সকলেই আপনার অনুগত হয়ে যাবে। কেউই আমাদের বিরোধিতা করবে না। আপনার সম্প্রদায় ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে একটা বিষয়ে মোকদ্দমা আছে। আপনি ওই বিষয়টায় আমাদের পক্ষে রায় দিলে আমরা আপনার দ্বীনের অনুগত হয়ে যাব। হুযুর (সাঃ) তাদের মর্জিমত ফায়সালা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এ সময় অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব পৃঃ ১৫,৭, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৬২, ইবনে জারীরের সূত্রে সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৫২৫)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ ـ الاية ٥١

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। (আল মায়েদা-৫১)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াতে কারীমার শানে নুযূল নিয়ে তফসীরকারদের মতপার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন তফসীরকার বিভিন্ন শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন। এখানে তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য দু'টি বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে। উল্লেখ্য, শানে নুযূলের ঘটনার ভিন্নতার কিংবা বৈপরীত্য নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। যে কোনটাই আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে।

(১) **তাফসীরবিদ সুদ্দী বলেন ঃ** আলোচ্য আয়াত দু'ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের একজন উহুদ যুদ্ধের পর বললো, আমি অমুক ইহুদীর আশ্রয় নেব এবং ইহুদী হয়ে যাব যাতে বিপদের সময় সে আমার পক্ষ নিতে পারে কিংবা নয়া মুসিবতের সময়ে আমার হস্ত ধারণ করতে পারে। অপরজন বললো, শামের অমুক খ্রিস্টানের কাছে যাব আমি, তাঁর আশ্রয়ে থাকব এবং খ্রিস্টান হয়ে যাব। এ সময় আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর -খঃ ১, পৃঃ ৫২)৬

(২) **তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ইকরামা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন ঃ** এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে। কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশী দিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরেকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরেকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয় যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) প্রমুখ প্রকাশ্য ভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক লোক যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের

সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমুহ বিপদাশংকা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরেক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণরক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এ জন্য বলল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ আমার মতে বিপদজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। (মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃঃ ৩৩৬, লুবাব-পৃঃ ১৫৭-১৫৮, আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ১৬৩)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ـ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٥٥

অর্থ ঃ তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনবৃন্দ। (আল মায়েদা-৫৫)

শানে নুযূল ঃ (১) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! বনু কুরায়যা ও বনু নযীর আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং আমাদেরকে বয়কট করেছে। কসম খেয়ে বলেছে তারা আমাদের সাথে ওঠাবসা করবে না। এদিকে আমাদের বাড়ীঘর বেশ দূরে হবার কারণে আপনার সাহাবাদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাই না। এছাড়া ইহুদীদের আরো কিছু অভিযোগ ঠুকলেন তিনি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতখানি তেলাওয়াত করার পর তিনি বললেন, আমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের বন্ধুত্বের ওপর রাজি। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৬৩)

(২) হযরত আলী (রাঃ) নামাযে রুকু অবস্থায় ছিলেন, এমতাবস্থায় জনৈক ফকির এলে তিনি ওই অবস্থায়ই তাকে আংটি খুলে দেন। এরপর অত্র আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু ইমাম ইবনে কাছীর এই বর্ণনার সনদখানি নিতান্ত দুর্বল হওয়ায় শানে নুযূল হিসাবে এটি পরিত্যাগপূর্বক সূরা মায়েদার ৫১নং আয়াতের শানে নুযূলখানি গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আল্লামা সুযূতী এই বর্ণনার সমর্থনে আরো কিছু রেওয়ায়েত এনে বলেন, এর দ্বারা আলোচ্য বর্ণনা শক্তিশালী বলেই প্রতীয়মান হয়। (কানযুন নুকূল-পৃঃ ৩৯), আসবাবে নুযূল (হাশিয়া)-পৃ ঃ ১৩৩, লুবাব-পৃঃ ১৫৮-১৫৯)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا ٥٧

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। (আল-মায়েদা-৫৭)

শানে নুযূল ঃ রেফায়াহ ইবনে জায়েদ ও সাবীদ ইবনে হারেস ইসলাম গ্রহণ করে মুনাফেক হয়ে যায়। মুসলমানদের বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(তাবারী (৬/১৮৭), লুবাব-পৃঃ ১৫৯)

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ـ الاية ٥٨

অর্থ ঃ আর যখন তোমরা নামাযের জন্য আহবান কর তখন তারা একে উপহাস ও খেলা মনে করে। (আল মায়েদা-৫৮)

শানে নুযূল ঃ (১) কালবী বলেন ঃ রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর মুয়ায্যিন যখন আযান দিতেন তখন মুসলমানগণ নামাযের উদ্দেশ্যে সমবেত হতেন। ইহুদীরা এ সময় বলত 'এই নামাযের পর যেন আর না দাঁড়াতে পারে ওরা। এই নামাযই হোক শেষ নামায। এই রুকূই হোক শেষ রুকূ।' এগুলো বলত ঠাট্টা-বিদ্রূপ স্বরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৬৪)

(২) সুদ্দী বলেন ঃ মদীনার জনৈক খ্রিস্টান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সে মুয়াযযিনের "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" শুনে বলত, 'আল্লাহ্ পাক মিথ্যাবাদীকে জ্বালিয়ে দিক। একদিন তার গোলাম ঘরে আগুন নিয়ে প্রবেশ করল। সে ও তার পরিবার তখন গভীর ঘুমে অচেতন। আচমকা একটি কীট-পতঙ্গ উড়ার কারণে ঘরে আগুন ধরে যায়। ঘর পুড়ে ছাই হয়। পুড়ে ছাই হয় এই খ্রিস্টান ও তার পরিবার। (তবারী (৬/১৮৮), সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (১/৫২৯)

(৩) অন্য মুফাসসিরবৃন্দ বলেন ঃ কাফের গোষ্ঠী যখন আযান শুনত তারা রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে নালিশ ঠুকে বলত, হে মুহাম্মদ! আবহমানকালের মানবতা শোনেনি এমন এক জিনিষ তুমি উদ্ভাবন করেছো। তুমি যদি সত্যি সত্যিই নবুওয়তের অধিকারী হয়ে থাকতে তাহলে তোমার পূর্ববর্তী নবীদের থেকে যার প্রকাশ হয়নি তার বিরোধিতা করতে। তাছাড়া এতে যদি কোন প্রকার কল্যাণ থাকত তাহলে পূর্বের নবীগণ একে অবশ্যই তাদের স্ব স্ব উম্মতের ওপর চাপিয়ে দিতেন। ঈদোৎসবের মত এই আওয়াজ তুমি পেলে কোথায়? এমন বিদঘুটে চিৎকার আর কি আছে? এ সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৬৪-৬৫)

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ـ لاية ٦٠

অর্থ ঃ বলুন, আমি কি তোমাদেরকে বলব, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে?' (আল-মায়েদা-৬০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ইহুদীদের একটি দল রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলো, আমরা কাদের ওপর ঈমান আনব? হুযুর (সাঃ) বললেন, ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, তাঁদের সন্তান এবং মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের প্রতি। ঈসার নাম নিতেই এরা বলে ওঠল, 'না না! আমরা ঈসার প্রতি ঈমান আনব না। তাঁর শিষ্য-সাগরেদদের প্রতিও না। কসম খোদার, তোমাদের দ্বীন দুনিয়া-আখেরাতের সবচেয়ে বিপর্যস্ত দ্বীন। আর এর চেয়ে নিকৃষ্ট ধর্ম আর আছে বলেও আমরা জানি না। (লুবাব-পৃঃ ১৫৯, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৬৫)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ـ الاية ٦٤

অর্থ ঃ আর ইহুদীরা বলে আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। (আল মায়েদা-৬৪)

শানে নুযূল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার ইহুদীদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌছে, যখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি হিসাবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। পরিণতিতে এরা দরিদ্র হয়ে পড়ে। ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল বলেন, ফেনহাস ইহুদী এ সময় বলে, আল্লাহ্র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে। এমনকি এই পাষণ্ডের আরেকটি কথা ছিল এমন যে, আল্লাহ্ নিঃস্ব ফকির হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ্) আর আমরা ধনী। আবু বকর (রাঃ) এ কথা শুনে তাকে প্রচন্ড এক চড় কষে দেন। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, শাস ইবনে কায়েস বলে, তোমাদের খোদা খুবই কৃপণ। খরচ করতেই চান না। এর পর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃঃ ১৬০, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১, পৃঃ ৫৩২, সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন-পৃঃ ৩৪৩)

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ـ الاية ٦٧

অর্থ ঃ হে রাসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে। (আল মায়েদা-৬৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত হাসান বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক যখন আমাকে রেসালতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন তখন কাফেরদের বিরোধিতায় নিরাশ ও সংকুচিত হয়ে পড়তাম। ভয় পেতাম ওদের মিথ্যা প্রতিপন্ন

করা থেকে। এ সময় আল্লাহ্ পাক জোরালো ভাষায় ইসলাম প্রচারে কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের তোয়াক্কা না করার নির্দেশ দান করতঃ এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃঃ ১৬১, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৬৫, কানযুন নুকূল-পৃ ঃ ৩৯)

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ الاية ٦٧

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ পাক আপনাকে মানুষের থেকে রক্ষা করবেন।

(আল মায়েদা-৬৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) এরশাদ করেন, এক রাতে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) জাগ্রত ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কী হল আপনার? তিনি বললেন, হায়! নেক লোকেরা যদি আমাদের পাহারা দিত? ইতোমধ্যে অস্ত্রের আওয়াজও শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, কে? উত্তর এলো, 'সা'দ ও হোযায়ফা। আপনার দেহরক্ষী হিসাবে এসেছি, রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরপর নাক ডেকে ঘুমালেন।

অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলে পাক (সাঃ) তাঁর দেহরক্ষীদের উঠিয়ে দেন। বলেন, হে লোকেরা! তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্ই আমাকে হেফাজত করবেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম-৩/৩১৩, তিরমিযী (কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং-৩০৪৬), আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ১৬৬)

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ ـ الاية ٦٨

অর্থ ঃ বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ। তোমরা কোন পথেই নও।

(আল মায়েদা-৬৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাফে ও সালাম ইবনে মুশকিম এবং মালেক ইবনে ছইফ হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মদ? তুমি তো নিজে মিল্লাতে ইব্রাহীমীর উপর আছ বলে ঘোষণা কর এবং আমাদের কিতাবের ওপরও বিশ্বাস রাখ। তাহলে আমাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার কারণটা কী? হুযূর (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়! তোমরা তোমাদের ধর্মশাস্ত্র বিকৃত করে ফেলেছ, আল্লাহ্র বিধানে সংশোধনী এনেছ। লোকেরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তোমরা বলে থাক, আমরা হকের ওপর আছি। আল্লাহ্ পাক এদের সম্পর্কেই অত্র আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃঃ ১৬৩)

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٨٢

অর্থ ঃ আপনি মানুষের মধ্যে মুসলমানদের সবচেয়ে অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদের পাবেন। (আল মায়েদা-৮২)

শানে নযূল ঃ এ আয়াত নাজ্জাশী ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কী জিন্দেগীতে হুযুর (সাঃ) মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে অকথ্য নির্যাতনে সাহাবাদের জীবন বিপন্ন দেখে জাফর ইবনে আবি তালেব ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবাকে হাবাশায় হিজরতের অনুমতি দেন। বলেন, হাবাশার বাদশাহ নাজ্জাশী খুবই ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি জালেম নন, তাঁর রাজ্যে কেউ জুলুম করার সাহস পায় না। তোমরা তাঁর দেশে যাও। আল্লাহ্ তোমাদের সচ্ছলতা দান করবেন। তারা যখন নাজ্জাশীর দরবারে গেলেন, নাজ্জাশী তখন তাদের খুব কদর ও ইজ্জত-সম্মান করলেন। তিনি এক পর্যায়ে বললেন, তোমাদের নবীর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এর খানিক পড়ে শোনাবে কি? সাহাবারা বললেন, অবশ্যই। এরপর তারা কুরআনের সূরা মরিয়ম পড়ে শোনান। পাশে ছিল পাদ্রীরা ও তাদের চোখে পানি এসে যায়। আল্লাহ্ পাক বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

'এর কারণ এই যে, খ্রীস্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ২ পৃঃ ৯৬-৯৭)

(২) অন্য মুফাসসিরদের মতে, হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব, তাঁর সঙ্গীসহ ও (হাবাশার) আরো ৭০ জন প্রতিনিধিকে নাজ্জাশী প্রেরণ করলেন রাসূলের কাছে। তন্মধ্যে ৬২ জন হাবাশার ও ৮ জন শামের। এঁরা ছিল আলেম পাদ্রী ও দেশের অভিজাতবর্গ। রাসূল (সাঃ) এদের সম্মুখে 'সূরা ইয়াসীন' তেলাওয়াত করলেন। তেলাওয়াত কালে তারা কেঁদে ফেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। বলেন, কি সুন্দর মিল ইঞ্জিলের সাথে এই কুরআনের। এদের শানেই আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (দুররে মানছূর (২/৩০২)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا الاية ٨٧

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ! তোমরা ঐসব পবিত্র বস্তু হারাম করো না যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না।' (আল মায়েদা-৮৭)

শানে নযূল ঃ মুফাসসিরবৃন্দ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিয়ামতের বর্ণনা দিলেন। বর্ণনাটা ছিল মানুষের জন্য খুবই মর্মস্পর্শী। উপস্থিত মানুষেরা কাঁদতে কাঁদতে মজলিস ছাড়লেন। পরে ১০ জন সাহাবী উসমান ইবনে মাজউন (রাঃ)-এর বাড়ীতে সমবেত হন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), (২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), (৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), (৪)

হযরত আবু যর গেফারী, (৫) হযরত সালেম (রাঃ), (৬) হযরত মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, (৭) হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) (৮) হযরত আলী (রাঃ) তাঁ রা সকলেই একমত হন যে, দিনের বেলা রোজা রাখবেন, রাত কাটাবেন নামাযের মধ্য দিয়েই বিছানায় পিঠ ঠেকাবেন না, গোশ্‌ত খাবেন না, চর্বিযুক্ত রুটি আহার করবেন না, নারী সঙ্গ থেকে দূরে থাকবেন, খোশবু এস্তেমাল করবেন না, মোটা কাপড় পরবেন, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন, বৈরাগীদের মত ঘুরে বেড়াবেন, গল্পের আসর ত্যাগ করবেন। হুযুর (সাঃ) এ কথা জানতে পেরে সকলকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'শুনলাম তোমরা নাকি এই এই বিষয়ে একমত হয়েছ? তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ! সৎ উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রয়াস। তিনি বললেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আদিষ্ট নই। আমাকে অমন হুকুম দেয়া হয়নি। তোমাদের নফসের হক রয়েছে। তোমরা তাই রোজাও রাখ, ইফতারও কর। নামাযও পড়, ঘুমাও। কেননা, আমি নামায যেমন পড়ি তেমনি ঘুমাইও, রোজা রাখি, ইফতারও করি। গোশত ও চর্বিযুক্ত খাবার খাই। যে আমার সুন্নত ত্যাগ করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর তিনি জনসম্মুখে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'মানুষের কি হল যে, তারা স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ করেছে, খাদ্য, পানীয় ও খোশবু ছেড়েছে, দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ উপকরণাদির প্রতি উদাসীন হয়েছে। ইসলাম তোমাদেরকে পোপ, পাদ্রী কিংবা বৈরাগী হতে বলেনি। গোশ্‌ত ও নারী সঙ্গ ছেড়ে নিরামিশাষী ও খাশি হতে উদ্বুদ্ধ করেনি। বলেনি আশ্রমের কোণে আশ্রয় নিতে। নিশ্চয় আমার উম্মতের সংযম হচ্ছে রোজা, বৈরাগ্যতা হচ্ছে জেহাদ। আল্লাহর এবাদত করো, কাউকে তার সাথে শরীক করো না, হজ্জ-ওমরা করো, নামাযের পাবন্দী করো, যাকাত দাও, রোজা রাখ। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। নিজের প্রতি যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি তাঁর বিধান তেমনি কঠিন করে দেন এবং তাদেরকে গির্জা ও আশ্রমে আটকে দেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপর সাহাবাগণ আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে কসম খেয়েছি তার কী হবে? তারা ঐ বিষয়ের উপর কসম খেয়েছিলেন যার উপর একমত হয়েছিলেন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ ـ

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য।' (তাফসীরে তাবারী (৭/৭), কাতাদাহ ইবনে দেমাআহর সূত্রে, লুবাব-পৃঃ ১৬৫)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ ـ الاية ٩٠

অর্থ ঃ হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য ব্যতীত আর কিছু নয়। (সূরা মায়েদা-৯০)

শানে নুযূল ঃ (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আনসারী দু'গোত্র সমবেত হয়ে মদ পান করল। মাতাল হয়ে গেলে একদল ক্রীড়া-কৌতুকে মদমত্ত হলো। হুঁশ এলে তারা নিজ নিজ চেহারা, মাথা ও দাড়িতে কিছু চিহ্ন অনুভব করল। বললো, এই ব্যবহার আমার সাথে আমার অমুক ভাই করেছে। এঁরা পরস্পরের অকৃত্রিম ভাই ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তারা বলতে লাগলেন, অমুক ভাই আমার প্রতি রহমদিল হলে কস্মিনকালেও এই কাজ করতেন না। এসময় তাদের মনে একটা হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধভাব সৃষ্টি হয়। আর ঠিক ওই মুহূর্তেই চিরতরে মদ হারামের বিধান এই আয়াতে নাযিল হয়। (মুস্তাদদেরকে হাকেম (৪/১৪২), রায়হাকী (৮/২৮৬), তাবারী (৭/৩৪), লুবাব-পৃ ঃ ১৬৭-৬৮)

(২) ইমাম আহমদ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'হুজুর (সাঃ) মদীনা আগমন কালে মদীনাবাসী মদপান করত, জুয়া খেলত। সাহাবারা তাঁকে এ দু'টি জিনিষের বিধান নিয়ে প্রশ্ন করলে "يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ"। 'তারা আপনার কাছে মদ-জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দিন এটা বড় গোনাহ' নাযিল হয়। এ সময় মানুষেরা বলল, আল্লাহ্ মদ হারাম করেননি বরং বড় গোনাহ্ বলেছেন। তারা আবার পূর্বের নিয়ম মাফিক মদপান শুরু করল। একদিন মুহাজিরদের মধ্য থেকে একব্যক্তি (মদ খেয়ে) মাগরিবের নামাযের ইমামত করছিলেন আর তার মুক্তাদি ছিলেন অসংখ্য সাহাবা। ইমাম সাহেব নামাযের ক্বিরাতের মধ্যে উল্টাপাল্টা পড়েন। এ সময় মদ সম্পর্কিত আরেকটু কড়া আয়াত নাযিল হয়- "يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى" 'হে ঈমানদারেরা! মদ্যপ অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে কাছেও যেও না।' পরবর্তিতে চিরতরে মদ হারাম করতে গিয়ে "اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ" আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১৬৬-৬৭)

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ـ الاية ٩٣

অর্থ ঃ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা পূর্বে যা আহার করেছে সে জন্য তাদের কোন গোনাহ্ নেই। (আল মায়েদা-৯৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যেদিন মদ হারাম হয় সেদিন আমি আবু তালহা (রাঃ)-এর বাড়ীতে পানি পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলাম। সকলেই ভাং, তাড়ি ও নানান মাদকদ্রব্য সেবন করছিল। এ সময় আচমকাই কে যেন ঘোষণা করল, সাবধান! মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! এই ঘোষণার সাথে সাথে গোটা মদীনার অলি-গলিতে মদের বন্যা বয়ে যায়। আবু তালহা আমাকে বললেন, যাও, তোমার হাতের মদ পাত্রগুলো রাস্তায় ফেলে এসো। এ সময় অনেকে বললো, অমুকে মদ খেয়ে শহীদ হয়ে গেছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কী হবে? এদের ব্যাপারেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১৬৭)

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ - الاية ١٠٠

অর্থ ঃ বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়। (আল-মায়েদা-১০০)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা ওয়াহেদী ও ইস্পাহানী তারগীব কিতাবে জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর মূর্তিপূজা হারাম করে দিয়েছেন, হারাম করে দিয়েছেন মদপান ও ভাগ্য-তীর নিরূপণ। মদ্যপ, মদনির্মাতা, বিতরণকারী ও বিক্রেতার ওপর খোদার লা'নত। এ সময় জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মদের ব্যবসা ছিল। এর দ্বারা আমি বেশ পয়সাও সঞ্চয় করেছি। সেগুলো খোদার সন্তুষ্টিকল্পে তাঁর রাহে খরচ করলে আমার কাজে আসবে কি? হুযুর (সাঃ) বললেন, যদি তুমি সেটা হজ্জ, জেহাদ কিংবা সদকাও কর তবুও সেটা আল্লাহ্র কাছে মাছির মাথার পরিমাণও দাম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পবিত্র, হালাল বস্তু ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের এই কথার সত্যায়নকল্পে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৪২৩, লুবাব-পৃ ঃ ১৬৮)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ - الاية ١٠١

অর্থ ঃ হে মু'মিনরা, এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। (আল মায়েদা-১০১)

শানে নুযূল ঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত "وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا" অবতীর্ণ হয় তখন লোকেরা প্রশ্ন করে, প্রতি বছর-ই কি হজ্জ করতে হবে? হুযুর (সাঃ) খামোশ হয়ে যান। দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করা হলে তিনি খামোশ থাকেন। তৃতীয় বার ঐ প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বলেন, যদি আমি তোমাদের উত্তরে হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা ফরয হয়ে যেত। সুতরাং এ ধরনের প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেই এই আয়াতের অবতারণা। অপর এক আয়াতে আছে, অনেক লোক রাসূল (সাঃ)- কে অহেতুক প্রশ্ন করত কেউ বলত, বলুন, কে আমার পিতা? আবার কেউ বলত, আমার হারানো উটটি কোথায়? এ ধরনের আজে বাজে প্রশ্ন করা থেকে বারণ করা হয়েছে অত্র আয়াতে। (লুবাব-পৃঃ ১৯, আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ১৭৩, বোখারী (কিতাবুত তাফসীর, ৪৬২২নং হাদীস)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ - الاية ١٠٥

অর্থ ঃ হে মু'মিনরা! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (সূরা মায়েদা-১০৫)

শানে নুযূল ঃ ক্বালবী আবু সালেহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সাঃ) হাজারবাসীর নিকট পত্র লেখেন। তাদের রাজা ছিলেন মুনযির ইবনে সাবী। হুযুর (সাঃ) এদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান রাখেন। ওই পত্রে তিনি বলেন, এরা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে জিয্য়া দিতে যেন রাজী হয়। হুযুর (সাঃ)-এর পত্র এসে পৌঁছুলে তা তাদের নিকটবর্তী আরব, ইহুদী, নাসারা, সাবেয়ী ও অগ্নিপূজকদের কাছে পেশা করা হয়। সকলে ইসলাম গ্রহণ না করে জিয্য়া দিতে রাজী হয়। রাজা হুযুর (সাঃ)-কে লিখেন, আরবরা হয় ইসলাম, না হয় তলোয়ার দু'টোর একটা কবুল করবে। পক্ষান্তরে আহ্লে কিতাব ও অগ্নিপূজারীরা জিয্য়া গ্রহণ করেছে। চিঠি পড়া হলে আরবরা ইসলাম গ্রহণ করে আর আহ্লে কিতাব ও অগ্নিপূজারীরা জিয্য়া দিতে রাজী হয়। এ সময় আরব্য মুনাফিকরা বলে, আশ্চর্য তো। মুহাম্মদ মনে করেন ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহ্ তাঁকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর জিয্য়া আদায় করবেন শুধু আহলে কিতাবদের বেলায়। সুতরাং হাজার্ বাসীদের ওপর আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি যে, তারা আরব্য মুশরিকদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১২৩-২৫)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ـ الاية ١٠٦

অর্থ ঃ হে মুমিনরা! যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে থেকে যে দু'জন ধর্মপরায়ণকে সাক্ষী রেখ। (আল মায়েদা-১০৬)

শানে নুযূল ঃ তমীমে দারী ও তার ভাই আদী ইবনে বাদ্দা খ্রিস্টান ছিলেন। তারা ব্যবসার উদ্দেশে সিরিয়া এলেন। এ সময় বুদায়েল ইবনে আবি মারয়াম তাদের কাফেলাভুক্ত হন। সেখানে গিয়ে বুদায়েলের শেষ সময় ঘনিয়ে আসে। তিনি তার ব্যবসা মালের যাবতীয় তালিকা লিখে প্যাকেটের মধ্যে গোপনে লুকিয়ে রাখেন এবং মালের বস্তা ও প্যাকেট এদের দু'জনের হাতে তুলে দেন। বলেন, এগুলো আমার ওয়ারিশদের হাতে তুলে দেবে, ঐ মালের মধ্যে একটা রৌপ্যের পেয়ালাও ছিল, যার মূল্য প্রায় ৩০০ মিছকাল। বুদায়েল মারা গেলেন। এরা মদীনায় এসে সব মালই বুঝিয়ে দিলেন। মালের প্যাকেটের মধ্যে লুকানো তালিকা মোতাবেক ঐ পেয়ালা না পেয়ে ওয়ারিশরা সেটা তলব করলেন। এ সময় ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করা হলে এই আয়াত নাযিল হয়।

বিঃ দ্রঃ–লুবাবুন নুকূলে আল্লামা সূয়ুতি তমীমে দারীর উক্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্টতায় সন্দেহ পোষণ করতঃ বলেন, আল্লামা যাহাবীর মতে এই তমীম সেই তমীমে দারী নয় বরং অন্য কেউ। এ মতের সমর্থন দিয়েছেন মুকাতিল ইবনে হাইয়ানও। হাফেয ইবনে হাজার বলেন,

"ليس بجدير للتصريح فى هذا الحديث بانه الدارى"

(কুরতুবী-৬/৩/৩৪৬), লুবাব পৃঃ ১৭০-৭১, বোখারী কিতাবুল ওসায়া (২৭৮০), আবু দাউদ (কিতাবুল কাজায়া, ৩৬০৬), তিরমিজী (কিতাবুত তাফসীর, ৩০৬০, وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ

সূরা আন'আম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِىْ قِرْطَاسٍ - الاية ٧

অর্থ ঃ যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শ করত তবুও অবিশ্বাসীরা এ কথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (সূরা আন'আম-৭)

শানে নুযূল ঃ একবার নযর ইবনে হারেস রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনব না যতক্ষণ আসমান থেকে খোলাখুলিভাবে ৪ ফেরেশতা নেমে আসবে, যাদের হাতে কাগজ থাকবে। ওই কাগজে তোমার নবী হবার নথি থাকবে। লেখা থাকবে তাতে, তুমি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিবে যে, তুমি আল্লাহ্‌র নবী। তদের জবাবে এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ১৭৬, কানুযুন নুকূল-পৃ ঃ ৪১), জালালাইন হাশিয়া-পৃ ঃ ১১২)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ - الاية ١٣

অর্থ ঃ যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই। তিনি শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আন'আম-১৩)

শানে নুযূল ঃ ক্বালবী ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কার কাফেররা হুজুর (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আমরা যদ্দুর জানতে পেরেছি, নিতান্ত অর্থকষ্টে পতিত হয়েই তুমি মানুষকে নতুন ধর্মের প্রতি ডাকছ। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তোমায় দেব যাতে তুমি আমাদের মাঝে ধনী হিসাবে পরিগণিত হতে পার এবং যে দিকে মানুষকে ডাকছ তা থেকে বিরত থাকতে পার। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ১৭৬)

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَهَادَةً - الاية ١٩

অর্থ ঃ আপনি জিজ্ঞেস করুন, সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? (আল আন'আম-১৯)

শানে নুযূল ঃ একবার মক্কার কাফেরদের সর্দাররা হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বললো, আমাদেরকে এমন একটা লোকের সন্ধান দাও যে তোমার নবুওয়াতের সত্যায়নের সাক্ষ্যদাতা হতে পারে। কেননা, এমন কোন লোক আমরা এই মুহূর্তে পাচ্ছি না। এই যুগের তত্ত্বজ্ঞানী ইহুদী-নাসারাদেরকে তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বলেছেন, তোমার কোন নামোল্লেখ নেই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে। এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(আসবাবে নুযূল-১৭৬, জালালাইন-পৃঃ ১১৩)

وَمِنْهُمْ مَّنْ یَّسْتَمِعُ اِلَیْكَ - الاية ٢٥

অর্থ ঃ তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। (আল আন'আম-২৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, নযর ইবনে হারেস, ওৎবা ও শায়বা ইবনে রবিয়াহ, উমাইয়া ও উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন কান লাগিয়ে তা শুনত। কিন্তু কেউই কিছু বুঝত না। কাজেই সকলে একবার নযর ইবনে হারেসকে জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ (সাঃ) কী বলে? নযর বললেন, আমিইতো বুঝি না সে কী বলে। কিন্তু তাঁর ঠোঁট-স্পন্দন দেখে মনে হয় আমি তোমাদের যেমন পৌরাণিক কাহিনী শোনাই তেমনি সেও শোনায়। আবু সুফিয়ান বললো, আমি তার কিছু কথাকে সত্য মনে করি। এ সময় একজন বলে, অসম্ভব। (তাফসীরে ইবনে কাছীর (২/১৪৩-৪৪)

وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَیَنْئَوْنَ عَنْهُ - الاية ٢٦

অর্থ ঃ তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু তারা বুঝছে না। (আল আন'আম-২৬)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত আবু তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। যিনি মক্কায় কাফেরদের থেকে হুযুর (সাঃ)-কে হেফাজত করতেন অথচ খোদ নবী (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনতেন না। (মুস্তাদরাকে হাকেম (২/৩১৫), তাবারী (৭/১১০)

মুকাতিল বলেন ঃ রাসূলে আকরাম(সাঃ) আবু তালেবের কাছে বসে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। মক্কার কোরেশরা আবু তালেবকে বিমুখ করছিল যাতে তিনি ইসলামের নিন্দা-মন্দ করেন। এ সময় আবু তালেব যা বলেন, তাতে বোঝা যায় ইসলামের প্রতি তার কি গভীর টান ছিল ঃ

والله لن يصلوا اليك بجمعهم + حتى اوسد فى التراب دفينه

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة + وابشر وقر بذاك منك عيونا

وعرضت دينا لا محاله أنه + من خير أديان البرية دينا

لو لا الملامة أوحذارى سبة + لوجد تنى سمحا بذالك مبينا ـ

"কসম খোদার! ওদের দল তোমার পর্যন্ত পৌছুতে পারবে না যতক্ষণ আমি মুক্ত আছি কিংবা মাটিতে দাফন না হচ্ছি। তোমার কাজ তুমি নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাও। সুসংবাদ দেই এবং এর ওপর তোমায় স্থিতিশীল থাকতে বলি। তুমি আমাকে তোমার এই দ্বীনের প্রতি ডাকছ। নিশ্চয় তোমার দ্বীন ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম। যদি তিরস্কার ও গালাগালের ভয় না করতাম তাহলে তোমার দ্বীনের প্রতি আমাকেই পেতে প্রকাশ্যতরো সমর্থক।' অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী (৭/১০৬) তাফসীরে মাযহারী-খঃ, ৪, পৃঃ ১২৮)

قَدْ نَعْلَمُ اَنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ ـ الاية ٣٣

অর্থ ঃ আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে।

(আল আন'আম-৩৩)

শানে নুযূল ঃ মুনাফেক আখনাস ইবনে শরীক একবার আবু জাহলকে বললো, হে আবুল হিকাম! বলুন তো মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী ? এখানে আপনি আমি ছাড়া আর কেউ নেই, কেউ শুনবে না। আবু জাহল বললো, কসম খোদার! মুহাম্মদ সত্যবাদী, সে কখনই মিথ্যা বলে না। কিন্তু কথা হচ্ছে যখন বনু কুসাই-ই ঝান্ডাবাহী, হজ্জ মৌসুমে পানি বিতরণকারী, কাবার চাবিরক্ষক, মিলনায়তনের

দেখাশোনাকারী সর্বোপরি নবুওয়াতের ব্যাপারটাও যদি সকলে মেনে নেয়, তখন কুয়াইশদের ভাগে রইলটা কি? এ সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীরে কাবীর (১২/২০৫), আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ১৭৭-৭৮)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ـ الاية ٢ ٥

অর্থ ঃ আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালন কর্তার এবাদত করে। (আল আনআম-৫২)

শানে নযূল ঃ (১) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশের একদল লোক নবী (আঃ)-এর কাছে এলো। এখানে খাব্বাব, আম্মার, বেলাল ও সুহায়ব (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশরা বললো, হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে কি কওমের এ লোকগুলোই পছন্দের? এরাই কি তারা, আমাদের ছেড়ে খোদা তা'য়ালা যাদের ওপর কৃপা দৃষ্টি ফেলেছেন? ওদেরকে পাশে রেখে আমরা কি করে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি? ওদেরকে এ মজলিস থেকে উঠিয়ে দাও, আমরা তোমার অনুসরণ করব। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হুজুর (সাঃ) সরাসরি অস্বীকার করেন। আরেক রেওয়াতে আছে যে, হুজুর (সাঃ)-এর একটা ধারণা জন্মেছিল, এদের মজলিস থেকে উঠালে কাফেররা ইসলামের প্রতি ঝুঁকতেও পারে। (মুসলিম (২৪১৩)

(২) হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের শানেই নাযিল হয়েছে। আমরা ছিলাম দরিদ্র-অসহায়। সকাল-সন্ধ্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে পড়ে থাকতাম। আমরা কুরআন ও সুন্নাহ শুনতাম। জান্নাত-জাহান্নামের ভয় পেতাম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা অবগত হতাম। এ সময় একদিন আকরা ইবনে হাবেস আততমীমী ও উয়ায়নাহ ইবনে হিসিন আল-ফাজারী এসে বললো, আমরা দুজন আমাদের কওমের নেতা, আপনার আশপাশে ওদের দেখে খারাপ লাগে। ওদের বিতাড়িত করুন। হুজুর (সাঃ) বললেন, আচ্ছা, তাই হবে। ওরা বললো- না আমরা এতে রাজী নই। আপনি এটা একটা কাগজে লিখে দিন। কাগজ ও দোয়াতের ব্যবস্থা হলো। ইতোমধ্যে নাযিল হলো এই আয়াত।

(ইবনে মাজা (কিতাবুয যুহ্দ, ৪১২৭), তাবারী (৭/১২৭)

(৩) ইবনে কাছীর ইমাম ইবনে জারীরের উক্তি উল্লেখ করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে রবিয়া, মুতইম ইবনে আদী ও হারেস ইবনে নওফেল প্রমুখ কুরাইশ সর্দার মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট এসে বললো, 'আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা মেনে নিতে আমাদের বাধা এই যে, তাঁর চারপাশে সর্বদা

এমন সব লোকের ভীড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তাঁর মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাঁকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয় তবে আমরা তার কথা বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবু তালেব মহানবী (সাঃ)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করে বললেন ঃ এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুবর্গই। কুরাইশ নেতৃবর্গের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত নাযিল হবার পর হযরত ফারুকে আযম (রাঃ)-কে 'আমার মত ভ্রান্ত ছিল'-এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তারা ছিলেন হযরত বেলাল হাবাশী (রাঃ), সুহায়ব রূমী (রাঃ), আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ), আবু হুজায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রাঃ), উসায়েদের মুক্ত ক্রীতদাস ছাবীহ (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), মাসউদ ইবনুল ক্বারী (রাঃ), যুশ শিমালাইন (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার সনদ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (সংক্ষিপ্ত মা'আরিফুল কুরআন-পৃ ঃ ৩৮২)

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ ۔ الایة ٥٩-٥٧

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে। তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করছ। (আল আন'আম-৫৭-৫৯)

শানে নুযূল ঃ নযর ইবনে হারেস ও কিছু কুরাইশ সর্দারদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হে মুহাম্মদ! তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও সেটা এনে দেখাও তো। এগুলো তারা টিপ্পনি করেই বলত। আল্লাহ্ এদের টিপ্পনির জবাবে এই সূরার ৫৮-৫৯ নং আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর (২/১৫৩-৫৪), তাবারী (৭/১৭৭)

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ الایة ٩١

অর্থ ঃ তারা আল্লাহ্‌কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বললো, আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি। (আল আন'আম-৯১)

শানে নুযুল ঃ সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, মালেক ইবনে সাইফ নামক ইহুদী হুজুর (সাঃ)-এর কাছে এসে ঝগড়া ও বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এক পর্যায়ে তাকে বললেন, যে খোদা মূসা (আঃ)-এর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন কসম সেই খোদার ! তাওরাতে কি তুমি এ কথা পাওনি যে, আল্লাহ্ পাক মেদস্ব পাদ্রীর প্রতি রাগত থাকেন? ঐ ইহুদী আলেম ছিল মোটা। সে রাগত স্বরে বললো, আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি। খোদ তার সাথীরা তাকে এ সময় জিজ্ঞাসা করল, মূসার প্রতিও কি কিছু অবতীর্ণ হয়নি? সে বলল, কসম খোদার ! মুসার প্রতিও কিছু নাযিল হয়নি। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ ঃ ১৭৭, আসবাবে নুযূল -১৮১)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ـ الاية ٩٣

অর্থ ঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। (আল আন'আম-৯৩)

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াত মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (লুবাব -পৃঃ ১৭৭)

وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ الاية ٩٣

অর্থ ঃ এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযেল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন (তার চেয়ে বড় জালেম কে?) (আল আন'আম-৯৩)

শানে নুযুল ঃ আলোচ্য আয়াতখানি আব্দুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবি সারাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ। সে ইসলামের ব্যাপারে দর্শনগত কথাবার্তা বলত। রাসূল (সাঃ) তাঁর দ্বারা একবার কিছু লেখাচ্ছিলেন। সূরা মু'মিনুনের "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سلالة" সে (কাতেবে ওহী) হিসাবে তা লিখল। অতঃপর যখন 'ثم انشاناه خلقا اخر' আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আব্দুল্লাহ খোদা তা'আলার সৃষ্টির রহস্য জেনে যারপরনাই বিস্মিত হলো। সে নিজের পক্ষ থেকেই অবলীলায় বলে ওঠল ঃ "تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ" হুজুর (সাঃ) বললেন-এটুকুও লিখে ফেল। কারণ আমার প্রতি এমনই অবতীর্ণ হয়েছে। এসময় আব্দুল্লাহর সন্দেহ হলো। সে বললো, যদি মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যবাদী হন তাহলে তার প্রতি যেমন ওহী নাযিল হয় তেমনি নাযিল হয় আমার প্রতিও। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে আমি যেটা বলছি সেটাই সে বলল।(অর্থাৎ কোরআন মানব রচিত, মনগড়া)। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তিতে এই ওয়াসওয়াসার কারণে সে মুরতাদ হয়ে যায়। (তাবারী (৭/১৮১), লুবাব-পৃঃ (১৭৭-৭৮)

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى - الاية ٩٤

অর্থ ঃ তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছো। (আল আন'আম-৯৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর প্রমুখ ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নযর ইবনে হারেস বলল, লাত ও ওজ্জা আমার সুপারিশ করবে। এরপর এই আয়াত পুরোটাই নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১৭৮)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ - الاية ١٠٨

অর্থ ঃ তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে মন্দ বলবে। (আল আন'আম-১০৮)

শানে নুযূল ঃ (১) মা'মার কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, মুসলমানরা কাফেরদের মূর্তিগুলোকে গালি দিত। কাফেররাও বিনিময়ে আল্লাহ্‌কে গালি দেয়া শুরু করলে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১৭৮, তাবারী (৭/২০৭)

(২) সুদ্দী বলেন ঃ আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে কুরাইশরা বললো, চলো আমরা এই ব্যক্তির (আবু তালেবের) কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি যে, সে যেন তার ভাতিজাকে আমাদের পক্ষ হয়ে নিষেধ ও সতর্ক করে। কেননা মৃত্যুর পরে তার ভাতিজাকে হত্যা করতে আমাদের শরম লাগবে। আরব জাতি টিপপনি কেটে বলবে, কুরাইশরা আবু তালেবের জীবদ্দশায় তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, মৃত্যুর পর সকলে বাহাদুর বনে গেছে। এই দলে ছিল। আবু সুফিয়ান, আবু জাহ্‌ল, নযর ইবনে হারেস, উমাইয়া, উবাই ইবনে খালফ, উকবা ইবনে আবি মুয়ীত, আমর ইবনুল আস ও আসওয়াদ ইবনে বোখতারী। তারা আবু তালেবকে বললো, আপনি আমাদের সিনিয়র সর্দার। মুহাম্মদ আমাদের কষ্ট দিচ্ছে। কষ্ট দিচ্ছে আমাদের খোদাদেরও। আমাদের দাবী আপনি তাকে ডেকে এ ব্যাপারে বারণ করে দিবেন যাতে সে আমাদের খোদাদের সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকে। বিনিময়ে আমরাও তাঁকে ও তাঁর প্রভুর সমালোচনা থেকে বেঁচে যাব। আবু তালেব হুযুর (সাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এরা তোমার সম্প্রদায়ের লোক এবং কিছু তোমার চাচার বংশের।

হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কি চায়'? তারা বললো, 'তুমি আমাদের ও আমাদের প্রভুদের সমালোচনা ছেড়ে [illegible]। বিনিময়ে আমরাও তোমার ও তোমার

প্রভুর সমালোচনা ছেড়ে দেব। আবু তালেব বললেন, তোমার কওম চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছে, মেনে নাও। হুযুর (সাঃ) বললেন, যদি তোমাদের এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে এমন একটা বাক্যের স্বীকৃতি তোমাদের থেকে চাই যা কিনা তোমাদেরকে আরবাধিপতি ও অনারবের নেতৃত্বশীল করবে তাহলে সেটা মানবে কি? আবু জাহ্‌ল বললো, একটা কেন এমন দশটা বাক্যের স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত আমরা। বলো কী সেটা? হুযুর (সাঃ) বললেন, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কাফেররা চমকে ওঠল এবং অস্বীকৃতি জানাল। আবু তালেব বললেন, ভাতিজা! এ ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাব রাখতে। কেননা তোমার জাতি তোমাকে নিয়ে খুব ভড়কাচ্ছে,। হুজূর (সাঃ) বললেন চাচাজী! ওরা যদি আমার এক হাতে সূর্য ও আরেক হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তাহলেও আমি এই প্রস্তাব থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হব না। এ সময় কাফেররা বললো, 'ঠিক আছে, তুমি যখন ফিরবেই না এবং আমাদের কথায় কান দিবে না তখন তুমি আমাদের ও আমাদের খোদাদের গালি দিতে থাক, আমরাও তোমাকে ও তোমার খোদাকে গালি দিতে থাকি। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। -তাবারী (৭/২০৭)

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا - الاية ١٠٩

অর্থ ঃ তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র নামে কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। (আল আনআম-১০৯)

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরযী বলেন, হুযূরে পাক (সাঃ) একবার কুরাইশদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় কুরাইশরা বললো, হে মুহাম্মদ! তুমিই তো আমাদের জানিয়েছ যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে একটি লাঠি ছিল যাদ্বারা তিনি পাথর পেটাতেন। ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন এবং ছামুদ জাতির জন্য পাহাড় থেকে উষ্ট্রী বের করা হয়।তুমি আমাদের জন্য অমন একটা মোজেযা এনে দাও। তাহলে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন- কি আনলে তোমরা খুশী হবে? তারা বললো, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দাও! এরশাদ হলো, তাহলে তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তো? তারা বললো, কসম খোদার করব বৈ কি। এ সময় রাসূল আকরাম (সাঃ) দু'আর জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন, 'আপনি চাইলে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এরপর তারা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে খোদার গযব পেয়ে বসবে তাদের। আর আপনি চাইলে তাদের কে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দিন যাতে তারা তওবা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে তাবারী (৭/২১০), লুবাব-পৃ ঃ ১৭৯)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ - الاية ١٠٠

অর্থ ঃ তারা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে। (আল আন'আম-১০০)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত নাস্তিক-বিধর্মীদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। ওরা বলত, আল্লাহ্ ও ইবলিস দুই ভাই। আল্লাহ্ মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, আর ইবলিশস করেছে সাপ, বিচ্ছু ও হিংস্র প্রাণী সৃষ্টি। এই কথারই প্রতিবাদ আলোচ্য আয়াত। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৮২)

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ - الاية ١١٨

অর্থ ঃ অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে আহার কর যদি তোমরা তার বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (আল আন'আম-১১৮)

শানে নুযূল ঃ (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিছুসংখ্যক মানুষ নবী করীম(সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যেটা হত্যা করি সেটা খাই অথছ আল্লাহ্ যেটা হত্যা করেন সেটা খাই না কারণ কি? এ প্রশ্নের জবাবে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ ঃ ১৭৯-৮০)

(২) আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে, কাফেররা মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বলত-আশ্চয্য তো! তোমরা নিজ হাতে জবাই করা পশুর গোশ্‌তকে হালাল বলো অথচ আল্লাহ্ যেটা মেরেছেন (স্বাভাবিক, জবাইহীন মৃত্যু) সেটা হালাল বলোনা! এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দুররে মানছুর (৩/৪২), তিরমিযী (২/১২৮)

(৩) **ইকরামা বলেন ঃ** 'মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম' প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হলে পারস্যের অগ্নিপূজারীরা মক্কার মুশরেকদের লেলিয়ে দিয়ে বললো, তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তুমি নিজ হাতে যেটা জবাই করছ সেটা হালাল আর যেটা আল্লাহর নির্দেশে মারা যাচ্ছে সেটা হারাম-ব্যাপারটা কী? এতে কিছু মুসলমানদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো। এ সময় আল্লাহ্ পাক 'অত্র আয়াত ও

"وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰۤئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ"

"নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে "নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর (২/১৭১), ইবনে মাজা (৩১৭৩),তাবারী (৮/১৮ ও ১২৬), হাকেম (৪/১১৩ [illegible]১)

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا ـ الاية ١٢٢

অর্থ ঃ আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। (আল আন'আম-১২২)

শানে নুযূল ঃ আবু জাহ্‌ল হুযূর (সাঃ)-কে গোবর নিক্ষেপ করল। ওই সময় হযরত হামযা (রাঃ)-কে কেউ আবু জাহ্‌লের এই ঔদ্ধত্যের কথা জানাল। হামযা (রাঃ)তো রেগে আগুন। তিনি আবু জাহ্‌লের প্রতি ধনুক ছুঁড়ে মারলেন। আবু জাহ্‌ল ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক বললো, হে আবু ইয়ালা! (হামযা (রাঃ)-এর উপনাম) মুহাম্মদের বিস্ময়কর কথায় আমাদের আক্কেল গুড়ুম। সে আমাদের খোদাদের শানে নিকৃষ্ট ও অপমানজনক উক্তি করে। বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করে। হযরত হামযা (রাঃ) বললেন, তোমার চেয়ে বেকুফ আর কে আছে? তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পাথর পূজা কর! এ কথা বলে তিনি ওখানেই কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ১৮৪)

سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ

সূরা আরাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا بَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ الاية ٣١

অর্থ ঃ হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও। (সূরা আরাফ-৩১)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আরব জাতি খানায়ে কাবা উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। পুরুষেরা দিনে আর মহিলারা তওয়াফ করত রাত্রে। তারা বলত, আমরা ওই কাপড় পরিহিত অবস্থায় কি করে তওয়াফ করি যা পরিধান করে ইতোপূর্বে খোদার নাফরমানী করেছি।। হজ্জ মৌসুমে তারা কেবল এতটুকু খানা খেত যদ্বারা জীবন বাঁচে কোনক্রমে। গোশ্‌ত ও চর্বি জাতীয় খাদ্য স্পর্শ করত না তারা। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ ঃ ১৮১-৮২,আসবাবে নুযূল-পৃ ঃ ১৮৫-৮৬)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ - الاية ٣٢

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আল্লাহ সাজ-সজ্জার যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে।' (সূরা আরাফ-৩২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আরব জাতি উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করার সময় সিটি ও তালি বাজাত। আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করে তাদেরকে কাপড় পরিধান করার হুকুম দিয়েছেন।
(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/১৬)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ - الاية ١٥٧

অর্থ ঃ 'সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী।'
(সূরা আরাফ-১৫৭)

শানে নুযূল ঃ যখন এই আয়াত "رحمتى وسعت كل شئ" নাযিল হয় তখন ইহুদীরা আশাবাদী হয়ে বলে, আমরাও আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি, যাকাত আদায় করি, সুতরাং আমরা আল্লাহ্র বিস্তীর্ণ রহমতী পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। (কানযুন নুকূল-পৃ ঃ ৪৩)

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ - الاية ١٥٩

অর্থ ঃ বস্তুত মূসার সম্প্রদায়ের একটি দল রয়েছে, যারা সত্যপথ নির্দেশ করে।
(সূরা আরাফ-১৫৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের শানে নাযিল হয়েছে, যারা ইহুদী ছিলেন এবং হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।
(কানযুন নুকূল-পৃ ঃ ৪৩)

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ - الاية ١٦٣

অর্থ ঃ 'আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত।' (সূরা আরাফ-১৬৩)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইহুদীদের কুফরীর ওপর তাদের ভর্ৎসনা করতেন। বলতেন, বাপ-দাদাদের অনুসরণ করতে গিয়ে তোমরা নবীগণের সাথে

চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছ। ওরা এ সময় জবাব দিত, আমাদের পূর্বসূরি ও বাপ-দাদারা না কখনো তাঁদের স্বীয় রবের সাথে কুফরী করেছে, না করেছে নবীগণের সাথে। এই জনপদে যা কিছু ঘটেছিল তা তারা গোপন করত। মনে করত ওই ঘটনা সাধারণ মানুষ জানে না। এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ পাক ওই ঘটনা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন। (জালালাইন-১৪৩ পৃঃ)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ - الاية ١٧٥

অর্থ ঃ আর আপনি তাদের শুনিয়ে দেন সে লোকের অবস্থা যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে।

(সূরা আরাফ-১৭৫)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাতে বনী ইসরাইলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফের এমন উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহির কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারেফত হাসিল করার পর যখন পার্থিব কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার ওপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তাকে সমস্ত লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হল।

কোরআন মজীদে সে ব্যক্তির নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরবিদ, সাহাবী ও তাবেঈনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনে মরদুইয়্যাহ (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল'আম ইবেন বা'উরা। সে সিরিয়ার বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্‌আনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহ্‌র কোন কোন কিতাবের এলেম তার ছিল। তার গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআনে কারীমে الذى اتينه যে বলা হয়েছে, তাতে সে এলেমের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ফেরাউনের সলীল-সমাধি ও মূসা (আঃ)-এর মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলদেরকে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম হল এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, মূসা (আঃ) সমগ্র বনী ইসরাঈলের সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন-পক্ষান্তরে তাদের মোকাবেলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের সলীল-সমাধি হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হল। তারা সবাই মিলে বাল'আম ইবনে বা'উরার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মূসা (আঃ) অতি কঠিন লোক, তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তাঁর

সাথে; তারা এসেছে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল'আম ইবনে বাউরা ইসমে আজম জানত এবং সেই ইসমের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হত।

বাল'আম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা এ কী বলছ! তিনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহ্র ফেরেশ্তা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি? আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়িত করতে থাকলে বাল'আম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কি-না। সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য এস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেয়া হলো, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। কাজেই সে কওমের লোকজনদের বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন সমাজপতিরা তাকে একটা লোভনীয় উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচ বিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। লোকেরা তখন বিরাট অংকের উপঢৌকনের বিনিময়ে তার স্ত্রীকে এ মর্মে রাজী করাল যে, সে স্বামীকে দুয়া করার জন্য রাজী করাবে। কোন কোন বর্ণনা মতে স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মূসা (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহ্র মহা কুদরতের এক অপূর্ব পরাকাষ্ঠা দেখা দেয়।- মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সে সবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চিৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বাল'আম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়-আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হলো।

আর বাল'আমের শাস্তি হলো এই যে, তার জিহবা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদেরকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যদ্দারা তোমরা মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তা হল এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদেরকে সাজিয়ে বনী ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। বলে দাও, বনী ইসরাঈল তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়, কোন রকম বাদ যেন না সাধে। এরা মুসাফির,দীর্ঘদিন ঘরছাড়া, হয়তবা এরা এ ব্যবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গযব ও অভিসম্পাত নাযিল হয় ।সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না। বাল'আমের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হলো এবং সে মতেই কাজ করা হলো। বনী-ইসরাঈলের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন। কিন্তু সে বিরত হলো না, বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হলো। শেষ পর্যন্ত যে লোকটি অসৎকর্মে লিপ্ত হয়েছিল তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী ইসরাঈলীরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা শিক্ষাগ্রহণ করে এবং সকলে তওবা করে। তখন সেই প্লেগ দমিত হল। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২৬৫-৬৬), সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন-পৃ ঃ ৫০১,তাবারানী (আলকাবীর) (৯/২২৪৯),মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৭/২৫),নাসাঈ (কিতাবুত তাফসীর, ২১৩)

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - الاية ١٨٠

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। (আরাফ-১৮০)

শানে নুযূল ঃ মুশরিকরা আল্লাহ্ পাককে এমন নামে ডাকত ইসলামী শরীয়ত যার অনুমতি দেয় না। যেমন আরব্য কাফেররা ডাকত, "يَا اَبَا الْمَكَارِم" 'হে আবুল মাকারিম'। 'খ্রিস্টানরা ডাকত "يَا اَبَا الْمَسِيْح" 'হে মসীহ'র বাবা।' এই ধরনের শির্‌কপূর্ণ ডাকাডাকি থেকে নিষেধ করতে অত্র আয়াতের অবতারণা হয়। (কানযুন নুকূল-পৃ ঃ ১৪৪)

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا - الاية ١٨٧

অর্থ ঃ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। (সূরা আরাফ-১৮৭)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর আবদ ইবনে হুমাইদ ও হযরত কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কার কুরাইশরা হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে

জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কিয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। এ ব্যাপারে আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট সময় আসার আগেই আমরা তৈরী হয়ে যেতে পারি। আপনার ও আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবীও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদেরকে বিষয়টি আপনি বলতে না চান , তবে অন্ততঃ আমাদেরকে বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীর ইবনে জারীর (৯/৯৪)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ " اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى " وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ـ الاية ١٨٨ ـ ١٩١

অর্থ ঃ তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে...... অথচ তারা সৃষ্টি হয় । (সূরা আরাফ ১৮৮-৯১)

শানে নুযূল ঃ মুজাহিদ বলেন, হযরত আদম ও হাওয়ার কোন সন্তান জীবিত থাকত না। শয়তান তাদেরকে বলল, এবার তোমাদের কোন সন্তান হলে নাম রেখ আবুল হারস্। ইতোপূর্বে শয়তানের নাম ছিল হারস্। তারা তা-ই করলেন। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে–

"فَلَمَّا اٰتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ" আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৮৮)

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اَنْصِتُوْا ـ الاية

অর্থ ঃ আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমাদের ওপর রহমত হয়। (সূরা আরাফ-২০৪)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এ হুকুম কি নামাযের মধ্যস্থ কুরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কুরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায়, তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক- অধিকাংশ মুফাসসিরিনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল ব্যতীত যে কোন অবস্থায় কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

এখানে আমরা অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত তুলে ধরছি। স্মর্তব্য যে, রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা মর্মের বিভিন্নতার পরিচায়ক নয়।

১. কাতাদাহ্ বলেন ঃ নামায প্রবর্তনের শুরু থেকে সাহাবায়ে কেরাম নামাযের মধ্যে কথা বলতেন। কেউ কেউ নামাযে পরে শরীক হতে এসে নামায রত মুসল্লিকে বলত কত রাকাত হয়েছে? নামাযী বলত- এত এত রাকাত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

২. ইবনে শিহাব জুহরী বলেন, জনৈক আনসারী সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখনই কিছু পাঠ করতেন তখন সেও পাঠ করত। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হুযূরে আকরাম (সাঃ) ফরয নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সাহাবাগণও তাঁর পেছনে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করায় তার তেলাওয়াতে গড়বড় হয়ে যেত। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

৪. সাইদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, আমর ইবনে দীনার ও মুফাসসিরীনের একদল বলেন, এই আয়াত জুমুআর খুৎবায় ঈমাম দাঁড়ানোর পর শ্রোতাদের চুপ থাকা বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী (৯/১১০-১১২), লুবাব-পৃঃ ১৮৩), সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন-পৃঃ ৫১১)

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ

সূরা আনফাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ - الاية

অর্থ ঃ আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হল আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের। (সূরা আনফাল-১)

শানে নুযূল ঃ উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে আমি হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে শরীক ছিলাম। আল্লাহ্ পাক দুশমনদের পরাভূত করলেন। তখন সাহাবাদের একদল দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। পলায়নপর শত্রু সৈন্যদের কচুকাটা করছিলেন। আরেকদল এসে তাঁদের ঘিরে নিচ্ছিল। একদল হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর সংরক্ষণ করে যাচ্ছিলেন যেন দুশমন এসে অকস্মাৎ তাঁর ওপর হামলা করে না বসে। রাত হয়ে এলে যুদ্ধলব্ধ মাল ভাগ-বাটোয়ারা হতে লাগল। যারা যুদ্ধলব্ধ মাল জামায়েত করে হেফাজত করছিলেন তারা বলতে লাগলেন, এর হকদার কেবল আমরাই। যারা শত্রুসৈন্যের পিছু ধাওয়া করেছিলেন তাদের বক্তব্য ছিল, শত্রু

বিনাশের কাজে লিপ্ত ছিলাম কেবল আমরাই। সুতরাং এর প্রাপ্তি আমাদেরই। যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হেফাজত করছিলেন তাদের কথা, নবী (সাঃ)-এর ওপর কোন হামলা না হয় এজন্য যারা অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছে সেতো আমরাই। এই বিবাদ ও মতানৈক্য নিরসনার্থে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/৮৩), মুস্তাদরক (২/৩২৬), তিরমিজী (২/১৩৯)

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ - الاية ٥

অর্থ ঃ যেমন করে আপনাকে আপনার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য। অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না।

(সূরা আনফাল-৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আকাবাহ ও ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় এ সংবাদ পৌছে যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্য কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কোরায়েশ অংশীদার। ইবনে আকাবার বর্ণনানুযায়ী মক্কায় এমন কোন নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। এই কাফেলায় ৫০ হাজার দীনার সমপরিমাণের পণ্য ছিল। গোটা পুঁজির মূল্য কাগুজে মুদ্রায় দাঁড়ায় ২৬ লক্ষ টাকা। তাও ১৪'শ বছর পূর্বের ২৬ লক্ষ। এখনকার হিসাবে কয়েক শো কোটি-ই বলা চলে। মোটকথা, এটি ছিল কুরাইশদের বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাসের বর্ণনার সূত্র ধরে বাগাভী বলেন, যাদের কারণে রাসূল (সাঃ) ও মুহাজিরবৃন্দ মক্কা ছেড়েছেন সেই ঘোর শত্রু আজ বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে চলে যাচ্ছে। এদের কাফেলার ওপর চড়াও হতে পারলে ওদের অর্থনৈতিক বাহু সহজেই দুর্বল করা যাবে। মহানবী(সঃ) কাফেলার ওপর চড়াও হতে যৎসামান্য মানুষ ও নগণ্য কিছু অস্ত্র নিয়ে বের হলেন।

এদিকে রাসূলের এই পরিকল্পনা গুপ্তচর মারফত জানতে পেরে আবু সুফিয়ান গতিপথ পাল্টে একজন লোককে মক্কায় পাঠায়। পরবর্তীতে মক্কাবাসীরা বিশাল সৈন্য নিয়ে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে এসে তাবু গাড়ে।

এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূলে করীম (সাঃ) সঙ্গী সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি-না। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া এমন কোন উদ্দেশ্য

নিয়েও আমরা আসিনি। তখন পালাক্রমে আবু বকর, ওমর ও সর্বশেষে সাদ ইবনে মুআজ উঠে দাঁড়ালেন ও রাসূলের নির্দেশ মত জেহাদ চালাবেন বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/৮৭),সংক্ষিপ্ত মাআরেফুল কুরআন (পৃঃ ৫১৮-২০), লুবাব-পৃঃ ১৮৫)

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ـ الاية ٩

অর্থঃ তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন। (আল আনফাল-৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, হুযূর (সাঃ) মুশরিক সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ওদের সংখ্যা সহস্রাধিক আর তাঁর সাহাবা মাত্র তিনশ'-এর কিছু বেশী। তিনি কেবলামুখো হন, দু'হাত উঁচু করেন এবং খোদার কাছে কাকুতি মিনতি করেন। দোয়ায় বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি যে ওয়াদা করেছিলে আমার জন্য তা পূরণ কর। হে খোদা! এই মুষ্টিমেয় মানুষ কটা শেষ হলে তোমার যমিনে এবাদত করার মত কেউ থাকবে না। হুযুর হাত উঁচু করতে করতে এই পর্যায়ে পৌঁছেন যে, তাঁর চাদর দেহ মুবারক থেকে খুলে পড়ে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এসে তাঁর চাদর ওঠাতে গিয়ে বলেন, আপনার প্রভু আপনার মিনতি শুনেছেন। আর অবশ্যই তিনি কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-১৮৬, মুসলিম-১২/৮৪,৮৫, বৈরুত সংস্করণ, তিরমিযী ৪/১১১-১২, وقال حسن صحيح غريب

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি বরং আল্লাহরই তাদেরকে হত্যা করেছেন। (আল আনফাল-১৭)

শানে নুযূল ঃ বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমানগণ পরস্পরে গর্ব করে বলছিলেন, আমরাই কাফেরদের হত্যা করেছি। এই পরিমাণ হত্যা করেছি ও এই পরিমাণ বন্দী করেছি। এই ধারণা দূর করার জন্য অত্র আয়াত নাযিল হয়। (জালালাইন পৃঃ ১৪৯)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ আর আপনি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করেননি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন বরং তা স্বয়ং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। (আল আনফাল-১৭)

শানে নুযূল ঃ ১. উহুদ যুদ্ধে উবাই ইবনে খালফ রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে হামলা করার নিয়তে অগ্রসর হলো। মুসলমানদের বেশ কয়েকজন তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। হুযূর (সাঃ) তার পথ ছেড়ে দাঁড়াতে বললেন। মুসআব ইবন উমায়ের (রাঃ) তাকে নিয়ে এলেন। হুযূর (সাঃ) উবাইয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন, তার বর্ম ও হেলমেটের মাঝে সামান্য ফাঁক আছে। হুযূর (সাঃ) তার কণ্ঠাস্থিতে হামলা চালালেন। উবাই ঘোড়ার পিঠ থেকে ভূপতিত হলো। কোন প্রকার রক্ত না বেরুলেও তার পাজড়ের হাড্ডি ভেঙ্গে গেল। তার সাথীরা এসে দেখল সে গরুর মত গোঙাচ্ছে। তারা বললো, এমনি দশা তোমার হলো কি করে? আর কী এমন আঘাত পেয়েছ যদ্দরুন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছ? এ তো সামান্য নখের আঁচড়। সে বলল, কসম খোদার ! এই যে আঘাত আমি পেয়েছি, তা যদি যিলমাজাযের সকলকে ভাগ করে দেয়া হয় তাহলে সবাই মারা যাবে। উবাই শেষ পর্যন্ত মরে জাহান্নামের পথ ধরল। মক্কায় পৌছার পূর্বেই তাঁর জাহান্নাম প্রাপ্তি নিশ্চিত হলো। এরপর নাযিল হল এই আয়াত। আল্লামা সূয়ুতী 'লুবাবুন নুকূল'-এ বলেন, রেওয়াতটি " صحيح الاسناد" কিন্তু غريب। (লুবাব-পৃঃ ১৮৭-৮৮, হাকেম ২/৩২৭, আল্লামা যাহাবীও এ রেওয়ায়েত ছহি বলেছেন)

২. ইবনে জারীর তাবারী আব্দুর রহমান ইবনে জুবায়ের-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খায়বার যুদ্ধকালে হুযূর (সাঃ) একটি ধনুক তলব করলেন। সেটি দিয়ে তিনি কিল্লায় তীর ছুঁড়লেন। জনৈক ইহুদী এগিয়ে এলো। এমন কি শয্যাশায়ী ইবনে উবাই আল-হাকীকও এতে মারা যায়। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃঃ ১৮৮, وقال مرسل جيد الاسناد ولكنه غريب)

৩. তবে এই আয়াতের বিখ্যাত শানে নুযূল হচ্ছে যে, এটি বদর যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে, হাকীম ইবনে হেযাম বলেন, বদরের দিনে আমরা আসমান থেকে একটি আওয়াজ শোনলাম চিলমচিতে নুড়ি পাথর পতিত আওয়াজের মত। সঙ্গে সঙ্গে হুজুর (সাঃ) পতিত ধুলি কণার এক মুঠ মাটি উঠিয়ে নিক্ষেপ করলেন, আমরা জয়লাভ করলাম। এ প্রসঙ্গেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১৮৮, তাবারানী কাবীর (৩/২০৩), মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৬/৮৪ وقال اسناده حسن), তাফসীরে তাবারী (৯/১৩৬)।

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ـ لاية

অর্থ ঃ তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌছে গেছে। (আল আনফাল-১৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতে পরাজিত কুরাইশ কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশ বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনীপ্রধান আবু জাহ্‌ল প্রমুখ বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে এ ভাবে দোয়া করেছিল

'ইয়া আল্লাহ্! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশী হেদায়েতের ওপর রয়েছে এবং যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান কর। এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত মাআরেফুল কুরআন-পৃঃ ৫২৫,লুবাব-পৃঃ ১৮৮-৮৯, মুস্তাদরেকে হাকেম (২/৩২৮), তাফসীরে তাবারী (৯/১৩৯), মুসনাদে আহমদ (৫/৪৩১)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ـ الاية ٢٧

অর্থ ঃ হে ঈমানদাররা ! খেয়ানত করো না আল্লাহ্‌র সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে। (আল আনফাল-২৭)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত আবু লুবাব ইবনে আব্দুল মুনাযিরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

ঘটনা এই যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বনী কুরায়যার বসতি ২১ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত অবরুদ্ধ বনী কুরায়যা ওই আপোষের প্রতি আহবান জানাল যে আমরা সেই শর্ত মোতাবেক ফয়সালায় আসতে চাই যে শর্ত করেছিল বনু নযীর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে। সেই শর্ত ছিল, হয় তারা তাদের ভাইয়ের কাছে 'বাজিয়াতে' যাবে কিংবা সিরিয়ায় উপনীত হবে। রাসূলে খোদা (সাঃ) সায়াদ ইবনে মুআজের নির্দেশক্রমে তারা আত্মসমর্পণ করে কেল্লা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কোন আপোষকামিতাকেই সমর্থন দিলেন না। বনু কুরায়জা এতে বেঁকে বসে বললো, আমাদের কাছে আবু লুবাবাকে প্রেরণ করা হোক। তিনি ছিলেন তাদের কাছে কয়েকটি ব্যাপারে আবদ্ধ। কেননা তার স্ত্রী-পুত্র ও মাল সম্পদ সবই তাদের অধীনে ছিল। রাসূলে খোদা তাঁকে ওদের কাছে প্রেরণ করলে ইহুদীরা বলল, হে আবু লুবাবা। তোমার বক্তব্য কী? সায়াদ ইবনে মুয়াজের কথা মত আমরা কেল্লা ছেড়ে নেমে পড়ব কি? তখন আবু লুবাবা (রাঃ) হস্ত দ্বারা গলদেশে ইশারা করলেন (বুঝালেন, নামলে গলা কাটা যাবে)। সুতরাং নামতে যেও না।

হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) বলেন, 'এই কথা বলা শেষ করতে পারিনি ইতোমধ্যে মনে হল আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করে ফেলেছি। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হলো।

যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন আবু লুবাবা নিজেকে মদীনার মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেন। বলেন, আল্লাহ্ আমার তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমৃত্যু খাদ্য-পানীয় স্পর্শ করব না। এ ভাবে ৭ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময়ে তিনি কোন পানাহার করেননি। ক্ষুধা ও দুর্বলতায় তিনি নেতিয়ে পড়লেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁর তওবা কবুল করেন। এ খবর তাঁর কাছে জানানো হলো, 'আবু লুবাবা, তোমার তওবা কবুল হয়েছে। তিনি বললেন, কসম খোদার! যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে আমার বাঁধন খুলবেন ততক্ষণ আমি খুলব না। হুজুর (সাঃ) এসে তাঁর বাঁধন খুললেন। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সমস্ত মাল সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিতে চাই। হুযূর (সাঃ) বললেন, না। স্রেফ এক-তৃতীয়াংশ সদকা হবে। (তাফসীরে ইবনে জারীর (৯/১৪৬), সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/৯৭), লুবাব-পৃঃ ১৯০)

اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ الاية ٣٠

অর্থ ঃ আর কাফেররা যখন প্রতারণা করল আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য। (আল আনফাল-৩০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কুরাইশ ও বিভিন্ন গোত্রের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ দারুন-নদওয়ায় বিশেষ জরুরী বৈঠকে বসল। শয়তান সেখানে এক মহান বুযুর্গের ছদ্মাবরণে হাজির হল। তাকে দেখে তারা প্রশ্ন করল, কে আপনি? সে বলল, 'নজদের শায়খ'। ওই লোকটা ব্যাপারে তোমরা পরামর্শে বসেছ শুনে এলাম। আমার পরামর্শ তোমাদের বিরুদ্ধে নয়, তোমাদের পক্ষেই যাবে।'-তারা বলল, বেশ ভালো কথা। তাহলে প্রবেশ করুন। শয়তান তাদের সাথে পরামর্শ কক্ষে ঢুকল। প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করল—ওই লোকটার [মুহাম্মদ (সাঃ)] ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? একজনে বললো, তাকে শক্ত রশির দুশ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে ফেল। অতঃপর নিশ্ছিদ্র কুঠরীতে ঢুকিয়ে দাও। ধুকে ধুকে মৃত্যুই হবে যার পরিণতি। যেমনটা তোমরা করেছিলে কবি যুহায়র ও নাবেগার বেলায়। কেননা, এ লোকটাও তাদের মত কবি। এ সময় আল্লাহ্র দুশমন শায়খ নজদী বলল, এটা কেমন রায় হলো? এমনটা হলে নেতৃস্থানীয় কেউ তাঁকে ছাড়িয়ে নেবে। সেক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা ও ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যাবে। ফলে এটা তোমাদের জন্য বুমেরাং হবে। সে তোমাদের সামনে প্রকাশ্যভাবেই দাওয়াত দিয়ে তোমাদেরই একজনকে বিভ্রান্ত করে

ভাগিয়ে নিয়ে যাবে। একদিন তারাই তোমাদেরকে দেশছাড়া করবে। অন্য কোন রায় থাকলে পেশ করো। আরেকজন বললো, তাকে দেশান্তরিত করা হোক। তাহলেই কেবল তোমরা শান্তি পাবে। কেননা তাকে বের করতে পারলে সে যে কষ্ট ইতোপূর্বে দিয়ে আসছে তা আর দিতে পারবে না। শায়খ নজদী বললো, এটা তেমন কি আহামরি প্রস্তাব? তোমরা কি তাঁর শ্রুতিনন্দন ভাষা ও চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনা শোননি? কসম খোদার ! তোমরা যদি এমনটা করো তাহলে অচিরেই গোটা আরব জাতি তার পক্ষ নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে। সেক্ষণে তারা তোমাদের অবরুদ্ধ করে দেশছাড়া করবে এবং বুদ্ধিজীবী ও অভিজাতগণকে হত্যা করবে। তারা বলল, উত্তম কথাই রাখলেন আপনি।শায়খ নযদী বলল, দেখ এখন অন্য প্রস্তাব। এ সময় আবু জাহল বলে ওঠল, কসম খোদার! এবার আমি এমন এক প্রস্তাব বলব যার পর আর কোন প্রস্তাব তোমাদের রাখার প্রয়োজন পড়বে না। সকলে বলল, কী সেটা? সে বলল, প্রতি গোত্র থেকে তোমরা এক একজন করে সুঠাম যুবক নির্বাচন করবে। এদের সকলের হাতে থাকবে লম্বা তলোয়ার। সকলেই এক সাথে হামলা করবে। এরপর সে নিহত হলে গোটা গোত্রের ভাগে এই হত্যার দায়-দায়িত্ব চাপবে। পরবর্তীতে বনী হাশেমের পক্ষে একা এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়া সম্ভবপর হবে না। তারা মক্কার গোত্রগুলোর ঐক্য দেখে হত্যাকান্ড মেনে নিবে। প্রতিশোধ থেকে হাত গুটাবে। আমরা শান্তি পাব। জাতি মুক্তি পাবে তার কষ্ট থেকে। শায়খ নজদী বললো, কসম খোদার! প্রস্তাব বলে একেই। এই লোকের কথার মত আর কথা আছে কি ? আমি এর চেয়ে উত্তর রায় আর দেখছি না। তারা সর্বসম্মতিক্রমে রায় মেনে নিয়ে বৈঠক ভাঙ্গল। এরপর জিবরাঈল (আঃ) এলেন। হুজুর (সাঃ)-কে বললেন, যে বিছানায় এতদিন শুয়েছেন তাতে শুবেন না। তাঁকে জানালেন কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা। রাসূল (সাঃ) ওই রাতে পূর্বের বাড়ীতে থাকলেন না। আল্লাহ্ পাক তাঁকে তখনই হিজরত করার অনুমতি দেন। মদীনা আগমনের পরপরই আল্লাহ্ তা'আলা এই নেয়ামতের কথা আয়াতে নাযিল করে তাঁর প্রিয় হাবিবকে জানান।

(লুবাব-পৃঃ ১৯১-৯২),সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/৯৯-১০০)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا ـ الاية ٣١

অর্থ ঃ আর যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়।

(আল আনফাল-৩১)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতে দারুন-নদওয়ার বিশিষ্ট সদস্য নযর ইবনে হারেসের অহেতুক সংলাপের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। এই মালাউন ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগে ইহুদী-নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের এবাদত উপাসনা বারবার দেখতে পেয়েছে। সে জেনেছে রুস্তম ও আসফানদিয়ারের কাহিনী। ব্যবসা থেকে ফিরে সে

দেখল হুজুর (সঃ) তখন ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন। মানুষকে কুরআন তেলওয়াত করে শোনাচ্ছেন। হুযূর (সাঃ) যখন কোন মজলিস থেকে উঠে যেতেন তখন সে ভ্রমণকালীন সংগ্রহ করা কাহিনী বলত। এমনকি দম্ভ করে এ কথা পর্যন্ত বলত, কার কিচ্ছা ভাল, আমার না মুহাম্মদের? বদর যুদ্ধে তাকে নাগালে পাওয়া গেল। সে বন্দী হলো। হুযূর (সাঃ) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। মেকদাদ যিনি তাকে বন্দী করেছিলেন, বললেন, সে আমারই হাতে বন্দী। হুযুর (সাঃ) বললেন, সে আল্লাহ্র কুরআন নিয়ে যাচ্ছেতাই বলত। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-পৃঃ (২/১০১), লুবাব-পৃঃ ১৯৩)

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ ـ الاية ٣٢

অর্থ ঃ আর তার যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ! এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত)সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর। (সূরা আনফাল-৩২)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত নযর ইবনে হারেসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ইমাম বোখারী বর্ণনা করেন, এ আয়াত আবু জাহ্ল ইবনে হিশাম-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন সে বলেছিলে, হে আল্লাহ্! তোমার থেকে আগত এই দ্বীন যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা কর। (বোখারী কিতাবুত তাফসীর, ৪৬৪৮), মুসলিম কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন, ৩৭/২৭৯৬), লুবাব-পৃঃ ১৯৪। সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১০১-১০২)

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ـ الاية ٣٥

অর্থ ঃ আর কাবার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজান ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। (সূরা আনফাল-৩৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত মুকাতিল বলেন, 'রাসূলে পাক (সাঃ) যখন মসজিদে নামায আদায় করতেন তখন দু'জন লোক তার দু'পাশে দাঁড়াত। এরা ছিল বনু আব্দুদ দারের। এদের একজন শিস দিত আরেকজন তালি বাজাত যাতে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর নামাযে বিঘ্ন ঘটে। এদের ব্যাপারেই অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(কানযুন নুযূল পৃঃ ৪৫ (মাআলিমুত তানযীলের সূত্রে), তাফসীরে তাবারী (৯/১৫৭), লুবাব-পৃঃ ১৯৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ ـ الاية ٣٦

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে যে সব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ যাতে তারা বাধা দান করতে পারে আল্লাহ্র পথে। (সূরা আনফাল-৩৬)

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর কুরাইশরা মক্কায় ফিরে এলো। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রবিয়াহ, ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া যাদের প্রিয়জন এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল আবু সুফিয়ানের কাছে এসে বললো, আপনি তো জানেন এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাজত কল্পে করা হয়েছে। যার ফলে মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সহজেই আমরা চাই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোধ নিতে পারি। আবু সুফিয়ান এ দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে দেয়, যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে তাবারী (৯/১৬০), লুবাব-পৃঃ ১৯৬-৯৭, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১০৩, সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন-পৃঃ ৫৩২)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا - الاية ٤٧

অর্থ ঃ আর তাদের মত হয়ে যেও না যারা নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকজনকে দেখাবার উদ্দেশ্যে বের হয়। (সূরা আনফাল-৪৭)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশরা যখন বদরের উদ্দেশে লড়াই করতে মক্কা থেকে বেরোল তখন পথিমধ্যে আবু সুফিয়ানের দূতের সাথে তাদের সাক্ষাৎ। দূত বললো, যে কাফেলার হেফাজত কল্পে তোমাদের এই অগ্রাযাত্রা তা তো নিরাপদ গন্তব্যে পৌছে যাচ্ছে। কাজেই তোমরা এখন ফিরে চল। এ সময় আবু জাহ্‌ল বললো, না, না। তা কি করে হয়? বদরে জিতব, রঙ্গ-রসের আসর জমাব, নৃত্য পরিবেশন করব, মদ পানের হিড়িক ফেলব, তারপর উট জবাই করে সকলকে দাওয়াত না খাইয়ে ফিরবই না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জ্ঞাতার্থে- এই আয়াত নাযিল করেন। (জালালাইন-পৃঃ ১৪৩, লুবাব-পৃঃ ১৯৯-২০০, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/১১১)

إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ - الاية ٤٨

অর্থ ঃ আর যখন শোভনীয় করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে। (আল আনফাল-৪৮)

শানে নুযূল ঃ যখন মক্কার মুশরিক বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলায় বনি কেনানার কাছে এসে ইতস্ততঃ করছিল তখন শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের ছদ্মাবরণে উপস্থিত হয়ে বলল, তোমরা চিন্তা করো না। আমি তোমাদের জিম্মাদার। কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। তোমাদের পাশেই রয়েছি আমি। সকলে মনে করল এ-ই সোরাকা। এবার সোৎসাহে সকলে বদরের উদ্দেশে রওয়ানা করল। লড়াইকালে ফেরেশতা অবতীর্ণ হলে সোরাকারূপী শয়তানের হাত হারেসের হাতে ছিল। সে হাত ছেড়ে পেছনে সরল। হারেস কারণ জিজ্ঞাসা করল। সোরাকারূপী পাপাত্মা বললো, 'আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ না'। মোটকথা, সকলের মাঝে সোরাকার বদনামী ছড়িয়ে পড়ল। এ দিকে প্রকৃত সোরাকা এই ঘটনা জেনে বললেন, কসম খোদার! আমি এর কিছুই জানি না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হলো। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/১১১-১২)

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ - الاية ٤٩

অর্থ ঃ যখন বলতে লাগল মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত- এরা নিজেদের ধর্মের ওপর গর্বিত। (সূরা আনফাল-৪৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে দু'দল মুকাবিলায় নামলে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে কাফেরদের চোখে বেশী দেখাচ্ছিলেন আর কাফেরদেরকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাচ্ছিলেন। মুসলমানদের নিঃস্বতা, সংখ্যাস্বল্পতা ও দীনাতিদীন ভাব প্রকট থাকা সত্ত্বেও তাদের নির্ভিকতা ও বীরত্বপূর্ণ তেজ দেখে কাফেররা দাম্ভিকতা বলে চালিয়ে দিলে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন এটা দাম্ভিকতা নয়, এটার নাম তাওয়াক্কুল। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/১১২), তাফসীরে উসমানী (সৌদী সংস্করণ-পৃঃ ২৪৩)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا - الاية ٥٥

অর্থ ঃ সমস্ত জীবের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট যারা অস্বীকারকারী হয়েছে। (সূরা আনফাল-৫৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন যে, এ আয়াতখানি ইহুদী সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তম্মধ্যে ইবনে তাবুতও ছিল। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না। (লুবাব-পৃঃ ১৯৯, সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন-পৃঃ ৫৪০, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর (২/১১৪), জালালাইন-পৃঃ ১৫২)

اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ - الاية ٥٦

অর্থ ঃ যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন অতঃপর তারা প্রতিবার কৃত চুক্তি লংঘন করেছে। (আনফাল-৫৬)

শানে নুযূল ঃ বনী কুরায়জার ইহুদী ও মুসলিম জাতির মাঝে এ মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল যে, কাফের গোষ্ঠীকে কেউ কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবে না। কিন্তু বদর যুদ্ধে ইহুদীরা এই চুক্তির খেলাফ করলে পুনরায় চুক্তি করা হয়। পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধে ওরা কাফেরদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করলে এই আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে কাবীরের সূত্রে জালালাইন-পৃঃ ১৫৩)

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً الخ - الاية

অর্থ ঃ তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমন ভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। (সূরা আনফাল-৫৮)

শানে নুযূল ঃ আবু শায়খ ইবনে শিহাবের সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুজুর (সাঃ)-এর সমীপে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আপনি যুদ্ধসাজ ছেড়েছেন? আপনাকে তো ঐ কওমের (বনী কুরায়যার) পিছু নিতে হবে। বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধানুমতি দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২০০)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - الاية ٥٩

অর্থ ঃ আর কাফেররা যেন এ কথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে। (আনফাল-৫৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত ওই কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বদর থেকে আত্মরক্ষা করে পালায়। বাস্তবিক পক্ষে এ আয়াত দ্বারা রাসূলে পাক (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া উদ্দেশ্য। কেননা সাহাবায়ের কিরামের ইচ্ছা ছিল পুরো কাফেরদের নাস্তানাবুদ করা। অথচ তারা না কতল হয়েছিল, না পড়েছিল ধরা। (জালালাইন, পৃঃ ১৫৩)

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - الاية ٦٤

অর্থ ঃ হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ্ এবং যে সব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তারাই যথেষ্ট। (আনফাল-৬৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঈমান গ্রহণ দ্বারা আমাদের অর্ধশক্তি লোপ পেল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২০০, জালালাইন, পৃঃ ১৫৩

وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ـ الاية ٦٥

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শো লোকের মুকাবেলায়। (আনফাল-৬৫)

শানে নুযূল ঃ ইসহাক ইবনে রাহওয়াঈ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন (ছাহাবাদের) একজনকে দশ জনের মুকাবেলা ফরয করলেন তখন তা খুবই মুশকিল হয়ে দেখা দিল। পরে আল্লাহ্ এই ফরয রহিত করে প্রতিজনকে কমপক্ষে দুজনের মুকাবেলার হুকুম জারী করলেন। সাথে সাথে এই দু'জনকে মুকাবেলার জন্য ১০ জন মোকাবেলার ছওয়াব দিবেন এ মর্মে আয়াত নাযিল করলেন। (লুবাব-২০১, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১ পৃঃ ১১৭)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ـ الاية ٦٧

অর্থ ঃ নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে রেখে দেয়া যাতে দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। (আনফাল-৬৭)

শানে নুযূল ঃ বদর যুদ্ধ শেষে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বন্দী কাফেরদের ব্যাপারে সাহাবাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। বললেন, এদের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ)! এরা আপনারই গোত্রের, আপনারই সম্প্রদায়ের। এদের ছেড়ে দিন। তওবা করে নিক। এদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী হলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! এরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দেশছাড়া করেছে। অনুমতি দিন এদের খতম করে ফেলি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! ময়দানে গাছ-গাছালির কমতি নেই। হুকুম দিন ওগুলো জমায়েত করে আগুন লাগিয়ে এদের পুড়ে ছাই করে দিই। রাসূলে পাক (সাঃ) খামোশ। কারো কথার জবাব দিলেন না। তিনি উঠে চলে গেলেন। উপস্থিত লোকজন এদের তিনজনের মতামত নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করলেন। ইতোমধ্যে হুযুর (সাঃ) [illegible] করলেন, অনেকের অন্তরটা নরম হয়ে থাকে। [illegible] যায়।

পক্ষান্তরে অনেকের অন্তর শক্ত হয়ে থাকে। হতে হতে সেটা পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। হে আবু বকর! তোমার উপমা ঠিক ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত। তিনি এ প্রসংগে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

"فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ"

অর্থাৎ 'যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। পক্ষান্তরে যে আমার (আনীত রেসালতের) বিরোধিতা করবে তবে তুমি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' আর হে আবু বকর! তোমার উপমা আবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর মতও। বলে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

'যদি তাদের শাস্তি দাও তারা তোমার বান্দা বৈ তো নয়। আর যদি তাদের ক্ষমা করো তো তুমি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

আর হে ওমর! তোমার উপমা ঠিক হযরত মূসা (আঃ)-এর মত। তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيْمَ۔

'হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তর কঠোর করে দাও যাতে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।'

আর হে আব্দুল্লাহ! তোমার উপমা হযরত নূহ (আঃ)-এর মত। এই বলে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন– رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا 'পরওয়াদেগার! আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না।'

অতঃপর বললেন, দেখ তোমাদের সামনে এ মুহূর্তে দু'টি রাস্তার যে কোন একটি খোলা। হয় এদের সকলের থেকে মুক্তিপণ নিবে না হয় সকলকে হত্যা করে ফেলবে। এ সময় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই হুকুম থেকে সুহাইল ইবনে বারজাকে পৃথক করুন। কেননা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হুযূর (সাঃ) খামোশ হয়ে গেলেন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, কসম খোদার! আমি সারা দিন এই ভয়ে থাকলাম, না জানি আমার ওপর আবার আসমান থেকে

পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হুজুর (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, সুহায়ল ইবনে বারজা এই হুকুম থেকে বাদ। শেষ পর্যন্ত হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথার ওপর এই আয়াত এবং পরবর্তী দু'আয়াত নাযিল হলো। [তিরমিজী-খঃ ২, পৃঃ ১৩৯ (হাদীস নং ১৭১৪) 'হাদিস খানি হাসান'। মুসনাদে আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ৩৮৩, তবারানী-খঃ ১০, পৃঃ ১৭৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ ৬, পৃঃ ৮৭, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১১৮]

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا - الاية ٦٩

অর্থ ঃ সুতরাং তোমরা খাও গণীমত হিসাবে যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। (সূরা আনফাল-৬৯)

শানে নুযূল ঃ উপরের ধমকিমূলক আয়াত নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কিরাম গণীমতের মাল গ্রহণ করতে গিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলে এই আয়াত নাযিল হয়।

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى - الاية ٧٠

অর্থ ঃ হে নবী! তাদেরকে বলে দিন, যারা আপনার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন তবে তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন। (আনফাল-৭০)

শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর ঘটনা ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় সাতশ স্বর্ণ মুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হন।

যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে তখন তিনি হুজুর (সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। হুযূর (সাঃ) বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরির সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তাতো মুসলমানদের গণীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি এ কথাও বললেন যে, আপনার দু' ভাতিজা 'আকীল ইবনে আবী তালেব এবং নওফেল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশাধ করতে হবে। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয় তবে আমাকে

কুরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে। আমি নিঃস্ব হয়ে যাব। মহানবী (সাঃ) বললেন, কেন আপনার নিকট কি সে সব সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাতের আঁধারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়। হুযূর (সাঃ) বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। এ কথা শুনেই হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর মনে হুযুর (সাঃ)-এর নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি তখনই কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন তবে যে মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন আল্লাহ্ পাক এর চেয়ে উত্তম নেয়ামত দান করেন।

পরবর্তীতে হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, আমি তো সে ওয়াদার প্রতিফল স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। (আসবাবে নুযূল আল কোরআনী-পৃঃ ২২২,আসবাবে নুযূল-পৃঃ ১৯৯, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১২০, লুবাব-পৃঃ ২০৩)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ الاية ٧٣

অর্থ ঃ আর যারা কাফের তারা পরস্পরে সহযোগী বন্ধু। (আনফাল-৭৩)

শানে নুযূল ঃ সুদ্দী আবু মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক মুসলমান বললেন, আমাদের কাফের আত্মীয় থেকে মিরাছ পাওয়া দরকার। এ কথার উপর এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, ধর্মান্তর হওয়া উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ারই অপর নাম। (লুবাব-পৃঃ ২০৩)

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى - الاية ٧٥

অর্থ ঃ আর যারা আত্মীয়, আল্লাহ্র বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। (আনফাল-৭৫)

শানে নুযূল ঃ ইসলামের গোড়ার দিকে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে হুযূর (সাঃ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করিয়ে দিয়েছিলেন। তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী ও হয়েছিলেন। এই হুকুম রহিত করার জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ। (জালালইন-পৃঃ ১৫৪, লুবাব-পৃঃ ২০৩, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১২২)

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

সূরা তওবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ الخ (١-٥)

অর্থ ঃ সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেই মুশরিকদের সাথে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাস কাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারবে না। (তওবা ১-৫)

শানে নুযূল ঃ উক্ত আয়াত দ্বারা গোটা আরব গোত্রের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারের যবনিকাপাত ঘোষণা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলে পাক (সাঃ) ওমরার নিয়ত করলেন। কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিল না। পরে তাদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধি হয়। এর মেয়াদকাল ছিল তাফসীরে রূহুল মায়ানীর বর্ণনা মতে দশ বছর। মক্কার কুরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হুদায়বিয়ার যে সন্ধি হয় তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রাসূলে পাক (সাঃ)-এর মিত্র হয়ে তার সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে 'খোযা'আ' গোত্র রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর এবং বনু বকর গোত্র কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য অংশ হলো, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্রে যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্য দান হবে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। সপ্তম হিজরীতে রাসূলে পাক (সাঃ) গত বছরের ওমরা কাযা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিন দিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মোতাবেক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় কোন পক্ষ থেকেই কোন প্রকার সন্ধিভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে একরাতে বনু বকর গোত্র বনু খোযাআর উপর আক্রমণ চালায়। কোরাইশগণ মনে করে যে, রাসূলে পাক (সাঃ)-এর অবস্থান

বহুদূরে। তদুপরি এ হল নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌছুবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র নিয়ে বনু বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনা পরে কোরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিলো। মোটকথা, হোদায়রিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায় যাতে ছিল দশ বছর মেয়াদি অনাক্রমণ চুক্তি।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মিত্র বনু খোযা'আ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌছে দেয়। তিনি কোরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, উহুদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়বী সাহায্য লাভের বিষয়টি কোরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তি ভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে আশংকা বেড়ে গেল। চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ প্রাপ্তির পর রাসূলের পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশংকা আরো ঘনীভূত হলো। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠাল। রাসূলের কাছে এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে চুক্তির নবায়নের জন্যই তাকে পাঠানো হলো।

আবু সুফিয়ান মদীনায় উপনীত হয়ে হযরত (সাঃ)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করে বিস্ময় ও আশংকা প্রকাশ করে বড় বড় সাহাবীদের কাছে যান। সাহাবাদের সুপারিশ করতে বলেন। কিন্তু তাঁরা পূর্ববর্তী ও বর্তমান অবস্থায় তিক্ত হয়ে তার এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। আর এতে মক্কায় যুদ্ধভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

ইবনে কাছীরের বর্ণনা মতে, রাসূলে করীম (সাঃ) ৮ম হিজরীর ১০ই রমযান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন। পরিশেষে মক্কা বিজয় করেন। পরে ওই বছরই হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৯ম হিজরীতে সংঘটিত হয় তাবুক যুদ্ধ এবং এ বছরই গোটা আরব জাতির সাথে কৃত চুক্তি বাতিল করা হয়। (বোখারী-বারা ইবনে আযেবের সূত্রে। সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১২২, সংক্ষিপ্ত মাআরেফুল কোরআন-পৃঃ ৫৫৩-৫৪)

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ ـ الاية ١٤

অর্থ ঃ যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে ওদের শাস্তি দিবেন।
(তওবা-১৪)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত বনী খোযাআর শানে নাযিল হয় যখন তারা বনু বকরের মোকাবেলায় যুদ্ধ শুরু করে। (লুবাব-পৃঃ ২০৪)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ মুশরিকরা অধিকার রাখে না আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করার। (তওবা-১৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের আগে যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তার মুসলিম আত্মীয়গণ তাকে বাতিল ধর্মের ওপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সুরে বলেন, আপনি এখনো ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও দেশত্যাগকে বড় কাজ মনে করে আছ। কিন্তু আমরাও তো বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান কারো আমল হতে পারে না। ইবনে কাছীর বলেন, এ ঘটনার আলোকে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২০৫, সংক্ষিপ্ত মাআরেফ-পৃঃ ৫৫৮, তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৩৭৫ -৭৬)

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ ـ الاية ١٩

অর্থ ঃ 'তোমরা মসজিদুল হারামকে আবাদকরণ ও হাজীদের পান করাকে সেই সকল লোকদের সমান মনে কর।' (তওবা-১৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মিম্বারের কাছে বসেছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, আমার আর নেক কাজ করার দরকার কি? আমিতো হাজীদের পানি পান করাই। আরেক ব্যক্তি বলল, মসজিদে হারাম নির্মাণ করেছি, সুতরাং নেক কাজ করার দরকার কি? আরেক ব্যক্তি বলল,তোমরা যা বললে আল্লাহ্র পথে জিহাদ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হযরত ওমর এদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার! তোমরা রাসূলের মেম্বারের সামনে উচ্চৈঃস্বরে বচসা করো না। দিনটা ছিল শুক্রবার। নামায শেষে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে এই বাদানুবাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৮৭৯, মুসনাদে আহমদ-খঃ ৪, পৃঃ ২৬৯, লুবাব-পৃঃ ২০৪)

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤئُكُمْ ـ الاية ٢٤

অর্থ ঃ বল তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই। (তওবা-২৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত আলী (রাঃ) একবার মক্কা গেলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, চাচা! আপনি হিজরত করছেন না কেন? মিলিত হচ্ছেন না কেন রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে? তিনি উত্তর দেন, আমি তো আমার আত্মীয়, পরিবার-পরিজন ও নিজ বাড়ীতে আছি। এ কথার ওপর আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব)

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ الخ ـ الاية ٢٥

অর্থ ঃ হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল। (তওবা-২৫)

শানে নুযূল ঃ হোনাইনের দিনে মুসলিম বাহিনীর এক সৈন্য বলেছিল, আজ আমরা সংখ্যাস্বল্পতা হেতু পরাজিত হব না। আজ আমরা সংখ্যায় বার হাজার। কথাটি রাসূলের মনে যথেষ্ট কষ্ট দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃঃ ২৭)

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা দরিদ্রতার আশংকা কর। (তওবা-২৮)

শানে নযূল ঃ কুরআনের এই আয়াত "انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام" নাযিল হলে মুসলমানদের মারাত্মক ভীতিভাব সৃষ্টি হলো। মুসলমানরা বলাবলি করতে লাগলেন, আমাদের পণ্য-সামগ্রী কারা কিনবে? আল্লাহ্ তা'আলা এদের এই আশংকা দূর করার জন্য এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-২০৭)

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ ـ الاية ٢٩

অর্থ ঃ তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের ঐ দলের সাথে যারা কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না। (তওবা-২৯)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত তখন নাযিল হয় হুজুর (সাঃ) যখন রোমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই আয়াতের নির্দেশনা আসতেই তিনি তাবুকের উদ্দেশে ধাবিত হন। (সাবী)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ ـ الاية ٣٠

অর্থ ঃ ইহুদীরা বলে উযায়ের (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র। (তওবা-৩০)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে সালাম ইবনে মেশকাম, নোমান ইবনে আওফা, মুহাম্মদ ইবনে দেহইয়া, হেশাম ইবনে কায়েস ও মালেক ইবনে ছইফ এলো। বললো, আমরা কিভাবে আপনার অনুসরণ করব অথচ আপনি আমাদের কিবলাকে বদল করেছেন? সর্বোপরি উযায়েরকে আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করছেন না? অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৩০৮)

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - الاية ٣٤

অর্থ ঃ আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে। (তওবা-৩৪)

শানে নুযূল ঃ যায়েদ ইবনে ওহাব (রাঃ) বলেন, আমি রবাযায় হযরত আবুযর (রাঃ)-এর গৃহের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হতে গিয়ে তাকে বললাম, আপনি এখানে কেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি শামে ছিলাম। হযরত আমীর মুয়াবিয়া ও আমি এই আয়াত নিয়ে মতানৈক্যে পড়েছিলাম। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেছেন, আয়াতখানি আহলে কিতাবদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বলেছিলাম, না, এটা আমাদের ও তাদের সকলের সম্পর্কেই। এ নিয়ে তাঁর সাথে আমার অনেক কথা হয়। পরে তিনি আমার উপর অভিযোগ তুলে হযরত ওসমানের কাছে পত্র লেখেন। হযরত ওসমান আমাকে মদীনায় ডেকে পাঠালে আমি মদীনায় যাই। মদীনায় গেলে লোকজন আমাকে ঘিরে ধরে, যেন তারা আমাকে কোন দিন দেখেনি। (বোখারী হাদীস নং-১৪০৬, নাসাঈ ২৩৮)

শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরাম-ই নয় বরং মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে এই আয়াতের শানে নুযূল নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১. অনেকের মতে ঃ এই আয়াত শুধুমাত্র আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

২. সুদ্দী বলেন ঃ এই আয়াত আহলে কিবলাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. যেহ্যাক বলেন ঃ এটা ব্যপক। আহলে কিতাব ও মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

৪. ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ এই আয়াত শুধুমাত্র মুসলমানদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৩৮৬-৮৯)

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ - الاية ٣٧

অর্থ ঃ এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে। (তওবা-৩৭)

শানে নুযূল ঃ চান্দ্র মাস মৌসুম ভেদে কম বেশী হয়। এই মাস তাই কখনো শীতকালে পড়ে আবার কখনো গ্রীষ্মে পড়ে। স্বাভাবিক গতির পালা বদলে কখনও বা পবিত্র মাসগুলোয় যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে যায়। এ সময় মুশরিক জাতি তাদের মনমত মাস নির্ধারণ করত। মহররমকে তারা সফর সাব্যস্ত করে বলত, এখন সফর মাস (অর্থাৎ মহররমের আগে সফর মাস)। এই স্থানান্তরের দরুন পবিত্র মহররম মাসে যুদ্ধ হত। এই পরিবর্তনের নিষেধাজ্ঞা জারী করতেই এই আয়াতের অবতরণা হয়।

(মুখতাসার ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১৪৩)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ ـ الاية ٣٨

অর্থ ঃ 'হে মু'মিনগণ। তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদের বলা হয় তোমরা আল্লাহ্ পাকের রাহে অভিযান কর তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়। (তওবা-৩৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সিরিয়ার রাজা রোমান সম্রাটের সহযোগিতায় মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণের পাঁয়তারা করছে এ খবর যখন প্রিয়নবী (সাঃ) -এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হামলা উদ্যত শত্রুকে তার স্বদেশেই প্রতিহত করতে হবে। প্রিয়নবী (সাঃ) আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হানাদার বাহিনীকে মদীনা আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে তাবুক নামক স্থানে আগমন করে তাদের মুকাবেলা করবেন অথচ তিনি মক্কা বিজয় ও হুনাইনের জেহাদ শেষ করে সবেমাত্র মদীনায় ফিরেছেন। কিন্তু যারা প্রাণের মদীনা আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছে তাদের মুকাবেলা করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই তিনি সাহাবায়ে কিরামকে জেহাদের প্রস্তুতি নিতে বললেন। ঘটনাটি নবম হিজরীর। সাহাবাগণের নিকট কয়েকটি কারণে এই জিহাদ কঠিন মনে হলো–

(১) তখন গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরম।

(২) মদীনা শরীফে মারাত্মক অভাব অনটন।

(৩) তাবুক দূর পাল্লার পথ, দুর্গম এই যাত্রা।

(৪) মদীনায় খেজুরে তখন পাক ধরেছে। খেজুর তোলার সময় আসন্ন।

(৫) রোম সম্রাট সুসজ্জিত সুবিশাল বাহিনী নিয়ে আগুয়ান।

এ অবস্থায় মানুষের কাছে এই জেহাদ কঠিনতর হওয়াই স্বাভাবিক। এহেন মুহূর্তে তাদের পক্ষেই জেহাদে নামা সম্ভব যাদের ঈমান সুদৃঢ়, যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মাওলার সন্তুষ্টি। অন্যের পক্ষে এ অভিযান সত্যিই কষ্টকর। এ সময় জেহাদে অনুপ্রাণিত করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে কাবীর-খ: ১৩, পৃ: ৫৯, লুবাব-পৃ: ২০৯, তাফসীরে ইবনে জারীর-খ: ২, পৃ: ৩৯৫-৯৭)

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ الاية ٣٩

অর্থ ঃ যদি বের না হও তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন। (তাওবা-৩৯)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে আকরাম (সাঃ) মানুষদেরকে জেহাদের জন্য আবেদন জানালে তারা অনাগ্রহ জাহির করল। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃ: ২০৯-১০)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا ـ الاية ٤١

অর্থ ঃ তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে। (তাওবা-৪১)

শানে নুযূল ঃ তাবুক যুদ্ধের কালে কিছুসংখ্যক লোক ক্ষেত-খামার ও মালসমূহ বেহাত হয়ে যাবার আশংকা প্রকাশপূর্বক যুদ্ধে যেতে অপারগতা প্রকাশ করল। কেউ কেউ বার্ধক্য ও অসুস্থতার অজুহাত প্রকাশ করল। সকলের ওজর না মঞ্জুর করে এই আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে আহমদি-৩০৩)

لَوْكَانَ عَرَضًا ـ الاية ٤٢

অর্থ ঃ যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো। (তাওবা-৪২)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা তাবুক যুদ্ধকালে মিথ্যা অজুহাতে রাসূলের সমরসঙ্গী না হয়ে মদীনায়ই থেকে গিয়েছিল।

(জালালাইন পৃ: ১৫৯)

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ الاية ٤٣

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। (তাওবা-৪৩)

শানে নুযূল ঃ আমর ইবনে মায়মুন একদী (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ) এমন দু'টি কাজ করেন যা করতে তাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক এজাযত দেয়া হয়। তন্মধ্যে একটি, মুনাফেকদের (তবুক) জেহাদে শরীক না হওয়ার তনুমাত দেয়া প্রদান। আর দ্বিতীয়টি হলো, বদর যুদ্ধে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। এ দুটি বিষয়েই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবী (সাঃ)-কে পথনির্দেশ করছেন। (লুবাব পৃ: ২১০, তাফসীরে নুরুল কুরআন খ: ১০, পৃ: ২৭৯, আল বালাগ পাবলিকেশন্স, (ঢাকা, ১৯৯১)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ ـ الاية :٤٩)

অর্থঃ আর তাদের কেউ বলে আমাকে অব্যাহতি দিন। (তাওবা-৪৯)

শানে নুযূল ঃ জুদ ইবনে কায়েস মুনাফিকের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লামা তবারানী, আবু নাঈম ও ইবনে মরদাবিয়া হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাবুক যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে জুদ ইবনে কায়েসকে বললেন, হে জুদ! বনি আসফারের (রোম) সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারে

তোমার মতামত কি? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমি নারীদের প্রতি খুবই দুর্বল। রোমান নারীদের দেখে গলে যাবার ভয় হচ্ছে আমার। সুতরাং আপনি আমাকে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দেবেন না। কেননা তাতে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

ইমাম তবারানী অন্যভাবে হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা যুদ্ধ কর এবং রোমান নারীদের গনিমত হিসাবে গ্রহণ কর। এ সময় মুনাফিকদের একদল বলল, এই লোক তোমাদেরকে নারীর টোপ দিচ্ছে। আল্লাহ্ পাক দুষ্টমতিদের এই নোংরামির জবাবে এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃ: ২১০-১১, তবারানী-খ: ১০, পৃ: ১২২। তবারানীর এই সনদ দুর্বল কেননা এই বর্ণনায় ইয়াহইয়া আল হাম্মানী দুর্বল রাবী, দেখুন-আসবাবে নুযুল-পৃ: ২০৪)

وَاِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ - الاية ٥٠

অর্থ ঃ আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা কষ্টবোধ করে। (তাওবা-৫০)

শানে নুযুল ঃ যে সকল মুনাফিক মদীনায় থেকে গিয়েছিল তারা তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে ভীতিপ্রদ প্রচারণা আরম্ভ করেছিল। তারা বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর শিষ্য-শাগরিদগণ মুসিবতে ফেঁসে গেছেন। তাদের অধিকাংশই ধবংসোম্মুখ। কিন্তু রাসূলে পাক (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম সুস্থ শরীরে নিরাপদে মদীনায় উপনীত হলে তাদের অতি উৎসাহী মুখে ছাই পড়ে। মুনাফিকচক্র প্রচন্ড আঘাত পায়। এই প্রেক্ষিতেই অত্র আয়াতের অবতারণা। (লুবাব-পৃ: ২১১-১২)

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْكَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ - الاية :٥٣)

অর্থ ঃ আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে কখনও তা কবুল করা হবে না। (তাওবা-৫৩)

শানে নুযুল ঃ (তাবুক যুদ্ধের সময়) জুদ ইবনে কায়েস বলেছিল, নারীদের দেখলে আমি ফেৎনায় পড়ে যাই। ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। তারচেয়ে (যুদ্ধে না যেতে বলে) আমার থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে নিন। এই প্রসংগে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব পৃ: ২১২)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ ـ الاية ٥٨

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সম্পদ বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। (তাওবা-৫৮)

শানে নুযুল ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (সাঃ) সদকা বন্টন করছিলেন। এ সময় ইবনে যিল খুয়াইছির যার প্রকৃত নাম হারকূছ ইবনে যুহায়ের খাযরাজী বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দয়া করে ইনসাফভিত্তিক বন্টন করুন। আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, হায় আফসোস! আমি ইনসাফ না করলে কে ইনসাফ করবে! অত:পর এই আয়াত নাযিল হয়। {(বোখারী, কিতাবুল মানাকেব (হাদীস নং ৩৬১০) মুসলিম, কিতাবুয যাকাত (হাদীস নং ১৪৮, ১০৬৪), নাসাঈ, তাফসীর অধ্যায় হাদীস নং- ২৪০}

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ ـ الاية ٦٠

অর্থ ঃ যাকাত হল কেবল ফকীর মিসকীন .... এবং মুসাফিরদের জন্য। (তাওবা-৬০)

শানে নুযুল ঃ মুনাফিকরা বলাবলি করছিল, যাকাতের মাল মহানবী (সাঃ) তাঁর নিজের কাছে রাখছেন। মুনাফিকদের এই হীন মন্তব্যের জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (সাবী-শরহে জালালাইন)

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ ـ الاية ٦١

অর্থ ঃ আর তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়। (তাওবা-৬১)

শানে নুযুল ঃ একবার মুনাফিকদের একটি দল নিরিবিলিতে জমায়েত হোল। এতে শরীক ছিল সুইয়াদ ইবনে সামেত ও ওদী ইবনে ছাবেত। তারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কুৎসা রটনার প্রস্তুতি নিল। ঘটনাচক্রে ওখানে জনৈক আনসারী গোলাম উপস্থিত হল। মুনাফিকদের একজন বলা শুরু করল, কসম খোদার! মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেন তা সঠিক হলে আমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। আনসারী গোলাম রেগে বলে ওঠলেন, প্রিয়নবী যা বলেন তা সত্য। তোমরা সত্যি সত্যিই গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট। অতঃপর গোলাম এসে নবী (সাঃ) -এর কাছে ওদের কুৎসা কাহিনী বিধৃত করল। হুজুর (সাঃ) ওদের ডেকে পাঠালেন। ওরা কসম করে গোলামের কথা অস্বীকার করল এবং বলল, সে মিথ্যাবাদী। তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে দোয়াচ্ছলে আরো বলল, হে আল্লাহ্‌! আমাদের মধ্যে বিভেদের আগেই তুমি সত্য-মিথ্যের প্রমাণ এনে দাও। এদের এই কথার পর পরই এই আয়াত নাযিল হয় যাতে মুনাফিকদের মুনাফেকির আরেক ধাপ প্রকাশ পায়। (তাফসীরে দুররে মানসুর-খঃ ৩, পৃঃ ২৫৩)

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تنبئهم - الاية ٦٤

অর্থ ঃ মুনাফিকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের ওপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। (তাওবা-৬৪)

শানে নুযুল ঃ মুনাফেকরা পরস্পরে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) ও কুরআন মজীদ নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত। জনৈক মুনাফেক বলল, হায়! আমাদের যদি শত দোররা মারা হত এবং আসমান থেকে এমন কোন সূরা অবতীর্ণ না হত যাতে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করে দেয়া হয় মুসলমানদের কাছে। কেননা এতে আমরা হেনস্থা হই। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খ: ৮ পৃ: ১৯৫)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ - الاية ٦٥

অর্থ ঃ আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। (তাওবা-৬৫)

শানে নুযুল ঃ (১) ইবনে আবি হাতেম হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধকালে এক লোক কোন মজলিসে বলেছিল। আমরা এই কুরআন পাঠকদের মত আর কাউকে দেখিনি যারা খাওয়ার প্রতি লোভী, মিথ্যাবাদী এবং ভীরু। একজন মুসলমান এ কথা শ্রবণ করে বললেন, তুই মিথ্যা কথা বলছিস। তোর এ কথা আমি হুজুর (সাঃ)-এর কাছে পৌছাব। হুজুর (সাঃ)-এর কানে এ কথা যাওয়ার পরপরই এই আয়াত নাযিল হয়।

(২) ইবনে জারীর কাতাদার সূত্রে বলেন, কয়েকজন মুনাফিক তাবুক যুদ্ধের সময় প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্রূপ করে বলে, এই লোকটি কি মনে করেছে যে, আরবদের সংগে যুদ্ধে জয়লাভ করা যত সহজ সিরিয়া ও রোমানদের সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা তত সহজ হবে? আমরা মনে করি আমরা তাঁকে এবং তাঁর সংগীদেরকে রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী দেখব। আল্লাহ্ পাক ওদের ওই অভিলাষের কথা তাঁর প্রিয় নবীকে জানিয়ে দিলেন। হুজুর (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এমন কথা বলেছ কি? তারা বলল, আমরা গল্প গুজব করছিলাম এবং নিতান্ত খেলার স্থলেই এমন কথা আওড়েছিলাম, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ: ১০ পৃ: ৩৩১, তাফসীরে তবারী-খ: ১০ পৃ: ১১৯)

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا - الاية ٧٤

অর্থ ঃ তারা কসম খায় যে, তারা বলেনি অথচ নি:সন্দেহে তারা বলেছে। (তাওবা-৭৪)

শানে নুযুল ঃ ইবনে জারীর লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেন, একবার দু'ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একজন জুহায়নার আরেকজন গিফারের। গেফারী ব্যক্তি জুহায়নী ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে মুনাফিককুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বলল, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সাহায্য কর। কসম খোদার! মুহাম্মদ (সাঃ) ও আমাদের অবস্থা সাপকে দুধ-কলা দিয়ে পোষার মত। আমরা মদীনা গিয়ে অভিজাত লোকেরা সংখ্যালঘু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মদীনা ছাড়া করব। মুসলমানদের বেশ কিছু মানুষ এদের কথা জেনে ফেলে। তারা এসে রাসূলে খোদাকে এ কথা জানালেন। ইবনে উবাইকে পরবর্তীতে এ কথা জানালে সে কসমপূর্বক মিথ্যা কথা বলে। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে ইবনে জারীর-খ: ১০, পৃ: ১২৮, মাযহারী-খ: ৫, পৃ: ৬৬৩, তাফসীরে কাবীর-খ: ১৬, পৃ: ১৩৬)

(২) ইমাম বাগাভী (রহ:) এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসংগে বলেন, রাসূলে খোদা (সাঃ) তাবুক প্রসংগে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয় তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রাঃ) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ) যা কিছু বলেন তা নি:সন্দেহে সত্য এবং তোমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুক সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন তখন আমের ইবনে কায়েস (সাঃ) এ ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন। জুল্লাস এ কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে। বলে, আমি এ উদ্দেশ্যে এ কথা বলিনি। ইবনে কায়েস আমার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। এরপর রাসূলে খোদা (সাঃ) মিম্বারের কাছে ডেকে মুনাফিককে কসম খেতে বললে সে কসম খায়। সাহাবী ইবনে কায়েসও কসম করেন। পরে ওই সাহাবা হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্, আপনি ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রিয় নবীকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিন। তার দোয়ায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সহ অন্যান্য সাহাবাগণও আমীন বলে ওঠেন। অত:পর সেখান থেকে তারা সরে আসার পূর্বেই জিবরীল(আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উল্লিখিত আয়াত নিয়ে আসেন। (লুবাব-পৃ: ২১৫, মাআরিফুল কুরআন সৌদি সংস্ককরণ-পৃ: ৫৮২, মাযহারী, নুরুল কোরআন-পৃ: ৩৫১, খ: ১০)

وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا - الاية ٧٤

অর্থ ঃ আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। (তাওবা-৭৪)

শানে নুযূল ঃ তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে হুজুর (সাঃ) মূল বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে একটি পাহাড়ী পথ ধরে চলছিলেন। প্রায় বার জন মুনাফিক মুখে মুখোশ লাগিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে উঁচু টিলা থেকে ফেলে দিতে ওঁৎ পেতে বসেছিল। হুজুর (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন হযরত হুজায়ফাতুল ইয়ামান ও আম্মার (রাঃ)। হযরত আম্মার (রাঃ)-কে ওরা ঘিরে ফেলল। কিন্তু হুজায়ফা ওদের কে মেরে কেটে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। যেহেতু ওদের মুখে মুখোশ ছিল সেহেতু ওদের সনাক্ত করা যাচ্ছিল না, পরে হুজুর (সাঃ) নাম ধরে ধরে ওদের কথা আম্মার ও হুজায়ফাকে বলেছিলেন। অবশ্য হুজুর (সাঃ) তাদের এই তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। অত্র আয়াত এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিতবহ। (তাফসীরে ওসমানী-সৌদি সংস্করণ-পৃ: ২৬৩), কৃত: মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহ:)

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ - الاية ٨٥

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্ পাকের নিকট অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি তিনি আমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন তবে আমরা নিশ্চয় সদকা দেব। (তাওবা-৭৫)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে মরদবিয়া ও বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ছা'লাবা ইবনে হাতেব নামক এক ব্যক্তি হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ পাক আমাকে অনেক ধন-সম্পদ দান করেন। প্রিয়নবী (সাঃ) এরশাদ করেন—

ويحك يا ثعلب قليل تودى شكره خير من كثير لا تطيقه ـ

হায় আক্ষেপ! হে ছা'লাবা! অনেক ধন-সম্পদ পেয়ে যদি এর যথাযোগ্য শোকর আদায় না করা হয় তবে তার পরিবর্তে অল্পে তুষ্টি ভাল। কিন্তু ছা'লাবা নাছোড়বান্দা। সে পুনরায় একই আবেদন করল। তখন রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন,

يا ثعلب ترضى ان تكون مثل نبى الله لوشئت ان تسير معى الجبال ذهبا لسارت ـ

'হে ছা'লাবা! আমার আদর্শ অনুসরণ করা কি তোমার পছন্দনীয় নয়? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে এ পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে আমার সাথে চলতে থাকবে।' কিন্তু এতদসত্ত্বেও ছালাবা অধিক সম্পদ লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে এবং আল্লাহ্

পাক অধিক সম্পদ দান করলে এর শোকর আদায় করবে বলে কথা দেয়। তখন হুযুর (সাঃ) তার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন। ফলে তার সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হয়। সে অত্যন্ত সম্পদশালী হয়ে ওঠে। প্রথমে সে কয়েকটি ছাগল পোষে কিন্তু এতে এমন প্রবৃদ্ধি আসে যাতে তার মদীনা মুনাওয়ারা থাকাই রীতিমত দুষ্কর হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই তাকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হয়। এ সময় মসজিদে নববীতে জামাতে নামায তো দূরে থাক, জুমুআর নামায পর্যন্ত তার বাদ পড়তে থাকে। কিছুদিন পর হুজুর (সাঃ) তার নিকট যাকাত আদায়ের জন্য লোক প্রেরণ করেন। সে দম্ভভরে বলল, যাকাত আর জিযিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? এ কথা বলে সে দু'দু'বার টালবাহানা করে। অবশেষে সে যাকাত দিতেই অস্বীকার করে বসে। এ কথা শ্রবণ করে বিশ্বনবী (সাঃ) তিনবার আফসোস করে বলেন, হায় ছা'লাবা!

হুজুর (সাঃ)-এর এ আক্ষেপের কথা শ্রবণ করে সমাজে অপমানের ভয়ে যাকাত নিয়ে সে তাঁর দরবারে হাজির হয়। হুজুর (সাঃ) তাঁর নিকট থেকে যাকাত নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ পাক তোমার থেকে যাকাত নিতে আমাকে নিষেধ করেছেন।

এরপর সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। হুজুর (সাঃ)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে সে যাকাত নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তিনি যাকাত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এমন কি হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে সে যাকাত নিয়ে এলে তিনিও তাকে একই কথা শোনান। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) জীবদ্দশায় তোমার যাকাত নিতে অস্বীকার করেছেন, আমরা তা নিতে পারি না। অবশেষে ছা'লাবা অপমানিত অবস্থায় হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যুগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাজহারীঃ-খ: ৫, পৃঃ ৩৬৫, মাআরিফুল কুরআন-ইদরীস কান্দালবি-খ: ৩, পৃ: ৩৮২-৮৩, তাফসীরে কবীর-খ: ১৬, পৃ: ১৩৮, তবারানী কবীর-খ: ৮, পৃ: ২৬০, বায়হাকী-খ: ৫, পৃ: ২৮৯, তাফসীরে তাবারী খ: ১০, পৃ: ১৩০,

قوله تعالى : اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ ـ الاية ٧٩

অর্থ ঃ 'সে সমস্ত লোক যারা ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে।' (তাওবা-৭৯)

শানে নুযুল ঃ যখন এই আয়াত خذ من اموالهم صدقة নাযিল হয় তখন এক ব্যক্তি প্রচুর মাল যাকাত দিলে মুনাফিকরা বলে ওঠে, লোকটা রিয়াকার, লোকটা লোকচক্ষে প্রিয়পাত্র হবার জন্য দান-সদকা করছে। পক্ষান্তরে আরেক লোক এক সা

পরিমাণ খেজুর দান করলে মুনাফিকরা বলে, আল্লাহ্ পাক তার যাকাতের মুখাপেক্ষী নন। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ২২২, জালালাইন-পৃ: ১৬৩, বোখারী কিতাবুয যাকাত (হাদীস নং ১৪১৫), নাসাঈ (হাদীস নং ২৪৩), তাফসীরে তবারী-খ: ১০, পৃ: ১৩৬)

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ـ الاية ٨٠

অর্থ ঃ যদি আপনি তাদের জন্য প্রার্থনা করেন আর না করেন। (তাওবা-৮০)

শানে নুযুল ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক সর্দার। কিন্তু তার পুত্র ছিলেন খাঁটি মুমেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তার মু'মেন পুত্র প্রিয়নবী (সাঃ)-এর কাছে তার মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আর্জি পেশ করলে এই আয়াত নাযিল হয়। (মাজহারী-খ: ৫, পৃ: ৩৭০)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ ـ الاية ٨١

অর্থ ঃ পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্র রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে। (তাওবা-৮১)

শানে নুযুল ঃ ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) সকলকে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বললে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! প্রচন্ড গরমে আমরা বেরোতে পারব না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ২২২, তাফসীরে কাবীর-খ: ১৬, পৃ:১৪৮)

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ ـ الاية ٨٤

অর্থ ঃ আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার জানাযা পড়বেন না। (সূরা তওবা-৮৪)

শানে নুযুল ঃ ইমাম বোখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যু বরণ করলে তার পুত্র রাসূলে আকরাম (সাঃ) -এর কাছে তাঁর পবিত্র জামাটি তলব করেন যাতে সেটি পরিয়ে তার পিতাকে কাফন করানো যায়। এরপর তিনি পিতার জানাযা পড়াতেও বলেন। হুজুর (সাঃ) জানাযা নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ান। এ সময় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব হুজুর (সাঃ)-এর কাপড় টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ্ পাকের নিষেধ সত্ত্বেও আপনি মুনাফিকের জানাযা পড়বেন? হুজুর (সাঃ) বললেন, প্রকৃত পক্ষে নিষেধ নয়, আল্লাহ্ পাক আমাকে এক্তিয়ার দিয়েছেন। তবে পরবর্তীতে আর কোন মুনাফিকের

নামায তিনি পড়েননি। {বোখারী-জানাযা অধ্যায় (হাদীস নং ১২৬৯), মুসলিম ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায় (হাদীস নং ২৪০০), নাসাঈ (হাদীস নং ২৪৪), তাফসীরে তবারী-খ: ১০, পৃ: ১৪১, তাফসীরে ইবনে কাছীর উর্দূ ১০ম পারা, পৃ: ৮৯}

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ - الاية ٩١

অর্থ ঃ দুর্বল রুগ্ন ও ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই। (সূরা তওবা-৯১)

শানে নুযূল ঃ আসাদ ও গতফান গোত্রের লোকেরা তাদের কষ্ট-ক্লেশ ও পারিবারিক অসচ্ছলতার ওজর পেশপূর্বক বললো, আমাদেরকে আমাদের বাল-বাচ্চাদের সাথে থাকার অনুমতি প্রদান করা হোক। এসময় এই আয়াত নাযিল হয়। (হাশিয়ায়ে জামাল-খ: ২, পৃ: ৩০৮)

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى - الاية ٩١

অর্থ ঃ দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের কোন অপরাধ নেই। (তাওবা-৯১)

শানে নুযূল ঃ হযরত জায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন, আমি হুযুর (সাঃ)-এর কাতেবে ওহী বা ওহি লেখক ছিলাম। সূরা তওবা যখন নাযিল হচ্ছিল তখন তাও লিখছিলাম, আমার কানে কলম উঠানো ছিল। জিহাদের আয়াত নাযিল হচ্ছিল। হুযুর (সাঃ) অপেক্ষায় ছিলেন আর কোন্ আয়াত নাযিল হয়। জনৈক অন্ধ সাহাবী এসে আরজ করলেন, হুজুর! জিহাদের আয়াত অন্ধের বেলায় প্রয়োজ্য হবে কি করে? তারপর এই আয়াত নাযিল হয়। এ সময় আরো কিছু সাহাবা এসে জামায়েত হন। তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাকাল মোঝানী অন্যতম। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমাকে একটি বাহন দিন। হুযুর (সাঃ) বললেন, তোমাকে দেয়ার মত বাহন নেই আমার কাছে। তারা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। সত্যিই জেহাদে যাওয়া তাদের জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। বাড়ীর খোরপোষ ও বাহন তাদের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এ সময় অত্র আয়াত নাযিল হল। (লুবাব-পৃ: ২২৪)

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ - الاية ٩٤

অর্থ ঃ আপনি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবেন তখন তারা আপনার নিকট ছল ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে। (তাওবা-৯৪)

শানে নুযূল ঃ জুদ ইবনে কায়েস এবং তার সাথীদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সংখ্যায় যারা আশি জনের মত। এরা সবাই মুনাফিক। তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, তোমরা এদের কাছে বসো না এবং কথাও বলো না। (কানযুন নুকূল-উর্দু-পৃ: ৫১-৫২)

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا ـ الاية ٩٧

অর্থ ঃ বেদুঈনরা কুফর ও মুনাফিকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে। (তাওবা-৯৭)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত বনি আসাদ, গতফান ও মদীনাস্থ কিছু গেঁয়ো গোঁড়া লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (আসবাবে নুযূল-কৃত আল্লামা ওয়াহেদী পৃ: ২১২)

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ الاية (١٠٢)

অর্থ ঃ আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে। (সূরা তাওবা-১০৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনে ওয়ালেবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এই আয়াত হযরত লুবাবা ও তাঁর এমন কিছু সাথী-সঙ্গীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল যারা নিছক অলসতা ও বিলাসিতার বশীভূত হয়ে তাবুক যুদ্ধে শরীক হননি। কিন্তু হুযুর (সাঃ)-এর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর এরা যারপরনাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেন। রাসূলে পাক (সাঃ) এদেরকে এ অবস্থায় দেখে বললেন, এরা কারা? উত্তর এলো, এরা তাবুক যুদ্ধে যাননি। কসম খেয়েছে যতক্ষণ না আপনি তাদের বাঁধন খুলছেন ততক্ষণ তারা এই অবস্থায়-ই থাকবে। নবী (সাঃ) এঁদের কথা শুনে বললেন, কসম খোদার! আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিধান না আসা পর্যন্ত আমিও এদের বাঁধন খুলবা না। কেননা তারা তাবুক যুদ্ধে আমাদের সঙ্গ দেয়নি। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। হুযুর পাক (সাঃ) এদের কাছে এসে বাঁধন খুলে দেন। তিনি যখন এই বাঁধন খুলে দেন তখন তারা বলেন,আমাদের সম্পদগুলো আপনার সঙ্গ দিতে বাদ সেধেছিল। আমাদের পক্ষ হয়ে এগুলো সদকা করে দিন এবং আমাদের পাক ছাফ করুন ও মাগফেরাত কামনা করুন। তিনি এরশাদ করলেন, এমনটার নির্দেশ দেয়া হয়নি আমাকে। সুতরাং আমি গ্রহণ করতে পারব না। অতঃপর خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আয়াত খানি নাযিল হয়। (তাফসীরে তাবারী-খ: ১১, পৃ: ১০)

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ ـ الاية ١٠٦

অর্থ ঃ আর অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্‌র নির্দেশের ওপর স্থগিত রয়েছে। (তাওবা-১০৫)

শানে নুযূল ঃ কা'ব ইবনে মালেক, মোররা ইবনে রাবী এবং হেলাল ইবনে উমাইয়ার শানে এই আয়াত নাযিল হয়। তাদের বিস্তারিত কাহিনী

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

শীর্ষক আয়াতের অধীনে উল্লেখ রয়েছে। (তাফসীরে তবারী-খ: ১১, পৃ: ১৬)

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا - الاية ١٠٧

অর্থ ঃ আর যারা মসজিদ তৈরী করেছে ইসলামের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ও কুফরীর আশে। (তাওবা-১০৮)

শানে নুযূল ঃ নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে আসার পর প্রথমে মদীনার বাইরে বনু আমর ইবনে আওফের মহল্লায় অবস্থান করেন। কিছুদিন পরে মদীনা শহরে আগমন করেন এবং এখানে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এর আগে তিনি যে মহল্লায় নামায আদায় করতেন, সেখানকার লোকেরা একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে নেয় যা 'মসজিদে কুবা' নামে খ্যাত। প্রিয়নবী (সাঃ) প্রায় সময়ই সেখানে যেতেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি এ নামাযের অনেক বেশী ফজিলত বর্ণনা করতেন।

কতক মুনাফিকের তা দেখে জিদ হল। তারা চাইল সে মসজিদের কাছে আরেকটি মসজিদ বানাবে এবং নিজেদেরকে একটি পৃথক দলের রূপ দেবে।

সরলমনা কিছু মুসলমানকেও তারা কুবার মসজিদ থেকে আলাদা করে তাদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা চালাল। প্রকৃত পক্ষে এ ন্যক্কারজনক তৎপরতার মূল হোতা ছিল খাযরাজ গোত্রের আবু আমের নামক জনৈক খ্রিস্টান ধর্মযাজক। সে মহানবীর হিজরতের আগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে সংসারত্যাগীর জীবন যাপন করছিল। মদীনা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক বিশেষত খাযরাজ গোত্র তার ভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর বরকতে যখন মদীনায় ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার সূর্যচ্ছটার বিকিরণ ঘটছিল তখন এ ধরনের সাধু-সজ্জনের আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে শুরু করল। সূর্যালোকের সামনে নিভে যাওয়া প্রদীপকে কে -ইবা জিজ্ঞেস করে ? এ অবস্থা দেখে আবু আমের প্রমাদ গুনল। প্রিয়নবী (সাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বললেন, আমি প্রকৃত ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শ নিয়ে এসেছি। সে বলল, আমি আগে থেকেই তাতে প্রতিষ্ঠিত আছি। কিন্তু আপনি তাতে নিজের পক্ষ থেকে ইব্রাহীমী ধর্মাদর্শের পরিপন্থী বহু কিছু সংযোজন করেছেন। প্রিয়নবী (সাঃ) অত্যন্ত জোরালোভাবে তার বক্তব্য খন্ডন করলেন। শেষ পর্যন্ত আবু আমেরের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আমাদের মধ্য যে মিথ্যুক আল্লাহ্ যেন বিদেশ-বিভুঁইয়ে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটান। হুযুর (সাঃ) বললেন, আমীন।

বদর যুদ্ধের পর যখন ইসলামের শিকড় আরো মযবুত হয়ে যায় এবং ইসলামের ক্রমবিকাশ ও উত্তরোত্তর উন্নতি হিংসুকদের চোখ ধাঁধাতে শুরু করে, তখন আবু আমের আর সহ্য করতে পারল না। সে মক্কাবাসীদেরকে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে যুদ্ধে নামানোর অভিপ্রায়ে সেখানে পালিয়ে যায়। অবশেষে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সে নিজে কুরাইশদের সঙ্গে থাকল। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার প্রাক-ইসলামী ভক্ত মদীনার আনসারদেরকে ডেকে নিজের দিকে ঝুঁকানোর চেষ্টা করল। আহাম্মক এতটুকু ঠাহর করতে পারলনা যে, নবুওয়াতি তৎপরতার সামনে তার সে পুরানো যাদুর কোন কার্যকারিতা নেই। সুতরাং যে আনসারগণ তাকে এককালে রাহেব বলে ডাকত, তারা জওয়াব দিল, হে পাপিষ্ঠ আল্লাহ্র শত্রু! আল্লাহ্ যেন তোর চোখ কোন কালেই ঠান্ডা না করেন। তুই ভেবেছিস আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধে আমরা তোর পক্ষাবলম্বন করব? তাঁদের এই হতাশার জবাব শুনে তার কিছুটা সম্বিত ফিরে এলো। ক্রোধান্ধ হয়ে সে বলে ওঠল, হে মুহাম্মদ! এরপর থেকে যে কোন সম্প্রদায় তোমার বিরুদ্ধে ওঠবে আমি সর্বদা তাদের সঙ্গে থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ব। সুতরাং হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি রণক্ষেত্রে কাফেরদের সঙ্গে সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তারই দুষ্কর্মে উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হন। উভয়দলের মাঝখানে সে কতগুলো গুপ্ত খাদ তৈরী করে রেখেছিল। তাতেই প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মুবারক চেহারা ও দাঁত শহীদ হবার ঘটনা ঘটে। হুনায়নের যুদ্ধের পর যখন আবু আমের উপলব্ধি করল, এখন আর কোন শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না তখন সে শামদেশে পালিয়ে গেল। সেখান থেকে সে মদীনার মুনাফিকদের চিঠি লিখল, আমি মুহাম্মদের মুকাবিলায় রোম সম্রাটের সহায়তায় বিশাল এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে আসছি যারা নিমিষেই তার সব পরিকল্পনা ধুলিস্মাৎ করে দেবে। তারা মুসলিমদেরকে পায়ে পিষে ফেলবে। তোমরা শীঘ্র মসজিদের নামে একটি ইমারত তৈরী কর। যেখানে নামাযের বাহানায় একত্র হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যে-কোনও রকম ষড়যন্ত্র করা সম্ভব হবে। দূত সেখানেই তোমাদের কাছে আমার চিঠিপত্র হস্তান্তর করবে। আর আমি নিজে যখন ফিরে আসব, তখন সেটা আমার থাকার ও মিলিত হওয়ার একটা উপযুক্ত স্থানও হবে। এই সব জঘন্য লক্ষ্যেই মসজিদে জেরার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে বাহানা দেখিয়েছিল এই বলে যে, হে রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! আমাদের উদ্দেশ্য অসৎ নয়, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি অসুবিধার কারণে বিশেষতঃ অসুস্থ অভাবগ্রস্তদের পক্ষে কুবার মসজিদে গিয়ে নামায আদায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ দিক লক্ষ্য করেই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে মুসুল্লিদের সুবিধা হয়। সেই সাথে কুবার মসজিদে স্থান সংকুলানের যে সমস্যা তারও কিছুটা সমাধান হয়। আপনি যদি সেখানে গিয়ে নামায উদ্বোধন করে দিয়ে আসতেন তাহলে আমাদের জন্য বরকত ও

কল্যাণের কারণ হত। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের আচরণ দ্বারা সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুকের পথে রওয়ানা হতে যাচ্ছেন। তাই তিনি বললেন, আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে ফিরে আসার পর এটা করা যাবে। তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি যখন মদীনার উপকণ্ঠে সে মুহূর্তে জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আসেন যাতে মুনাফিকদের এই ষড়যন্ত্রের মসজিদের তথাকথিত উল্লেখ রয়েছে। হুযুর (সাঃ) মালেক ইবনে দুখশুম ও মা'ন ইবনে আদীকে নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে ওই তথাকথিত মসজিদে আগুন লাগালেন। মুনাফিকরা পালিয়ে গেল। (তাফসীরে উসমানী (সৌদী সংস্করণ-উর্দূ) পৃঃ ২৭০, কৃত ঃ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী)

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ ـ الاية ١١١

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। (তাওবা-১১১)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বায়াতে আকাবার সময় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে। আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হোক। হুযূর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই এবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে যেমন নিজের জানমাল ও সন্তানদের হেফাজত কর। তারা আরয করলেন, এ শর্ত দুটি পূরণ করলে আমরা কী পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তারা বললেন, আমরা এজন্য রাযী। এমন রাযী যে, এ শর্ত আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে রহিত করার আবেদন কোনদিনও পেশ করব না। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ১১, পৃঃ ২৭, লুবাব-পৃঃ ২৩০, মুখতাছার ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১৭৩)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا ـ الاية ١١٣

অর্থ ঃ নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা। (তাওবা-১১৩)

শানে নুযূল ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেবের মুমূর্ষু অবস্থায় প্রিয়নবী (সাঃ) তার কাছে এসে দেখলেন আবু জাহ্ল ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া বসে আছে। হুযূর (সাঃ) বললেন, হে চাচা! আপনি অন্ততঃ একটি বারের জন্য হলেও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করে নিন। এ সুবাদেই

আল্লাহ্র দরবারে আমি আপনার মুক্তির জন্য সুপারিশ করব। এ সময় আবু জাহ্ল ও ইবনে আবি উমাইয়া বলল, হে আবু তালেব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফেরাবে? এ সময় আবু তালেব বললেন, সত্যিই আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি এবং এর ওপর থেকেই জীবন দেব। হুযূর (সাঃ) বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জন্য মাগফেরাত কামনা করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে নিষেধ না করেন। এরপর এই আয়াত ও إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ নাযিল হয়।

{মুখতাছার ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ১৭৩, বোখারী জানাযা অধ্যায় (হাদীস নং ১৩৬০), মুসলিম (হাদীস নং ৩৯/২৪), নাসাঈ (হাদীস নং ২৫০), তাফসীরে তাবারী-খঃ ১১, পৃঃ ৩০, মুসনাদে আহমদ-খঃ ৫, পৃঃ ৪৩৩}

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ـ الاية ١١٧

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হয়েছেন সেই তিনজনের প্রতি ও যাদের বিষয় মূলতবী রাখা হয়েছিল। (তাওবা-১১৮)

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতখানি তাবুক যুদ্ধে না যাওয়া তিন মহান সাহাবীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই তিন সাহাবীর জন্য এটি ঈমান-ইসলামের একটি বড় পরীক্ষা যেটিতে তাঁরা পরিপূর্ণ উৎরে গিয়েছিলেন। এই তিনজনের একজন কা'ব ইবনে মালেক তাঁর কাহিনী বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে ঃ

হযরত (সাঃ) কর্তৃক পরিচালিত কোন জেহাদেই আমি অনুপস্থিত থাকি নাই- একমাত্র তবুকের জেহাদ ছাড়া। অবশ্য আমি বদরের জেহাদেও অংশগ্রহণ করি নাই। কিন্তু বদরের জেহাদে অনুপস্থিতির দরুন কাউকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। কারণ, সে উপলক্ষে হযরত (সাঃ) পূর্ব হতে সকলকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আদেশ করেন নাই। বরং তিনি কিছু সংখ্যক সহযাত্রী নিয়ে শুধু একটি বণিক দলের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শত্রুপক্ষের মুখামুখি হতে হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন আমি আকাবার ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম, যার পরিবর্তে বদরের উপস্থিতিকে আমি অধিক মর্যাদাবান মনে করি না, যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ।

তবুকের অভিযানে যাত্রা না করা সম্পর্কে আমার ঘটনার বিবরণ এই যে, ঐ অভিযান যখন পরিচালিত হয় তখন আমি অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক সামর্থশালী ছিলাম। ইতিপূর্বে কখনও আমার নিকট দুটি বাহন সঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু ঐ সময় আমার নিকট দুটি বাহন ছিল।

ইতোপূর্বে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন অভিযানের ইচ্ছা করলে পূর্বাহ্নে তার স্থান নির্দিষ্টরূপে প্রকাশ করতেন না; বরং গোপনীয়তা রক্ষার্থ অন্য কোন স্থানের (এলাকা বা দিকরূপে) নাম উল্লেখ করতেন; কিন্তু তাবুকের অভিযানে যেহেতু ভীষণ উত্তাপ, অধিক দূরের সফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রুসেনার সম্মুখীন ছিলেন, তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) এই অভিযানে গন্তব্যস্থল ইত্যাদি সবকিছু সুস্পষ্টরূপে পূর্বাহ্নে প্রকাশ করেছিলেন, যেন সকলেই পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হয়।

রসূলূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বহু সংখ্যক লোক ছিল এবং তাঁদের নাম কোন রেজিস্টার ইত্যাদিতে লিখিত ছিল না। অতএব যেকোন ব্যক্তি যাত্রা হতে বিরত থাকতে চাইলে অতি সহজেই সে তা করতে পারত এবং অহী মারফত খবর জ্ঞাত না করা হলে তার কার্য গোপন থাকবে বলে ধারণা হত। ঐ অভিযানে যাত্রার সময়টি ছিল যখন বাগ-বাগিচার পেকেছিল এবং গাছপালা ইত্যাদির ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণসহ অভিযানে যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নিলেন। আমি প্রতিদিন স্থির করি, যাত্রার ব্যবস্থা করব; কিন্তু তা করি না এই ভেবে যে, যখন ইচ্ছা তখনই ব্যবস্থা করে নিতে পারব। এরূপে আমার সময় কাটতে লাগল। অন্যান্য লোক কার্য সমাধা করে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং সকল মুসলমান সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করে নিয়েছেন অথচ আমি কিছুই করি নাই। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, এক দুই দিনে ব্যবস্থা করে পরে দ্রুতবেগে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাব। এরূপে সকলে মদীনা ত্যাগ করত যাত্রা করে গেল; কিন্তু আমি এখনও সেই ভাব নিয়ে আছি। প্রতিদিন বাড়ী হতে এ ইচ্ছা করে বের হই যে, আজ সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করব, কিন্তু কিছুই করি না। এরূপে দিন কাটতে লাগল, এমনকি অভিযাত্রী দল অনেক দূর পথ অতিক্রম করে চলে গেল। তখনও আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, আমি দ্রুত চলে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। যদি সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করতাম তবে মঙ্গলই ছিল; কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটে নাই– শেষ পর্যন্ত আমার আর যাত্রা করা হল না।

রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা হতে চলে যাওয়ার পর এ বিষয়টি আমার মনে বড় অস্বস্তি সৃষ্টি করত যে, সারা মদীনা ঘুরে একমাত্র ঐ ব্যক্তিদেরই দেখতে পাই যারা মোনাফেক হিসাবে পরিচিত ছিল বা অক্ষম–মাজুর ছিলেন।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। কিন্তু তাবুক পৌছে একদা তিনি অন্য লোকদের মধ্যে বসে ছিলেন। ঐদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কা'ব ইবনে মালেক কি করল? বনু সালামা গোত্রের এক

ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ধন-দৌলত এবং আত্মগর্ব তাকে আসতে দেয় নাই। তদুত্তরে মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন, তুমি ভাল কথা বল নাই। ইয়া রসূলাল্লাহ! খোদার কসম- আমরা তাঁকে উত্তম ও খাঁটি জানি। এ মন্তব্যের উপর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চুপ রইলেন।

কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন সংবাদ পেলাম যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আলাইহে অসাল্লাম তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনে যাত্রা করেছেন, তখন অন্তরে ভাবনা-চিন্তার ভিড় জমতে লাগল এবং আমি মনে নানা প্রকার মিথ্যা সাজাতে লাগলাম। মনে মনে এটাই ভাবতে লাগলাম যে, কি বলে আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হতে অব্যাহতি পেতে পারব? এ-সম্পর্কে আমি আমার পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হতে পরামর্শও গ্রহণ করতে লাগলাম। যখন এই সংবাদ প্রচারিত হল যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় এসে পৌছেছেন, তখন সব মিথ্যা আমার হৃদয়পট থেকে মুছে গেল এবং আমার দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে, এমন কোন ব্যবস্থা দ্বারা আমি হযরতের অসন্তুষ্টি হতে অব্যাহতি পেতে পারব না যার মধ্যে মিথ্যার লেশ থাকবে। এ ভেবে আমি দৃঢ় পণ করলাম যে, হযরতের সম্মুখে আমি সত্যই প্রকাশ করব।

রসূলুল্লাহ (সঃ) ভোর বেলা মদীনায় উপনীত হলেন। তিনি সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথম মসজিদে যেতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়তেন; অতঃপর লোকদের প্রতি ফিরে বসতেন। এই সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ করলেন তখন এমন ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত হতে লাগল যারা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে নাই। ঐ শ্রণীভুক্ত মোনাফেক ব্যক্তিরা নানা প্রকার মিছামিছি ওজর-আপত্তি পেশ করত মিথ্যা কসম খেতে লাগল। ঐরূপ ব্যক্তির সংখ্যা আশির উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের ওজর গ্রহণ করে নিলেন এবং পুনঃ বাহ্যিক বায়আ'ত তথা আনুগত্যের দীক্ষা তাদের থেকে গ্রহণ করলেন, তাদের মাগফেরাতের দোয়াও করলেন, কিন্তু এও বললেন যে, তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ তাআলার হাওয়ালা।

কা'ব (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হলাম এবং সালাম করলাম। হযরত (সঃ) অন্তরে রাগ পোষণকারী ব্যক্তির ন্যায় (কড়া দৃষ্টির সাথে) সামান্য মুচকি হাসি হাসলেন এবং অধিক নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ করলেন। আমি অগ্রসর হয়ে হযরতের সম্মুখে বসলাম। হযরত (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে এই জেহাদে অংশ নেও নাই- তুমি কি বাহন ক্রয় কর নাই? আমি আরজ করলাম, হাঁ- করেছিলাম। কসম খোদার- আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি

আপনি ভিন্ন কোন দুনিয়াদার মানুষের সম্মুখে বসতাম তবে আশা করতে পারতাম যে, মিথ্যা ওজর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভ করতে পারব, আমি তর্কে বিশেষ পটু। কিন্তু এও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজ যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্টও করি, তবুও আল্লাহ্ তাআলা অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর আজ যদি আমি সত্য বলি, যদ্দরুন আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি আল্লাহ তাআলার তরফ হতে ক্ষমার আশা করি।

অতএব আমি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করছি, বস্তুতঃ আমার কোন ওজর বা বাঁধা-বিঘ্ন ছিল না। এই অভিযানে আমি সর্বাধিক শক্তি সামর্থশালী ছিলাম।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সব কিছু শোনার পর বললেন, সে সব কিছু সত্য বলেছে। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি এখন চলে যাও; যাবত স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তোমার এই অপরাধ সম্পর্কে কোন কিছু ফয়সালা না করেন (তাবত তোমাকে অপরাধী গণ্য করা হবে)। আমি সেখান থেকে চলে এলাম। বনু সালামা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আমার প্রতি ছুটে এল এবং আমাকে বুঝ দিতে লাগল যে, আমরা যতটুকু জানি, ইতিপূর্বে তুমি আর কোন গোনাহ কর নাই! তুমি অন্যদের ন্যায় কোন একটি ওজর পেশ করে দিতে পারলে না? এতে যদি তোমার গোনাহ হত তবে হযরতের ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তা মাফ হয়ে যেত। এরূপে তারা আমাকে বুঝ-প্রবোধ দিতে এবং তিরস্কার করতে আরম্ভ করল, এমনকি আমি পূর্বেকার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার কল্পনা করতে লাগলাম। আমি তাদেরক জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ন্যায় আরও কেউ এরূপ করেছে কি? তারা বলল, হাঁ– আরও দুই জন তোমার ন্যায়ই বলেছেন এবং তাদের সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপই বলেছেন যা তোমার জন্য বলেছেন। আমি তাদেরকে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। তদুত্তরে তারা বলল, একজন মোরারাইবনুর রবী, অপর জন হেলাল ইবনে উমাইয়্যা। তারা এমন দু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল যাঁরা অতি মহৎ ও বিশিষ্ট এবং বদর জেহাদের মোজাহেদ ছিলেন; এমন ব্যক্তিদ্বয়কে আদর্শরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম উল্লেখ করার পর আমি স্বীয় পূর্ব মতের উপরই দৃঢ় হয়ে গেলাম।

রসূলুল্লাহ (সঃ) সকল মুসলমানকে আমাদের তিন জনের সঙ্গে সর্বপ্রকার কথাবার্তা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দিলেন। আমি ভিন্ন অন্য (যারা অংশগ্রহণ করেছিল না, কিন্তু তারা মোনাফেক; মিথ্যা শপথ করে ওজর পেশ করেছিল, তাদের) কারো প্রতি এরূপ কোন ব্যবস্থা হযরতের পক্ষ থেকে গৃহীত হয় নাই– যেরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমাদের জন্য গৃহীত হয়েছে।

হযরতের আদেশ অনুসারে সমস্ত মুসলমান আমাদের সঙ্গে সকল প্রকার আচার-অনুষ্ঠান, কথাবার্তা বন্ধ করে দিল। সমস্ত লোকের সম্পর্কই আমাদের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে গেল, এমনকি আমাদের নিজ দেশ যেন বিদেশে পরিণত হয়ে গেল– এ দেশ যেন আমাদের পরিচিত দেশই নয়। এ অবস্থায় আমাদের তিন জনের দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল।

আমার সঙ্গীদ্বয় তো একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন, গৃহে আবদ্ধ জীবন কাটাতেন এবং দিবা-রাত্রি কাঁদতে লাগলেন। আমি যেহেতু আধা বয়সী শক্তিবান ও সাহসী পুরুষ ছিলাম, তাই আমি বাইরে আসতাম, সকল মুসলমানের সঙ্গে জামাতে নামায পড়তাম, বাজারে চলাফেরা করতাম, কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ কথাবার্তা বলতেন না। আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতেও উপস্থিত হতাম এবং সালাম করতাম– যখন তিনি নামাযান্তে সকলকে নিয়ে মজলিস করতেন। আমি সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সালামের উত্তরদানে ঠোঁট নাড়াচ্ছেন কি? আমি হযরতের নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়তে দাঁড়াতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখতাম। আমি তাঁকে দেখতাম যে, আমি যখন নামাযের প্রতি ধ্যানমগ্ন থাকি তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যখন আমি তাঁর প্রতি দৃষ্টি করি তখন তিনি স্বীয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

লোকদের এরূপ কঠোর ব্যবহার আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল চলতে লাগল। একদা আমি আবু কাতাদা (রাঃ) নামক ব্যক্তির বাগানের দেওয়াল টপকিয়ে প্রবেশ করলাম ঐ ব্যক্তি আমার চাচাত ভাই এবং বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। আমি বললাম, হে আবু কাতাদা! আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জ্ঞাত নন যে, আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে খাঁটিভাবে ভালবাসি ও ভক্তি করি; আমি খাঁটি মুসলমান? তিনি এই কথারও উত্তর দিলেন না; চুপ রইলেন। আমি পুনরায় ঐ প্রশ্ন করলাম এবং আল্লাহর কসম দিলাম। এবার তিনি এতটুকু বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল সর্বজ্ঞ। এতদ্দৃষ্টে আমার চক্ষুদ্বয় দর দর করে বইতে লাগল; আমি পুনঃ দেওয়াল টপকিয়ে বাইরে চলে এলাম।

কা'ব (রাঃ) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে চলাফেরা করছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, সিরিয়া হতে আগন্তুক এক কৃষক বণিক, যে মদীনার বাজারে স্বীয় পণ্য বিক্রি করতে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের পরিচয় করে দেবার কেউ আছেন কি? সকলেই তাকে আমার প্রতি ইশারা করে দিলেন। সে নিকটে এসে একখানা লিপি আমাকে দিল; লিপিখানা তবুক অভিযানের বিপক্ষ পার্টি গাস্‌সান গোত্রীয় রাজার লিখিত ছিল। ঐ রাজা লিখেছিলেন–

اما بعد فانه قد بلغنى ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله

بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك ـ

অর্থ ঃ "শ্রদ্ধা নিবেদনের পর– আমি জানতে পারলাম, আপনার দলীয় প্রধান আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন। আপনি মর্যাদাহীন আশ্রয়হীন মানুষ নন, আপনি আমাদের দেশে আসুন; আমরা আপনার সাহায্য–সহায়তা করব।

লিপিখানা পাঠ করে মনে মনে ভাবলাম, আমার পক্ষে এটি আর এক পরীক্ষা। আমি লিপিখানা চুলার মধ্যে দিয়ে ভস্ম করে ফেললাম। তখন আমাদের সর্বমোট পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। এমতাবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ থেকে সংবাদবাহক এক ব্যক্তি আমার নিকট পৌঁছুলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আদেশ করেছেন, আপনার স্ত্রীও আপনার নিকট হতে পৃথক থাকবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তালাক দিয়ে দিব না অন্য কিছু করব? তিনি বললেন, তালাক দিতে হবে না। তবে আপনাকে পৃথক থাকতে হবে– আপনি তার নিকটবর্তী হতে পারবেন না। আমার অপর সঙ্গীদের প্রতিও এই আদেশ পৌঁছান হল। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও; যাবত আল্লাহ তাআলা আমার কোন ফয়সালা না করেন তথায়ই থাক।

কা'ব (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গী হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী এ আদেশ পেয়ে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হল এবং আরজ করল, ইহা রসূলাল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া বৃদ্ধ– এমন বৃদ্ধ যে, যেকোন সময় সে আকস্মিক কোন বিপদে পতিত হতে পারে। তার কোন চাকর-নওকর নাই, আমি তার খেদমত করে দিব, এটাও কি নিষিদ্ধ? হযরত (সঃ) বললেন, এতটুকু করতে পার; কিন্তু সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। স্ত্রী বললেন, এ সম্পর্কে তার কোন আকর্ষণ-অনুভূতিই নাই, তিনি তো ঘটনার প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত দিবা-রাত্রি কেঁদে কাটাচ্ছেন।

কা'ব (রাঃ) বললেন, আমাকে কেউ কেউ এ পরামর্শ দিলেন যে, আপনিও যদি স্বীয় স্ত্রী সম্পর্কে অনুমতি চাইতেন যেরূপ হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী অনুমতি নিয়েছে! আমি বললাম, আমি কখনও ঐরূপ অনুমতি চাইব না। আমি বৃদ্ধ নই; আমার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) কি বলেন তা কে বলতে পারে? এ অবস্থায় আরও দশ দিন অতিবাহিত হয়ে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সর্বদা আমার এ চিন্তা ছিল যে, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তবে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার জানাযার নামায পড়বেন না, কিংবা আমি এ অবস্থায় থাকাকালীন রসূলুল্লাহ (সঃ) যদি ইহজগত ত্যাগ করে যান তবে চির দিনের জন্য আমি এই অবস্থায় থেকে যাবে– কেউ আমার সঙ্গে কথা বলবেন না এবং আমার জানাযার নামায পড়বেন না।

পঞ্চাশতম দিনের রাত্রি শেষে ফজরের নামাযান্তে আমি আমার গৃহের ছাদের উপর বসে ছিলাম। আমার অবস্থা ঐরূপই ছিল যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার নিজের জান-প্রাণ যেন আমার জন্য জঞ্জাল হয়ে পড়েছিল এবং সমগ্র জগত যেন আমার জন্য সংকীর্ণ ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ শুনতে পেলাম, এক চীৎকারকারী 'সালা' পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলছে, হে কা'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এই শব্দ আমার কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেজদায় পড়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার সুদিন এসেছে।

ঘটনা ছিল এই যে, ঐ রাতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উম্মুল মোমেনীন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে ছিলেন। রাত্রি যখন এক তৃতীয়াংশ বাকী, এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, হে উম্মে সালামা! কা'ব ইবনে মালেকের তওবা কবুল হয়েছে; তার অপরাধ ক্ষমা করা সম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উম্মে সালামা (রাঃ) বললেন, এখনই লোক পাঠিয়ে তাকে এ সংবাদ জ্ঞাত করব কি? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, এরূপ করলে লোকের ভীষণ ভিড় হবে (এবং সকলেরই নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে।) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ফজরের নামায হতে অবসর হলেন তখন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন। তখন আমার প্রতি এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি বহু লোক সুসংবাদ দানের জন্য ছুটে আসতে লাগল। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটল, আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি পাহাড়ের উপর আরোহণ করে চীৎকার করল, তার চীৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষা দ্রুত পৌঁছাল। চীৎকারকারী যখন সুসংবাদ দানের জন্য আমার নিকটে পৌঁছুলেন তখন আমি (অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে কাপড় ধার করত) আমার নিজের পরিধেয় কাপড় তাকে সুসংবাদ দানের প্রতিদানস্বরূপ প্রদান করলাম। ঐ সময় ঐ দুটি কাপড় ভিন্ন আর কোন কাপড় আমার প্রস্তুত ছিল না; তাই আমি ধার করে কাপড় পরলাম।

আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হলাম; মানুষ দলে দলে আমাকে মোবারকবাদ জানাবার জন্য আসতে লাগল। তারা সকলেই বলছিল ليهنك توبة الله عليك তোমার জন্য মোবারক ও মঙ্গল হোক, আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করেছেন।

কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি লোকদের এরূপ মোবারকবাদ ধ্বনির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম এবং মসজিদে প্রবেশ করলাম। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক জমা ছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) দ্রুত আমার প্রতি ছুটে আসলেন এবং

মোবারকবাদ দান করত মোসাফাহা করলেন। তিনি ব্যতীত মোহাজেরগণ হতে অন্য আর কেউ আমার প্রতি এরূপে আসেন নাই। আমি তাঁর এ ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার কখনও ভুলতে পারব না।

কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম, তখন তাঁর চেহারা মোবারক আনন্দে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন-

ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك

অর্থ ঃ "তোমার জন্মদিন হতে এ পর্যন্ত সর্বাধিক উত্তম দিন অদ্যকার দিনটির সুসংবাদ তুমি গ্রহণ কর।" আমি আরজ করলাম, এ সুসংবাদ কি আপনার নিজ পক্ষ হতে না আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার নিজ পক্ষ হতে নয় বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন কোন ঘটনায় সন্তুষ্ট হতেন তখন তাঁর চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝক ঝক করত– যা আমরা উপলব্ধি করতাম।

আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে বসে আরজ করলাম, আমার তওবার পূর্ণতা স্বরূপ এও ইচ্ছা করছি যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য আমার সমুদয় ধন-সম্পদ সদকা করে দিব। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কিছু পরিমাণ ধন তুমি নিজের জন্যও রাখ; এটি উত্তম। আমি আরজ করলাম, খায়বর এলাকায় আমার যে সম্পত্তি আছে তা আমার নিজের জন্য রাখলাম, অন্য সব সম্পত্তি সদকা করে দিলাম।

আমি আরও আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা একমাত্র সত্যের বদৌলতে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার দৃঢ় অঙ্গীকার এই যে, চিরজীবন সত্যের উপরই থাকব। আল্লাহ তাআলা সত্যের প্রতিদানে যে নেয়ামত আমাকে দান করেছেন এরূপ আর কাউকে দান করেন নাই।

কা'ব (রাঃ) বলেন, যে দিন আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ করেছি সে দিন হতে অদ্য (বর্ণনার সময়) পর্যন্ত সত্যের বিপরীত শব্দ আমি মুখেও আনি নাই; আশা করি বাকী জীবনেও আল্লাহ তাআলা আমাকে মিথ্যা থেকে এরূপ হেফাযতই করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্পর্কে যে আয়াত নাযিল করেছেন তা এই–

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ .... ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলার বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ দৃষ্টি হল নবীজীর উপর, মোহাজের ও আনসারগণের উপর, যারা ভীষণ কষ্টের মুহূর্তেও অনুগত রয়েছে, অথচ একদল লোকের মনোভাব ভিন্ন ধরনের হয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের প্রতিও হয়েছিল; আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি স্নেহশীল দয়ালু। এতদ্ভিন্ন ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি হয়েছে (তথা তাহাদের তওবা কবুল হয়েছে এবং অপরাধ ক্ষমা হয়েছে), যাদের সম্পর্কে ফয়সালা মুলতবী রাখা হয়েছিল; এমনকি জগত তাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠল, তাদের নিজের জীবন নিজের উপর জঞ্জাল মনে হতে লাগল এবং তারা উপলব্ধি করে নিল যে, আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন যেন তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ধাবিত হতে পারে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহশীল, দয়ালু। হে ঈমানদারগণ! নিজের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয়-ভক্তি সৃষ্টি কর এবং (ইহা লাভের জন্য) সত্য ও খাঁটি লোকদের সঙ্গী হয়ে থাক। (সূরা তওবা ঃ ১১৭/১১৮)

কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইসলাম গ্রহণের পর এরূপ কোন নেয়ামত আমার উপর হয় নাই। আমি যে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সত্য বলতে পেরেছি, আমি তাঁর নিকট মিথ্যা বলি নাই–তাহলে আমিও ঐরূপ ধ্বংস হতাম যেরূপ অন্যান্য মিথ্যা ওজর প্রকাশকারীগণ ধ্বংস হয়েছে। সেই মিথ্যাবাদীগণ সম্পর্কে যখন ওহী নাযিল হয়েছে তখন তাদেরকে অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্যের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ـ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ....

অর্থ ঃ (মোনাফেকরা নান প্রকার অজুহাত ও মিথ্যা ওজর দেখিয়ে তবুকের অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে;) যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে তখন তারা পুনঃ পুনঃ মিথ্যা কসম করে নানা প্রকার উক্তি করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না কর। আচ্ছা– তাদের ব্যাপারে তাই কর। তারা

অপবিত্র, তাদের অবস্থান স্থল হবে জাহান্নাম, তা তাদের কর্মের ফল। তারা মিথ্যা কসমের আশ্রয় নেবে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। যদিও তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এসব নাফরমান দলের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবেন না। (সূরা তওবা ঃ ৯৫) (বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ, ৩খ. ২৬০-২৬১)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ـ الاية ١٢٢

অর্থ ঃ আর সমস্ত মু'মিনদের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। (তাওবা ঃ ১২২)

শানে নুযূল ঃ ১. ইবনে আবি হাতেম ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا নাযিল হয় তখন গ্রাম্য কিছু লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পেছনে থেকে গেলে মুনাফিকরা তাদের বলতে থাকে, যারা রয়ে গেছে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ১৩৪)

২. আল্লামা ওয়াহেদী বলেন ঃ যখন তাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়া তিন সাহাবীর ঘটনা ঘটে যায় তখন যে কোন যুদ্ধ (সারিয়ে) এলে সাহাবায়ে কিরামের সকলেই যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যান এবং রাসূল (সাঃ)-কে একাকী মদীনায় রেখে যেতে উদ্যত হন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ২২০)

سُوْرَةُ يُوْنُس

সূরা ইউনূস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ ـ الاية ٢

অর্থ ঃ মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন। (সূরা ইউনূস-২)

শানে নুযূল ঃ আল্লাহ্ পাক যখন মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করলেন তখন কাফেররা তাকে অস্বীকার করে বসল। তারা টিপ্পনি কেটে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল বানানোর চেয়েও আল্লাহ্ তা'আলার শান অতি মহান। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ১১; পৃঃ ৫৮, ইবনুল জাওযী বলেন, এই রেওয়াতটি দুর্বল, এর জন্য দেখুন আসবাবে নুযূল-হাশিয়া পৃঃ ২২৯)

لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ - الاية ١١

অর্থ ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সেরূপ শীঘ্র অকল্যাণ পৌছে দেন যেরূপ শীঘ্র তার কল্যাণ কামনা করে। (সূরা ইউনূস-১১)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে দোয়াচ্ছলে বলেছিল, হে আল্লাহ্! যদি এই দ্বীন যা মুহাম্মদ (সাঃ) নিয়ে এসেছেন তা সত্যই আপনার পক্ষ থেকে হয়,তাহলে আমাদের ওপর আসমান থেকে যেন পাথর বর্ষণ হয়। (জালালাইন-পৃঃ ১৭১)

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ - الاية ١٥

অর্থ ঃ আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকৃষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়। (সূরা ইউনূস-১৫)

শানে নুযূল ঃ ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা ও অন্যা মুশরিকরা বলল, হে মুহাম্মদ ! তোমার যদি আমাদের কাছে কুরআনের আয়াত শোনাতেই হয় তাহলে যে আয়াতে আমাদের মূর্তির নিন্দামন্দ আছে সেগুলো সংশোধন করে দাও। তার এ কথার উদ্দেশ্য ছিল কুরআন যদি খোদ মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই রচিত হয় তাহলে আমাদের খাতিরে তিনি তা বদলে দেবেন। আর যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় তাহলে তাতে রদ-বদলের কোন সুযোগ থাকবে না । আল্লাহ্ পাক এদের এই অভিলাষের বিরুদ্ধে আয়াত নাযিল করেছেন। (কানযুন নুকূল-উর্দূ-পৃঃ ৫৩, আসবাবে নুযূল ওয়াহেদী-পৃঃ ২২১)

وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً - الاية ٢١

অর্থ ঃ আর যখন আমি মানুষকে আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর। (সূরা ইউনূস-২১)

শানে নুযূল ঃ মক্কা মুকাররমায় সাত বছর যাবত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের পর আল্লাহ্র করুণা সিন্ধুতে রহমতের বান ডাকল। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো এবং দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হল। পরবর্তীতে তারা খোদার রাসূল (সাঃ) ও কুরআনের আয়াতসমূহকে অস্বীকার শুরু করল। রাসূলের বিরুদ্ধে নানান প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালাল। ফলে এই আয়াত নাযিল হলো। (সাবী)

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ - الاية ٤٨

অর্থ ঃ তারা বলাবলি করছে, কবে আসবে সেই অঙ্গীকারের দিন? (ইউনূস-৪৮)

শানে নুযূল ঃ যখন اِمَّا نُرِيَنَّكَ --- اِلى --- وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ নাযিল হলো তখন কাফেররা বলাবলি শুরু করল, কবে আসবে সেই অঙ্গীকারের ফসল? আমাদের তো মনে হয় না এমনটা হবে। খোদার আযাব জলদি এলে আমরা ঈমান আনব। এ কথার পর অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কানযুন নুকূল-উর্দূ পৃঃ ৫৫)

وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ - الاية ٥٣

অর্থ ঃ আর তারা আপনার কাছে সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, এটা কি সত্য ?

(সূরা ইউনূস - ৫৩)

শানে নুযূল ঃ হুয়াই ইবনে আখতাব রাসূলে আকরাম (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে প্রশ্ন করল,হে মুহাম্মদ ! তোমার কাছে যে কুরআন অবতীর্ণ হয় তা কি সত্য ? এর দ্বারা প্রকৃত পক্ষে সে ঠাট্টা-তামাশা করতে চাইছিল-সত্যানুসন্ধান নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কানযুল নুকূল-উর্দু পৃঃ ৫৫)

سُوْرَةُ هُوْدٍ
সূরা হুদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ - الاية ٥

অর্থ ঃ জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয়-যেন আল্লাহ্র নিকট হতে লুকাতে পারে। (সূরা হুদ-৫)

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরদের মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো, হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'কিছু সংখ্যক মুসলিমের চরিত্রে লজ্জাশীলতা এত প্রকট হয়ে দাঁড়ায় যে তারা পেশাব-পায়খানা, স্ত্রী গমন ইত্যাদি মানবিক প্রয়োজন সমাধাকালেও দেহের কোন অংশ বিবস্ত্র করতে এই ভেবে লজ্জাবোধ করতেন যে, আসমান অধিপতি আমাদের দেখছেন। লজ্জাস্থান গোপন রাখার স্বার্থে তারা বক্ষদেশকে দ্বি-ভাজ করে ফেলতেন। আল্লাহ্র সাথে চরম আদব ও শিষ্টতা রক্ষা এবং লজ্জার আতিশয্যে এ

রকম আচার প্রকাশ পেতে পারে। সুফীদের ভাষায় তাদেরকে مغلوب الحال (আত্মবিস্মৃতি অবস্থাসম্পন্ন) বলে। কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের এরূপ বাড়াবাড়ি যেহেতু ভবিষ্যৎ উম্মতের জন্য সংকটের কারণ হতে পারত তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা এ আয়াত নাযিল করে তাঁদের সংশোধন করে দেন। (তাফসীরে উসমানী খঃ ২, বাংলা অনুবাদ আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, ইসলামী ফাউন্ডেশন (ঢাকা, ১৯৯৭), পৃঃ ৩৩০)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ الاية ٦

অর্থ ঃ পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্র। (সূরা হূদ-৬)

শানে নুযূল ঃ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে হযরত আবু মূসা আশআরী(রাঃ) ও হযরত আবু মালেক (রাঃ) প্রমুখ আশআরী গোত্রের লোকদের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়েমেন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌছলেন। তাদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার্য-পানীয় যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রাসূলে করীম (সাঃ) তাদের জন্য কোন আহার্যের সুব্যবস্থা করে দেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন হযরত (সাঃ)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন তখন গৃহ অভ্যন্তরে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কুরআন তেলাওয়াতের সুমধুর সুরধ্বনি ভেসে এল–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্র। সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকূলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিয্কের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন। শুভ সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য আসছে। তারা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাদের মুখপাত্র নিজেদের দুরবস্থার কথা রাসূলে পাক (সাঃ)-কে অবহিত করার পর তিনি তাদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাঁরা নিশ্চিত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশ্ত-রুটিপূর্ণ একটি পাত্র বহন করে আশআরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশআরী গোত্রের লোকদের আহার করার পরও প্রচুর গোশ্ত রুটি রয়ে গেল। তখন তারা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রাসূলে আকরাম

(সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজনানুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে প্রেরণ করলেন।

তাঁরা পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার প্রেরিত গোশ্‌ত-রুটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে। তদুত্তরে রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি তো কোন খাদ্য প্রেরণ করিনি।

তখন তারা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রাসূলে খোদা (সাঃ) বললেন, আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিয্‌কের দায়িত্ব নিয়েছেন।

(তাফসীরে কুরতুবী-খঃ ৯, পৃঃ ৭)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ الاية ١٥

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও এর চাকচিক্যই কামনা করে। (সূরা হুদ-১৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াত ইহুদী-নাসারাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, রিয়াকারদের সম্পর্কে এই আয়াতের অবতারণ হয়। তাফসীরে সাবীতে বলা হয়েছে, এই আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বলত, রাসূলে পাক (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা যুদ্ধলব্ধ মালের আশায় যুদ্ধ করেন এবং এর দ্বারা তারা আখেরাতে সামান্যও ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা করেন না।

(কানযুন নুকূল-উর্দূ, পৃঃ ৫৬)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ـ الاية ١١٤

অর্থ ঃ আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে নামায আদায় করবেন। (সূরা হুদ-১১৪)

শানে নুযূল ঃ এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে এসে বললো, জনৈকা নারী আমার কাছে সুদের টাকা নিতে এসেছিল। আফসুস! নির্জন কক্ষে নিয়ে সহবাস ব্যতিরেকে আমি তার থেকে আর সব ধরনের স্বাদ নিয়েছি। এক্ষণে আল্লাহ্‌র বিধানানুযায়ী যা হয় করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, খুব সম্ভব তার স্বামী অনুপস্থিত ছিল। সে বলল, জী হ্যাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যাও, হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাঃ)-এর কাছে এই মাসয়ালা পেশ করো। সিদ্দীকে আকবারের কাছে ব্যাপারটি উত্থাপন করা হলে তিনিও ওমর (রাঃ)-এর অনুরূপ প্রশ্ন

করলেন। তিনি ওমর (রাঃ)-এর মত তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ব্যাপারটা উত্থাপন করার পরামর্শ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, খুব সম্ভব তার স্বামী জিহাদে গেছে। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। লোকটি বলতে লাগল, এই আয়াত কি নিছক আমাকে উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে? হযরত ওমর (রাঃ) তার বুকে হাত রেখে বললেন, না। এভাবে কেবল তোমার চক্ষু শীতল করার জন্যই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়নি বরং এটি সার্বজনীন ও ব্যাপক। এ কথা শুনে হুজুর (সাঃ) বললেন, ওমর ঠিকই বলেছে।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর-উর্দূ পারা-১২ পৃঃ ৩৭, মুসলিম-তাওবা অধ্যায় ৪২/২৭৬৩, তিরমিযী-তাফসীর অধ্যায় (হাদীস নং ৩১১২) তিনি একে হাসান ও সহীহ বলেছেন। তাফসীরে তাবারী-খঃ ১২, পৃঃ ৮০-৮১)

سُوْرَةُ يُوْسُفَ

সূরা ইউসূফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ـ الاية ١

অর্থ ঃ এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (সূরা ইউসূফ-১)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম একবার রাসূলে খোদার(সঃ) কাছে আরজ করলেন, আপনি আমাদেরকে একটি কাহিনী শুনালে খুব ভাল হত। তখন এই সূরা নাযিল হয়। সাবীর ভাষ্যমতে, ইহুদীরা একবার হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে এসে ইয়াকুব ও ইউসূফ (আঃ)-এর কাহিনী জানতে চাইলে এই সূরা নাযিল হয়। অপর এক রেওয়ায়েত মোতাবেক, দীর্ঘকাল ধরে কুরআনুল কারীম নাযিল হয়ে যাচ্ছিল। হুযূর (সাঃ) তেলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন। এ সময় সাহাবায়ে কিরাম আকাংক্ষা করছিলেন, যদি এমন কোন আয়াত নাযিল হতো যাতে হুযূর (সাঃ)-এর জীবন বৃত্তান্ত বিদ্যমান। অতঃপর এই সূরা নাযিল হয়।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন মাআরিফুল কুরআন। কৃত ইদ্রীস কান্দালভী-খঃ পৃঃ ২-৪)

سُوْرَةُ الرَّعْدِ

সূরা রা'দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ـ الاية ٦

অর্থ ঃ এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে।

(সূরা রা'দ-৬)

শানে নুযূল ঃ নজর ইবনে হারেস হাসি-তামাশা স্বরূপ দ্রুত আযাব নাযিলের তাগিদ দিত। সে বলত, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আযাব যদি আনতেই চাও তাহলে দ্রুতই তা এনে দেখাও। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (জালালাইন-পৃঃ ২০১)

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاۤءُ ـ الاية ١٣

অর্থ ঃ তিনি বজ্রপ্রেরণ করেন। অত:পর তা যাকে ইচ্ছা স্পর্শ করান।

(সূরা রা'দ-১৩)

শানে নুযূল ঃ মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ইহুদী রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে এসে বলতে লাগল, আল্লাহ্ পাক কি তাম্র, মনি-মাণিক্যের নাকি ইয়াকুতের? তাদের এই প্রশ্ন পুরো হতে না হতেই একটি বজ্রপাত হয়ে তার খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেল। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ২৭৪)

অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) আরবের এক দাম্ভিক মোড়লকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। দূত তাকে বলল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে (দম্ভভরে) বলল, রাসূলুল্লাহ আবার কে? আল্লাহ্ই বা কী জিনিস? সোনা, না রূপার? নাকি তামার তৈরী? (নাউযুবিল্লাহ)। আবার সে একই কথা বলল। তৃতীয়বার যখন সে এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করছিল, তখন সহসা মেঘ দেখা দিল এবং তা থেকে বজ্রপাত হয়ে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। (তাফসীরে উসমানী-বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউডেশন (ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ৪৭২)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ - الاية ١٩

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। (সূরা রা'দ-১৯)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াতের প্রশংসার অংশটুকু হযরত হামযা (রাঃ)-এর কল্যাণমুখী কৃতকর্মের এবং ধমকমূলক অংশটুকু আবু জাহ্‌ল ও তার জঘন্য কর্মকান্ডের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তবে নুযূল ব্যক্তি বিশেষের দিকে নযর করে হলেও এটা সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই কল্যাণমুখী কর্মকান্ডে হামযা (রাঃ) ও তাঁর পদাংক অনুসারী ব্যক্তি মাত্রই এই আয়াতে উল্লেখিত সুন্দর গুণের অধিকারী। পক্ষান্তরে হুমকি ধমক আবু জাহ্‌ল ও তার পদাংক অনুসারী যে কারো জন্য প্রযোজ্য। (কামালাইন-খঃ ২, পৃঃ ৫৮, জালালাইন-পৃঃ ২০৩)

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ - الاية ٣٠

অর্থ ঃ তারা রহমানকে (দয়াময়কে) অস্বীকার করে। (সূরা রা'দ-৩০)

শানে নুযূল ঃ তাফসীকারগণ বলেন, আয়াতটুকু হুদায়রিয়া সন্ধির কালে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন সন্ধির চুক্তি লিখছিল তখন রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছিলেন, লেখ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ সময় সুহাইল ইবনে আমর ও অন্যান্য মুশরিক বলল, আমরা ইয়ামামার 'রাহমান' (অর্থাৎ মুসায়লামাতুল কাযযাব) ছাড়া আর কাউকে রাহমান বলে চিনি না, জানি না। তার স্থলে লেখুন ঃ বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা। জাহিলিয়াতের যুগে আরব জাতি এভাবেই লিখত। আল্লাহ্ তা'আলা এদের এই ব্যাপারটি নিয়েই অত্র আয়াতটুকু নাযিল করেন। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ১৩, পৃঃ ১০১)

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ - الاية ٣١

অর্থ ঃ যদি এমন কোন কুরআন হত যা দ্বারা পাহাড় গতিশীল হয়ে যেত। (সূরা রা'দ-৩১)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশরা একবার হুযূর (সাঃ)-কে বললো, আপনিতো নিজেকে রাসূল বলে দাবী করেন এবং ওহী নাযিল হয় বলে থাকেন। সুলায়মান (আঃ)-এর কথায় বাতাস ও পাহাড় চলত। সাগরকে আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-এর অধীন করে দিয়েছিলেন। ঈসা (আঃ) মৃতুকে জীবিত করতেন। আল্লাহ্‌কে বলুন, পাহাড় বেষ্টিত এই মক্কার পাহাড়গুলোকে তিনি যেন আমাদের থেকে হটিয়ে দেন এবং তদস্থান থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেন যেখানে আমরা ক্ষেত-খামার বানিয়ে তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারি অথবা আমাদের মৃত্যুকে জীবিত করার দু'আ করুন তাদের সাথে কথা

বলব, তারাও আমাদের সাথে কথা বলবে। অথবা আপনার পায়ের তলার মাটি থেকে স্বর্ণ ওঠানোর ব্যবস্থা করুন গ্রীষ্ম ও শীতে ব্যবসা করে যাতে আমরা ধনী হতে পারি। কেননা আপনিতো ওইসব নবীর চেয়ে কোন অংশে কম নন। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথোপকথনের মাঝেই ওহী নাযিল হয়। শেষ পর্যন্ত হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ কসম সেই খোদার যার কুদরতী কব্জায় আমার প্রাণ ! আমি যদি দু'আ করি তবে তাই হবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক আমাকে দু'টি জিনিসের একটা গ্রহণ করার এক্তিয়ার দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটা হলো, তোমরা শান্তির ঘরে (জান্নাত) প্রবেশ করবে। এজন্য তোমাদের মু'মেন হতে হবে। আরেকটা হচ্ছে, তোমাদের দাবীকৃত বিষয়াদি আসার পর তোমরা যদি তা অস্বীকার কর তাহলে খোদার আযাব তোমাদের পেয়ে বসবে, যে আযাব ইতোপূর্বে কোন জাতির ওপর আপতিত হয়নি। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ـ

তিনি তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। এরপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ ৭, পৃঃ ৮৫ রেওয়ায়েত খানিকে আল্লামা ইবনুল জাওযী ضعيف বলেছেন। দেখুন ঃ আসবাবে নুযূল ওয়াহেদী-পৃঃ ২২৯)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا ـ الاية ٣٨

অর্থ ঃ আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী দিয়েছি। (সূরা রা'দ-৩৮)

শানে নুযূল ঃ ইহুদীগোষ্ঠী হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি টিপ্পনি কেটে বলত, এ লোকটাকে দেখছি কেবল নারীমুখী ও বিবাহ অনুরাগী। যদি সে নবী-ই হত তাহলে নারী থেকে দূরে থাকত। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(আসবাবে নুযূল-আল্লামা ওয়াহেদী পৃঃ ২৩০)

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ـ الاية ٣٩

অর্থ ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং বহাল রাখেন। (সূরা রাদ-৩৯)

শানে নুযূল ঃ মুজাহিদ বলেন, যখন وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতখানি নাযিল হয় (অর্থাৎ কোন রাসূল-ই খোদা তা'আলার আদেশ ব্যতিরেকে মোজেযা দেখাতে সক্ষম নন) তখন কাফেরগোষ্ঠি বলল, এবার মুহাম্মাদ (সাঃ) অসহায় হয়ে পড়বেন। তার কর্মকান্ড গুটাতে হবে। তাদের ভয় দেখানোর জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২ পৃঃ ২৮৭)

سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ
সূরা ইব্রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ - الاية ٤

অর্থ ঃ আমি সব পরগম্বরকেই তাদের স্ব-জাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি। (সূরা ইব্রাহীম-৪)

শানে নুযূল ঃ কাফেররা বলত, কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, কাজেই উহা মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক রচিত। যদি অন্য কোন ভাষায় অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা তার ওপর ঈমান আনতাম। তাদের কথায় জবাব দানের জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-কৃতঃ আল্লামা সাবূনী খঃ ২, পৃঃ ২৮৬)

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ - الاية ٢٧

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা অবিচল রাখেন। (সূরা ইব্রাহীম-২৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন, এই আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । মু'মিনকে বলা হবে, من ربك কে তোমার প্রভু? মু'মিন বলবে ঃ আল্লাহ্ আমার রব। আয়াতে কারীমে কবরের এই সওয়াল জবাব-ই উদ্দেশ্য। {ইবনে মাজা-বৈরুত সংস্করণ (খঃ ২, পৃঃ ১৪২৭)}

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ - الاية ٢٨

অর্থ ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে। (সূরা ইব্রাহীম-২৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর আতা ইবনে ইয়াছারের সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ বদরে নিহত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (লুবাব-পৃঃ ২৪২)

سُوْرَةُ الْحِجْر
সূরা হিজর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ـ الاية ٢٤

অর্থ ঃ আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে, জেনে রেখেছি তোমাদের পশ্চাতগামীদেরকে। (সূরা হিজর-২৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহিলারা রাসূলে পাক (সাঃ)-এর সাথে সর্ব পেছনের কাতারে নামায আদায় করতেন। সাহাবাদের অনেকে প্রথম কাতারের সাথে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন যাতে ওই মহিলাদের না দেখা যায়। আবার অনেকে শেষের কাতারে দাঁড়াতেন। যখন রুকূ করতেন তখন বগলের নীচে দিয়ে তাকাতেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

[বিঃ দ্রঃ–ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাফসীর অধ্যায় (হাদীস নং ৩১২২) এই হাদীসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন, মালেক ইবনে আবিল জাওযা ইবনে আব্বাসের নামোল্লেখ করেননি। তিনি একে যায়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। (দেখুন ঃ আসবাবে নুযূল কৃতঃ আল্লামা ওয়াহেদী হাশিয়া-পৃঃ ২৩১)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ الاية ٤٥

অর্থ ঃ নিশ্চয় খোদাভীরুরা বাগান ও নির্ঝরণীসমূহে থাকবে। (সূরা হিজর-৪৫)

শানে নুযূল ঃ ছা'লাবী হযরত সালমান ফারসীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ আয়াত শুনতে পান তখন থেকে দীর্ঘ তিন দিন ভয় ও বিভীষিকায় পলায়ন করতে থাকেন। যখন তাঁকে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর খিদমতে পেশ করা হয় তখন তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাবে বললেন, এই জাহান্নামের বর্ণনামূলক আয়াতখানি শোনার পর আমার হৃদয় টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃঃ ২৪৩)

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ ـ الاية ٤٧

অর্থ ঃ তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল আমি তার দূর করে দেই। (সূরা হিজর-৪৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্যে কিছু চাপা ক্রোধ ছিল। আমি বললাম, কী ধরনের ক্রোধ? তিনি বললেন, জাহিলিয়াতের ক্রোধ। বনী তাইমা, আদী ও বনী হাশেমের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগে ক্রোধ ছিল। পরে এই সম্প্রদায়গুলো মুসলমান হলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সৃষ্টি হয়। একবার এই তিনজনের একজন হযরত আবু বকরের কোমর ধরেন এবং আলী (রাঃ) ধরেন তাঁর হাত। এতে হযরত সিদ্দীকে আকবর ক্রোধান্বিত হন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

(দূররে মনছুর-খঃ ৪, পৃঃ ১০১। এ হাদীসের মধ্যে বেশ কিছু সনদে দুর্বলতা বিদ্যমান। এর জন্য দেখুন আসবাবে নুযূল-পৃঃ ২৩১,লুবাব-পৃঃ ২৪৪)

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ الاية ٤٩

অর্থ ঃ আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা হিজর-৪৯)

শানে নুযূল ঃ প্রিয়নবী (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, বনু শায়বার দরোজা দিয়ে একবার হুযূর (সাঃ) আবির্ভূত হলেন। আমরা পরস্পরে হাসি-তামাশা করছিলাম। হুযূর বললেন, কী হল, তোমরা হাসছ যে? অতঃপর চলে গেলেন। হাতিমে কাবায় গিয়ে তিনি কি মনে করে আবারো ফিরে এলেন। বললেন, আমি এখান থেকে বের হবার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বলে গেলেন, আল্লাহ্ পাক জানতে চেয়েছেন, তুমি আমার বান্দাদের নিরাশ করছ কেন? তিনি বলেছেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (দূররে মানছুর-খঃ ৪, পৃঃ ১০২। বি ঃ দ্রঃ হাদীসখানি ضعيف)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ـ الاية ٨٧

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহাগ্রন্থ কুরআন দান করেছি। (সূরা হিজর-৮৭)

শানে নুযূল ঃ হুসাইন ইবনুল ফজল বলেন, পসরা পণ্য বোঝাই সাতটি কাফেলা এসে উহুদের ময়দানে কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছিল। নানা ধরনের মণি-মাণিক্যাদি, রত্ন-জহরত, খাদ্য-সামগ্রী ও প্রসাধনী দ্রব্য এতে শামিল ছিল। মুসলমানগণ বললেন, আহা! আমাদের যদি এমন মাল-সম্পদ থাকত তাহলে আমরা তা খোদার রাহে দান করতাম। অতঃপর আল্লাহ্ পাক সন্তান দিতে গিয়ে তাঁদের শানে এই আয়াত নাযিল করেন অর্থাৎ তোমাদেরকে আমি এমন সাতটি আয়াত দান করেছি যা এই সাতটি কাফেলার চেয়েও উত্তম। (আসবাবুল নুযূল আল-কুরআনী-পৃঃ ২৪৯)

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ - الاية ٩٥

অর্থ ঃ বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (সূরা হিজর-৯৫)

শানে নুযূল ঃ একবার নবী কারীম (সাঃ) মক্কার কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তারা তাদের পার্শ্বদেশ রাসূলের দিকে ফিরিয়ে বলছিল, এ লোকটা নিজেকে নবী বলে দাবী করছে এবং তাঁর কাছে জিবরাঈলও নাকি আসে। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) যেন তাদের ওপর ঝাপ দিয়ে পড়লেন। এতে তারা চমকিত হল। তারা কিন্তু কেউ স্থানচ্যুত হতে পারল না। এ সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (লুবাবুন নুকূল-পৃঃ ২৪৬)

سُوْرَةُ النَّحْلِ

সূরা নহ্‌ল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ - الاية ١

অর্থ ঃ আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। (সূরা নহ্‌ল-১)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। অর্থাৎ 'কিয়ামত অত্যাসন্ন এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' আয়াত নাযিল হয় তখন কাফেররা বলাবলি শুরু করে, এই লোক মনে করে কিয়ামত অত্যাসন্ন। সুতরাং তোমরা যা কিছু করতে তা থেকে বিরত থাক এবং পরবর্তীতে কী আসছে এর অপেক্ষায় থাক। কিন্তু অপেক্ষার পালা শেষে যখন তারা কিছুই দেখতে পেল না তখন বলল, কৈ কিছুই দেখছি না যে। এরপর "اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ" (অর্থাৎ মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী অথচ তারা বে-খবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে) আয়াত নাযিল হলে তারা প্রভাবিত হল এবং কিয়ামতের অপেক্ষা করতে লাগল। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলে তারা বলল, হে মুহাম্মদ! যে জিনিষের ভয় দেখাচ্ছিলে আমরা তো এর কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। হুযুর (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। কাফেররা মাথা উঠাল।

পরে فلا تستعجلوه (তোমরা তাড়াহুড়া করো না) এই আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলে পাক (সাঃ) বললেন, শান্ত হও, নিশ্চিত থাক। আমি ও কিয়ামত এই দু'আংগুলের মাঝে যতটা ফাঁক এই পরিমাণ সময়ের মধ্যে ঘটবে। হতে পারে এর চেয়ে আগেও ঘটতে পারে। (আসবাবে নুযূল ঃ ২৩৩ কৃত ঃ আল্লামা ওয়াহেদী)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ - الاية

অর্থ ঃ তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে বিতন্ডকারী হয়ে গেছে। (সূরা নহ্ল-৪)

শানে নুযূল ঃ উমাইয়া ইবনে খালফ একবার একখানি জীর্ণ হাড্ডি নিয়ে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি মনে কর এই জীর্ণ হাড্ডি পুনরুজ্জীবিত হবে? এই প্রশ্নের জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াতের সমার্থবোধক আয়াত রয়েছে সূরা ইয়াছিনে "أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فاذا هو خصيم مبين" (আসবাবে নুযূল-কৃত আল্লামা ওয়াহেদী, পৃঃ ২৩৩)

وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ - الاية ٣٨

অর্থ ঃ তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। (সূরা নহ্ল-৩৮)

শানে নুযূল ঃ আবুল আলীয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক মুসলিম এক কাফেরের কাছে কিছু কর্জ পেতেন। এ নিয়ে তাদের মাঝে এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটির সূত্রপাত হয়। মুসলিমের মুখ থেকে এ সময় এমন একটি কথা বের হয়ে যায় যে, কসম সেই সত্তার যার সাথে মিলিত হবার আশাবাদী আমি! মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আমাকে তাঁর সমীপে হাজির হতে হবে। এ কথা শুনে কাফেররা বলল, মৃত্যুর পর তুমি জিন্দা হবার আশা করছ? আল্লাহ্র কসম! এমনটা হতেই পারে না। যে মরেছে দ্বিতীয়বার তার জীবিত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ১৪, পৃঃ ৭৩। লুবাব-পৃঃ ২৭৪-৭৫)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا - الاية ٤١

অর্থ ঃ যারা নির্যাতিত হবার পর আল্লাহ্র জন্য গৃহত্যাগ করেছে। (সূরা নহ্ল-৪১)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত সেই সাহাবাদের শানে নাযিল হয়েছে যারা মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হাবাশায় হিজরত করেছিলেন। অনেকে বলেন, এ আয়াত বেলাল, সুহাইব, খাব্বাব, আম্মার ও আবু জান্দাল ইবনে সাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৬২৮, লুবাব-পৃঃ ২৪৮)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ ـ الاية ٤٣

অর্থ ঃ আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছি। (সূরা নহ্ল-৪৩)

শানে নুযূল ঃ মক্কার মুশরিকরা হুযূর (সাঃ)-এর নুবওয়তকে অস্বীকার করত। বলত, আল্লাহ্ কেন একজন ফেরেশতাকে নবী করে পাঠালেন না? এদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ১৪, পৃঃ ৭৫)

قوله تعالى : وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ ـ الاية ٦٢

অর্থ ঃ যা তাদের নিজেদের মনে চায় না তাই তারা আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত করে। (সূরা নহ্ল-৬২)

শানে নুযূল ঃ কাফেররা বলত, একে তো আল্লাহ্ পাক কাউকে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন না, যদি কাউকে করেনও তাহলে আমাদেরকে উত্তম মর্যাদা দিয়েই তবে সৃষ্টি করবেন। এদের দাবী রদ করতেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কানযুল নুকূল-উর্দু, পৃঃ ৫৯)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا ـ الاية ٧٥

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের। (সূরা নহ্ল-৭৫)

শানে নুযূল ঃ হিশাম ইবনে আমর গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করত। তার গোলাম আবুল জাওযা তাকে এ কাজে নিষেধ করত। এদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়। (দূররে মানছূর-খঃ ৪, পৃঃ ১৩৫)

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا ـ الاية ٨٣

অর্থ ঃ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে এরপর অস্বীকার করে। (সূরা নহ্ল-৮৩)

শানে নুযূল ঃ মুজাহিদ বর্ণনা করেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সমীপে এসে ভিক্ষা চাইল। আঁ-হযরত (সাঃ) তাকে এই আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান। বলেন, আল্লাহ্ পাক তোমার মাথা গোঁজার মত জায়গা-জমি ও বাড়ী দিয়েছেন কি-না। সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর বললেন, তোমার পদ জন্তুর শরীরে চামড়ার তাবু দিয়েছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, দিয়েছেন। এভাবে

তিনি আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করে আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, তুমি মুসলিম জাতির আনুগত্য স্বীকার কর। সঙ্গে সঙ্গে সে চলে গেল। এরপর এই আয়াত নাযিল হয় যে, নেয়ামত স্বীকার করার পরও অস্বীকার করে। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৩৪২)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - ايـة ٩٠

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা , সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন। (সূরা নহ্ল-৯০)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম (সাঃ) কাবা শরীফের এক প্রান্তে বসেছিলেন। এমন সময় উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) তাঁর দিকে দৌড়ে এলেন। বললেন, আমি কি আপনার কাছে বসতে পারি? হুযূর (সাঃ) বললেন, কেন নয়? ইবনে মাযউন (রাঃ) রাসূলে পাকের কাছে বসে পড়লেন। তিনি কথা বলছিলেন। আচমকা তিনি আসমানের দিকে এক নিমিষে তাকিয়ে রইলেন। এভাবে কিছুক্ষণ তাকানোর পর ডান দিকের যমীনে দৃষ্টি নামালেন। অতঃপর উসমানের কাছ থেকে সরে আবারো আসমানের দিকে তাকালেন যেভাবে প্রথমবার তাকিয়ে ছিলেন। মনে হল, আসমানে তিনি কি যেন খুঁজে ফিরছেন। হযরত উসমান বললেন, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনাকে প্রাতঃকালীন অঙ্গ মোচড় আর শরীর-চর্চার মত দেখলাম যে? হুযূর (সাঃ) বললেন, কী দেখলেন? বললেন, দেখলাম, আপনি আসমানে এক নিমিষে তাকিয়ে রয়েছেন। পরে আবার ডান দিকের ভূমিতে তাকাচ্ছেন। পরে ডান দিকে হটলেন। আপনার মাথা চক্কর দিল বলে মনে হল। মনে হল কোন বোঝা চাপছে মাথায়। হুযূর (সাঃ) বললেন, এর দ্বারা তোমার বোধগম্য হল কি? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। হুযুর (সাঃ) বললেন, এই মাত্র আমার কাছে জিবরীল এসেছিলেন আর তুমি তখন উপবিষ্ট। আচ্ছা, তিনি কি বললেন? হুযূর (সাঃ) বললেন, তিনি কুরআনের এই আয়াত নাযিল করলেন। বলে হুযূর (সাঃ) অত্র আয়াতখানি তাকে তেলাওয়াত করে শোনালেন। হযরত উসমান ইবনে মাযউনের ঈমান তখনও পরিপক্ক হয়নি। তিনি তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করায় কিছুটা দ্বিধা কিছুটা সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। হযরত উসমান বলেন, এ ঘটনার পরে আমার ঈমান পরিপক্ক হল এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দুনিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র মনে হতে লাগল। (মুসনাদে আহমদ-খঃ ১৫, পৃঃ ৩১৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ৭, পৃঃ ৪৮। এই রেওয়ায়েতে কিছুটা দুর্বলতা আছে, তবে তাতে তেমন কোন ক্ষতি নেই। একজন রাবী ছাড়া এর অন্যান্য রাবী ছেকাহ। এর জন্য দেখুন-আসবাবে নুযূল পৃঃ ২৩৪, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৩৪৪)

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ ـ الاية ٩١

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (সূরা নহ্‌ল-৯১)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর বুবায়দা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। এই আয়াত নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর হাতে বায়াত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা মানুষরা মুসলমান হবার পর নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে ইসলামের বায়াত নিত।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৩৪৪)

اِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ـ الاية ١٠١

অর্থ ঃ এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি।

(সূরা নহ্‌ল-১০১)

শানে নুযূল ঃ কোন পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা প্রয়োজনে কুরআন মজীদের কোন বিধান মনসূখ (রদ) করা হলে মক্কার মুশরিকরা ঠাট্টা-তামাশা করে বলাবলি করত, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর শিষ্য-শাগরিদবৃন্দকে আজ একটি বিধান মানতে বলে কাল আবার সেটা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তিনি যেমন খুশী তেমন মনগড়া কথা আওড়ান। এদের কথা রদ কল্পে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।

(জালালাইন-পৃঃ ২২৬, আসবাবে নুযূল-ওয়াহেদী কৃত-পৃঃ ২৩৫)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا ـ الاية ٩٢

অর্থ ঃ তোমরা ওই মহিলার মত হয়ো না যে পরিশ্রমের পর যে কাটা সুতা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে। (সূরা নহ্‌ল-৯২)

শানে নুযূল ঃ আবু বকর ইবনে আবু হাফস বলেন, সাঈদীয়া আসাদিয়া নামে ছিল এক পাগলিনী, সে চরকায় সুতা কাটত। পরে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলত। আমল করার পর সেগুলো নষ্ট করার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৫১-৫২)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ـ الاية ١٠٣

অর্থ ঃ আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলে তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। (সূরা নহ্‌ল-১০৩)

শানে নুযূল ঃ ওবাইদুল্লাহ ইবনে মুসলিম বলেন, আইনুত তামারের দু'জন গোলাম ছিল আমাদের অধীনে। তন্মধ্যে একজনের নাম ইয়াছার আরেক জনের নাম

জুবায়ের। তারা নিজ ভাষায় ধুয়াধার কিতাব পড়ত। মুহাম্মদ (সাঃ) যাতায়াত পথে এদের কাছে বসতেন এবং পড়া শুনতেন। মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ (সাঃ) এদের থেকে লেখা পড়া শিখেছেন। নাউযূ বিল্লাহ! আল্লাহ্ পাক এদের মিথ্যাচারকে রদ করতে এই আয়াত নাযিল করেন। পূর্ণাঙ্গ আয়াতের মর্ম এই যে, যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কুরআন তো পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (তাফসীরে তাবারী-খঃ ১৪, পৃঃ ১২০)

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ - الاية ١٠٦

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পর কুফরী করে। (সূরা নহল-১০৬)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। মুশরিকরা তাঁকে, তাঁর পিতা ইয়াসের এবং মাতা সুমাইয়াকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ধরেছিল সুহাইব, বিলাল, খাব্বাব এবং সালেম (রাঃ) প্রমুখকে। তারা এদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। সুমাইয়া (রাঃ)-কে চলন্ত দুই উটের মাঝে রশি বেঁধে দিয়ে মেরে ফেলে। মেরে ফেলে তার স্বামী ইয়াসের (রাঃ)-কেও। হযরত আম্মারের অস্থি-মজ্জায় ঈমান গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা হযরত আম্মার (রাঃ)-এর ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। তারা তাঁকে হুযূর (সাঃ)-এর সাথে কুফরী করার জন্য চাপ দেয়। হযরত আম্মার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের চাপে পড়ে এই কাজ করেন। পরে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে ওযর করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(রেওয়ায়েতখানি নিতান্ত দুর্বল। তাফসীরে তাবারী-খঃ ১৪, পৃঃ ১২২, হাশিয়ায়ে জামাল-খঃ ২, পৃঃ ৫৯৯)

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا - الاية ١١٠

অর্থ ঃ যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে আপনার প্রভু এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা নহল-১১০)

শানে নুযূল ঃ কাতাদাহ বলেন, এই আয়াত নাযিল হবার পূর্বে এক আয়াতে বলা হয়েছে, মক্কাবাসীদের ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করে। মদীনার যে সকল ছাহাবার আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিলেন এ কথা তারা তাদের লিখে জানালেন। মুশরিকরা মক্কাস্থ ঈমানদারদের এই সম্ভাব্য হিজরত অবগত হতে পেরে বাধাদান করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে الٓمّٓ ، اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ - তারা এ কথা লিখে জানান। শত বাধার মুখেও তারা

মদীনা উপনীত হতে বদ্ধপরিকর হন। এই মর্দে মু'মিনগণ বলেন, যদি মক্কার মুশরিকরা অন্তরায় সৃষ্টি করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাতে পরিণতি যা দাঁড়ায় দাঁড়াক। হয় আমরা মরব, না হয় নির্বিঘ্নে মদীনা পৌঁছুব। শেষ পর্যন্ত কাফের-মুশরিকরা বাধা দিলো। এতে অনেকে মারা পড়লেন, আবার অনেকে বেঁচে মদীনা উপনীত হলেন। এদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৬৪৮-৪৯)

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ - الاية ١٢٦

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। (সূরা নহল-১২৬)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকারগণ বলেন ঃ উহুদ প্রান্তরে শহীদ মুজাহিদদের লাশ বিকৃত করে মক্কার কাফের গোষ্ঠী। তাদের পেট ফেড়ে, কলজে বের করে এবং মনুষ্যত্বের নিদর্শনাবলীর অপমান করে। জীবিত সাহাবায়ে কিরাম এই বেদনাদায়ক দৃশ্য অবলোকন করে। বলেন, আমরা যদি কোনদিন তাদের ওপর বিজয়ী হই তাহলে এর চেয়ে মারাত্মক প্রতিশোধ নেব। ওদের লাশ এমন ভাবে বিকৃত করব পৃথিবীর সমরেতিহাসে যার নযীর পাওয়া যাবে না। হুযূরে পাক (সাঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচা হামযার ক্ষত-বিক্ষত লাশের কাছে এসে দাঁড়ান। তাঁর নাক থেতলানো, কান কর্তিত, পেট ফেড়ে হেন্দা বিনতে ওৎবাহ তাঁর কলজে চিবিয়েছিল। শুধু চিবানো নয়, সে তা খেতেও চেয়েছিল কিন্তু গলাধঃকরণ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত চর্বিত কলজে ফেলে দেয়। রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কানে এ খবর গেলে তিনি বলেন ঃ

সত্যিই যদি সে কলজে খেয়ে ফেলত তাহলে তাকে (হেন্দাকে) জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করত না কখনোই। কোন দেহ জাহান্নামে পোড়ার চেয়ে হামযা (রাঃ)-এর শরীর মুবারককে সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। রাসূলে পাক (সাঃ) এই নজিরবিহীন কাপালিকতার প্রতি নযর বুলিয়ে ব্যথিত হয়ে পড়েন। তিনি কান্নাপেলব কণ্ঠে বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন। আমার জানা মতে তুমি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং কল্যাণে প্রতিযোগিতা করতে। তোমার পর আর কারো শোক যদি আমাকে ব্যথিত করত তাহলে তোমার শোক ছেড়ে দিতাম। কসম খোদার! আল্লাহ্ যদি আমাকে বিজয়ী করেন তাহলে আমি তোমার প্রতিশোধে ৭০ জনকে বিকৃত করব। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। আলোচ্য আয়াতে সবরের ও সহনশীল হবার সবক দেয়া হয়েছে। রাসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি এই আয়াত নাযিল হবার পর তিনি এরশাদ করেন—কেন নয়! অতি অবশ্যই আমি সবর করব। এবং আমার এরাদা মুলতবী রাখব। পরে হুযূর (সাঃ) এই কসমের কাফফারা আদায় করেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ২৫২-৫৪)

سُوْرَةُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

সূরা বনী ইসরাঈল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ـ الاية ١٥

অর্থ ঃ কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্দুল বার দুর্বল সনদে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) একবার রাসূলে খোদা (সাঃ)-কে তার মুশরিক সন্তানদের (পরিণাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) বললেন, বাপ-দাদার যে পরিণতি তাদেরও সেই পরিণতি হবে। কিছু দিন পরে তিনি একই প্রশ্ন করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ পাক ভাল জানেন যে, এরা বড় হয়ে কি করত। এরপর ইসলাম একটু পায়ে দাঁড়ালে তিনি পুনরায় সেই প্রশ্ন করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। আঁ-হযরত (সাঃ) এরশাদ করলেন, তারা জান্নাতী।
(লুবাব-পৃঃ ২৫৭)

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ এবং আপনার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয় তখন তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন।
(সূরা বনী ইসরাঈল-২৮)

শানে নুযূল ঃ বনী মুযাইনার কিছু সাহাবী হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে বাহন চাইতে এলে তিনি দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। হুযূরে (সাঃ)-এর এই অপারগতাকে তারা অসন্তুষ্টির কারণ সাব্যস্ত করে ক্রন্দন করতে করতে ফিরে গেলেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (জালালাইন-পৃঃ ২৩২, লুবাব-২৫৭)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ ـ الاية ٢٩

অর্থ ঃ আপনি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হবেন না এবং একেবারে মুক্তহস্ত হবেন না।
(সূরা বনী ইসরাঈল-২৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়াত করেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করেন। এটা ছিল তাদের দুষ্কর্ম থেকে বাঁচানোর উপায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসূর সাবা ইবনে হাকেমের বাচনিক উল্লেখিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হবার পর আরও কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেয়া সম্ভব পর হলো না। তাদের সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়।

লুবাবুন নুকূল এ আল্লামা সুয়ূতী ও আসবাবুন নুযূলে আল্লামা ওয়াহেদী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস নকল করেন যে, জনৈক ক্রীতদাস হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমার মা আপনার কাছে কিছু চেয়ে পাঠিয়েছেন। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, কিন্তু তাকে দেয়ার মত আর আমার কাছে কিছু নাই যে। সে বলল, মা বলেছেন, তাহলে আপনার জামাটাই না হয় আমাকে যেন পরিয়ে দেন। হুযূর (সাঃ) পরিধেয় জামা খুলে তাকে দিলেন এবং নিজে গৃহে (জামাহীন) অন্তরীণ হয়ে রইলেন। এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে তাবারী-খঃ ১৪, পৃঃ ১৫০, লুবাবুন নুকূল-পৃঃ ২৫৮-৫৯, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ২৪৯, সংক্ষিপ্ত মাআরিফুল কুরআন-পৃঃ ২৭৩-৭৪)

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ - الاية ٣١

অর্থ ঃ দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না।
(সূরা বনী ইসরাঈল-৩১)

শানে নুযূল ঃ দারিদ্র্যের ভয়ে জাহেলী যুগে মানুষ কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিত। এ ছাড়া ওই যুগে কন্যা সন্তানের পিতা হওয়াও ছিল একটা অপমানের বিষয়। এদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়। (জালালাইন-পৃঃ ২৩২)

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ - الاية ٤٥

অর্থ ঃ যখন আপনি কুরআন তেলাওয়াত করেন তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে পর্দা ফেলে দেই। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৫)

শানে নুযূল ঃ ১. হুযুর (সাঃ) যখন মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং এর প্রতি ঈমান আনতে বলতেন তখন তারা বলত এর দ্বারা

তাদেরকে অপমান করা হয়েছে। তারা বলত, তুমি আমাদেরকে যে পথে ডাকছ তা গ্রহণ করতে আমাদের হৃদয় মন কুণ্ঠিত। আমাদের কান বধির। তোমার ও আমাদের মাঝে রয়েছে পর্দা।' আল্লাহ্ পাক এই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল করেন।

(লুবাব-পৃঃ ২৫৯-৬০)

২. মুসনাদে আবু ইয়ালাতে আছে, সূরা লাহাব নাযিল হলে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল শোরগোল করে হাতে পাথর নিয়ে এই বলতে বলতে তেড়ে এলো যে, আমি এই অপমানজনক বাণী মানি না। তাঁর ধর্ম আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। আমি তাঁর এই বাণীর বিরোধী। এ সময় রাসূলে আকরাম (সাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর ছিলেন তাঁর পাশে উপবিষ্ট। তিনি বললেন, হুযূর (সাঃ)! ঐ তো সে আসছে। আপনাকে দেখে ফেলবে। হুযূর (সাঃ) বললেন, চিন্তা করো না। সে আমাকে দেখতে পাবে না। হুযূর (সাঃ) তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আলোচ্য আয়াতখানি তেলাওয়াত করে গেলেন। উম্মে জামিল এলো এবং সিদ্দীক আকবর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম তোমাদের নবী আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর কথা বলেছে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, কাবার রবের কসম! তিনি তোমার বিরুদ্ধে মানহানিকর কিছুই বলেননি। শেষ পর্যন্ত সে এ কথা বলতে বলতে চলে গেল যে, কুরাইশরা খুব ভালো করেই জানে যে, আমি তাদের সর্দারের মেয়ে।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৩৮০)

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ . الاية ٥٣

অর্থ ঃ আমার বান্দাদেরকে বলে দিন তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৩)

নশানে নুযূল ঃ এ আয়াত হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা আরবের এক ব্যক্তি তাকে গালি দিয়েছিল। আল্লাহ্ পাক এ আয়াত দ্বারা তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বলেন।

কালবী বলেন, মুশরিকরা আল্লাহ্র রাসূলের সাহাবাদের গালি দিত, কষ্ট দিত। তারা ব্যাপারটা নালিশ আকারে হুযূর (সাঃ)-এর সমীপে উত্থাপন করলে এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল পৃঃ ২৪১)

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ . الاية ٥٩

অর্থ ঃ পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নির্দেশাবলী প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৯)

শানে নুযূল ঃ একবার কাফেররা এসে হুযূর (সাঃ)-কে বলল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে পারি যদি আপনি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করতে পারেন। ওহী মারফত আল্লাহ্ পাক হুযূর (সাঃ)-কে জানালেন, আপনি ইচ্ছা করলে আমি এমনটা করে দেব। তবে এরপরও ওরা ঈমান না আনলে ওদের একটুও ছাড় দেয়া হবে না। অতি সত্বর আযাব নিপতিত হবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আপনি ওদেরকে চিন্তা করার সুযোগ দিলেও দিতে পারেন-এরপরও আমি তা করে দিতে রাজী। হুযূর (সাঃ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি ওদের ধ্বংস চাই না। ওদের বিরাজমান থাকাটাই আমার নিকট অতীব পছন্দনীয়। মুসনাদ কিতাবে এসেছে, ওরা আরও বলেছিল, এই পাহাড়টাকে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করে দিন, আমরা এখানে চাষাবাদ করব। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (মুসনাদে আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ২৫৮, তাফসীরে তাবারী-খঃ ১৫, পৃঃ ৭৪, তাফসীরে নাসাঈ পৃঃ ৩১০, মুস্তাদরেকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ৩৬২, বায়হাকী, ফিদ্দালায়েল-খঃ ২, পৃঃ ২৭১, যাওয়ায়েদুল বাযযার ২২২৫)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ - الاية ٦٠

অর্থ ঃ এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৬০)

শানে নুযূল ঃ শবে মেরাজের প্রভাতে বিশ্বনবী (সাঃ) মেরাজ কাহিনী বর্ণনা করলে কাফেররা ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দেয়। শুধু কি তাই? তারা এটি সত্যায়নের জন্য দলিল ও প্রমাণ খোঁজা শুরু করে এবং হুযূর (সাঃ)-এর সমীপে নানান প্রশ্ন করে। হযরত (সাঃ) তাদের সম্মুখে বায়তুল মোকাদ্দাসের পুরো নক্শা তুলে ধরেন এবং মক্কার দিকে আগুয়ান একটি কাফেলার হালচিত্র বর্ণনা করেন। এ কথা শুনে লবিদ ইবনে মুগিরা বলে, মুহাম্মদ (সাঃ) মস্ত এক যাদুকর(নাউযুবিল্লাহ)। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয় যে, মেরাজে যে দৃশ্যাবলী আপনাকে দেখিয়েছি তা মানুষের জন্য পরীক্ষা ছিল। (লুবাব-পৃঃ ২৬২-৬৩)

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ - الاية ٦٠

অর্থ ঃ কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষও পরীক্ষার জন্য।
(সূরা বনী ইসরাঈল-৬০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কুরআনে কারীমে যাক্কুম বৃক্ষের নামোল্লেখ করেন তখন এ নিয়ে কুরাইশরা আলোচনা পর্যালোচনা শুরু করে। আবু জাহ্ল বলল, তোমরা জানো কী

এই যাক্কুম যার সম্পর্কে মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন? তারা বলল, না। সে বলল, এটা ছারীদের (গোশত-রুটি মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ) ফেনা। কসম খোদার! আমরা সুযোগ পেলে তাঁকেই উল্টো যাক্কুম খাইয়ে দিতাম। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ২৪২-৪৩)

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ - الاية ٨٠

অর্থ ঃ বলুন, হে পালনকর্তা! আমাদেরকে দাখিল করুন সত্যরূপে।

(সূরা বনী ইসরাঈল-৮০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কায় ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয় এবং এই আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৩৯৫, তিরমিজী-খঃ ২, পৃঃ ১৪৭, হিন্দুস্থানী ছাপা)

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ - الاية ٧٦

অর্থ ঃ তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭৬)

শানে নুযূল ঃ ১. রাসূলে পাক (সাঃ)-এর মদীনা আগমনে ইহুদী চক্র হিংসায় জ্বলে ওঠল। তারা বলল, নবীদেরকে বরাবরই শাম (সিরিয়ায়) পাঠানো হয়েছিল। যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে ওই দেশে চলে যান। সত্যিই আপনি এ কাজ করলে আমরা আপনাকে সত্যায়ন করব এবং ঈমান আনব। ইসলামের প্রতি অগাধ মুহাব্বতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। তিনি মদীনা ছেড়ে এক মনজিল চলেও গিয়েছিলেন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (রেওয়ায়তখানি দুর্বল। দেখুন ঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ৬০)

২. আব্দুর রহমান ইবনে গনম বলেন ঃ একবার ইহুদীরা এসে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে বলল, আপনি প্রকৃত সত্যনবী হয়ে থাকলে সিরিয়া চলে যান। কেননা, সিরিয়াই হবে কিয়ামতের মাঠ ও ওই দিন বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটির স্থান এবং এটি নবীগণের পুণ্যভূমি। রাসূলে পাক (সাঃ)-এ কথা সত্য মনে করলেন। তিনি তাবুক যুদ্ধ করছিলেন শামে অবস্থানের উদ্দেশ্যে। তিনি যখন তাবুকে পৌছুলেন তখনই এই আয়াত নাযিল হয়।

(ضَعِيْف : اَخْرَجَه ابن اَبِىْ حَاتم والبَيْهَقِىْ فِى الدَّلاَئِل مِنْ طَرِيْق شَهر بن حوشب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْن غنم ـ انظر اسبَاب النُّزُوْل للوَاحِدى ص ٢٤٤

وَقَالَ ابْن كَثِير فِى تَفسِيْرِهِ بَعْد اَنْ أورد قَوْل عَبْد الرَّحْمٰن بن غنم مِنَ الطَّرِيْق المشَار اِلَيه : وَفِى هٰذَا الاَسْنَادِ نظر، وَالْأَظهر أن هٰذَا لَيْسَ بِصَحِيْح، فَاِنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يغز تَبُوْك عَنْ قَوْل اليَهُود وَانما غزاهَا امتثلا لِقَوْلِه تَعَالٰى " يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ"
وقوله تعالى : "قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه" ـ انظر تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٦٠)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ـ الاية ٨٥

অর্থ ঃ ওরা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৫)

শানে নুযূল ঃ যে সব সহীহ হাদীসে এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, সে গুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈবরূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকার পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, মুহাম্মদ (সাঃ) আগমন করছেন। তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে হুযুর (সাঃ) ছড়িতে ভর করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি মনে করলাম তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। (বুখারী-ইলম অধ্যায়, হাদীস নং, ১২৫, মুসলিম-মুনাফিকদের গুণাবলী অধ্যায়, তিরমিজী-তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং ৩১৪১, তিনি বলেন (هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْح ـ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا ـ الاية ٨٨

অর্থ ঃ বলুন! যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সালাম ইবনে মিশকাম রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, কি করে আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করব অথচ আপনি আমাদের কিবলা বদল করেছেন? তদুপরি আপনার আনীত এ কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও অঙ্গসজ্জা সর্বোপরি শৃঙ্খলা ঠিক অমনটা দেখছি না যেমনটা আমাদের তাওরাতের বেলায় দেখছি। কাজেই আপনি অমন কিতাব নাযিল করে দেখান, নয়তো আমরাই অমন একটা এনে দেখাব। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, মানব ও জিন জাতি মিলেও অমন একখানা কুরআন এনে দেখাতে পারবে না। (লুবাব-২৭২)

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ـ الاية ٩٠

অর্থ ঃ এবং তারা বলে, আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না যে পর্যন্ত না আপনি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য ঝরণা প্রবাহিত করে দিচ্ছেন।
(সূরা বনী ইসরাঈল-৯০)

শানে নুযুল ঃ ইকরামা ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার ওৎবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, নজর ইবনে হারেস, আবুল বুহতারী, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, আবু জাহ্ল, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ কুরাইশ সর্দারবৃন্দ কাবা শরীফে সমবেত হল। তারা পরস্পর বলাবলি করল, তোমরা একজন লোককে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করো। তার সাথে তর্ক-বচসা করে হতচকিত করে দাও। সেমতে তারা একজন লোককে এ মর্মে খবর দিয়ে পাঠাল যে, হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়ের অভিজাত নেতৃবৃন্দ আলাপ করতে চায়। হুযূরে আকরাম (সাঃ) দ্রুত এসে পৌছুলেন। রাসূলে পাক (সাঃ) এদের হেদায়েতের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। কেননা এদের ইসলাম গ্রহণ এদের অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণে সহায়ক হবে। হুযূর (সাঃ) এদের সম্মুখে এসে উপবেশন করলেন। তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আরবে এমন কোন লোককে ইতিপূর্বে এমন দেখিনি যেমনটা তুমি দেখাতে পারছ। তুমি পিতৃ-পুরুষদের গালি দিচ্ছ। ধর্মের মুখে চুনকালি মাখছ। নেতৃ-পুরুষদের বোকা ঠাওরাচ্ছ। দেব-দেবীদের সমালোচনা করছ। দলাদলির সৃষ্টি করছ। এমন কোন মনোমালিন্য বাকী রাখছ না যা তোমার ও আমাদের মাঝে ঘটছে না। এর দ্বারা যদি তোমার সম্পদ প্রাপ্তির আশা থেকে থাকে তাহলে বলো, আমরা

তোমাকে আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দেব। যদি তুমি অভিজাত সর্দার হতে চাও তো বলো, তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেই। যদি রাষ্ট্র চাও তাহলে প্রয়োজনে তারও ব্যবস্থা করে দেই। আর যদি জিন-ভূতের আছর হয়ে থাকে তোমার ওপর তাহলেও বলো-আমরা তোমার চিকিৎসা করাই। রাসূলে পাক (সাঃ) এদের কথা শেষ হলে বললেন, কী বলছ তোমরা? আমি মাল-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভ নিয়ে আসিনি। এসেছি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ হিসাবে। তিনি আমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। তোমাদের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আমার রেসালাত তোমাদের কাছে পৌছিয়েছি। আমার আনীত দ্বীন গ্রহণ করলে দুনিয়া আখেরাতে সেটা যথেষ্ট তোমাদের জন্য। পক্ষান্তরে তোমরা নাকচ করলে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাকে।

এ কথার পর তারা বলল, আমাদের দাবী ও আশা পূরণে ব্যর্থ হলে শুন, তোমার অজানা নেই পাহাড় বেষ্টিত নগরীতে আমাদের বাস। ধন-সম্পদেও আমরা নিচু। কাজেই যে খোদা তোমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর কাছে বলে এই পাহাড়কে সরিয়ে দাও যাতে আমাদের সংকীর্ণ নগরী বিশালতার রূপ নেয় এবং ইরাক ও শামের মত নহর জারী করে দেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবিত করে দেন। তন্মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাব অন্যতম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করব যে, তুমি সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী। যদি সে তোমাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করে তবে আমরাও তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিব। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন, আমাকে এজন্যে প্রেরণ করা হয়নি। যে মহান বাণী নিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি তো তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ কর তাহলে তা আখেরাতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি গ্রহণ না কর তাহলে আমি আল্লাহ্ পাকের হুকুম পর্যন্ত সবর করব।

এরপর সর্দাররা বলল, তুমি এটাও না পারলে তোমার খোদাকে একজন ফেরেশতা পাঠাতে বল যে তোমাকে সত্যায়িত করবে। সেই ফেরেশতাকে বলবে, সে যেন তোমাকে ধনভান্ডার ও স্বর্ণ-রৌপ্যের ইমারত বানিয়ে দেয় যা কামনা করি তোমার থেকে। আর তুমি আমাদের মত বাজারের পথ ধরবে নিছক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, যে ভাবে আমরা বাজারে যাই। হুযুর (সাঃ) বললেন,

আমাকে এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে হেদায়েত করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। তারা বলল–তাহলে আমাদেরকে আসমানে নিক্ষেপ করো যেটা তোমার প্রভুর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তিনি তো যা খুশী তাই করতে পারেন। রাসূলে পাকের (সাঃ) ফুফু আতেকার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ কথা

বলল। হুযূর (সাঃ)-কে সে আরো বলল, আমি দেখতে চাই ফেরেশতারা তোমার নবুয়াতী প্রমাণে খোলা কিতাব নিয়ে আসবেন। কাফেরদের এসব কষ্টদায়ক কথা শুনে বিশ্বনবী (সাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাজহারী-খঃ ৭, পৃঃ ১৪৯-৫০, তাবারী শরীফ-খঃ ১৫, পৃঃ ১১০)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۔ الاية ١١٠

অর্থ ঃ বলুন, আল্লাহ্ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে। (সূরা বনী ইসরাঈল-১১০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক রাত্রিতে মক্কায় তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন প্রিয়নবী (সাঃ)। সেজদায় তিনি দোয়াচ্ছলে বলছিলেন, হে আল্লাহ্! হে রাহমান! এ সময় মুশরিকরা বলল, দেখ, মুহাম্মদ (সাঃ) এতদিন এক খোদাকে ডাকতেন। এখন দু'খোদাকে ডাকা শুরু করেছেন। একজন আল্লাহ্ আরেকজন রাহমান। রাহমান বলতে আমরা ইয়ামামার রাহমানকে (অর্থাৎ মুসায়লামাতুল কাজ্জাব) বুঝি। এ সময় এ আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃঃ ২৭৪-৭৫, আসবাবে নুযূল-পৃঃ ২৪৭-৪৮)

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ۔ الاية ١١٠

অর্থ ঃ আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চ করবেন না এবং স্বর নীচুও করবেন না। (সূরা বনী ইসরাঈল-১১০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সাঃ) যখন কুরআন মজীদ উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন তখন মুশরিকরা কুরআন, আল্লাহ্ পাক ও জিবরীল (আঃ)-কে গালমন্দ করত। এ সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করে তাঁর নবীকে আস্তে তেলাওয়াত করতে বলেন। পক্ষান্তরে একেবারে অনুচ্চ স্বরেও তেলাওয়াত করতে নিষেধ করেন। কেননা তাতে ছাহাবায়ে কিরাম তাঁর তেলাওয়াত শুনতে পাবেন না। সুতরাং একেবারে জোরেও না আবার একে বারে আস্তেও না এমনভাবে তেলাওয়াত করতে বলেন, যাতে দুটি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়ে যায়। (বোখারী কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস নং ৭৪৯০), মুসলিম (হাদীস নং, ১৪৫/৪৪৬), তিরমিযী-তাফসীর অধ্যায় (হাদীস নং, ৩১৪৬), নাসাঈ তাফসীর অধ্যায় (হাদীস নং ৩২০), মুখতাছার ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৪০৫}

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۔ الاية ١١١

অর্থ ঃ বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তার সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে। (সূরা বনী ইসরাঈল-১১১)

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী বলেন, ইহুদী ও নাসারাদের বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে। আরবরা বলত, লাব্বাইক লা শরীকা লাকা অর্থাৎ হাজির আমি আপনার কোন শরীক নেই তবে একজন শরীক আছে সে আপনার রাজত্বে স্থলাভিষিক্ত। অগ্নিপূজারী ও সাবিঈনরা বলত, আল্লাহ্‌র রাজত্বে উপদেষ্টা না থাকা তাঁর জন্য লজ্জাস্কর। এই দাবীর অসারতা প্রমাণে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব পৃঃ ২৭৬)

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

সূরা কাহাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ ـ الى اخر سورة

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (সূরা কাহাফ-শুরু থেকে শেষ)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশরা নযর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবি মুয়ীতকে ইহুদী আলেমদের কাছে প্রেরণপূর্বক বলল, তোমরা গিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পুরোদস্তুর হালত জেনে এসো এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের ইলম যেহেতু তাঁদের কাছে আছে সেহেতু তাদেরকে বলবে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যাপারে তাদের মতামত কি? এরা দু'জন মদীনায় এলো এবং নবী আকরাম (সাঃ)-এর গুণাবলী ও হুলিয়া ইহুদী বিশপদের কাছে তুলে ধরল। বলল, আপনারা যেহেতু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সেহেতু বলুন, এই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তারা বলল, সত্যিই তোমরা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছো। তাঁকে গিয়ে তিনটা প্রশ্ন করো। যদি তিনি এর জবাব দিতে পারেন তাহলে তাঁর নুবওয়াতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অন্যথায় বুঝবে তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী–রাসূল নন। ১. তাকে ওইসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীন কালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল ; তাদের ঘটনা কী? কেননা এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। ২. তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তাঁর ঘটনা কী? ৩. তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কী?

উভয় কোরাইশী মক্কায় ফিরে এসে ভ্রাতৃ সমাজকে বলল, আমরা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী আলেমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হল। তিনি শুনে বললেন, আগামীকাল উত্তর দেব। তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলেন। কুরাইশরা চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর আলোকে জবাব দেবার আশায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী আসার অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পরদিন ওহী এলো না বরং পনের দিন এ অবস্থায় কেটে গেল। এই সময়ে জিবরীল (আঃ) এলেন না এবং কোন ওহী এলো না। অবস্থাদৃষ্টে কুরাইশরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিল। এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুবই চিন্তিত ও পেরেশান হলেন।

পনের দিন পরে জিবরাঈল (আঃ) সূরা কাহাফ নিয়ে হাজির হলেন। এতে ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা দেয়া হলো যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলা চাই। এ ঘটনায় এরূপ হওয়ার কারণে ওহী বিলম্বে নাযিল হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ

(মাআরিফুল কুরআন সংক্ষিপ্ত-পৃঃ ৭৯৭)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ আপনি নিজকে তাদের সঙ্গে আবদ্ধ রাখুন। (সূরা কাহাফ-২৮)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশের অভিজাতশ্রেণী হুজুর (সাঃ)-এর সমীপে বলল- আপনি নিম্ন শ্রেণীকে আপনার মজলিসে বসাবেন না। যেমন বেলাল, আম্মার, সুহাইব, খাব্বাব ও ইবনে মাসউদ রাযি আল্লাহু আনহুম। এদের স্থলে আমাদেরকেই আপনার মজলিসে রাখবেন। আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করতেই এই আয়াত নাযিল করেন। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-কৃত আল্লামা সাবূনী-খঃ ২, পৃঃ ৪৩০)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ ـ الاية ٣٢

অর্থ ঃ আপনি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। (সূরা কাহাফ-৩২)

শানে নুযূল ঃ অত্র আয়াতে পার্থিব ধন-সম্পদের অন্তঃসারশূন্যতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অনেকের মতে এ ঘটনা মক্কা মুকাররমার বনী মাখযুমের দু'ব্যক্তি যথাক্রমে আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ এবং আসওয়াদ ইবনে আসওয়াদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমজন মুসলমান আর একজন কাফের। আবার অনেকের মতে উয়ায়নাহ ও তার সঙ্গী-সাথী এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীবৃন্দ এখানে উদ্দেশ্য। উয়ায়নাহ ও সালমান ফারসী (রাঃ)-কে নবী

ইসরাঈলের দু'ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একজন দ্বীনের ওপর ছিলেন আরেকজন বদ-দ্বীন। তাদের পিতা মৃত্যুকালে ৮ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। দু'ভাই তা সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। দুনিয়াদার ভাই এক হাজার মুদ্রা দিয়ে জায়গা জমি খরিদ করে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার ভাই বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমার দুনিয়াদার ভাই এক হাজার মুদ্রা দিয়ে জমি কিনেছে। আমি এক হাজার মুদ্রা তোমার রাস্তায় দান করলাম। বিনিময় হবে জান্নাত। পরে দুনিয়াদার ভাই আরো এক হাজার দিয়ে বাড়ী বানালে দ্বীনদার ভাই বলে, আমি এক হাজার দিয়ে জান্নাতের বাড়ী খরিদ করলাম। দুনিয়াদার ভাই আরেক হাজার টাকা দিয়ে বিয়ে করতে চাইলে দ্বীনদার ভাই এক হাজার টাকার বিনিময়ে জান্নাতী হুর প্রাপ্তির আশায় দান করলেন। সর্বশেষ এক হাজার দিয়ে দুনিয়াদার ভাই বিলাসি-আসবাবপত্র খরিদ করলে দ্বীনদার ভাই তার অবশিষ্ট এক হাজার দ্বারা আখেরাতের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদা কপর্দকহীন অবস্থায় দ্বীনদার ভাইয়ের দেখা হয় তার দুনিয়াদার ভাইয়ের সাথে। নেহায়েত শান শওকতের সাথে দুনিয়াদার ভাই পথ চলছিল। এ সময় দু'ভায়ের মধ্যে মত বিনিময় হয়। فَقَالَ لِصَاحِبِهِ-এই কথার বক্তা কাফের ভাই। সে তিনটা কথা বলে যার পুরোটাই অনর্থক কথা। কথা তিনটি হচ্ছে ঃ

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا - وَدَخَلَ جَنَّتَهُ .... وَمَا أَظُنُّ أن السَّاعَةَ قَائِمَةً - وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ إِلَى رَبِّيْ ـ الاية ٣٤-٣٥-٣٦

(কামালাইন-পৃঃ ১১৩, খঃ ২) (সূরা কাহাফ্-৩৪-৩৫-৩৬)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ যাদের হৃদয়কে আমার যিক্‌র সম্পর্কে উদাসীন করে দিয়েছি, তাদের অনুসরণ করবেন না। (সূরা কাহাফ-২৮)

শানে নুযূল ঃ উমাইয়া ইবনে খালফ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা একবার সে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর দরবারে এসে বলেছিল যে, আপনার দরবারস্থ ফকীর ও অসহায় শ্রেণীকে হটিয়ে মক্কার অভিজাত শ্রেণীকে স্থান দিন। আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করে তার দাবী প্রত্যাখ্যান করতে রাসূলকে নির্দেশ দেন। (আসবাবুন নুযূল, পৃঃ ২৬৬)

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ ـ الاية ١٠٩

অর্থ ঃ বলুন, আমার প্রভুর গুণাবলী লেখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়। (সূরা কাহাফ-১০৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরাইশরা ইহুদী জাতিকে বলেছিল, আমাদেরকে এমন কিছু বলো যা আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পেশ করতে পারি। তারা বলল, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا এ আয়াত নাযিল হলে ইহুদীরা বলল, আমাদেরকে অধিক ইলম দান করা হয়েছে। এরপর অত্র আয়াত "لو كان البحر" নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৮১)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ - الاية ١١٠

অর্থ ঃ অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে। (সূরা কাহ্‌ফ-১১০)

শানে নুযূল ঃ এক ব্যক্তি হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে জানতে চেয়েছিল তাঁর অসংখ্য নেকী উপার্জনের মূলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পাশাপাশি যদি লোকচক্ষে প্রিয়পাত্র হবার আকাংক্ষাটি থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে হুকুম কী? হুযূর (সাঃ) খামোশ থাকলেন। পরে এই আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর উর্দূ পারা-১৬ পৃঃ ১৬)

سُوْرَةُ مَرْيَمَ

সূরা মরিয়ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ - الاية ٦٤

অর্থ ঃ আপনার প্রভুর নির্দেশ ব্যতীত আমরা অবতীর্ণ হই না। (সূরা মরিয়ম-৬৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবীয়ে আকরাম (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রশ্নচ্ছলে বলেছিলেন, আপনি যতবার আসেন, এরচেয়ে বেশী আসতে পারেন না? এ প্রশ্নের জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, একবার জিবরাঈল (আঃ) আসতে বেশ বিলম্ব করায় হুযুর (সাঃ) তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ১ পৃঃ ৩৮১)

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اَئِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ـ الاية ٦٦

অর্থ ঃ মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পরে কি আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব। (সূরা মরিয়ম-৬৬)

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতখানি উবাই ইবনে খালফের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। একবার সে একখানা শুষ্ক হাড়িড নিয়ে বলেছিল, এই লোকটা বলে (মুহাম্মদ সাঃ) আমি নাকি মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হব, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবুন নুযূল-পৃঃ ২৫২)

اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا ـ الاية ٧٧

অর্থ ঃ আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না। (সূরা মরিয়ম-৭৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, আমি কামার ছিলাম। আমি আস ইবনে ওয়ায়িলের কাছে কিছু ঋণ পেতাম। তার কাছে এর তাগাদায় গেলাম। আমাকে সে বলল, তোমার ঋণ ততক্ষণ পর্যন্ত শোধ করব না যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ-এর আনুগত্য না ছাড়ছ। বললাম, তুমি মরে দ্বিতীয়বার জীবিত হলেও আমি এই কুফরী করতে পারব না। এরপর সে বলল, ঠিক আছে, আমি মরে দ্বিতীয়বার জিন্দা হলেই অবশ্যই আমার ধন-সম্পদ পেয়ে যাব। তখন তুমি তোমার ঋণটা নিয়ে নিও। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ,২ পৃঃ ৪৬৩)

سُوْرَةُ طٰهٰ

সূরা ত্ব-হা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى ـ الاية ٢-١

অর্থ ঃ ত্ব-হা। আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। (সূরা ত্ব-হা ১-২)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ) নামাযের মধ্যে এক পা ঠেস দিয়ে আরেক পা উঠিয়ে রাখতেন। এতে তাঁর খুব কষ্ট হত। তাই আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। কিন্তু যেহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হুযূরে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের প্রতি আমল করা শুরু করেন তখন মুশরিকরা বলা শুরু করে, এরা বেশ মুসিবতে পড়ে গেছে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৪৬৯, লুবাব-পৃঃ ২৮৪)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ - الاية ١٠٥

অর্থ ঃ আর তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (সূরা ত্ব-হা-১০৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরাইশরা হুজুর (সাঃ)-কে প্রশ্নচ্ছলে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভু কিয়ামতের দিনে এই পাহাড়গুলো কী করবেন? কাফেরদের এই প্রশ্নের জবাবে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৪৯৩)

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ - الاية ١١٤

অর্থ ঃ আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। (সূরা ত্ব-হা-১১৪)

শানে নুযূল ঃ সুদ্দী বলেন, জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আসলে তিনি চলে যাবার পূর্বে তা মুখস্থ রাখার জন্য হুযূরে আকরাম (সাঃ) যারপরনাই কষ্ট-ক্লেশ করতেন এবং মুখস্থ রাখতে সচেষ্ট হতেন। এ প্রসংঙ্গে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৮৭)

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ - الاية ١٣١

অর্থ ঃ আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ বিলাসের জন্য যে সব উপকরণ দিয়েছি আপনি সে সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। (সূরা ত্ব-হা-১৩১)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবী শায়বা ইবনে মরদবিয়া, বাজ্জার এবং আবু ইয়ালা আবু রাফের সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার প্রিয়নবী (সাঃ)-এর একজন মেহমান এলেন। তিনি আমাকে জনৈক ইহুদীর থেকে আটা বাকীতে আনতে প্রেরণ করলেন। বললেন, রজব মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত এর মূল্য বাকি থাকবে, ইহুদী বললো, কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি দেব না। আমি এসে হুযূর (সাঃ)-কে এ কথা বললে তিনি এরশাদ করলেন, যদি সে আমার কাছে এভাবে বিক্রি করত তাহলে আমি অবশ্যই

শোধ করতাম। নিঃসন্দেহে আমি আসমানেও আমানতদার, যমীনেও আমানতদার। যাও আমার লৌহ বর্মটি তার কাছে নিয়ে যাও। আমি হুযূর (সাঃ)-এর দরবার থেকে বের হবার আগেই এই আয়াত নাযিল হয়। (তাবারী-খঃ ১৬, পৃঃ ১৬৯)

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ

সূরা আম্বিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ ـ الاية ٦

অর্থ ঃ তাদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। (সূরা আম্বিয়া-৬)

শানে নুযূল ঃ মক্কাবাসীরা হুযূরে আকরাম (সাঃ)-কে বলল, আপনি যা বলেন তা যদি সত্য হয় এবং আমাদের ঈমান আনয়নের প্রতি আপনার সত্যিই যদি আগ্রহ থেকে থাকে তাহলে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিন। এ কথার পর হযরত জিবারাইল (আঃ) এসে বললেন, হে নবী! আপনি যদি চান তাহলে আল্লাহ্ পাক আপনার উম্মতের এই দাবী পূরণ করে দেবেন। কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনয়ন না করলে তাদের কোনই অবকাশ দেয়া হবে না। আর যদি আপনি চান তাহলে আপনার কওমকে ব্যাপারটি আরো ভেবে দেখতে বলতে পারেন। এই প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৮৭-৮৮)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ـ الاية ٣٤

অর্থ ঃ আপনার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি।

(সূরা আম্বিয়া-৩৪)

শানে নুযূল ঃ কাফেররা বলাবলি করত, যে সুর মুহাম্মদ (সাঃ) উঠিয়েছেন তা তার (জীবনকাল) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকছে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তা চুপসে যাবে। মানুষের মধ্যে শান্তি-স্বস্তি ফিরে আসবে। এই প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (বায়জাবী, লুবাব-পৃঃ ২৮৯)

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ الاية ٣٦

অর্থ ঃ কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না। (সূরা আম্বিয়া-৩৬)

শানে নুযূল ঃ একদা আবু জাহ্‌ল, আবু সুফিয়ান ও অন্য কাফেররা বসে গল্প করছিল। এমতাবস্থায় রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাদের কাছ দিয়ে অতিবাহিত হলেন। আবু জাহ্‌ল হুযূরে (সাঃ)-কে দেখামাত্রই হেসে দিল। আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বলল– দেখো, ওই যে আব্দে মানাফের নবী যাচ্ছেন। আবু সুফিয়ান গোস্বাভরে বলল, কেন আব্দে মানাফ থেকে নবী হওয়ায় তোমার আপত্তি আছে নাকি? নবী (সাঃ) আবু জাহ্‌লের কটূক্তি শ্রবণ করে তার কাছে এসে বললেন, দেখো! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে ভয় কর। আমি ধারণা করছি, পূর্ববর্তী উম্মতের মত তোমার প্রতি আযাব নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি সৎপথের পথিক হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৮৯-৯০)

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى ـ الاية ١٠١

অর্থ ঃ যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। (সূরা আম্বিয়া-১০১)

শানে নুযূল ঃ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত করো, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফের দল যাদের ইবাদত করে এ আয়াতে তাদের জাহান্নামে যাবার কথা রয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত উযায়ের ও হযরত ঈসা এবং ফেরেশতাদেরও করা হয়। অতএব তারাও কি জাহান্নামে যাবেন? তাফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কুরআনে একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জবাব তাদের জানা আছে বলেই জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও জবাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। লোকেরা আরয করল, আপনি কোন্‌ আয়াতের কথা বললেন? তিনি বললেন, আয়াতটি হলো এই اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ । এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর কাফেরদের বিতৃষ্ণার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকে এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলেম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে থাকলে তাদের সমুচিত জবাব দিতাম। আগুন্তুকরা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি জবাব দিতেন? তিনি বললেন ঃ আমি

বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত উযায়ের (আঃ)-এর উপাসনা করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ) তারাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ (সাঃ) এ কথার জবাব দিতে পারবেন না। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন।

{মুসনাদে আহমদ-(হাদীস নং ২৯২১), তাবারানী কাবীর-(১২৭৪০), মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ ৭, পৃঃ ১০৪, মাআরিফুল কুরআন (সৌদী সংস্করণ) পৃঃ ৮৯১}

سُوْرَةُ الْحَجِّ

সূরা হজ্জ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ ـ الاية ٣

অর্থ ঃ কতক মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করে। (সূরা হজ্জ-৩)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত নযর ইবনে হারেস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ছিল কট্টর কাফের। ছিল তর্কবাগীশ। সে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা ও কুরআনে মজীদকে পৌরাণিক কেচ্ছা-কাহিনী ঠাওরাত এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করত। (লুবাব-পৃঃ ২৯১)

অপর এক রেওয়ায়েত মতে, মরদুদ আবু জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। (আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ـ الاية ١١

অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। (সূরা হজ্জ-১১)

শানে নুযূল ঃ বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক (সাঃ)-এর মদীনা আগমনের পর এমনও লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করত যাদের অন্তরলোক ঈমানে পাকাপোক্ত ছিল না। যদি তাদের স্ত্রীরা পুত্র-সন্তান জন্ম দিত তখন তারা গর্ব করে বলত, কতই না সুন্দর এই ধর্ম। পক্ষান্তরে পুত্র সন্তান জন্ম না দিলে বলত, এটা এই ধর্মের কুলক্ষণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (বোখারী, তাফসীর অধ্যায়-হাদীস নং, ৪৭৪২)

قوله تعالى : هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ - الاية ١٩

অর্থ ঃ এরা দু'জন বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। (সূরা হজ্জ-১৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত কায়েস ইবনে আব্বাস বলেন, আমি হযরত আবু যর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কসম খোদার ! এই আয়াত ছ'জন লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা হলেন, হযরত হামযা, উবায়দাহ,আলী ইবনে আবী তালেব এবং ওৎবা, শায়বা ও ওয়ালিদ ইবনে ওৎবা। অর্থাৎ বদর যুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা কাফেরদের মুকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (বোখারী-তাফসীর অধ্যায়-হাদীস নং ৪৭৪৩, মুসলিম-হাদীস নং ৩০৩৩, নাসাঈ-হাদীস নং ৩৬১, ইবনে মাজা-জিহাদ পর্ব, হাদীস নং ২৮৩৫, তাফসীরে ত্ববারী-খঃ ১৭, পৃঃ ৯৮)

অপর এক রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবগণ মুমিনদেরকে বলল, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের চেয়ে আমরাই অধিক প্রিয়পাত্র। তোমাদের চেয়ে আমাদের কিতাব অগ্রজ। অগ্রজ আমাদের নবীও। মুমিনগণ বললেন, আমরাই প্রিয়পাত্র তোমাদের চেয়ে। আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছি। ঈমান এনেছি তোমাদের নবীর প্রতিও। বিশ্বাস করি তোমাদের কিতাবকেও। পক্ষান্তরে তোমরা আমাদের নবীকে চিনেও হিংসাবশতঃ তাঁকে অস্বীকার করে কুফরী করছ। এটাই তাদের প্রভু সম্পর্কে বিতর্ক। এ প্রসংঙ্গেই অত্র আয়াতের অবতরণা। এই রায়টি কাতাদার। (প্রাগুক্ত)

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ - الاية ٢٥

অর্থ ঃ যারা তাতে সীমালংঘন করতে চায়। (সূরা হজ্জ-২৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবীয়ে আকরাম (সাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স (রাঃ)-কে দু'জন সাহাবীসহ যাদের একজন মুহাজির অপরজন আনসারী কোন এক কাজে প্রেরণ করলেন। তারা পরস্পরে গোত্রীয় মাহাত্ম্য-কীর্তন ও গর্ব-উপাখ্যানে লেগে গেলেন। এতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স ক্ষেপে আনসারীকে কতল করে ফেললেন এবং মুরতাদ হয়ে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৯২-৯৩)

وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ ـ الاية ٢٧

অর্থ ঃ তারা আপনার কাছে আসবে কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে।
(সূরা হজ্জ-২৭)

শানে নুযূল ঃ অনেক হাজী সাহেবান বাহনের পিঠে চেপে হজ্জ করতে আসতেন না। আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করে তাদের সাথে পাথেয় নেয়ারও অনুমতি দান করলেন। অনুমতি দিলেন বাহনে চাপার এবং পণ্য-দ্রব্যাদি বিক্রি করার। (লুবাব-পৃঃ ২৯৩)

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ـ الاية ٣٧

অর্থ ঃ এগুলোর গোশ্‌ত ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে না। (সূরা হজ্জ-৩৭)

শানে নুযূল ঃ আইয়্যামে জাহেলিয়াতে আরবের লোকজন কুরবানী করে এর গোশ্‌ত কাবা শরীফে টাঙ্গিয়ে রাখত এবং এর গায়ে রক্ত মাখাত। রাসূলে পাকের সাহাবীরা বলতেন, এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে হকদার আমরাই অধিক। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৯৩)

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ـ الاية ٣٩

অর্থ ঃ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে লড়াই করা হচ্ছে। কেননা তারা অত্যাচারিত হয়েছে। (সূরা হজ্জ-৩৯)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকারগণ বলেন, মক্কার মুশরিকরা রাসূলে পাকের সাহাবাবৃন্দকে যারপরনাই জুলুম করত। তাঁদের অধিকাংশই এসে ক্ষত-বিক্ষত দেহে নালিশ ও প্রতিকার চাইতো। কিন্তু প্রতিবারই প্রিয়নবী (সাঃ) তাঁদেরকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলতেন এবং যুদ্ধানুমতির অপেক্ষায় থাকতে পরামর্শ দিতেন। পরামর্শ ও ধৈর্য্য ধারণের এই ধারাবাহিকতা হিজরত পর্যন্ত বজায় থাকল। অবশেষে হিজরতের এক বছর পরে যুদ্ধানুমতিমূলক এই আয়াত নাযিল হল। (তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ২৪৮-৫০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হিজরত করেন তখন সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) আফসোস করে বললেন, কাফের চক্র আল্লাহ্‌র নবীকে মক্কা থেকে বের করে দিল, এর পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। পরে হযরত সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, অচিরেই কুরাইশদের সাথে আমাদের লড়াই হবে। (নাসাঈ, তাফসীর অধ্যায় (হাদীস নং -৩৬২), তিরমিযী তাফসীর অধ্যায় (হাদীস নং-৩১৭১), তিনি একে حسن صحيح বলেছেন। মুসনাদে আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ২১৬, মুসতাদরাকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ৬৬)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ ـ الاية ٥٢

অর্থ ঃ আমি আপনার পূর্বে যে কোনই রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি তারা যখনই কিছু কামনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কামনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। (সূরা হজ্জ-৫২)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকারগণ এই আয়াতের শানে নুযূল প্রসংঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেই ঘটনাটি নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। শাইখুত তাফসীর আল্লামা ইদরীস কান্দালভী তাঁর মাআরিফুল কুরআনে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

একবার মক্কা মুকাররমায় মহানবী (সাঃ) কোন এক মজলিসে সূরা নজম তেলাওয়াত করছিলেন। সেখানে মুশরিকরা অংশগ্রহণ করেছিল। তেলাওয়াত করতে করতে তিনি যখন

"اَفَرَئَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَ مَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى"

পর্যন্ত পৌছুলেন তখন শয়তান তার নিজের পক্ষ থেকে হুযূর (সাঃ)-এর যবানে নিম্নোক্ত কথিকাটি জুড়ে দিল ঃ

تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى

অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো খুবই মর্যাদাবান ও সম্মানিত। কাজেই এদের শাফায়াতের আশা করা যায়। শয়তান এই কথিকাটি এমনভাবে হুযূরের কথার পাশাপাশি উচ্চারণ করল যে, লোকেরা মনে করল হুযুর (সাঃ) নিজেই তা তেলাওয়াত করেছেন। কাফেররা এই কথা শুনে যারপর নাই খোশ হয়ে বলতে লাগল, আজ মুহাম্মদ আমাদের সমমনা হয়েছেন। আমাদের প্রতিমাগুলোর গুণ কীর্তন করেছেন। তাদের খুশির পরিমাণ আন্দায করা যায় মুসলমানদের সেজদায়ে তিলাওয়াতের পাশাপাশি তাদের সেজদা করতে দেখে। একমাত্র উমাইয়া ইবনে খালফ ছাড়া আর সকলে সেজদায় নিপতিত হল। সে এক মুঠি মাটি উঠিয়ে কপালে ছোঁয়াল। মক্কায় এ খবর ছড়িয়ে পড়লে কুরাইশরা খুবই খোশ হল। বলতে লাগল, মুহাম্মদের সুমতি ফিরল তাহলে। এবার সে বাপ-দাদার ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

হুযূরে আকরাম (সাঃ) ব্যাপারটা জানতে পেরে যারপরনাই দুঃখিত হলেন যে, তার তেলাওয়াতের মধ্যেই এমন জিনিষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা খোদার পক্ষ থেকে নাযিল হয়নি। তিনি ভয়ে কুকড়ে গেলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে

অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। আলোচ্য কাহিনী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। ইমাম কুরতুবী, হাফেজ ইবনে কাছীর ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী নিজ নিজ তফসীর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য আলোচ্য কাহিনী খুবই দুর্বল এবং ভিত্তিহীন।

{দেখুন ঃ মাআরিফুল কুরআন-কৃতঃইদ্রীস বান্দালভী খঃ ৫, পৃঃ ৩৫-৩৬, মাকতাবায়ে উসমানিয়া (লাহোর, ১৯৮২), তাফসীরে কুরতুবী-খঃ ১২, পৃঃ ৮২, তাফসীরে মাযহারী-খঃ ৬, পৃঃ ৩৩৯, শেখ যাদাহ তাফসীরে বায়জাবী-খঃ ৩, পৃঃ ৩৯০, দুররে মানছুর-খঃ ৪, পৃঃ ৩৬৭, লুবাব-পৃঃ ২৯৪)}

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - الاية ٥٨

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর পথে গৃহত্যাগ করেছে। (সূরা হজ্জ-৫৮)

শানে নুযূল ঃ একবার কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আমাদের ভাইদের সাথে লড়াই করি। আমাদের অনেক ভাই খোদার রাহে লড়ে শাহাদত বরণ করেন এবং উচ্চ মাকাম দখল করেন। আমরা খোদার রাহে শাহাদাত বরণ না করে যদি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করি তাহলে আমরা কি এই মাকাম লাভ করতে পারব? এ সময় আল্লাহ্‌ পাক তাঁদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ এই আয়াত নাযিল করেন। (কানযুন নুযূল-উর্দূ পৃঃ ৬৬)

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ - الاية ٦٠

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি নির্যাতিত হয়ে নির্যাতনের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (সূরা হজ্জ-৬০)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত একটি যুদ্ধ (সারিয়া) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে হযরত নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে প্রেরণ করেছিলেন। মুহাররম মাসের দু'রাত বাকী থাকতে তারা মুশরিকদের গন্তব্যে পৌছুলেন। মুশরিকরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিষ্য-নাগরিকবৃন্দ মুহাররম মাসে লড়াই হারাম মনে করে। তোমরা ওদের ওপর হামলা করো। সাহাবায়ে কিরাম ওদের প্রতি কসমপূর্বক বললেন, তোমরা যুদ্ধনিষিদ্ধ মাসে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করো না। কিন্তু মুশরিক জাতি এ কথায় কর্ণপাত করল না। উপরন্তু তারা হামলা শুরু করল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৯৬-৯৭)

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا - الاية ٦٧

অর্থ ঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি। (সূরা হজ্জ-৬৭)

শানে নুযূল ঃ মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলার জন্য মুশরিকরা বলত, তোমরা নিজেদের হাতে জবাইকৃত পশুর গোশ্ত আহার কর আর খোদার হাতে মারা গোশ্ত বর্জন কর– এর হেতু কি? অর্থাৎ তোমরা মৃত পশু খাও না কেন? অথচ তোমাদের জবাইকৃত পশুর চেয়ে স্বাভাবিক মৃতটা খাওয়াই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই দাবী খন্ডন করতে অত্র আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীরে কুরতুবী-খঃ ১২, পৃঃ ৯৩)

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ - الاية ٧٤

অর্থ ঃ তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। (সূরা হজ্জ-৭৪)

শানে নুযূল ঃ মালেক ইবনে সইফ ও কাব ইবনে আশরাফ ইহুদীদের বলত, আল্লাহ্ পাক ৬ দিনে পুরো পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে সম্পূর্ণ হাঁপিয়ে ওঠেন। এদের মূর্খতা প্রকাশ করতেই আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।
(কানযুন নুকূল-উর্দু পৃঃ ৬৭)

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ

সূরা মু'মিনূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الاية ١

অর্থ ঃ মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। (সূরা মু'মিনূন-১)

শানে নুযূল ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত তখন নিকটবর্তী লোকের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্য থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রাসূলে আকরাম (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تنقصنَا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا توثر علينا وارض عنا وارضنا ۔

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বেশী দাও– কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর– লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর–বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও–অন্যদের অগ্রাধিকার দিও না। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর। এরপর রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেন, এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। অতঃপর তিনি আয়াত দশটি তেলাওয়াত করে শোনান। (মুসনাদে আহমদের সূত্রে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন-কৃত মুফতি শফী-পৃঃ ৯১১-সৌদী সংস্করণ)

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۔ الاية ٢

অর্থ ঃ যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। (সূরা মু'মিনূন-২)

শানে নুযূল ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে তাকাতেন। অতঃপর উক্ত আয়াত নাযিল হয়। অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে তাকাতেন। এরপর এই আয়াত নাযিল হয়। (মুস্তাদরাকে হাকেম,খঃ ২, পৃঃ ৩৯৩)

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۔ الاية ١٤

অর্থ ঃ নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়। (সূরা মু'মিনূন-১৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি চারটি ব্যাপারে আমার প্রতিপালকের সাথে একমত হয়েছি। আমি রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে বলেছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! যদি মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়তে পারতাম। তৎক্ষণাৎ এই আয়াত ঃ "وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى" নাযিল হয়। একবার আরজ করেছিলাম, হে আল্লাহ্র নবী (সাঃ), যদি আপনার স্ত্রীগণ পর্দা করে চলতেন। কেননা আপনার গৃহে নেককার-বদকার উভয় শ্রেণীর লোকদের আনাগোনা আছে। আল্লাহ্ পাক আমার এই কথায় আয়াত "وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوا هُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ" নাযিল করেন।

আরেকবার নবী (সাঃ)-কে স্ত্রীগণ বয়কট করলে আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এর কিছু একটা করুন। ব্যাপারটা সমাধা করুন। তালাক দিয়ে দেন, এদের বদলে আল্লাহ্ পাক আপনাকে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। পরে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত

"عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ" নাযিল করেন। এরপর যখন وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ اِلٰى قَوْلِهٖ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ আয়াত নাযিল হয় তখন আমি (বিমুগ্ধ হয়ে) বলেছিলাম– فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ পরবর্তীতে আল্লাহ্ পাকও ওহীর মাধ্যমে এই আয়াত নাযিল করেন।

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ২৬১)

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا ـ الاية ٦٧

অর্থ ঃ অহংকার করে এ বিষয়ে গল্প-গুজব করে যেত। (সূরা মু'মিনূন-৬৭)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশরা কাবা শরীফ তাওয়াফ করার স্থলে এর আশপাশে বসে গল্প-গুজব করত। এদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ২৯৭)

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ ـ الاية ٧٦

অর্থ ঃ আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। (সূরা মু'মিনূন-৭৬)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ)-এর যুগে তাঁর আনুগত্য না করার কারণে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার কারণে আবু সুফিয়ান রাসূলে খোদার কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি খোদার কসমপূর্বক আত্মীয়তাবন্ধনের দোহাই দিয়ে বলছি, আমরা গরুর গোবর ও রক্ত খাওয়া শুরু করে দিয়েছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৫৭১), তাবারানী কাবীর-খঃ ১১, পৃঃ ৩৭০, ইবনে হিব্বান (১৭৫৩)

سُوْرَةُ النُّوْرِ

সূরা নূর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ـ الاية ٣

অর্থ ঃ ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিনী নারী কিংবা মুশরিকাকে বিবাহ করে।

(সূরা নূর-৩)

শানে নুযূল ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী হযরত আমর ইবনে শোয়াইবের সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন ঃ মারসাদ নামক এক ব্যক্তি ছিল যে মক্কা থেকে বন্দীদেরকে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছে দেবার দায়িত্বে রত ছিল। বর্বরতার যুগে মক্কা মুয়াজ্জমায় তার সাথে ওনাক নাম্নী জনৈকা মহিলার সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা মুয়াজ্জমায় গমন করেন, তখন ওই মহিলা তাঁর নিকট পূর্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে হাজির হয়। কিন্তু তিনি তার দিকে ফিরে তাকাতেও রাজী হননি। কিন্তু মহিলা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ করলে তিনি তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, আমি এখন মুসলমান। তোমার সাথে কথা বলা ও ওঠাবসার অনুমতি নেই। অজ্ঞতার যুগে যা সম্ভব ছিল এখন তা অসম্ভব। তখন ওনাক বলল, তাহলে তুমি আমাকে যথারীতি বিবাহ কর এবং তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, আমি এ প্রসংঙ্গে নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারব না। মারসাদ মদীনা প্রত্যাবর্তন করে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর কাছে ওনাককে বিয়ে করার অনুমতি চাইলেন। হুযুর (সাঃ) তাকে কোন জবাব দিলেন না। এরপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অত্র আয়াত নাযিল হল। হুযুর এরশাদ করলেন, তুমি তাকে বিয়ে করো না।

ইমাম নাসাঈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– উম্মে মাহজুল নাম্নী এক মহিলা ছিল। তার চারিত্রিক দোষের কথা অনেকের জানা ছিল। একজন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চাইলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বাগাভী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ মুহাজিরগণ যখন মদীনা শরীফ আগমন করলেন তখন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক একেবারে নিঃস্ব ও হৃত সর্বস্ব ছিলেন। ওই সময় বর্বরতার যুগ থেকে মদীনায় ব্যভিচার বৃত্তিতে লিপ্ত কিছু সম্পদশালী মহিলা ছিল। দারিদ্র্যপীড়িত মুহাজিরদের মধ্যে কেউ কেউ ইচ্ছা করলেন ঐ সম্পদশালী মহিলাদেরকে বিয়ে করে দারিদ্র্যাবস্থা দূর করবেন। তারা এই মর্মে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। যার মর্ম হলো মুমিনদের এসব মহিলা বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা করেছেন আতা ইবনে আবি রবাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, জুহরী ও ইমাম শাবী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও এই মত পোষণ করতেন। (তাফসীরে নুরুল কুরআন-খঃ ১৮ পৃঃ ১৪৩-৪৪ ও দুররে মানছুর-খঃ ৫, পৃঃ ১৯);

قوله تعالى : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ ـ الاية ٦

অর্থ ঃ যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে (সূরা নূর-৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ করেন। হুযূর (সাঃ) বলেন, তুমি শরীয়ত মোতাবেক চারজন সাক্ষী হাজির কর। অন্যথায় তোমার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করা হবে। হেলাল আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোন ব্যক্তি নিজে এই ঘটনা দেখে-সে কি সাক্ষীর অনুসন্ধান করতে যাবে? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, হয় তুমি সাক্ষী হাজির কর, না হয় শাস্তি গ্রহণের জন্য তৈরী হও। হেলাল বললেন, সেই আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন! নিঃসন্দেহে আমি সত্য কথা বলেছি। আল্লাহ্ পাক অবশ্যই এমন কোন হুকুম নাজিল করবেন, যার কারণে আমি বেত্রাঘাত থেকে রক্ষা পাব। ঠিক এর পরই জিব্রীল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে উপস্থিত হন। (তাফসীরে ত্ববারী-খঃ ১৮, পৃঃ ৬৫। মুসনাদে আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ২৩৮)

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ ـ الاية ١١

অর্থ ঃ যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে। তারা তোমাদেরই একটি দল।

(সূরা নূর-১১)

শানে নুযূল ঃ বোখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট হাওদার ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে হাওদায় প্রবেশ করতেন। এরপর লোকেরা সেটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অপেক্ষা করছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হচ্ছিল। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি খোলা প্রান্তরে একটু দূরে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তার গলার হার ছিড়ে পড়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। এদিকে কাফেলা রওয়ানা হবার সময় হযরত আয়েশার হাওদাটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হল এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। ওঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ তিনি অল্প বয়স্কা ক্ষীণকায় ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা ফিরে

এসে যখন কাফেলা পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরতার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক -ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি হাওদায় অনুপস্থিত তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক সেদিক চলে গেলে তাদের জন্যে তালাশ করে নেয়া কঠিন হবে। তাই তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে বসে রইলেন। সময়টা তখন শেষ রাত্র। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাহাবী সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পেছনে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাবার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে এসে উপনীত হলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল হয়নি। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেলেন। কারণ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হবার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তার মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমন্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং হযরত সাফওয়ান নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহর চরম শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক মুসলমানও তার কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে ওঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিসতাহ এবং হামনাহ ছিল এ শ্রেণীভূক্ত। যখন এই মুনাফিক রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে খুবই দুঃখিত হলেন।

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ যাবত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে যে ভালবাসা ও কৃপা পেয়ে ছিলাম, তা অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে ...তেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করে ফিরে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি ঘটনা

রটিত হয়েছে তা যেহেতু জানতাম না, সেহেতু রাসূলের এই ঔদাসিন্য আমার কাছে অনুদঘাটিত ছিল। আমি এই আগুনেই দগ্ধ হতে থাকলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ্ সাহাবীর জননী উম্মে মিসতাহকে সাথে নিয়ে আমি প্রকৃতির ডাকে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরী করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উম্মে মিসতাহর পা তার চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল "تعس مسطح" (মিসতাহ নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মায়ের মুখে পুত্রের বিরুদ্ধে বদদোয়া বাক্য শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) বিস্মিত হন। তিনি বলেন, এতো খুবই খারাপ কথা। তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তখন উম্মে মিসতাহ্ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল, মা! তুমি কি জান না, আমার পুত্র কি বলে বেড়ায়? আমি বললাম, সে কি বলে? তখন সে সব অপবাদকারীদের অপবাদ আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মিসতাহর এতে জড়িত থাকার ঘটনা শোনায়। হযরত আয়েশা বলেন, এ কথা শুনে আমার অসুস্থতা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতা-মাতার গৃহে যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। পিতা-মাতার কাছে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়াই ছিল আমার স্বামীগৃহ ত্যাগের উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌঁছে মাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার মত মেয়েদের শত্রু থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। আপনা আপনিই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে সবর করব? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চোখ লাগেনি। অপরদিকে রাসূলে আকরাম (সাঃ) এ সংবাদ প্রাচারিত হবার কারণে দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোন ওহীও আসেনি। তাই তিনি পরিবারভুক্ত লোক হযরত আলী ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? হযরত উসামা পরিষ্কার আরয করলেন, যতদূর আমি জানি হযরত আয়েশা সম্পর্কে কোন কু-ধারণা করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নাই যদ্বারা কু-ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী তাঁকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে আয়েশার প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছেন। হযরত আয়েশার বাঁদি বরীরার কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিলেও আপনার এই মনের মলিনতা দূর হতে পারে। সেমতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বরীরাকে

জিজ্ঞাসা করলেন। বরীরা আরয করল ঃ অন্য কোন দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি। তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে, মাঝেমধ্যে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার কারণে আশংকা করছিলাম কাঁদতে কাঁদতে যদি আমার কলিজা ফেটে যায়। আমার পিতা-মাতা আমার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে চলে এলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা সেদিন থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। অতঃপর সংক্ষেপে খুতবা পাঠ করলেন, বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি দোষমুক্ত হও তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে অবশ্যই দোষমুক্ত ঘোষণা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দাহ তার গোনাহ্ স্বীকার করলে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দুও পানি রইল না। আমি পিতা আবু বকর সিদ্দীককে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথার উত্তর দিন। পিতা বললেন, আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি! অতঃপর আমি মাকে বললাম। তিনিও ওযর পেশ করলেন। তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হলো। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা বালিকা। এখন পর্যন্ত কুরআনও বেশী পড়িনি। এহেন দুশ্চিন্তা ও চরম বিষাদময় অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পন্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু হযরত মা আয়েশা (রাঃ) যা বললেন, তা প্রগাঢ় জ্ঞানী বিজ্ঞতাসুলভ উক্তি। নিম্নে তাঁর বক্তব্য হুবহু ভাষায় তুলে ধরা হল ঃ

والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة منه لتصدقوني والله لا أجدلي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

'আল্লাহর কসম, আমার জানা হয়ে গেছে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তা কার্যত আপনি সমর্থন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি দোষমুক্ত, যেমন আল্লাহ্ তা'আলাও জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবেন না। পক্ষান্তরে আমি

যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে আমি তা থেকে মুক্ত তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। খোদার কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা ইয়াকুব (আঃ) পুত্রদের ভ্রান্ত কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন, আমি চরম ধৈর্য অবলম্বন করেছি এবং তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এতটুকু বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার বিশ্বাস ছিল বাস্তবে আমি যেমন দোষমুক্ত সেভাবেই আল্লাহ্ আমাকে দোষমুক্ত ঘোষণা করবেন ওহীর মাধ্যমে। কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি যে, এমন ওহী আসবে যা চিরকাল পঠিত হবে এবং কুরআনে আয়াত হিসাবে তার সংযুক্তি থাকবে। কারণ আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম ভাবতাম। এরূপ ভাবতাম যেন স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্তি জানাবেন আল্লাহ্ তা'আলা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হল, যা ওহী অবতরণের সময় উপস্থিত হত। ফলে কনকনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হবার পর রাসূলুল্লাহ হাসিমুখে গাত্রোত্থান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিল এই ঃ

أَبْشِرِيْ يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ أَبْرَاكِ

অর্থাৎ হে আয়েশা! সুসংবাদ শোন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন, দাঁড়াও আয়েশা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে যাও। আমি বললাম, না, মা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ঋণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে দোষ মুক্ত করেছেন। {বোখারী-শাহাদাত অধ্যায়- (হাদীস নং ২৬৬১), মুসলিম-তওবা অধ্যায় (হাদীস নং ৫৬, ৫৭,২৭৭০), নাসাঈ-তাফসীর অধ্যায় (হাদীস নং -৩৮৮০), সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ২, পৃঃ ৫৮৭}

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ ـ الاية ٢٢

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না খায় যে, আত্মীয়-স্বজনকে কিছুই দেবে না। (সূরা নূর-২২)

শানে নুযূল ঃ মিসতাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের

ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা প্রমাণিত হল তখন কন্যাবৎসল পিতা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বললেন, ভবিষ্যতে কোন রূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হল।

(আসবাবে নুযূল পৃঃ ২৭০, লুবাব-পৃঃ ৩০৯)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ـ الاية ٢٣

অর্থ ঃ যারা সতী-সাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে।

(সূরা নূর-২৩)

শানে নুযূল ঃ খুছাইফ বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা করলাম-কোন্‌টা মারাত্মক–ব্যভিচার, না অপবাদ? বললেন, অপবাদ। পরে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালাম। তিনি বললেন, এ আয়াত বিশেষভাবে হযরত আয়েশার শানে অবতীর্ণ হয়েছে। মাজাহেম বলেন–এ আয়াত নবী-স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে। হযরত আয়েশা বলেন– আমার ব্যাপারে যা রটার রটেছিল অথচ আমি ছিলাম নিরীহ– নিরপরাধ। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে একদিন বসা অবস্থায় ওহী নাযিল হলে তিনি বললেন–সুসংবাদ আয়েশা! আমি বলছিলাম প্রশংসা আল্লাহর–আপনার নয়। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন এই আয়াত।

(লুবাব-পৃঃ ৩০৯-১০)

اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ ـ الاية ٢٦

অর্থ ঃ খবিছ নারীদের জন্য খবিছ নর। (সূরা নূর-২৬)।

শানে নুযূল ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, এ আয়াত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার শানে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্ যদ্বারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছিলেন। হাকাম ইবনে ওৎবা বলেন– মানুষেরা যখন হযরত আয়েশার ব্যাপারটি নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল তখন হুযুর (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, হে আয়েশা! মানুষেরা কি বলাবলি করছে? তিনি উত্তর দেন– আসমান থেকে এর জবাব না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই বলতে পারব না। অতঃপর সূরা নূরের ১৫টি আয়াত নাযিল হল। এর মধ্যে এই আয়াতটিও ছিল। আল্লামা সুয়ূতী বলেন–হাদীসখানি মুরসাল ও ছহীহুল এছনাদ। (লুবাব-পৃঃ ৩১১)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا ـ الاية ٢٧

অর্থ ঃ হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না কর। (সূরা নূর-২৭)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর হযরত আদী ইবনে ছাবেত (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী মহিলা হুজুরে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমি আমার গৃহে কখনো এ অবস্থায় থাকি যে, আমি চাই না ওই অবস্থায় কেউ আমাকে দেখুক। আমি চাই না আমার বাবা কিংবা পুত্রও আমাকে ওই অবস্থায় দেখুক। আমার বাবা আসেন। হঠাৎ করেই ঢুকে পড়েন। তিনি সব সময়ই ঢোকেন। এক্ষণে আমার পরিবারের কেউ এভাবে এলে কি করব? এ প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৩১১, আসবাবুন নুযূল-পৃঃ ২৭১)

মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন—এই আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কুরাইশের ব্যবসায়ীরা কি করবে যারা মক্কা-মদীনা ও শামে ব্যবসায়ী সফর করে। এই সফরে তারা পথিমধ্যে এমনও বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় যেখানে কেউ বাস করে না। কিভাবে তারা এই বাড়ীর মালিকদের থেকে অনুমতি নিবে এবং সালাম করবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ ـ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ـ الاية ٣١

অর্থ ঃ আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।
(সূরা নূর-৩১)

শানে নুযূল ঃ আসমা বিনতে মারছাদের বাড়ী ছিল বনু হারেছার মহল্লায়। তার কাছে মহিলারা আসা-যাওয়া করত। রীতি মোতাবেক তারা পায়ে অলংকার, বুক ও চুল খুলে আসত। হযরত আসমা বললেন, কি বিদঘুটে ব্যাপার ! এ ব্যাপারে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত-খঃ ৩, পৃঃ ২৯ ইবনে কাছীর)

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ ـ الاية ٣٣

অর্থ ঃ তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়। (সূরা নূর-৩৩)

শানে নুযূল ঃ ইসবাহ বলেন— আমি আমার মুনিব হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উযযার কাছে মোকাতাব (মুক্তির জন্য চুক্তি) হবার দরখাস্ত করলে তিনি তা না-মঞ্জুর করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(ইসাবাহ ফি তময়ীজিস সাহাবা, হুয়াইতিব, দ্রঃ ১১৮৫)

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ ـ الاية ٣٣

অর্থ ঃ তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। (সূরা নূর-৩৩)

শানে নুযূল ঃ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিককুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার বাঁদী দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করত। মুসলিম শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের দুটি বাঁদী ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল মুসাইকা আর অপর জনের নাম উমাইমা। আব্দুল্লাহ উভয়ের দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করত। এই অবস্থায় উভয় বাঁদীই হুজুর (সাঃ) -এর কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করলে এই আয়াত নাযিল হল।

আল্লামা বগভী (রহ:) লিখেছেন: এ কথাও বর্ণিত আছে যে, একটি বাঁদী আব্দুল্লাহর কাছে ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত একটি চাদর নিয়ে উপস্থিত হল এবং অপর বাঁদীটি একটি দীনার নিয়ে হাজির হল। আব্দুল্লাহ বললো, যাও, আরো কিছু উপার্জন করে নিয়ে এসো। বাঁদীরা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা এ কাজ আর করব না। ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহ্ পাক ব্যভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু এরপরও যখন আব্দুল্লাহ্ তাদেরকে বাধ্য করতে চেষ্টা করল তখন উভয়ে হুজুরে পাক (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বর্ণনা করল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ: ১৮, পৃ: ২৩০-৩১)

وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ الاية ٤٨

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(সূরা নূর-৪৮)

শানে নুযূল ঃ মুনাফিক বিশ্‌রের জনৈক ইহুদীর সাথে জমি নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল। ইহুদী বলল, চলো, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিচারক বানাই। কিন্তু মুনাফিক বলল, না, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের ওপর জুলুম করবেন (নাউযুবিল্লাহ)। সুতরাং আমি তাঁর কাছে যাব না। তার চেয়ে ভাল বিচারক চলো, ইহুদী সর্দার কাব ইবনে আশরাফের কাছে যাই। তার কাছেই মীমাংসা পাওয়ার আশা আছে। এ প্রসংগে এই আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খ: ১২, পৃ: ২৯৩)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٥٥

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। (সূরা নূর- ৫৫)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হবার পর ১০ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময়টার পুরোটাই বলতে গেলে মুসলমানরা মুশরিকদের ভয়ে তটস্থ থাকেন। মদীনায় হিজরতের পর মুশরিকদের হামলার আশংকা পুনরায় তাদেরকে পেয়ে বসে। এ সময় কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের প্রতি কি এমন সময় আসবে না যখন আমরা হাতিয়ার খুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব? রাসূলে খোদা (সাঃ) এরশাদ করলেন, কেন নয়? অচিরেই আসছে সে সময়। এ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খ: ১২, পৃ: ২৯৭)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ ـ الاية ٥٨

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে।

(সূরা নূর-৫৮)

শানে নুযূল ঃ আসমা বিনতে মারছাদের গোলাম এমন সময়ে আসা যাওয়া করত যে সময় আসা-যাওয়া করা অনুচিত। তিনি এ ব্যাপারে হুজুর (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করেন। এই প্রেক্ষিতেই অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(কুরতুবী-খ: ১২, পৃ: ৩০২)

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ ـ الاية ٦١

অর্থ ঃ অন্ধের জন্য দোষ নেই। (সূরা নূর - ৬১)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী লিখেছেন, অন্ধ, খোঁড়া ও অসুস্থ লোকেরা সুস্থ লোকদের সঙ্গে বসে একত্রে বসে খাবার গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকত। কেননা, প্রাক-ইসলামি যুগে সুস্থ লোকেরা তাদের ঘৃণা করত এবং তাদের সাথে বসে খাবার গ্রহণে আপত্তি জানাত। অন্ধ ব্যক্তি বলত, হয়ত আমি পরিমাণে বেশী খেয়ে ফেলব (ফলে অন্যদের খাবার কম হয়ে যাবে)। খোঁড়া ব্যক্তি বলত, আমার বসবার জন্য দু'জনের স্থান দরকার হয়, হয়ত এ কারণে অন্য মানুষের কষ্ট হবে, এ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাজহারী-খ: ৮, পৃ: ৪০৮)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْاَشْتَاتًا ـ الاية ٦١

অর্থ ঃ তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথক আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই।

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বাগভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সম্পদশালী লোকেরা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে গেলে তারা আহার্য বস্তু সম্পদশালী লোকদের নিকট রাখতো। তখন সম্পদশালী লোকেরা বলত, আল্লাহর শপথ! আমরা পানাহারে তোমাদের সাথে শরীক হয়ে গুনাহ করব না। কেননা আমরা সম্পদশালী, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ:) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বনী ইলিয়াছ ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। এ গোত্রের এক ব্যক্তি মেহমান ব্যতীত খাবার গ্রহণ করত না। যদি কোন মেহমান পাওয়া যেত তখন আহার করত। এমনও হত যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন মেহমান পেত না-এজন্যে খাবার গ্রহণ করত না। এমনকি তার উষ্ট্রির দুগ্ধ পরিপূর্ণ থাকত, কিন্তু কোন মেহমান তার সঙ্গে পান করার জন্য না পেলে সে দুগ্ধ দোহন করত না। যখন কোন মেহমান পেত তখনই কেবল দোহন করে পান করত। অন্যথায় সন্ধ্যা নাগাদ ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকত। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ: ১৮, পৃ: ৩১০)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - الايت ٦٢

আয়াতে কারীমার অর্থ ঃ মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরা নূর-৬২)

শানেনুযুল ঃ ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনযির ও বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কাব কারযীর সূত্রে বর্ণনা করেন, পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত আহযাবের যুদ্ধে সারা আরবের কাফেররা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে। কাফেরদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। কাফেরদের আক্রমণের সংবাদ প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট পূর্বাহ্নেই পৌছেছিল। তাই তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সমতল ভূমিতে এক বিরাট পরিখা খননের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিন হাজার পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তিনি এই পরিখা খননের কাজ আরম্ভ করেন। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) নিজে

মাটি কাটেন এবং মাটির বোঝা তুলে নেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা কাজে গাফিলতি করছিল। এমনকি পরিখা খননের নামে প্রতারণা করছিল। তারা সুযোগ বুঝে পেছন থেকে সরে পড়ত এবং বাড়ী চলে যেত। মুসলমানদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা এসব করত। ঘটনাক্রমে যদি কোন মুসলমান দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে বাসস্থানে যেতে বাধ্য হতেন তখন মুনাফিকরা এসে তাঁর সম্পর্কে রাসূলে খোদার কাছে খবর দিত। অবশ্য প্রয়োজন পড়লে মুসলমানরা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর অনুমতিক্রমে ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতেন এবং কাজ শেষে ফিরে আসতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাজহারী-খ: ৮, পৃ: ৪১৬)

لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا - الاية

অর্থ ঃ রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের আহবানের মত মনে করো না। (সূরা নূর- ৬৩)

শানে নুযূল ঃ আবু নাঈম দালায়েলে যাহ্যাকের (রহ:) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, গ্রাম্য লোকেরা হুযূর (সাঃ)-কে 'ইয়া মুহাম্মদ। কিংবা 'ইয়া আবাল কাসেম!' বলে ডাকত। এটা শিষ্টাচারের খেলাফ। এ প্রসংগে নাম ধরে ডাকতে নিষেধপূর্বক এ আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর-খ: ৩, পৃ: ৩১৬)

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ - الاية ٦٣

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জানেন যারা চুপিসারে সরে পড়ে। (সূরা নূর- ৬৩)

শানে নূযূল ঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ:) বলেছেন ঃ মুনাফিকরা জুমুআর দিনে খোতবার সময় বসে থাকাকে কষ্টদায়ক মনে করত। এজন্য তারা লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে-আবডালে চম্পট দেয়ার চেষ্টা করত। আর কখনও হুজুর (সাঃ) তাদেরকে ডাক দিলে তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তাদের যেন মরণ আসত। তাই কিভাবে ফাঁকি দেবে এজন্য তারা বাহানা খুঁজত। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন যে, তোমরা মানুষকে ফাঁকি দিতে পার, তাদের দৃষ্টি এড়াতে পার, মানুষকে প্রতারণা করতে পার কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নিকট তোমাদের কোন কর্মই গোপন নেই। তোমাদের কোন আচরণই তাঁর নিকট গোপনীয় নেই।

(মারাসীলে আবু দাউদ পৃ: ৭, ইবনে কাছীর উর্দু পারা -১৮, পৃ: ৮৫)

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

সূরা ফোরকান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَارَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ - الاية ١٠

অর্থ ঃ কল্যাণময় তিনি যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন। (সূরা ফোরকান-১০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর, ইবনে হাতেম ও ইবনে আবি শায়বা হযরত খায়সামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রিয়নবী (সাঃ)-কে বলা হয়েছে, হে রাসূল! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি আপনাকে পৃথিবীর সম্পদ এবং গায়েবী ভান্ডারের চাবিসমূহ দান করি আর আখেরাতে আপনার জন্য যে অনন্ত অসীম নেয়ামতসমূহ তা এ কারণে এতটুকু কম হবে না; আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি সেই নেয়ামতকে আখেরাতের নেয়ামতের সঙ্গে একত্রিত করে দিতে পারি। প্রিয়নবী (সাঃ) জবাব দিয়েছেন, আমি এখানে এ নেয়ামত চাই না, আমার জন্য আখেরাতে উভয় নেয়ামত একত্রিত করা হোক। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খ: ২, পৃ: ৬২৫)

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ - الاية ٢٠

অর্থ ঃ আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। (সূরা ফোরকান- ২০)

শানে নুযূল ঃ মুশরিকরা যখন হুজুরে আকরাম (সাঃ)-এর শানে এরূপ কথা বলতে আরম্ভ করল যে, এ কেমন রাসূল যিনি খাদ্য গ্রহণ করেন এবং হাটে বাজারেও যাতায়াত করেন, তখন এতে তাঁর মনে কষ্ট জাগল। আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা স্বরূপ এ আয়াত নাযিল করেন। (কুরতুবী-খ: ১৩, পৃ:১২)

يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ - الاية ٢٧

অর্থ ঃ জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে। (সূরা ফোরকান- ২৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হতেন। এ কারণে উকবাহ ইবনে আবি মুয়ীত তাঁকে নিন্দা-মন্দ বলত। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ الاية ٣٢

অর্থ ঃ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি কুরআন এক দফায় নাযিল হল না কেন? (সূরা ফোরকান-৩২)

শানে নুযূল ঃ মুশরিকরা বলত, আল্লাহ্‌র প্রতি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যে ধারণা তাতে তাঁর খোদা তাঁকে ওহী নাযিল করে বারে বারে কষ্ট দেন কেন? কুরআন মজীদ কেন একদফায় নাযিল করেন না? এক, এক, দু'দু আয়াত করে কেন নাযিল করেন? এ প্রশ্নের জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৩২১)

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ ـ الاية ٤٣

অর্থ ঃ আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? (সূরা ফোরকান- ৪৩)

শানে নুযূল ঃ মুশরিকরা কাঠ, মাটি ও পাথরের পূজা করত। যখনই কোন বড় গাছ কিংবা সুন্দর পাথর তাদের নজরে পড়ত তখনই তারা এর পূজা শুরু করে দিত এবং পুরানো মূর্তি ফেলে দিত। এসব লোকের এই কর্মকান্ডের সমালোচনায় এই আয়াত নাযিল হয়। (মাআলিমুত তানযীল)

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ ـ الاية ٦٨

অর্থ ঃ এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না। (সূরা ফোরকান- ৬৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, গোনাহে কাবীরা কোন্‌টা? হুজুর (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক সাব্যস্ত করা যদিও তিনি তোমার স্রষ্টা। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টা? তিনি বললেন, তোমার সন্তান তোমার সাথে খাদ্য গ্রহণ করবে এ ভয়ে তাকে হত্যা করা। বললাম, এরপর কোন্‌টা? বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। অত:পর আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর কথার সত্যায়ন স্বরূপ এ আয়াত নাযিল করেন। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খ: ২, পৃ: ৬৩৯)

سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ

সূরা শু'য়ারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَفَرَاَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنَا هُمْ - الاية ٢٠٥

অর্থ ঃ আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ বিলাস করতে দেই। (সূরা শু'য়ারা- ২০৫)

শানে নুযূল ঃ আবু জাহজাম বলেন, নবী করীম (সাঃ) -কে বিমর্ষ অবস্থায় দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কেন আমি বিমর্ষ হব না? অথচ আমার উম্মতই আমার দুশমন হবে। অত:পর তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এই আয়াত নাযিল হলো। এতে তিনি আনন্দিত হলেন। (লুবাব-পৃ: ২৩)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ - الاية ٢١٥

অর্থ ঃ এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় হোন।

(সূরা শু'য়ারা - ২১৫)

শানে নুযূল ঃ যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ اَلاَ قْرَبِيْنَ নাযিল হয় তখন হুযুর (সাঃ) নিকটাত্মীয় ও আহলে বাইতের মাধ্যমে এর পরীক্ষা চালালেন এবং তাদেরকেই প্রথমে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। এটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ালে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ২২৩)

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ - الاية ٢٢٤

অর্থ ঃ বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (সূরা শুয়ারা- ২২৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম হযরত ইবনে আববাসের সূত্রে বর্ণনা করেনঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কা'ব ইবনে মালেক ও হাসসান ইবনে ছাবেত (রাঃ) প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সমীপে হাজির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেছেন অথচ তিনি জানেন যে, আমরা কবি। এ অবস্থায় আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেলাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ـ

অর্থ ঃ সে সব লোক ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে (তারা ছাড়া)।
(নূরুল কোরআন,-খ: ১৯, পৃ: ২৩০)

سُورَةُ الْقَصَصِ

সূরা কাসাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ ـ الاية ٤٨

অর্থ ঃ অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল।
(সূরা কাসাস-৪৮)

শানে নযুল ঃ কুরাইশদের একটি দল ইহুদীদের বলল, এই যে মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াতি দাবী করছেন এটা কেমন? ইহুদীরা তাওরাতের আলোকে নবী (আঃ) -এর অবয়ব আকৃতি ও আচার-আচরণ বর্ণনাপূর্বক বলল, যদি ইনি নবী হতেন তাহলে মূসা (আঃ)-এর মত তাঁর মুজিযা থাকত। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।
(মুয়াযযিহুল কুরআন-পৃ: ৪১১)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ـ الاية ٥٦

অর্থ ঃ আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে সৎপথে আনয়ন করতে পারবেন না।
(সূরা কাসাস- ৫৬)

শানে নুযূল ঃ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাকে বলেছিলেন, আপনি তাওহীদের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস করুন। বলুন! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যাতে করে কিয়ামতের দিন আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারি। কিন্তু আবু তালেব এতে

রাজী হলেন না। বললেন, যদি কুরাইশের মহিলাদের তিরস্কারের ভয় না পেতাম তাহলে অবশ্যই এ কলেমা পাঠ করে তোমার নয়ন মনকে শান্ত করতাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (নূরুল কোরআন-খ: ২০, পৃ: ১৫০, বোখারী-খ: ২, পৃ: ৭০৩)

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى ـ الاية ٥٧

অর্থ ঃ তারা বলে, যদি আমরা হেদায়েতের অনুসরণ করি। (সূরা কাসাস- ৫৭)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশের কিছু লোক এসে হুযুর (সাঃ)-কে বলল, যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তাহলে লোকেরা আমাদের উত্যক্ত করবে। এই প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৩৩০, তাবারী-পৃ: ৬০)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ـ الاية ٦٨

অর্থ ঃ আর আপনার প্রভু যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। (সূরা কাসাস- ৬৮)

শানে নুযূল ঃ ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়াকে অসম্ভব মনে করত। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(কামালাইন-পা: ২০, পৃ: ৮১)

قُلْ رَّبِّىْ اَعْلَمُ ـ الاية ٨٥

অর্থ ঃ বলুন, আমার প্রভু সর্বজ্ঞ। (সূরা কাসাস- ৮৫)

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

সূরা আনকাবুত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ اَحَسِبَ النَّاسُ ـ الاية ٢-١

অর্থ ঃ আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'আমরা ঈমান এনেছি' বলার পরে তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে? সূরা আনকাবুত- (১-২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে হাতেম শাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন, এই আয়াত মক্কার এমন কিছু লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম মদীনা থেকে তাদেরকে হিজরত করার আহবান জানালেন। বললেন নয়ত তাদের ইসলাম গৃহীত হবে না। এরা স্বেচ্ছায় মদীনামুখো হলে মুশরিকরা তাদের পথে বাদ সাধে। পরে এ আয়াত নাযিল হল। সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের ভাষ্য লিখে জানালে তারা বলল, অতি অবশ্যই আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে বের হব। আমাদের চলার পথে বাধা দিলে তাদের সাথে লড়াই করব। পরবর্তীতে তারা বের হলে মুশরিকরা বাধা দেয় এবং তারা লড়াই করে অনেক মুশরিককে হত্যা করে এগিয়ে যান। পরবতীর্তে ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا এ আয়াত নাযিল হয়। (দুররে মানছুর-খ: ৫, পৃ: ১৪১)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ـ الاية ٨

অর্থ ঃ আমি মানুষদের মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।

(সূরা আনকাবুত- ৮)

শানে নুযূল ঃ উম্মে সায়াদ তাঁর স্বীয় পুত্রকে বললেন, আল্লাহ্ পাক কি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেননি? কসম খোদার! আমি খানা-পিনা বন্ধ করে দেব যাবত না তুমি কুফরী এক্তিয়ার কর কিংবা আমার মৃত্যু এসে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কুবতুবী-খ: ১৩, পৃ: ৩২৮)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ـ الاية ١٠

অর্থ ঃ আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি।

(সূরা আনকাবুত- ১০)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতের অবতরণিকা সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এ আয়াত সে সব লোকের বাপারে অবতীর্ন হয়েছে, যারা মুখে ঈমান আনে কিন্তু বালা মুসিবতে ইসলাম ত্যাগ করে। (তাবারী-খ: ২০, পৃ: ৮০-৮৬)

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ ـ الاية ٤٥

অর্থ ঃ আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব তেলাওয়াত করুন।

(সূরা আনকাবুত - ৪৫)

শানে নুযূল ঃ জনৈক আনসারী গোলাম হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করত। কিন্তু এমন কোন গোনাহ ছিল না যা সে করত না। হুযুর

(সাঃ)-এর কাছে তার ব্যাপারে রিপোর্ট চলে যায়। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, অচিরেই নামায তার যাবতীয় গোনাহর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। পরবর্তীতে এমনই অবস্থা হল। সে সকল অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করল এবং একজন নেককার পরহেযগার সাহাবীতে পরিণত হল। ঠিক এ সময় হুযুর (সাঃ)-এর কথার সত্যায়নে অত্র আয়াত নাযিল হল। (কানযুন নুকূল উর্দু)পৃ: ৭৫)

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ - الاية ٥١

অর্থ ঃ এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। (সূরা আনকাবুত-৫১)

শানে নুযূল ঃ মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক জনৈক ইহুদী কর্তৃক প্রেরিত খাতা নিয়ে এলো যাতে ইহুদীদের থেকে শ্রুত কিছু কথা লেখা ছিল। নবী করীম (সাঃ) বললেন, ঐ জাতি কি করে সাফল্যের শিখর পৌঁছতে পারে যে জাতির কাছে তাদের নবীর আনীত ঐশী বাণী থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যটার পেছনে দৌড়ায়? এমন কি তারা ভিন্ন নবীর আনীত দ্বীনের প্রতি ঝোকপ্রবণ থাকে। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খ: ১৩, পৃ: ৩৫৫)

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - الاية ٥٦

অর্থ ঃ হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! আমার পৃথিবীর প্রশস্ত। (সূরা আনকাবুত- ৫৬)

শানে নুযূল ঃ ইসলামের শুরুতে সংখ্যালঘিষ্টতার দরুন অসহায় মুসলমানগণ কাফেরদের তোপের মুখে ছিলেন। এরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের ঠিকমত ইবাদত করতে দিত না। এ জন্যই ৮০ জন সাহাবী হাবাশায় হিজরত করেছিলেন এবং মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রায় সকল সাহাবাকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু কিছু মুসলমান ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার কিংবা পাথেয় কম থাকার দরুন মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। এদেরকে হিজরতের প্রতি উৎসাহ দিতেই এই আয়াতের অবতারণা হয়।

(কুরতুবী-খ: ১৩, পৃ: ৩৫৭)

اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ - الاية ٥٩

অর্থ ঃ যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।

(সূরা আনকাবুত-৫৯)

শানে নুযূল ঃ উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হলে মক্কাস্থ মুসলমানরা হিজরত করার পরিপক্ক এরাদা করেন। কিন্তু মদীনার প্রতিকূল আরহাওয়া ও খাদ্যদ্রব্যের সংকট তাদের ভাবিয়ে তোলে। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কানযুন নুকূল-উর্দূ পৃ: ৭৬)

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ - الاية ٦٠

অর্থ ঃ এমন অনেক জন্তু আছে যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না।

(সূরা আনকাবুত- ৬০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে শহরের বাইরে বের হলাম। তিনি দেয়ালবেষ্টিত একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বেছে খেজুর খেতে লাগলেন। তিনি আমাকে বললেন, ইবনে ওমর! তুমি খাচ্ছ না কেন? আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাবার ইচ্ছে নেই। আঁ-হযরত (সাঃ) বললেন, আমার প্রচন্ড ক্ষুধা, গত চারদিন ধরে কিছুই খাইনি। খাওয়ার মত কিছুই পাইনি। অথচ চাইলে আল্লাহ্ পাক আমাকে কাইসার ও কিসরার মত সুবিশাল ধন ভান্ডার দিতেন। হে ইবনে উমর! ঐ সব লোকের ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়া কি যারা খাদ্যশস্য জমা করার পরও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত হতে পারে না? ইবনে ওমর বলেন, কসম খোদার! আমি ওই বাগানে থাকতেই রাসূলে খোদার ওপর অত্র আয়াত নাযিল হয়। ওহী নাযিলের পর তিনি বলেন, আমাকে ধন-ভান্ডার সঞ্চয় করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না। আমি না দেরহাম-দীনার জমায়েত করব, না কালকের দিন চলে এ পরিমাণ রুজি সঞ্চয় করব। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর ও কুরতুবী-খ: ১৩, পৃ: ৩৫৯)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا - الاية ٦٧

অর্থ ঃ তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি।

(আনকাবুত- ৬৭)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কার কাফেররা হুযুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! কেবল মানুষের নিন্দামন্দ বলার ভয়ে আমরা আপনার আনীত দ্বীনের প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। কেননা আমরা গ্রাম্যলোকদের চাইতে সংখ্যালঘু। আমরা ঈমান আনছি শুনলেই ওরা আমাদের পেয়ে বসবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃ: ৩২৯)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا ـ الاية ٦٩

অর্থ ঃ যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। (সূরা আনকাবুত- ৬৯)

শানে নুযূল ঃ যখন الٓمٓ اَحَسِبَ النَّاس الخ মক্কার কিছু লোকের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা নবী (আঃ)-এর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে ঘর থেকে বের হলে মুশরিকরা তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়, এসময় সাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে জানান, তোমাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়। এ কথা শুনে তারা জোরপূর্বক বের হতে সচেষ্ট হয়। এ সময় তাদের অনেকে মারা পড়ে আবার অনেকে বেঁচে মদীনায় উপনীত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব- উর্দু, পৃ: ৬৯)

سُوْرَةُ الرُّوْمِ

সূরা রূম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ـ الاية ٢-١

অর্থ ঃ আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে। (সূরা রূম- ১-২)

শানে নুযূল ঃ সূরা আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ-মুজাহাদা করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাঁদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রূম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই খোদায়ী সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোতে রোমক-পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফির। তাদের মধ্যে কারো বিজয় বাহ্যত: ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক আর রোমকরা ছিল খ্রিষ্টান আহলে কিতাব। এরা ছিল (ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে) মুসলমানদের নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি যথা- পরকালে বিশ্বাস, রেসালত, ওহী ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন

মত পোষণ করত। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে দেয়া পত্রে মহানবী (সাঃ) এই অভিন্ন মতের কথাই তুলে ধরেছিলেন। তিনি কুরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছিলেন "تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ" আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থান কালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শামদেশের আযরুয়াত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের স্বগোত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, রোমকরা বিজয়ী হোক। কিন্তু দেখা গেল সেই যুদ্ধে রোমকদেরকে পারসিকরা পরাভূত করল। এমনকি তারা কনস্ট্যান্টিনোপলও জয় করে সেখানে একটি উপাসনার অগ্নিকুন্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয়। পরবর্তীতে মুসলমানদের হাতে তার সাম্রাজ্যের যবনিকাপাত ঘটে।

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদের লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয় বরং আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা দু:খিত হয়।

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সময় আয়াতে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন এ আয়াত শুনলেন তখন মক্কার চারপাশে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের পক্ষে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, তুমি-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোমাকে দশটি উষ্ট্র দেব। উবাই এতে সম্মত হল। বলা বাহুল্য এটা ছিল জুয়া। আর তখনও জুয়া হারাম হয়নি। এ কথা বলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গিয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি, কুরআনে এ জন্য بِضْعِ سِنِينَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের

মধ্যে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটির বদলে একশ'উষ্ট্রী বাজি রাখছি। কিন্তু সময়কাল তিন বছরের স্থলে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়তে মতে, সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবু বকর নির্দেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খালফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবু বকরও হিজরত করে যাবেন তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) তদ্বীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন আবু বকর (রাঃ) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ উষ্ট্রী লাভ করলেন তখন তিনি তা নিয়ে হুযুর (সাঃ) -এর সমীপে হাজির হলেন, তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। (মায়ারেফুল কুরআন, সৌদি সংস্করণ-পৃ: ১০৩৬-৩৭, লুবাব-পৃ: ৩৩০, আসবাবে নুযূল -পৃ: ২৮৮)

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ـ الاية ٢٧

অর্থ ঃ তিনি প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন। (সূরা রূম- ২৭)

শানে নুযূল ঃ আবু হাতেম ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, কাফেররা আশ্চর্যান্বিত হত যে, আল্লাহ্ পাক সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করবেন কি করে? এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। (লুবাব-পৃ: ৩১)

هَلْ لَّكُمْ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ তোমাদের আমি যে রুযী দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? (সূরা রূম- ২৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কুরাইশরা হজ্জে এই ধরনের তালবিয়া পড়ত যে, لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك এ প্রসংগে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুরতুবী-খ: ১৪, পৃ: ২৩)

سُوْرَةُ لُقْمَانَ

সূরা লোকমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ ـ الاية ٦

অর্থ ঃ এক শ্রেণীর লোক আছে যাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথা কিনে থাকে। (সূরা লোকমান- ৬)

শানে নুযূল ঃ মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ অনারব সম্রাটদের বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদের বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ-সামুদ প্রমুখ সম্রাটদের কিচ্ছা শুনায়। আমি তোমাদেরকে আদ, সামুদ, রুস্তম, ইসফান্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহ করে তার কাহিনী শুনতে থাকে। এ গুলোতে শিক্ষনীয় বলতে গেলে কিছুই ছিল না যা পালন করতে শ্রম স্বীকার করতে হয়। এগুলো নিছক চটকদার গল্পগুচ্ছ মাত্র। এর ফলে অনেক মুশরিক যারা অতি সংগোপনে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং শুনতও, তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ছুঁতা পেয়ে গেল। এ হতচ্ছাড়া সম্পর্কেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। (রূহুল মায়ানীর সূত্রে মাআরিফুল কুরআন-পৃ: ১০৫২, লুবাব-পৃ: ৩৩১)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ ـ الاية ١٢

অর্থ ঃ আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি। (সূরা লোকমান-১২)

শানে নুযূল ঃ হযরত লোকমানের বাণী সাধারণত: ইহুদী সমাজে অধিক চর্চা হত।

আরববাসী কোন ব্যাপারে এদের দ্বারস্থ হলে এরা লোকমানকে প্রবাদ পুরুষ সাব্যস্ত করে। তাঁর বাণীচিরন্তন শোনাত। মুসলমানরাও তাঁর বাণীচিরন্তন জানার আকুল আগ্রহ ব্যক্ত করলে এই আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী)

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ - الاية ١٥

অর্থ ঃ পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। (সূরা লোকমান- ১৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার মা কসম খেয়ে বলেন, আমি রৌদ্র থেকে উঠব না এবং খাদ্যও স্পর্শ করব না। সাদ ইসলাম ত্যাগ করলেই তবে এগুলো থেকে ফিরব। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলেন, আমি এ কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও ইসলাম ত্যাগ করিনি। এদিকে তিনি অনশনে অটল। চতুর্দিক থেকে আমাকে এই বলে ভর্ৎসনা দেয়া হলো যে, লোকটা মাতৃঘাতী। ওই অবস্থায় আমি তাকে রাজী করাতে অনেক চেষ্টা করলাম। অনেক খোশামোদ করলাম যে, তুমি জেদ ছাড়। আমি ইসলাম ত্যাগ করতে পারব না। এরই মধ্যে তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত করলেন, তখন তার অবস্থা খুবই নাযুক হয়ে পড়ল। আমি মায়ের নিকট গিয়ে বললাম, হে আমার মা! তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, কিন্তু আমার দ্বীন থেকে প্রিয়পাত্র নও। আল্লাহর শপথ! তোমার তো একটি মাত্রই প্রাণ, তোমার যদি একশটি প্রাণ হয়, আর তা একটি একটি করে বের হয়ে যায় তবুও আমি সত্য ধর্ম ইসলাম ছাড়তে রাজী নই। আমার এ কথা শুনে মা নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং পানাহার শুরু করলেন।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দূ) পারা- ২১, পৃ: ৪৬)

وَلَوْاَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ - الاية ٢٧

অর্থ ঃ পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হয়। (সূরা লোকমান-২৭)

শানে নুযূল ঃ ইবনে ইসহাক আতা ইবনে ইয়াসারের সূত্রে বর্ণনা করেন এবং আল্লামা বগভীও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন, মক্কায় থাকাকালীন ইহুদীরা রাসূলে আকরাম (সাঃ) -কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, রূহ আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ মাত্র। আর তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে) এ আয়াতখানি মক্কায় নাযিল হয়। এরপর যখন নবী (আঃ) মদীনায় তাশারীফ নিয়ে যান তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের একদল ধর্মযাজক প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا এর দ্বারা কি আপনি আপনার সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেন (যারা সত্যিসত্যি জাহেল) অথবা এর দ্বারা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেন (অথচ আমাদের মধ্যে বড় বড় উলামায়ে কেরাম

রয়েছেন)। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করলেন, এ আয়াতে সকল লোকের কথাই রয়েছে অর্থাৎ কোরাইশ ও তোমরাও। ইহুদীরা বলল, আপনার নিকট যে কথা এসেছে, আপনার দাবী মোতাবেক তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু আমরা এর অন্তর্ভুক্ত নই, কেননা আমাদের তাওরাত দান করা হয়েছে। আর তাওরাতে সব কিছুর বিবরণ রয়েছে। হুযুর (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র অনন্ত অসীম ইল্‌মের সামনে তাওরাতের ইল্‌ম অতি সামান্য, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ: ২১ পৃ: ২৩৩)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ - الاية ٣٤

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। (সূরা লোকমান- ৩৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম মুজাহিদ (রহ:)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার এক গ্রাম্য লোক প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সমীপে হাজির হয়। আল্লামা বগভী এই লোকের নাম লিখেছেন হারেস ইবনে হাফসা। তিনি হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে কেয়ামত সম্পর্কে আরয করেন। বলেন, কেয়ামত কবে হবে? তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্ত্রী অন্ত:সত্ত্বা, বলুন, ছেলে হবে, না মেয়ে? আমাদের দেশে এখন অনাবৃষ্টি রয়েছে। বলুন, কবে বৃষ্টি হবে? যে স্থানে আমার জন্ম হয়েছে তাতো আমার জানা, কিন্তু আমার মৃত্যু কোথায় হবে তা বলে দিন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাযহারী-খ: ৯, পৃ: ২৬৪, লুবাব-পৃ: ৩৩৩, ইবনে কাছীর-খ: ৩, পৃ: ৪৭১)

سُورَةُ السَّجْدَةِ

সূরা সাজদা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ - الاية ١

অর্থ ঃ আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা সাজদা- ১)

শানে নুযূল ঃ মক্কায় যে সমস্ত কাফেরগোষ্ঠী থাকত তাদের সাথে ওঠাবসা করত গ্রাম্য লোকজন। তারা রাসূলে পাকের দরবারেও আনাগোনা করত। তারা বলাবলি করত, মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেন, তা নিছক তাঁর মনগড়া যদিও একে তিনি আসমানী ও ঐশী বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

تَتَجَا فَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ـ الاية ١٦

অর্থ ঃ তাদের পার্শ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। (সূরা সাজদা- ১৬)

শানে নুযূল ঃ (ক) হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে বসে থাকতাম আর অনেক সাহাবী মাগরিব থেকে এশা অবধি নামায আদায় করতেন। অত:পর এদের শানেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খ: ৩, পৃ: ৭৫, দুররে মানছুর-খ: ৫, পৃ: ১৭৫)

(খ) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমরা তাবুক যুদ্ধে আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা প্রচন্ড গরমের সম্মুখীন হলাম। লোকেরা আমাদের থেকে একটু দূরে সরে গেল। রাসূল (সাঃ)-কে দেখে আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমার জান্নাতে যেতে সহায়ক হবে এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। হুযুর (সাঃ) বললেন, তুমি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ। সত্যি বলতে কি, এটা তার জন্য সহজ হবে আল্লাহ্ যার জন্য সহজ করে দেবেন। আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমজানের রোযা রাখবে। যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে কল্যাণের পথ বাতলে দিতে পারি। বললাম, বলুন। হুযুর (সাঃ) বললেন, রোযা ঢাল স্বরূপ আর সদকা পাপ মোচনকারী, রাতের মধ্যভাগে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায়। অত:পর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম-খ: ২, পৃ: ৪১২, তিরমিযী-হাদীস নং ২৬১৬, নাসাঈ-হাদীস নং ৪১৪)

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ـ الاية

অর্থ ঃ ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? (সূরা সাজদা- ১৮)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা ওয়াহেদী ও ইবনে আসাকির সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) -এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আলী ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতের কোন বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। ওয়ালিদ হযরত আলীকে বলল, তুমি এখনও শিশু। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার চেয়ে বড় বাগ্মী এবং তোমার চেয়ে বড় বীর। হযরত আলী (রাঃ) বললেন,

চুপ কর। তুই আল্লাহ্র নাফরমান। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (আল্লামা ওয়াহেদীকৃত আসবাবে নুযূল পৃ: ২৯৩, দুররে মানসূর-খ: ৫, পৃ: ১৭৭, তাফসীরে মাযহারী-খ: ৯, পৃ: ২৮১, ইবনে কাছীর সংক্ষিপ্ত-খ: ৩, পৃ: ৭৬)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ - الاية ٢٨

অর্থ ঃ আর এ কাফেররা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল, কখন হবে এই ফায়সালা। (সূরা সাজদা- ২৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের বলতেন, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দুঃখের দিন বদলে যাবে, আমাদের বিজয় আসবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের এবং তোমাদের মাঝে অচিরেই ফায়সালা করে দেবেন।

তাফসীরকার কালবী বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে।

সুদ্দী বলেন, এর দ্বারা বদরের যুদ্ধ উদ্দেশ্য।

আল্লামা পানিপাথি বলেন, এর দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য।

যাহোক, সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন, আল্লাহ্ পাক আমাদের সাহায্যকারী। তিনি তোমাদের উপর আমাদের বিজয়ী করবেন। এ প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে নূরুল কোরআন-খ: ২১, পৃ: ৩১১-১২)

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

সূরা আহযাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ - الاية ١

অর্থ ঃ হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। (সূরা আহযাব- ১)

শানে নুযূল ঃ (ক) যুবায়ের যাহ্যাক (রহ:)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কাবাসী কিছু লোক ওয়ালিদ ইবনে

মুগিরা ইবনে শায়বা গং হুযুর (সাঃ) -এর নিকট এ প্রস্তাব পেশ করল যে, আপনি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের যে আহবান জানাচ্ছেন তা বর্জন করুন। তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের অর্থ সম্পদের একটা বিরাট অংশ দিয়ে দেব। আর মদীনা মোনাওয়ারায় ইহুদীরা প্রিয়নবী (সাঃ) -কে এই বলে হুঁশিয়ারি দেয় যে, যদি আপনি ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত না হন তবে আমরা আপনাকে হত্যা করব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(মাআরিফুল কুরআন-ইদ্রীস কান্দালভী-খ: ৫, পৃ: ৫৭-৫৮)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ ـ الاية

অর্থ ঃ আল্লাহ্ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেন নি। (সূরা আহযাব- ৪)

শানে নুযূল ঃ বগভী ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী এবং ইবনে নাজীহ (রহ:) -এর সূত্রে মুজাহিদ (রাহ:) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তদানীন্তন আরবে আবু মা'মার জামীল ইবনে মা'মার ফাহরী নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ধী-শক্তির অধিকারী। স্মরণশক্তি তার এমনই প্রবল ছিল যে, কোন কিছু একবার শ্রবণ করা মাত্র তার মুখস্থ হয়ে যেত। কুরাইশরা বলত, আবু মা'মারের এমনই স্মরণ শক্তি হবার কারণ তার দুটি হৃদয় রয়েছে। সে নিজেও বলত, আমার দু'টি হৃদয় রয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু বুঝেন তার চেয়ে বেশী আমার এক হৃদয়েই রয়েছে। আমি এক হৃদয় দ্বারা তার চেয়ে বেশী বুঝি (নাউযুবিল্লাহ)। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ: ২,১ পৃ: ৩২১-২২)

আল্লামা ওয়াহেদী তাঁর আসবাবে নুযূল-এ এই আবু মা'মার আল-ফাহরীর একটি চমকপ্রদ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তিনি সনদসহ বলেন, বদর যুদ্ধে শরীক ছিল এই ব্যক্তি। তার সাথে আবু সুফিয়ানের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ হলো যে, এর এক হাতে একটি জুতা ঝুলছিল আর একটা পায়ে। তাকে বলা হোল, হে আবু মা'মার! কি হল মানুষের? সে বললো, মানুষেরা পরাজিত হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বললো, কিন্তু তোমার এ দশা কেন, জুতা একটি হাতে আরেকটি পায়ে! সে বলল, ওহ্হো (তাই নাকি) আমিতো ধারণা করেছিলাম, জুতা দুটি পায়ে-ই আছে। সেদিন সকলে বুঝতে পারল, যদি সত্যি সত্যি তার দুটি প্রাণ থাকত তাহলে পায়ের জুতা হাতে ওঠত না।

(আসবাবে নুযূল-পৃ: ২৯৪)

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ـ الاية ٤

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের পালকপুত্রকে সত্যিকার পুত্র করেননি।

(সূরা আহযাব- ৪)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতখানি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর গোলাম। পরে হুযুর (সাঃ) তাঁকে আযাদ করে পালকপুত্র বানিয়ে নেন। হুযুর (সাঃ) হযরত যায়েদের স্ত্রীকে যাকে তিনি তালাক দিয়ে ছিলেন বিবাহ করার পর ইহুদী ও মুনাফিকরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সাঃ) পুত্রবধূকে বিবাহ করেছেন অথচ তিনি নিজেই পুত্রবধূকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ পাক ওই ইহুদী গংদের কুসংস্কার অপনোদন করেন এ আয়াত দ্বারা।

(তাফসীরে দুররে মানসূর-খ: ৫, পৃ: ১৮১)

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ـ الاية ٥

অর্থ ঃ তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে। এটিই আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায়সংগত। (সূরা আহযাব- ৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ জনৈকা সাহাবী হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) -এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আবু হোযায়ফার আযাদকৃত গোলাম যাকে আবু হোজায়ফা পালকপুত্র বানিয়ে নিয়েছে, সে আমাদের ঘরে আসা যাওয়া করে। আমি তখন এক কাপড়েই থাকি আর সালেমকে পুত্রই মনে করি। এ ব্যাপারে আপনার আদেশ কি? তখন এ আয়াত নাযিল হয় অর্থাৎ কোন ছেলেকে যদি কেউ আদর করে আপন ছেলে বলে ডাকে অথবা পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করে এতে কোন দোষ নেই, ইসলাম এর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সে ছেলেকে তার সত্যিকার পিতার নামেই ডাকতে হবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারিসাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকতাম। এ আয়াত নাযিল হবার পর তাকে আমরা যায়েদ ইবনে হারিসা নামেই ডাকা আরম্ভ করলাম।

(তিরমিযী তাফসীর অধ্যায় (৩২০৯), নাসায়ী (৪১৬), বুখারী-খ: ১০, পৃ: ১৩৬, সৌদী সংকলন, তিরমিযী-খ: ৪, পৃ: ১৬৫, সৌদি সংস্করণ, ইবনে কাছীর-খ: ৩, পৃ: ৪৬৬, আবু দাউদ-খ: ২ পৃ: ১৮১, বৈরুত, মুসনাদে আহমদ-খ: ৬, পৃ: ২৭১)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ـ الاية ٩

অর্থ ঃ হে মোমেনগণ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতসমূহ। (আল আহযাব- ৫)

শানে নুযূল ঃ হিজরী চতুর্থ সালে কুরাইশরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মদীনা অবরোধ করল। এই বাহিনীতে আরবের সমগ্র গোত্র শামিল ছিল। আবু সুফিয়ান ছিলেন এদের সেনাপতি। এমনকি রাসূলের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ মদীনার দুটি

বিশাল ইহুদী গোত্রও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকল। এ অবস্থা অবগত হয়ে হযরত নবীয়ে আকরাম (সাঃ) ইরানী সাহাবী হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমে মদীনার চারপাশে পরিখা খুঁড়লেন। এই সময় মুসলমানের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার। দীর্ঘ এক মাস যাবত অবরোধ থাকল। বলা বাহুল্য, আরব জাতি ইতোপূর্বে পরিখা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি। তাই তারা আক্রমণ করার যুৎসই মাধ্যমও খুঁজে পায়নি। হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কৌশলে কুরাইশ বাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরে। তদুপরি আসমানী বাহিনী ও প্রচন্ড ঝড়ের সম্মুখীন হয় আহযাব বাহিনীর তাবু। চুলা ও ডেগ উল্টে যায়। ঘোড়াগুলো দড়ি ছিঁড়ে পালায়। ফলে কুরাইশরা ভগ্নোমনোরথে পরাভূত হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। (লুবাব-৩৩৬-৩৭)

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ ـ الاية

অর্থ ঃ আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে বলে ওঠে ....। (সূরা আহযাব-১২)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, এসব কথা শুধু মুনাফিকরাই বলত, তারা বলত, মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের সিরিয়া এবং পারস্য রাজমহল বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন অথবা আমাদের অবস্থা এত করুণ যে, আমরা ভয়ের কারণে নির্দিষ্ট স্থান থেকে এদিক সেদিক যেতে পারি না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উল্লেখ্য, সূরা আলে ইমরানের "قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ"-আয়াতের অধীনে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ওখানে বিস্তারিত বর্ণনা দেখে নেয়া যেতে পারে।
(তাফসীরে নূরুল কোরআন-খঃ ২১, পৃঃ ৩৭০, লুবাব-পৃঃ ৩৩৭-৩৮)

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ ـ الاية ١٨

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জানেন যারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়, আর তারা তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সঙ্গে চলে এসো, তারা অতি অল্পই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। (সূরা আহযাব-১৮)

শানে নুযূল ঃ এক সাহাবী ঘটনাচক্রে (খন্দক যুদ্ধকালে) তার জনৈক সহকর্মীর কাছ দিয়ে অতিবাহিত হতে গিয়ে দেখলেন তার সামনে রুটি, মদ ও কাবাব রয়েছে। তিনি বলেন, তোমরা তো আরাম আয়াশে আছ আর আমরা তীর-বল্লমের মাঝে। ওই লোকটা জবাব দেয়, তুমিও এখানে থেকে যাও। মুহাম্মদ (সাঃ)-তো সর্বদাই এমন যুদ্ধ-বিগ্রহে লেগে থাকবেন-ই, এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। সাহাবী হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে এ কথা বলার পূর্বেই অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খঃ ১৪, পৃঃ ১৫২)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ - الاية ٢٣

অর্থ ঃ মুমিনদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই আছে যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। (সূরা আহযাব-২৩)

শানে নুযূল ঃ বোখারী-মুসলিম হযরত আনাস ইবনে মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাসের পিতৃব্য আনাস ইবনে নযর বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। এ বিষয়টি ছিল তার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এ জন্য তিনি বলেছিলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্ব প্রথম যে যুদ্ধে শরীক হয়েছেন তাতে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি, এজন্য বড় আক্ষেপ, যদি ভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাক আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন জেহাদে শরীক হবার তৌফিক দান করেন তবে আমার কর্মতৎপরতা আল্লাহ্ পাক দেখবেন। তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে, তখন হযরত আনাস ইবনে নযর বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের সাথীরা যা কিছু করেছেন আমি সে জন্যে তোমার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। আর কাফেররা যা করেছে তার জন্য আমি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। কিন্তু আনসার ও মুহাজিরবৃন্দ অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে একস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসেছিলেন। ইবনে নযর তাঁদেরকে বললেন, এখানে আপনারা কেন বসে রয়েছেন? তারা জবাব দিলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। ইবনে নযর বললেন, তিনি শাহাদত বরণ করলে বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠ,যে দ্বীন প্রচারের জন্য প্রিয়নবী (সাঃ) শহীদ হয়েছেন তার জন্য তোমরাও প্রাণ উৎসর্গ কর। এরপর তিনি কাফেরদের দিকে এগিয়ে গেলেন। উহুদের পাদদেশে হযরত সায়াদ ইবনে মুয়াজের সাথে সাক্ষাৎ হলো। হযরত সায়াদ বললেন, আমি আপনার সঙ্গে আছি।

হযরত সায়াদ বর্ণনা করেন, হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন আমিতা করতে পারিনি। হযরত আনাস ইবনে নযর আমাকে বললেন, হে আবু আমর! জান্নাতের বাতাস আসছে, নযরের প্রতিপালকের শপথ! আমি উহুদের নিকট থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এরপর বীর বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর দেহে তরবারী ও তীরের আশিটির ওপর জখম হয়েছিল। এভাবে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কাফেররা হযরত ইবনে নযরের নাক-কানসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিল। এজন্য লোকেরা তাঁকে সনাক্ত করতে পারেনি। অবশেষে তাঁর ভগ্নি বাশামা তাঁর আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছিলেন। আলোচ্য আয়াত তাঁর সম্পর্কেই নাযিল হয়।

(বুখারী ইমামত (নেতৃত্ব) অধ্যায়, তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায় (৩২০০), নাসায়ী তাফসীর অধ্যায় (৪২২), নূরুল কোরআন-খঃ ২১, পৃঃ ৩৯-৯৫, লুবাব-পৃঃ ৩৩৮-৩৯)

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ - الاية ٢٥

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ পাক মুমিনদের যুদ্ধকে নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেন।
(সূরা আহযাব-২৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি সাঈদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা আমাদের জোহর (আছর) নামায হতে বিরত থাকতে বাধ্য করেছিল এমনকি সূর্যও ডুবে গিয়েছিল। আর এ ঘটনা উক্ত আয়াত অর্থাৎ "وكفى الله المؤمنين" নাযিল হবার পূর্বের। পরে হুযূর (সাঃ)-এর নির্দেশে নামায কায়েম হয় এমনভাবে যেন তার নির্ধারিত ওয়াক্তেই আদায় হচ্ছে। জোহর-আছর উভয় ওয়াক্তই এভাবে আদায় হয়। অতঃপর মাগরিবও। (নাসাঈ-খঃ ২, পৃঃ ১৫,ইবনে জারীর তবারী-খঃ ২১, পৃঃ ১৪৯)

وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا - الاية ٢٦

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করেছেন, তাদের কিছু লোককে তোমরা হত্যা করেছিলে। (সূরা আহযাব-২৬)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী কুরাইযার শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করেছেন। আহযাব যুদ্ধের সময় বনী কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরাই প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করে অথচ তাদের সাথে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মৈত্রীচুক্তি ছিল। হুয়াই ইবনে আখতাবের উস্কানীতেই এসব কিছু হয়।

ইবনে জারীর ত্ববারী বলেন, মুশরিকরা যখন পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে গেল তখন বনু কোরায়যার ইহুদীরা তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতি সম্পর্কে প্রমাদ গুনল। এ দিকে প্রিয়নবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেললেন। হুযূর (সাঃ) আয়েশার গৃহে পানি ঢেলে মাথা মোবারক ধুইতেছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় দাহ্ইয়া ক্বালবীর ছুরতে এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করে বললেন, হে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী! আপনি অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলেছেন, অথচ আল্লাহ্র ফেরেশতারা এখনও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত!

মোটকথা, ৫ম হিজরীর ২৩শে জিলকদ মদীনা শরীফ থেকে তিনি বের হন। সাথে ৬ হাজার জানবাজ সাহাবা।

মুহাম্মদ ইবনে আমর বলেন, হযরত কাতাদা বর্ণনা করেন, আমরা যখন বনু কুরায়যার বসতিতে পৌছুলাম তখন তারা নিশ্চিত হলো যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। হযরত আলী তাদের দুর্গের ছাদে ইসলামী পতাকা ওড়ান। তারা তাদের দুর্গের ভেতর থেকে

আমাদের গালিগালাজ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সা'দ ইবনে ময়াজের মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। হযরত সা'দের ফয়সালা ছিল এই যে,বনী কুরায়যার প্রাপ্তবয়স্কদের হত্যা করা হোক এবং স্ত্রী-শিশুদের বাঁদী করা হোক। তাদের সহায়-সম্পত্তি মুহাজির আনসারগণের মাঝে বন্টন করা হোক। বিস্তারিত কাহিনী সীরাতের কিতাবসমূহে দেখে নেয়া যেতে পারে।

(সংক্ষেপিত) (নূরুল কুরআন-খঃ ২১, পৃঃ ২৯৮-৪১৩)

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَ زْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ হে নবী! আপনার স্ত্রীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং এখানকার সৌন্দর্য কামনা কর। (সূরা আহযাব-২৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাসসির আবু হাইয়ান এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে বাহরে মুহীতে প্রদান করেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর ও বনু কোরায়যার উপর বিজয় এবং গণীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ ভাবলেন যে, মহানবী (সাঃ) হয়ত এসব গণীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তারা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! পারস্য ও রোম সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ং-ই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানীপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির বিবেচনা করুন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজ-রাজড়াদের মত জৌলুস ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের আবেদন বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তারা এতদিনের সংসর্গ এবং দীক্ষা লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। নবী (সাঃ) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণাও করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ-বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষ উদয় হয়েছিল। ভাষ্যকার আবু হাইয়ান বলেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী পত্নীগণের এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এ ঘটনার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর কাছে প্রবেশানুমিত চাইলে তিনি তা নাকচ করে দেন। পরে হযরত ওমরও আসেন। তিনিও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। পরবর্তীতে হুযূর (সাঃ) উভয়কেই প্রবেশানুমতি দিয়ে ডেকে পাঠান। তাঁরা প্রবেশ করে দেখেন তিনি নিশ্চুপ বসে আছেন। আর তাঁর আশপাশে পুণ্যবতী বিবিগণ। হযরত ওমর (রাঃ) মনে মনে বলেন, আমি এমন কথা বলব, যাতে হুযূর (সাঃ) হাসতে বাধ্য হন। সুতরাং তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! যদি আমার স্ত্রী বিনতে যায়েদও আমার কাছে খরচাদি বৃদ্ধির দাবী তুলত তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ কথা শুনে হুযূর (সাঃ) এভাবে হেসে পড়লেন যাতে তাঁর মাড়ী দেখা গেল। পরে তিনি বললেন, এঁরা আমার কাছে খায়-খর্চা বৃদ্ধির দাবী করছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে আর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তখনই মারতে উদ্যত হলেন। বললেন, তোমরা প্রিয়নবীর কাছে এমন বস্তুর দাবী করছ যা তাঁর কাছে নেই।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ দান করেন। আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব– উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন,আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ। কেননা, তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি আমার পিতা-মাতার কাছে যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য পুণ্যবতী বিবিগণকে এ আয়াত শোনানো হলো। আমার মত সকলেই একমত পোষণ করলেন।

{বুখারী-খঃ ৬, পৃঃ ৩৯, বৈরুত সংস্করণ,মুসলিম-খঃ ১০, পৃঃ ৯৩, তিরমিযী-খঃ ৪, পৃঃ ১৬৩, ২০৩, আহমদ-খঃ ৬, পৃঃ ৮৭, ১৬৩ , ১৮৫, ২১২, ২৪৮, ২৬৪, তাফসীরে ত্ববারী-খঃ ২১, পৃঃ ৫৮, লুবাব-৩৩৯-৪০, মাআরিফুল কুরআন (সৌদী) ১০৭৪-৭৫}

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ - الاية ٣٥

অর্থ ঃ নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী...। (সূরা আহযাব-৩৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার উম্মে উমারা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, কোরআনের সবকিছুই পুরুষদের ব্যাপারেই লক্ষ্য করছি, নারীদের ব্যাপারে ভাল কিছুর উল্লেখ নেই-এর কারণ অনুধাবন করতে পারছি না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সুয়ূতি সনদ উল্লেখপূর্বক উম্মে সালামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ) সমীপে আরয করলাম, যেভাবে পবিত্র কোরআনে পুরুষদের আলোচনা স্থান পেয়েছে তেমনিভাবে আমাদের নারীদের কথা দেখতে পাচ্ছি না। একদিন আমি আমার হুজরায় বসেছিলাম এমতাবস্থায় মিম্বরে উপবিষ্ট নবী (সাঃ)-কে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনলাম। (তাফসীরে মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৩৭২, মাআরিফ (ইদ্রীস কান্দালভী)-খঃ ৫, পৃঃ ৫০০,দুররে মানসূর-খঃ ৫, পৃঃ ২১৬, রূহুল মায়ানী-খঃ ২২, পৃঃ ৬, কুরতুবী-খঃ ১৪, পৃঃ ১৮৫, তিরমিযী-খঃ ২, পৃঃ ১৫৮)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ـ الاية ٣٦

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন, তখন কোন মু'মেন পুরুষ বা নারীর সে সম্পর্কে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে না। (সূরা আহযাব-৩৬)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ ও যায়েদ ইবনে হারিসা সম্পর্কে। হযরত যায়েদ আরবের এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কালেই দুর্বৃত্ত ছেলেধরারা তাঁকে অপহরণ করে মক্কার বাজারে গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেয়। ঘটনাচক্রে হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে ক্রয় করে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর খাদেম হিসাবে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর তাঁর-পিতৃব্য এবং পিতামহ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মক্কায় এসে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট আবেদন জানায়। কিন্তু মহানবী (সাঃ) বলেন– মুক্তিপণের কোন প্রয়োজন নেই। যায়েদ যদি যেতে চায় তাতে কোন আপত্তি নেই। তারা যায়েদের সাথে কথা বললে তিনি কেবল যে যেতে চাইলেন না তা নয়, বরং হুযূর (সাঃ)-এর কাছে থেকে যাওয়ার জন্য ক্রন্দন করতে লাগলেন। সে মতে মহানবী (সাঃ) তাকে রেখে দিলেন। পরে তাকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের পুত্রের মত লালন-পালন করেন। এক পর্যায়ে মহানবী (সাঃ) নিজের ফুফাত বোন জয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-কে যায়েদের সংগে বিয়ে দিতে চাইলেন।

এদিকে হযরত জয়নাব ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। আর যায়েদ তার পিতা-মাতাকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানালেও কিছুদিন দাসত্বের কলংকে কলংকিত ছিলেন। এ কারণেই হযরত যয়নাব (রাঃ) যায়েদ বিন হারিসার সাথে বিবাহ করতে

সংকোচবোধ করেছিলেন। এ আপত্তি বা সংকোচবোধ অস্বাভাবিকও নয়। অতি স্বাভাবিক কারণেই হযরত যয়নব এবং তাঁর ভ্রাতা এ বিয়েতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ)-এর একান্ত ইচ্ছা ছিল হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বিবাহ হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সাথে হোক। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। আয়াত নাযিলের পর হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা বিয়েতে সম্মত হন।

(তাফসীরে মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৩৭৭)

اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - الاية ٣٧

অর্থ ঃ আর যাকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন এবং (হে রাসূল) যাকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাকে আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক। (সূরা আহযাব-৩৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-এর দরবারে হযরত যয়নাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাজির হন,তখন হুযূর (সাঃ) তাকে নির্দেশ দেন যে, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখ এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মূলতঃ তাঁদের বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। এমনি অবস্থায় হযরত যায়েদ যয়নবের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে আসতেন এবং তাঁকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। হুযূর (সাঃ) তাঁকে বুঝিয়ে বলতেন, দেখ, যয়নব একমাত্র আমার কথায়ই বিয়েতে সম্মত হয়েছে। এখন তুমি যদি তাকে তালাক দিয়ে দাও, তবে তার অবস্থা কি হবে তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পার।

(নুরুল কোরআন-খঃ ২২, পৃঃ ৩৫, রূহুল মায়ানী ও বায়জাবী)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ - الاية ٤٠

অর্থ ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী। (সূরা আহযাব-৪০)

শানে নুযূল ঃ হযরত যায়েদ ইবনে হারেস (রাঃ) ও হযরত জয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ শেষ পর্যন্ত টিকল না। যায়েদের-জয়নাবের মধ্যে কোন মতেই বনিবনা হল না। মহানবী (সাঃ) আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক স্বভাবিক করতে। কিন্তু তা হল না। এক পর্যায়ে হযরত যায়েদ (রাঃ) তালাক দিলেন হযরত জয়নাব (রাঃ) কে-এতে হযরত জয়নাব (রাঃ) মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হন। তাই আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) নিজেই হযরত জয়নাব (রাঃ), কে

বিবাহ করেন। নবী করীম (সাঃ) যখন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-কে বিবাহ করেন তখন মুনাফিকরা বলাবলি করতে থাকে–দেখ, দেখ, মুহাম্মদ (সাঃ) এবার পুত্রবধূকে বিবাহ করেছেন। মুনাফিকদের এ সমালোচনার পাশাপাশি জাহেলী যুগের কুসংস্কার অপনোদনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (লুবাব-পৃঃ ৩৪২)

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ ـ الاية ٤٣

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করে। (সূরা আহযাব-৪৩)

শানে নুযূল ঃ যখন إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ আয়াত নাযিল হয় তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক আরয করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পূর্ববর্তী সকল নেককাজে আমরা আপনার সাথে শরীক ছিলাম। এই পুণ্যময় কাজেও আমাদের শরীক করুন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৩৪০)

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ـ الاية ٤٧

অর্থ ঃ আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (সূরা আহযাব-৪৭)

শানে নুযূল ঃ যখন لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ আয়াত নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আপনার প্রতি কি ব্যবহার করা হবে তা এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল। কিন্তু আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে তাতো জানা গেল না। অতপর لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جناح ও আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-৪৪৩)

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا ـ الاية ٥٠

অর্থ ঃ হে নবী! আমি আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি আপনার সেই সমস্ত স্ত্রীগণকে যাদের দেনমোহর আপনি শোধ করে দিয়েছেন। (সূরা আহযা-৫০)

শানে নুযূল ঃ হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বিনতে আবি তালেব বলেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে আমি ওজর পেশ করলাম। তিনি আমার ওজর কবুল করলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন। উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, যেহেতু আমি হুযূর (সাঃ)-এর সাথে হিজরত করিনি সেহেতু তাঁর জন্য হালাল হইনি। (তিরমিযী-খঃ ২ পৃঃ ১৫৭)

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً ـ الاية ٥٠

অর্থ ঃ এবং মোমেনা নারীকেও (আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি) যে কোন বিনিময় ব্যতীত (দেনমোহর ব্যতীত) নিজেকে নবীর দরবারে পেশ করে। (আহযাব-৫০)

শানে নুযূল ঃ উম্মে শরীফ দওসীয়া পরমা সুন্দরী ছিলেন। তিনি রাসূলে পাক (সাঃ)-এর দরবারে এসে সরাসরি তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তাব দিলেন। আঁ-হযরত তাকে কবুল করলেন। এ সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, যে মহিলা সরাসরি নিজে নিজেকে কোন পুরুষের নিকট নিবেদন করে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। উম্মে শরীফ বলেন, আমিতো সে ধরনের-ই একজন মহিলা যাকে আল্লাহ্ পাক মোমেনা বলে এই আয়াত নাযিল করেছেন। (লুবাব পৃঃ ৩৪৪)

تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ ـ الاية ٥١

অর্থ ঃ আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সরিয়ে দিবেন, আর যাকে ইচ্ছা আশ্রয় দিবেন। (আহযাব-৫১)

শানে নুযূল ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, মহিলারা নিজেকে আত্মনিবেদন করতে লজ্জাবোধ করে না? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত নাযিল হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক আপনার আশা-আকাংখা খুবই জলদি পূর্ণ করেন। {বোখারী-তাফসীর অধ্যায় (৪৭৮৮), মুসলিম-দুধপান অধ্যায় (১৪৬৪/৪৯)} (লুবাব, পৃঃ ৫২)

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ـ الاية ٥٢

অর্থ ঃ হে মু'মেনগণ! তোমরা অনুমতি ব্যতীত নবী (সাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করো না। (আল-আহযাব-৫২)

শানে নুযূল ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে যখন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর বিয়ে হয় তখন তিনি লোকদেরকে ওয়ালিমার দাওয়াত দেন। লোকেরা একত্রিত হয়, পানাহার করে, এরপর গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে পড়ে যা হুযূর (সাঃ)-এর কষ্টের কারণ হয়। প্রিয়নবী (সাঃ) যখন দেখলেন যে তারা খোশ গল্পে মেতে উঠেছে, বিদায় হবার কোন লক্ষণ নেই তখন তিনি নিজেই মজলিশ থেকে উঠে পড়েন। তাঁর দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও অন্য

তিনজন বসে গল্প-গুজবে মেতে রইলো। হুযূর (সাঃ) তখন বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখলেন, তারা তখনো খোশ-গল্পে বিভোর। তখন হুযূর (সাঃ) পুনরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তারা বিদায় নিল। প্রিয়নবী (সাঃ) আপন গৃহে তাশরীফ আনলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাজহারী-খঃ১, পৃঃ ৪১০, বোখারী (৬২৩৯), মুসলিম (১৪২৮), নাসাঈ (৪১০)

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ الاية ٥٣

অর্থ ঃ আর তোমরা যখন নবীর পত্নীদের থেকে কিছু চাইবে, তবে পর্দার আড়াল থেকেই চাইবে। (সূরা আহযাব-৫৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলে খোদা (সাঃ)-কে বলেন, আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে। কাজেই আপনি আপনার পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। হযরত আয়েশা বলেন, হুযূর (সাঃ) (ঐশী আদেশ না পেয়ে) ওমর (রাঃ)-এর কথায় সায় দিলেন না। তবে উম্মাহাতুল মু'মিনীন এরপর সাধারণতঃ (অতি জরুরী কাজে) রাত্রে বেরোতেন। একরাত্রে হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ) বের হলেন। তিনি ছিলেন উঁচুকায়। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে দেখে বললেন, হে সওদা! তোমাকে কি আমি চিনতে পারিনি (বলে মনে করছ?)। অতঃপর অত্র আয়াত নাযিল হয়। {বোখারী-খঃ ১, পৃঃ ২৫৯, মুসলিম (বৈরুত সংস্করণ), খঃ ১৪, পৃঃ ১৫২, ইবনে জারীর-খঃ ২২, পৃঃ ৩৯-৪০}

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ الاية ٥٣

অর্থ ঃ আল্লাহববর রাসূলকে কষ্ট দেয়ার অধিকার তোমাদের কারো নেই। (সূরা আহযাব-৫৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম ইবনে যায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি বলেছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমি তার অমুক স্ত্রীকে বিবাহ করব। এরপরই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি এমন অন্যায় কথা বলেছিল। সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন– সে এ কথাটি উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কেই বলেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি তার কথার জন্য পরবর্তীতে তওবা করেছিল এবং একটি গোলাম ও দশটি উট আল্লাহ্র রাহে জেহাদের জন্য দিয়েছিল। সর্বশেষে পদব্রজে হজ্জ করেছিল। (লুবাব-পৃঃ ৩৪৭-৪৮)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ الاية ٥٧

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহাকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। (সূরা আহযাব-৫৭)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম আওফার সূত্রে ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বরাতে বর্ণনা করেন, এ আয়াত হুযূর (সাঃ)-এর সুফিয়া বিনতে হুয়াইকে বিবাহ করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে হযরত আয়েশার উপর অপবাদ ছুঁড়ে নবী (সাঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল। (লুবাব ঃ ৩৪৯)

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ـ الاية ٥٦

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও। (সূরা আহযাব-৫৬)

শানে নুযূল ঃ কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাস করা হল, আমরা আপনাকে সালাম দেয়ার নিয়ম জেনেছি। কিন্তু আপনার ওপর দুরূদ পড়ব কিভাবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (মুসনাদে আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ২৪২)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ ـ الاية ٥٩

অর্থ ঃ হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাদেরকে ও মুমেনদের স্ত্রীদের বলুন, যেন তারা চাদর (উড়না) নিজেদের ওপরে একটু নীচু করে টেনে দেয়। (সূরা আহযাব-৫৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনে সাদ তাঁর 'তবকাতে' হযরত মালেক (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার প্রয়োজনে রাত্রিকালে যখন বের হতেন তখন মুনাফিক দুর্বৃত্তরা তাঁদেরকে উত্যক্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হত। তাঁরা এ মর্মে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ করলেন। তিনি ওদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বললো, আমরা উম্মাহাতুল মুমেনীনের শানে এমন বেয়াদবী করি না। তবে বাঁদীদের সাথে এমন আচরণ করা হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন –খঃ ২২, পৃঃ ১২২, আসবাব নুযূল ওয়াহেদী-পৃঃ ৩১৬)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ - الاية ٦٠

অর্থ ঃ মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা মদীনায় মিথ্যা গুজব রটায় যদি তারা তাদের অপকর্ম হতে বিরত না হয় তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল করে দেব। (সূরা আহযাব-৬০)

শানে নুযূল ঃ মুনাফিকদের মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার বাতিক জৈবিক তাড়নার কারণে হত যা প্রতিহত করা হয় পর্দার বিধান নাযিলের দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ তারা সর্বদা মিথ্যা গুজব ছড়াত এই বলে যে, অমুক কওম মদীনায় হামলা করতে যাচ্ছে, অমুক সম্প্রদায় তাদের হাতিয়ারে শান দিচ্ছে। এমনিভাবে মুসলমানগণ যখন কোন সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করতে যেতেন তখন তারা গুজব রটাত যে, মুসলমানরা মারা পড়েছে এবং এই এই ধরনের পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে তারা। তাদের এ ধরনের গুজবে আল্লাহ্র রাসূল ও মদীনাস্থ মুসলমানগণ শংকায় থাকতেন। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খঃ ১৪, পৃঃ ২৪৫)

سُوْرَةُ سَبَاٍ

সূরা সাবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ - الاية ١

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই যাঁর। (সূরা সাবা-১)

শানে নুযূল ঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হরব লাত-ওজ্জার কসম খেয়ে বলেছিল, মুহাম্মদ (সাঃ) যে কিয়ামত সম্পর্কে বলেন, তা কস্মিনকালেও সংঘটিত হবে না। কেননা যে অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে তাতো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ পাক সূরা সাবার প্রথমদিকে দু'টি আয়াত ভূমিকা স্বরূপ এনেছেন। তার প্রিয় হাবীবকে বলতে বলেন, আপনি পরওয়ারদেগারের কসম খেয়ে বলুন, কিয়ামত অবশ্যই হবে।

(রূহুল মাআনী-খঃ ২২, পৃঃ ১০২-১০৩)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ - الاية ١٥

অর্থ ঃ নিশ্চয় সাবা জাতির জন্য তাদের আবাসভূমিতে বড় বড় নিদর্শন ছিল। (সূরা সাবা-১৫)

শানে নুযূল ঃ ফরওয়া ইবনে মাসীক আল-ফাতফানী রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ)! জাহিলিয়াতের যুগে কওমে সাবা একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন গোত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। আমার ভয় হয় তারা না আবার ইসলাম বিমুখ হয়। এমনটা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করব কি-না। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন,তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোন প্রত্যাদেশ আসেনি। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৩৫০)

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ - الاية ٣٤

অর্থ ঃ আমি যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী (নবী) প্রেরণ করেছি তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী লোকেরা বলেছে, তোমাদেরকে যা নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা প্রত্যাখান করি। (সূরা সাবা-৩৪)

শানে নুযূল ঃ দু'ব্যক্তি অংশিদারী ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তন্মধ্যে একজন তার হিসাব বুঝে নিয়ে শামে চলে যায়, অপর জন থেকে যায়। পরবর্তীতে নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হলে শামের ওই লোকটি তার সঙ্গীটিকে পত্র মারফত তাঁর নুবওয়াতের কার্যক্রম জানতে চাইলে সে জানায়, মক্কার পতিত, দুস্থ ও সহায়-সম্বলহীন ছাড়া কেউ তার ওপর ঈমান আনছে না। এ কথার প্রেক্ষিতে ওই লোকটা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে তাঁর সঙ্গীর কাছে চলে আসে। বলে, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। এই লোকটা মাঝে মধ্যে আসমানী কিতাব পড়ত। সে নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আপনি মানুষকে কোন্ দিকে ডাকেন? আঁ-হযরত (সাঃ) ফরমান, অমুক অমুক কাজের দিকে। সে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আর আপনি তাঁর রাসূল। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, বুঝলে কি করে? সে জবাব দেয়, যখনই কোন নবী আগমন করেন তখন মিসকীন ও সহায়-সম্বলহীন মানুষেরা সর্বাগ্রে ঈমান আনে। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ তাকে বলেন, তুমি যা কিছু বললে আল্লাহ্ এর সত্যায়ন করেছেন। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-৩/১৩৩)

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ ـ الاية ٣٥

অর্থ ঃ আর তারা বলেছে, আমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। (সূরা সাবা-৩৫)

শানে নুযূল ঃ মক্কার কাফেররা বলত, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের তুলনায় আমাদের মাল-সম্পদ বেশী দিয়েছেন। সুতরাং আমরা যে তাঁর নৈকট্যশীল ও প্রিয়পাত্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি আমাদের প্রতি নাখোশ থাকলে অঢেল এই সম্পদ দান করতেন না। দিতেন না সন্তান-সন্ততিও। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (মাদারিকুত তানযীল)

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ـ الاية ٥٣

অর্থ ঃ অথচ ইতোপূর্বেও তারা তা অস্বীকার করেছে এবং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে গায়েবী বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারত। (সূরা সাবা-৫৩)

শানে নুযূল ঃ মক্কার মুশরিকরা একবার বলল, প্রথমত কিয়ামত হবেই না। হলেও সেদিনের আযাব আমাদের স্পর্শ করবে না। সুতরাং দুনিয়াতে আমরা যেমন প্রভাবশালী ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিনেও থাকব। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (মাদারেক)

سُوْرَةُ فَاطِرٍ

সূরা ফাতির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ـ الاية ٨

অর্থ ঃ তবে কি এমন ব্যক্তি যার মন্দ কাজ তাকে শোভন করে দেখানো হয়েছে। (সূরা ফাতির-৮)

শানে নুযূল ঃ যাহ্যাক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন হুযূর (সাঃ) দোয়াচ্ছলে–

"اَللّٰهُمَّ اعز دِيْنَكَ بِعمر بن الخطّاب اَوْ بِاَبِى جهل بن هِشَام"

('হে আল্লাহ্! ওমর ইবনুল খাত্তাব কিংবা আবু জাহ্‌ল ইবনে হিশামের মাধ্যমে তোমার দ্বীনকে শক্তিশালী কর') বলেন, তখন আল্লাহ্ পাক ইবনে খাত্তাবকে ঈমান আনয়নের তৌফিক দেন এবং আবু জাহ্‌লকে পথভ্রষ্ট করেন। (মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৪৯৫-৯৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ الاية ٢٩

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করে এবং নামাযের পাবন্দী করে। (সূরা ফাতির-২৯)

শানে নুযূল ঃ হাসীন ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মোত্তালেব ইবনে আবদে মানাফ কোরাশী সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। (লুবাব-৩৫২-৫৩)

لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ـ الاية ٣٥

অর্থ ঃ যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন, যেখানে কোন-দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং কোন ক্লান্তিও হয় না। (সূরা ফাতির-৩৫)

শানে নুযূল ঃ বায়হাকী এবং ইবনে আবি হাতিম ইবনে হারিসের সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে নিদ্রার কারণে আমাদের চক্ষু শীতল হয় তা জান্নাতে আসবে কি? তিনি এরশাদ করেন, 'না'। নিদ্রাতো মৃত্যুর-ই অংশ বিশেষ। আর জান্নাতে মৃত্যু নেই। তখন প্রশ্নকারী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, জান্নাতে আরাম কিভাবে পাওয়া যাবে? প্রশ্নকারীর এ কথাটি প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে বেয়াদবী মনে হলো। তিনি এরশাদ করলেন, জান্নাতে কোনপ্রকার ক্লান্তিই আসবে না। জান্নাতবাসীর প্রত্যেকটি কাজে শুধু আনন্দই থাকবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৫১৭)

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ـ الاية ٤٧

অর্থ ঃ আর এই মুশরিকরা আল্লাহ্ পাকের নামে অত্যন্ত দৃঢ় শপথ করে বলত, যদি তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে। (সূরা ফাতির-৪২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম ইবনে হেলালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার কুরাইশরা বলত, যদি আল্লাহ্ পাক আমাদের মধ্যে কোন নবী প্রেরণ করেন, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে তাঁর

অধিকতর অনুসরণ করব। ইতোপূর্বে যত উম্মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের চেয়ে অনেক বেশী আমরা এই নবীর অনুগত থাকব। এ প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৫২২, দুররে মানছুর-খঃ ৫, পৃঃ ২৭৭)

سُوْرَةُ يٰسٓ

সূরা ইয়াসীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ـ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (الى قوله) لَا يُبْصِرُوْنَ ـ الاية ١

অর্থ ঃ ইয়াসীন। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের। (সূরা ইয়াসীন-১)

শানে নুযূল ঃ আবু নাঈম তাঁর দালায়েলে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী (সাঃ) কাবা প্রাঙ্গণে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলওয়াত করতেন। মক্কার কাফেররা তা পছন্দ করতো না। একদিন তারা এজন্য তাঁর প্রতি কুমতলবে এগিয়ে আসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতগুলো ঘাড়ের সঙ্গে আটকে যায়। চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা বাধ্য হয়ে হুযূর পাক (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তাঁদের বিপদমুক্তির আরজী পেশ করে। প্রিয়নবী (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ পাক তাঁদের বিপদ দূর করে দেন। তখন এ সূরার শুরু থেকে يبصرون পর্যন্ত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃঃ ৩৫৪)

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ ـ الاية ٨

অর্থ ঃ আমি তাদের গলায় শিকল পরিয়ে রেখেছি তা তাদের চিবুক পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। তাই তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে রয়েছে। (সূরা ইয়াসীন-৮)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জাহ্‌ল এবং বনী মাখযুম গোত্রীয় তার এক সাথী সম্পর্কে। আবু জাহ্‌ল শপথ করে বলেছিল যে, আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করব। একদিন সে মহানবী (সাঃ)-কে নামাযরত অবস্থায় দেখে ফেলল, তার কাছেই পাথর পড়েছিল। সে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর ওপর নিক্ষেপ করার জন্য পাথরটি ওঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

তার হাত ঘাড়ের সঙ্গে আটকে গেল এবং হাত থেকে পাথর পড়ে গেল। আবু জাহল অনতিবিলম্বে তার সাথীদের নিকট ফিরে গেল। তার অবস্থা বর্ণনা করল এবং সে ধরাশায়ী হলো। এরপর ওই মাখযুমী বললো, আমি এই পাথর দ্বারা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করব। তাই সে পাথরটি নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখনও নামাযে রত ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তখন ঐ মাখযুমীকে অন্ধ করে দিলেন। সে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর আওয়াজ শুনলেও তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। এ অবস্থায় সে সাথীদের নিকট ফিরে আসে। কিন্তু সে তাদেরও দেখতে পেল না। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি করেছ? মাখযুমী বললো, আমি তাঁকে দেখতে পাইনি, তবে তার আওয়াজ শুনেছি। আমার মনে হলো, আমার ও তাঁর মাঝে কিছু একটা আড়াল হয়েছিল। যেমন কোন নর উষ্ট্র আক্রমণ করার জন্য লেজ নাড়াচাড়া করছিল। যদি আমি তাঁর কাছে যেতাম তবে আমাকে সে খেয়ে ফেলতো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৫২৭-২৮ সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ৩ পৃঃ ১০৬)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ـ الاية ١٢

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি- তারা যা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পশ্চাতে রেখে যায়। (সূরা ইয়াসীন-১২)

শানে নুযূল ঃ হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মসজিদের পার্শ্বে কিছু জমি খালি পড়েছিল। বনী সালেমা গোত্রের লোকেরা ইচ্ছা করল যে, তাদের মহল্লা ছেড়ে মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে এসে বসবাস করবে। এ খবর পেয়ে প্রিয়নবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, তোমরা কি মসজিদের কাছে চলে আসতে চাও? তারা আরয করলেন, জী-হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমাদের তেমনই ইচ্ছা। তখন তিনি এরশাদ করলেন, হে বনী সালেমা! নিজেদের বাড়ী ঘরে থাক। তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ হয়। (রূহুল মাআনী-খঃ ২২, পৃঃ ২১৮, মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৫১৩, দুররে মানসূর-খঃ ৫, পৃঃ ২৮২, তিরমিযী-খঃ ২, পৃঃ ১৬০)

أَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ ـ الاية ٧٧

অর্থ ঃ মানুষ কি দেখে নাই আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে।

(সূরা ইয়াসীন-৭৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা একটি পচা হাড় নিয়ে সে

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয় এবং আখেরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বলে,সে এভাবে ধ্বংস হবার পর কে তাকে পুনর্জীবন দান করবে? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক তোকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের মর্মকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন। তারপর দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়। (মাযহারী-খঃ ৯, পৃঃ ৫৬৭, ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ৬৩৯-৪০, দুররে মানছুর-খঃ ৫, পৃঃ ২৬৯)

سُوْرَةُ الصَّافَّاتِ

সূরা সাফফাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قوله تعالى : اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ ـ الاية ٣٥

অর্থ ঃ যখন তাদেরকে বলা হতো আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মাবুদ নেই তখন তারা অহংকার করত। (সূরা সাফফাত-৩৫)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবকে তার মুমূর্ষু অবস্থায় যখন কলেমার দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন সেখানে কুরাইশীরা উপস্থিত ছিল। হুযূর (সাঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সকলে পাঠ কর, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تملكوا بِهَا العَرَب وتدين علم بِهَا العَجَم কিন্তু কুরাইশরা এটা না বলে اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ او مَجْنُوْنٍ ـ ।

অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়। (কামালাইন, পারা-২৩)

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ـ الاية ٦٤

অর্থ ঃ এটি এমন এক বৃক্ষ দোযখের গভীর মূল থেকেই যার উৎপাদন। (সূরা সাফফাত-৬৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর কাতাদাহ (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবু জাহ্ল বলেছিল, তোমাদের সাথী বলেন, অগ্নির মধ্যেও নাকি একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হবে, অথচ অগ্নি বৃক্ষকে শেষ করে দেয়, সেখানে বৃক্ষ কি করে উৎপন্ন হতে পারে। আমরা তো খেজুর ও মাখনকেই যাক্কুম মনে করি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(মাযহারী-খঃ ১০, পৃঃ ২৮)

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ـ الاية ١٥٧

অর্থ ঃ আর তারা আল্লাহ্ পাক ও জিন জাতির মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।

(সূরা সাফফাত-১৫৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে কোরায়শের তিনটি গোত্র সম্পর্কে। তারা হলো সুলায়েম, খোজায়া ও জুহাইনা গোত্র। তারা এমন ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাসী ছিল। (লুবাব-পৃঃ ৩৫৬)

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ـ الاية ١٥٨

অর্থ ঃ অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য অবশ্যই হাজির করা হবে। (সূরা সাফ্ফাত-১৫৮)

শানে নুযূল ঃ কোন কোন মক্কাবাসী যখন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কন্যা সন্তান বললো, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের মাতা কে? তারা বলল, পরীরাই হলো তাদের মাতা। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-৩য় খন্ড,বায়হাকী)

وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ ـ الاية ١٦٥

অর্থ ঃ আর নিশ্চয় আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান রয়েছি। (সূরা সাফফাত-১৬৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম ইয়াজিদ ইবনে মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হবার পূর্বে লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করত অর্থাৎ কাতারবন্দী হতো না। কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন প্রিয়নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নামাযের সময় কাতারবন্দী হবার নির্দেশ দিলেন।

(কুরতুবী খঃ ১৫, পৃঃ ১৩৮)

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ـ الاية ١٧٦

অর্থ ঃ তবে কি তারা আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চায়? (সূরা সাফফাত-১৭৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত "فسوف يبصرون" (অচিরেই তারা দেখতে পাবে) নাযিল হয় তখন কাফেররা জিজ্ঞাসা করল, এ আযাব কবে আসবে? কবে আমরা আমাদের পরিণতি দেখতে পাব? তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হল। (নূরুল কোরআন-খঃ ২৩, পৃঃ ১৮১)

سُوْرَةُ ص

সূরা ছোয়াদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صٓ ـ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ـ الاية ١

অর্থ ঃ ছোয়াদ, পবিত্র কুরআনের শপথ, যা উপদেশে পরিপূর্ণ। (সূরা ছোয়াদ-১)

শানে নুযূল ঃ আহমদ তিরমিযী, নাসাঈ এবং হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু তালেব যখন অসুস্থ হয় তখন কুরাইশ নেতারা তাকে দেখতে আসে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও তাকে দেখতে আসেন। তখন কুরাইশরা তার কাছে অভিযোগ করে বলে যে, তিনি আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আবু তালেব বলেন, হে আমার ভাতিজা! তুমি লোকদের কাছে কি চাও? তিনি বললেন, আমি শুধু একটি কথার স্বীকৃতি চাই যার কারণে সারা আরব তাদের অনুগত হবে এবং পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষ তাদেরকে কর দেবে। আবু তালেব বললেন, সে একটি কথা কি? এরশাদ করলেন, তা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি স্রষ্টা। তিনিই পালন কর্তা, রিযিকদাতা। কুরাইশরা বলল, সে তো সকল উপাস্যকে এক উপাস্য করে ফেলেছে। তখন আলোচ্য সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

(তিরমিযী-খঃ ২, পৃঃ ১৬০ মুসতাদরাকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ৪৩২)

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ তারা আরো বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাবের দিনের পূর্বেই আমাদেরকে আমাদের অংশ দিয়ে দাও। (সূরা ছোয়াদ-১৬)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার কালবী বলেন, সূরা হাক্কাহ্-এর এ আয়াত "فاما من اوتى كتابه" যখন নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেররা বিদ্রূপ করে বলেছিল, হে পরওয়ারদেগার! হিসাবের দিনের প্রয়োজন নেই, আমাদের আমল নামা এখানেই দিয়ে দাও। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে খাযেন)

سُوْرَةُ الزُّمَرِ

সূরা যুমার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا ـ الاية ٣

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে। (সূরা যুমার-৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আরবের তিনটি গোত্র সম্পর্কে– বনী আমের, বনী কেনানা এবং বনী সালমা। এ গোত্রগুলো মূর্তিপূজা করত আর ফেরেশতাদের আল্লাহ্‌র কন্যা বলে মনে করত (নাঊযুবিল্লাহ)। তারা বলত, আমরা ফেরেশতাদের পূজা এ জন্য করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। (লুবাব-পৃঃ ৩৫৮)

اَمَّنْ هُوَقَانِتٌ ـ الاية ٩

অর্থ ঃ জিজ্ঞাসা করি যে ব্যক্তি রাতের বেলা আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে মশগুল হয়ে সেজদাবনত হয়। (সূরা যুমার-৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত হযরত উছমান ইবনে আফফান (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ২১৪)

قوله تعالى : قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ ـ الاية ١٠

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) (আপনি আমার কথা এভাবে জানিয়ে দিন) হে আমার মুমেন ...তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। (সূরা যুমার-১০)

শানে নুযূল ঃ আবু তালেবের মৃত্যুর পর মক্কা মোয়াজ্জমার নেতৃত্ব হযরত আব্বাসের ওপর এসে পড়লে তিনি তাঁর মেধা-প্রভাব দ্বারা রাসূলুল্লাহ ও দুর্বল মুসলমানদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারলেন না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (কানযুন নুকূল-উর্দু পৃঃ ৮৬)

قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ـ الاية ١١

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর এবাদত করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা যুমার-১১)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার মোকাতেল বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী (সাঃ)-কে বললো, আপনি কি কারণে আমাদের উপর এই নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, আপনি কি দেখেননি আপনার পূর্বপুরুষেরা লাত-উজ্জা নামক মূর্তির পূজা করত? তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। (নূরুল কোরআন-খঃ ২৩, পৃঃ ৩১০-১১)

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ আর যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে। (সূরা যুমার-১৭)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসংগে বলেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল, হযরত আবু যর গিফারী ও হযরত সালমান ফারসী সম্পর্কে, যাঁরা জাহিলিয়াতের যুগেও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-তে বিশ্বাস করতেন। (লুবাব-পৃঃ ৩৫৮, কুরতুবী-খঃ ১৫, পৃঃ ২৪৪)

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ـ الاية ١٨-١٧

অর্থ ঃ হে রাসূল! আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে এবং যা উত্তম তা মেনে চলে। (সূরা যুমার-১৭-১৮)

শানে নুযূল ঃ (১) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন "لها سبعة ابواب" আয়াতখানি নাযিল হয় তখন জনৈক আনসারী সাহাবী হুযূর (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমার সাতটি গোলাম রয়েছে, আমি এক এক দ্বারে প্রবেশের জন্য এক একটি গোলামকে আযাদ করে দিলাম। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(২) তাফসীরকার আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হযরত উসমান

(রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ), হযরত জোবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ), হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং হযরত যায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) সমবেত হয়ে তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁর মুসলমান হবার খবরের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি ঈমান এনেছি। তখন তাঁরাও সকলে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

(মাযহারী-খঃ ১, পৃঃ ১৪৬, আসবাবে নুযূল-৩১০)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا - الاية ٢٣

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাক অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন। (সূরা যুমার-২৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতি কুরআন নাযিল হতে থাকে, যা তিনি সাহাবায়ে কিরামকে তেলাওয়াত করে শোনান। একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু যদি শোনাতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খঃ ২৩, পৃঃ ৩২৪)

يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ - الاية ٣٦

অর্থ ঃ আর (হে রাসূল!) তারা আপনাকে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যদের (দেব-দেবীদের) ভয় দেখায়। (সূরা যুমার-৩৬)

শানে নুযূল ঃ প্রিয়নবী (সাঃ) যখন কাফেরদের শির্ক ও কুফরীর প্রতিবাদ করে তাদেরকে তৌহিদী বিশ্বাসের প্রতি আহবান জানাতেন, তখন তারা প্রিয়নবী (সাঃ)-কে বলত– আপনি যে আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলেন তা কিন্তু আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের দেব-দেবীরা আপনার ক্ষতি করতে পারে, এমনকি আপনার মস্তিস্কবিকৃতিও ঘটাতে পারে। এ প্রসংগেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(রূহুল মায়ানী-খঃ ২৪, পৃঃ ৫)

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ - الاية ٤٥

অর্থ ঃ আর যখন শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের নামোল্লেখ করা হয়। (সূরা যুমার-৪৫)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত কাবা শরীফের নিকটে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সূরা নজম তেলাওয়াত ক্ষণে নাযিল হয়, যখন এই সূরায় কাফেররা তাদের দেব-দেবীর নামোল্লেখ শুনে খুশী হচ্ছিল। (লুবাব-পৃঃ ৩৬০)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا - الاية ٥٣

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি বলুন (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন), হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা (পাপাচারের মাধ্যমে) নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ।

(সূরা যুমার-৫৩)

শানে নুযূল ঃ (১) বোখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, কিছু মুশরিক যারা মানুষকে হত্যা করেছে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, তারা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেছিল, আপনি যা কিছু বলেন তা অত্যন্ত ভাল, আর যে বিষয়ের প্রতি আপনি আহবান করেন তাও নিঃসন্দেহে অতি উত্তম। কিন্তু আমরা যে বড় পাপী, আমাদের পাপাচার মাফ হবে কি? তখন এ আয়াত এবং সূরা ফোরকানের একটি আয়াত নাযিল হয়।

(২) তবারানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত হামযা (রাঃ)-এর ঘাতক ওয়াহশীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য লোক মারফত আহবান জানান। ওয়াহশী জবাব দেয়, আমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কিভাবে দাওয়াত দিচ্ছেন। কেননা আপনি বলেছেন, যে শির্ক করে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয়।

(৩) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আইয়াশ ইবনে আবি রবিয়াহ, ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং কিছু নও মুসলিমের ব্যাপারে নাযিল হয়, যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়। আমরা বলতাম, আল্লাহ্ পাক এদের তাওবা কবুল করেন না। রাসূলের পক্ষ থেকে হযয়ত ওমর এদের কাছে পত্র লিখেন। এরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে পরবর্তীতে আবারও ইসলাম গ্রহণ করেণ।

(তাফসীরে ইবনে জারীর-খঃ ২৪, পৃঃ ১০)

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ - الاية ٦٤

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে বলছ? (সূরা যুমার-৬৪)

শানে নুযূল ঃ তবরানী এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে প্রস্তাব দেয়, আপনি যদি রাজী থাকেন, আমরা আপনাকে এত ধন-সম্পদ দেব যে, আপনি মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে যাবেন অথবা মক্কার রাজত্ব

আপনি দখল করবেন অথবা যে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোককে আপনি বিয়ে করতে চাইলে আমরা তার ব্যবস্থা করব– তবে আমাদের একটি মাত্র শর্ত এই যে, আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না, তাদের সমালোচনা করবেন না অথবা যদি আপনি পছন্দ করেন তবে এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, এক বছর আপনি আমাদের দেব-দেবীর উপাসনা করবেন আর এক বছর আমরা আপনার মাবুদের পূজা করাব। হুযূর (সাঃ) তাদেরকে বললেন, যখন আমার প্রতি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে জবাব আসবে তখন আমি তোমাদের এ প্রস্তাবের জবাব দেব। তখন সূরা কাফিরূন ও আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৩৬২, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-পৃঃ ২২৮, খঃ ৩)

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ـ الاية ٦٧

অর্থ ঃ আর তারা আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য সম্মান করে না। (সূরা যুমার-৬৭)

শানে নুযূল ঃ তিরমিযী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, একবার এক ইহুদী ধর্মযাজক প্রিয়নবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, হে আবুল কাসেম! আল্লাহ্ পাক যখন আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, পাহাড়গুলোকে এক আংগুলের ওপর এবং সমুদ্রগুলোকে এক আংগুলের ওপর রাখবেন, তখন কি অবস্থা হবে? হুযূর (সাঃ) এ কথা শুনে হেসে ফেললেন, সেই হাসিতে তাঁর ভেতরের দাঁতও দেখা গেল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। {তিরমিযী-খঃ ২, পৃঃ ১৬১ (ইন্ডিয়া)}আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ৩৭৮, ত্বাবারী- খঃ ২৪, পৃঃ ১৮}

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

সূরা মু'মেন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ـ الاية ٤

অর্থ ঃ শুধুমাত্র কাফেররাই আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। (সূরা মু'মেন-৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রহঃ)-এর সূত্রে আবু মালেক (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লামা আলূসী লিখেছেন, লোকটা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্নকারীদের একজন। (লুবাব-পৃঃ ৩৬৪)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ - الاية ٥٦

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে রয়েছে শুধুমাত্র অহংকার। (সূরা মু'মেন-৫৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম আবুল আলীয়ার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একবার জনৈক-ইহুদী হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে দাজ্জালের উল্লেখ করে তার প্রশংসা করে এবং বলে, সে হবে ইহুদীদের মধ্য থেকেই এবং বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খঃ ২৪, পৃঃ ১৬৮)

قُلْ إِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ - الاية ٦٦

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন, যখন আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে,তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর তার বন্দেগী করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরা মু'মেন-৬৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাহ এবং শায়বা ইবনে মুগিরাহ হযরত রাসূলে পাকের নিকট হাজির হয়ে বলল, আপনি আপনার নতুন ধর্মের কথা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের বাপ-দাদাদের ধর্ম মেনে চলুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে দুররে মানছুর-খঃ ,৫ পৃঃ ৩৯২, তাফসীরে মাযহারী-খঃ ১০, পৃঃ ৩৫৯)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ - الاية ٧٨

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি। (সূরা মু'মেন-৭৮)

শানে নুযূল ঃ মক্কার কাফেররা ঈমান আনয়নের অভিপ্রায়ে নয় নিছক রাসূলকে উত্যক্ত করার মানসে সময়ে অসময়ে মোজেযা প্রদর্শনের জন্য চাপ দিত। তারা বলত, তুমি সাচ্চা নবী হলে অদৃশ্য হতে বাগান ও ভূ-পৃষ্ঠ হতে নহর প্রবাহিত করে দেখাও। আমাদের সামনে আসমানে চড়ে দেখাও। এদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(মায়ালিমুত তানযীল)

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةُ

সূরা হা-মীম আস-সাজদা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ـ الاية ٢٢

অর্থ ঃ তোমরা কোন কিছু গোপন করতে না, তোমরা মনে করেছিলে যে তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না।

(সূরা হা-মীম সাজদা-২২)

শানে নুযূল ঃ বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে এবং হযরত বগভী (রহঃ)ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কাবা শরীফের নিকট সাকীফ গোত্রের দু'জন এবং কুরাইশ গোত্রের একজন অথবা সাকীফ গোত্রের একজন এবং কুরাইশ গোত্রের দু'জন একত্রিত হয়। এই তিনজনেরই পেট বেশ মোটা ছিল। তবে বুদ্ধি কম ছিল। তাদের একজন বলল, তোমরা কি জানো আল্লাহ্ পাক আমাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা চিৎকার করে বললে শুনেন, আর চুপে চুপে বললেও শুনেন। আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, সাকাফী লোকটি ছিল আব্দে ইয়ালাইল, আর কুরাইশী দু'জন ছিল রাবীয়া ও সফওয়ান ইবনে উমাইয়া। তাদের এ কথাবার্তার পরই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। {বোখারী-তাফসীর অধ্যায় (৪৮১৬), মুসলিম-মুনাফিক অধ্যায় খঃ ৫, হাদীস নং ২৭৭৫, তিরমিযী-তাফসীর অংশ, ২৩৪৮, নাসাঈ-তাফসীর অংশ (৪৮৮)}

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ ـ الاية ٢٦

অর্থ ঃ এবং কাফেররা বলে যে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না।

(সূরা হা-মীম সাজদা-২৬)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কুরাইশদের কিছু লোক বলত, যখনই মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুন তখন তোমরা তাঁর সামনে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ করতে থাক, অহেতুক কথাবার্তা বল, চিৎকার কর।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা একে অন্যকে বলত কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সাথে সাথেই তোমরা তালি বাজাতে থাক।

যাহ্যাক বলেন, ওরা বলত, তোমরা এমন কথা বল, যাতে গোলমাল সৃষ্টি হয়।

সুদ্দী বলেন, ওরা বলত, তোমরা এমন পরিবেশ সৃষ্টি কর যাতে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। (তাফসীরে মাযহারী-খঃ ১০, পৃঃ ২৮৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ـ الاية ٣٠

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা স্বীকার করেছে যে, আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্ পাকই। (হা-মীম সাজদা-৩০)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার আতা হযরত ইবনে আব্বাস (সাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এ আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। এর কারণ, মুশরিকরা বলত, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক আর ফেরেশতাগণ তাঁর মেয়ে, তাঁরাই আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। ইহুদীরা বলত, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক, উযায়ের (আঃ) তাঁর পুত্র– মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবী নন, হযরত সিদ্দীকে আকবর এ ধারণা পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও নবী। তিনি আমৃত্যু এ আকীদায় অবিচল থেকেছেন। (আসবাবে নুযূল-কৃতঃ আল্লামা ওয়াহেদী, পৃঃ ৩১৪)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ ـ الاية ٣٣

অর্থ ঃ সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা কার? (হা-মীম সাজদা-৩৩)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতে মুয়াজ্জিনদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিনদের বেলায় নাযিল হয়েছে। (কুরতুবী-খঃ ১৫, পৃঃ-৩৬৬)

قوله تعالى : اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ الاية ٤٠

فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ الاية ٣٤

অর্থ ঃ তুমি দেখতে পাবে তোমার এবং যার মাঝে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে। (সূরা হা-মীম সাজদা-৩৪)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যিনি ইতোপূর্বে হুযূর (সাঃ)-এর প্রাণঘাতি দুশমন ছিলেন। মক্কা বিজয়কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (কুরতুবী-খঃ ১৫, পৃঃ ৩৬২)

অর্থ ঃ বল, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, সে ভাল না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে। (হা-মীম সাজদা-৪০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে মুনযির বিশ্‌র ইবনে ফাত্‌হর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ আয়াত পাষন্ড আবু জাহ্‌ল ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। {লুবাবুন নুকূল-কৃতঃ আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ), পৃঃ ৩৬৬}

لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ - الاية ٤٤

অর্থ ঃ যদি আমি (আরবী ব্যতীত) অন্য কোন ভাষায় নাযিল করতাম তবে তারা বলত, এ কথাগুলো সুস্পষ্ট করে কেন বলা হয়নি? কিতাব অন্য ভাষায় অথচ রাসূল আরবী? (সূরা হা-মীম সাজদা-৪৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর সাঈদ ইবনে জুবায়ের-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, মক্কার কোরাইশরা বলেছিল, এ কুরআন শুধুমাত্র আরবীতে কেন নাযিল হল? কিছু অংশ আরবী এবং কিছু অংশ অন্য ভাষায়ও তো নাযিল হতে পারত। তাহলে সকলের জন্য বোধগম্য হত। আর তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পাঠ করে শুনাতেন তবে আমরা বুঝতাম এটি তাঁর মুজেযা। তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা আমরা স্বীকার করে নিতাম। এখন রাসূলের মাতৃভাষাও আরবী এবং কুরআনও নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়, এমতাবস্থায় তাঁর বাহাদুরী কোথায়? (লুবাব পৃঃ ২৬৬, নুরুল কোরআন-খঃ ২৪, পৃঃ ২৯০)

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى

সূরা শূরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ - الاية ١٦

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহ্ পাককে মেনে নেয়ার পরও তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে। (সূরা শূরা-১৬)

শানে নুযূল ঃ যখন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ নাযিল হলো তখন মুশরিকরা মক্কাস্থ মুসলমানদের বলল, যখন আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে মানুষেরা দলে দলে প্রবেশ করছে তখন তোমরা মক্কায় কেন? তোমরাও মদীনায় চলে যাও। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাবুন নুকূল-পৃঃ ৩৬৬-৬৭)

قُلْ لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ - الاية ٢٣

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন, আমি-এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাই না। শুধু আত্মীয়তার সূত্রে সৌহার্দ্য ব্যতীত। (সূরা শূরা-২৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযূর (সাঃ) যখন মদীনা আগমন করেন তখন মদীনার অনেকের সাথেই তাঁর আত্মীয়তার সর্ম্পক ছিল। এ সময় আনসারীরা বললেন, এই ব্যক্তি তিনি যাঁর মাধ্যমে তোমরা হেদায়েত পেয়েছো আর তিনি তোমাদের ভাগ্নে, কাজেই তোমাদের সম্পত্তিতে তাঁর প্রাপ্য রয়েছে। আর এক্ষণে তাঁর হাতেও তেমন কোন মাল-সম্পদ নেই। কাজেই তোমরা পরিমিত পরিমাণ সম্পদ তাকে দিতে পার কিনা দেখো। তারা আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে যথাসাধ্য মাল তাঁর সাহায্যার্থে জমায়েত করল। তারা রাসূলের দরবারে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সম্পর্কে আমাদের ভাগ্নে। আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক আমাদের হেদায়েত নসীব করেছেন। তাই আমাদের সম্পত্তিতে আপনার প্রাপ্য রয়েছে অবশ্যই। তাই আমরা আপনার সাহায্যার্থে সামান্য কিছু মাল-সম্পদ নিয়ে এসেছি। এই নিন তা। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। কাতাদা বলেন ঃ ওই মজলিসে কিছু মুশরিকও বসা ছিল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল, দেখলে! মুহাম্মদ তাদের থেকে (হেদায়েত-এর) বিনিময় গ্রহণ করলেন? আল্লাহ্ পাক অতঃপর এই আয়াত নাযিল করেন।

বিঃ দ্র ঃ- আল্লামা সুয়ূতি ও ইবনে হাজার আসকালানী এই সনদকে দুর্বল বলেছেন। এরজন্য দেখুন লুবাব-পৃঃ ৩৬৭। (তবারানী কাবীর-খঃ ১২, পৃঃ ৩৩,আসবাবে নুযূল ওয়াহেদী-পৃঃ ৩১৫)

لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ - الاية ٢٧

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাক যদি তাঁর সকল বান্দার জীবিকা প্রশস্ত করে দিতেন তবে পৃথিবীতে অবশ্যই তারা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত। (সূরা শূরা-২৭)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন-হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা দেখেছি বনী

কোরায়জা, বনী নযীর, বনী কায়নুকা নামক ইহুদী গোত্রগুলোর নিকট অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। তাদের সম্পদ দেখে আমাদের অন্তরেও সম্পদ লাভের আকাংক্ষা হয়, তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এ আয়াত আসহাবে সুফফার শানে নাযিল হয় যখন তারা ইহুদীদের মত মাল-সম্পদের মালিক হবার আশা মনে পুষছিলেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ ৭, পৃঃ ১০৪, পৃঃ ৩৬৭, কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ৫৩)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ - الاية ٥١

অর্থ ঃ মানুষের এমন সাধ্য নেই যে, আল্লাহ্ পাক তার সঙ্গে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতীত। (সূরা শূরা-৫১)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বলেছিল, মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁর দীদারও হাসিল করেছেন, যদি আপনিও সত্য নবী হন তবে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? কেন তাঁর দীদার হাসিল করেন না? এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৩১৬,কুরতুবী- খঃ ১৬, পৃঃ ৫৩)

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ

সূরা যুখরুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ - الاية ١٩

অর্থ ঃ 'আর তারা দয়াময় আল্লাহ্ পাকের ফেরেশতাদেরকে নারী সাব্যস্ত করে রেখেছে। (সূরা যুখরুফ-১৯)

শানে নুযূল ঃ মুনাফিকরা বলত, আল্লাহ্ পাক জিন জাতির সাথে শ্বশুর সম্পর্কে গড়েছেন এবং এ সম্পর্কের মাধ্যমেই ফেরেশতাদের সৃষ্টি। উল্লেখ্য, তারা পরীদেরকে ফেরেশতাদের মা মনে করত। (লুবাব-পৃঃ ৩৬৮)

وَقَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ ـ الاية ٣١

অর্থ ঃ আর তারা বলে, এই দু'টি জনপদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর কুরআন নাযিল হলো না কেন? (সূরা যুখরুফ-৩১)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর যাহ্যাক (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন তখন আরববাসী তাঁকে রাসূল হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না এবং বলতে থাকল, আল্লাহ্ পাকের শান অতি উচ্চ, তিনি কোন মানুষকে তাঁর রাসূল বা বাণী বাহক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তখন কুরআনুল কারীমের এ আয়াত নাযিল হয়। (প্রাগুক্ত)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا ـ اٰية ٣٦

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহ্ পাকের স্মরণে বিমুখ হয় আমি তাঁর জন্যে একটি শয়তান নিযুক্ত করি। (সূরা যুখরুফ-৩৬)

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে ওসমান মাখযুমী বর্ণনা করেন, মক্কার কুরাইশরা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত করেছিল যে, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রত্যেক সাহাবীর জন্যে একজন লোক নিযুক্ত করবে যে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্যে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হলো। তালহা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট এমন সময় পৌঁছুল, যখন তিনি কিছু লোকের সঙ্গে বসাছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তালহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে কোন্ কথা মানার জন্য আহ্বান করছ? সে বলল, আমরা আপনাকে লাত ও ওজ্জার পূজা করার জন্য আহবান করছি। হযরত আবু বকর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, লাত কি? তালহা বলল, আমাদের প্রতিপালক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওজ্জা কি? সে বললো,কয়েকটি কন্যা। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন,তাদের মাতা কে ছিল? তালহা এ প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর হয়ে গেল। তখন তার সাথীদের লক্ষ্য করে তালহা বললো, তোমরা তার প্রশ্নের জবাব দাও। কিন্তু সকলেই নীরব রইল। তালহা বললো, হে আবু বকর! উঠুন, এরপর সে পাঠ করল (অর্থাৎ কলেমা পড়ে মুসলমান হলো) 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

(দুররে মানছুর-খঃ ৬,পৃঃ ১৯। মাযহারী-খঃ ১০, পৃঃ ৩৬৪)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا : الاية ٥٧

অর্থ ঃ আর (হে রাসূল!) যখন ঈসা ইবনে মরিয়মের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় তখন আপনার জাতি চিৎকার করতে শুরু করে। (সূরা যুখরুফ-৫৭)

শানে নুযূল ঃ হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কুরাইশদের বললেন, হে কুরাইশ, আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদতের মধ্যে কল্যাণ নেই। তারা বলল, আপনার দাবী মোতাবেক ঈসা (আঃ) কি আল্লাহ্‌র নবী, বান্দা ও নেক লোক নন? এমনটিই যদি হবে তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত তার ইবাদত করা হয়েছে কেন? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ১১৯, লুবাব-পৃঃ ৩৬৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ ৭, পৃঃ ১০৪)

يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ - الاية ٨٠

অর্থ ঃ 'তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন রহস্য এবং পরামর্শের কথা শ্রবণ করি না?' (সূরা যুখরুফ-৮০)

শানে নুযূল ঃ ইবন জারীর মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরজীর সূত্রে লিখেছেন, কা'বা শরীফ এবং তার গেলাফের কাছে তিন ব্যক্তি একত্রিত হয়। তন্মধ্যে দু'জন কুরাইশ এবং একজন ছিল ছাকাফী, অথবা দু'জন ছিল ছাকাফী ও একজন কুরাইশ। একজন বললো, তোমরা কি মনে কর আল্লাহ্ পাক আমাদের কথা শ্রবণ করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, যদি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তবে শ্রবণ করেন, যদি নিম্নস্বরে বল তবে শ্রবণ করে না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ১১৯)

سُوْرَةُ دُخَانٍ

সূরা দুখান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ - الاية ١٠

অর্থ ঃ অতএব (হে রাসূল!) আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের যেদিন আসমানে স্পষ্ট ধূম্ররাশির উৎপত্তি হবে। (সূরা দুখান-১০)

শানে নুযূল ঃ বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতে যে ধূম্রের কথা রয়েছে তা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের ধূম্র নয়; বরং মক্কার কাফেরদের চরম জুল্ম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয়নবী (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ বদদোয়া করেছিলেন,হে আল্লাহ্! ইউসূফ (আঃ)-এর সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তেমন দুর্ভিক্ষ এ কাফেরদের উপর আপতিত কর, আর এভাবে আমাকে সাহায্য কর। তখন সঙ্গে সঙ্গে মক্কার কুরাইশরা সাত বছর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। তাদের অবস্থা এত শোচনীয় হয়েছিল যে,তারা মৃত জীব ভক্ষণেও বাধ্য হয়েছিল। জঠর জ্বালায় তাদের অবস্থা এত কষ্টকর হয়েছিল যে, যখন তারা আসমানের দিকে তাকাত, তখন উপরে শুধু ধূম্ররাশি দেখত। আলোচ্য আয়াতে কুরাইশদের সে দুর্গতির কথাই বলা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, কুরাইশদের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ান প্রিয়নবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেছিল যে, আপনার জাতি দুর্ভিক্ষের কারণে আজ ধ্বংসের পথে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করুন। রহমাতুললিল আলামীন তাদের জন্য দোয়া করলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত হলো এবং তাদের দুর্ভিক্ষের কষ্ট দূরীভূত হল। তখন انكم عائدون। (আয়াত-১৬) নাযিল হল। পরে যখন এরা পরিতৃপ্ত হল তখন পুনরায় নাফরমানী শুরু করল। এরপর আল্লাহ্ পাক (দুখান-এর ১৬ নং আয়াত নাযিল করলেন।

(কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ১৩০,রূহুল মায়ানী-খঃ ২৫, পৃঃ ১১৭, মাআরিফুল কুরআন-ইদ্রীস কানদালভী-খঃ ৬, পৃঃ ২৯৫, তাফসীরে মাজেদী পৃঃ ৯৯২, আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ৩৮৯,বুখারী-খঃ ১, পৃঃ ১৯২)

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ - الاية-٤٣

অর্থ ঃ নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষই হবে পাপীষ্ঠদের খাদ্য। (সূরা দুখান-৪৩-৪৪)

শানে নুযূল ঃ সাঈদ ইবনে মানছুর আবু মালেক (রহঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, আবু জাহ্ল মাখন এবং খেজুর নিয়ে তাদের মজলিসে আসত এবং বলত, যাক্কুম খাও (খেজুর আর মাখন মিশ্রিত খাদ্য একত্রিত করলে যাক্কুম হয় বলে তারা মনে করত)। এটি সেই যাক্কুম যার সম্পর্কে মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। মুলতঃ যাক্কুম হলো দোযখের একটি বৃক্ষের নাম। এটি হবে দোযখবাসীদের খাদ্য। (লুবাব-পৃঃ ৩৭০-৭১)

ذُقْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ - الاية ٤٩

অর্থ ঃ (বলা হবে) আস্বাদ গ্রহণ কর,তুমি তো ছিলে অত্যন্ত বড় সম্মানিত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। (সূরা দুখান-৪৯)

শানে নুযূল ঃ ইকরামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী (সাঃ) আবু জাহ্‌লকে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন তোমাকে জানিয়ে দেই যে, তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আমি আবারো বলি, তোমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আবু জাহ্‌ল তার আস্তিন গুটিয়ে বলেছিল, তুমি এবং তোমার সাথী (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক) আমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি জান এ এলাকায় আমি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তি। অবশেষে আবু জাহ্‌ল বদরের যুদ্ধে নিহত হয়, আল্লাহ্‌ পাক তাকে অপমানিত করেন। তার দম্ভোক্তির জবাবে তখন রাসূল (সাঃ)-এ আয়াত তেলাওয়াত করেন। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ৩০৫)

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ

সূরা জাছিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية

অর্থ ঃ আপনি মু'মেনদের বলুন, তারা যেন সে সব লোককে ক্ষমা করে যারা আল্লাহ্‌ পাকের কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে না।

শানে নুযূল ঃ (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মুসলমানরা বনি মুস্তালিক যুদ্ধে যখন মুরাইসী কূপের তীরে উপনীত হন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তার গোলামকে পানি আনয়নের জন্য প্রেরণ করে। গোলামের পানি আনতে দেরী হয়। ফিরে এলে সে জিজ্ঞাসা করে, কি হল,তুমি দেরী করলে কেন? গোলাম বলে, কূপের মুখে ওমর-এর গোলাম বসা রয়েছে। সে আগে কাউকে পানি নিতে দিচ্ছে না। মুহাম্মদ (সাঃ),আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর নিজ মুনিবের লোকদেরই আগে পানি দিয়েছে। আব্দুল্লাহ রাগান্বিত হয়ে বলে, আমাদের অবস্থা ঠিক "سمن كلبك يأكلك" কুকুরকে খাইয়ে মোটাতাজা করলে দেখবে, সে তোমাকে কামড়ে দিয়েছে'। ওমর (রাঃ) এ কথা শুনে খোলা তরবারি নিয়ে বের হন। উদ্দেশ্য, ইবনে উবাই-এর মুণ্ডুপাত করা। এ সময় আল্লাহ্‌ পাক এই আয়াত নাযিল করেন।

(২) যখন "مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا" আয়াতখানি নাযিল হয় তখন মদীনার জনৈক ইহুদী বলে ফেলল, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রভু নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। ওমর (রাঃ) এ গোস্তাখের যবান রুদ্ধ করার জন্য খালি তরবারি হাতে নিয়ে ছুটলেন। এ সময় হযরত জিব্রীল (আঃ) এই আয়াত সাথে নিয়ে এলেন, " قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ" আর আপনি এও জেনে নিন, ওমর ওই লোকের তালাশে বের হয়েছে। হযরত রাসূল (সাঃ) একজনকে তাঁর খোঁজে পাঠালেন। ওমর (রাঃ) ফিরে এলে তিনি এরশাদ করলেন, ওমর! তোমার তরবারি কোষবদ্ধ কর। হযরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ পাক আপনাকে সত্যের বাহক করে পাঠিয়েছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। হুযূর (সাঃ) বললেন, জী হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন– قل للذين (পুরো আয়াত তেলাওয়াত করেন)। সবশেষে ওমর (রাঃ) বললেন, কসম সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য নবী করে সৃষ্টি করেছেন ! তিনি আমার চেহারায় গোস্বার লেশমাত্র দেখবেন না। (আসবাবে নুযূল ঃ কৃত আল্লামা ওয়াদেহী পৃঃ ৩১৯-২০, তাফসীরে কাবীর-খঃ ২৭, পৃঃ ২৯৩)

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ - الاية ١٨

অর্থ ঃ আর আপনি মূর্খদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (সূরা জাছিয়াহ-১৮)

শানে নুযূল ঃ বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ সর্দাররা কখনো প্রিয়নবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলত, আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে আসুন। আমরা পূর্বেও আপনাকে মানতাম এখনও মানব। কাফেরদের এ সব প্রতারণামূলক কথাবার্তা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ১৬৪)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ - الاية ٢١

অর্থ ঃ যারা মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে জীবন-মরণে সে সব লোকের ন্যায় করে দেব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে? (সূরা জাছিয়াহ-২১)

শানে নুযূল ঃ মক্কার কাফেরদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি মুসলমানদের বলেছিল, যেভাবে তোমরা বলছো যে কেয়ামত হবে, যদি কেয়ামত হয়ই তবে তোমরা দেখবে যে আখেরাতেও আমরা তোমাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকব যেমন দুনিয়ায় রয়েছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে রুহুল মাআনী-খঃ ২৫, পৃষ্ঠা১৫১, মাআরিফুল কোরআন কৃত ইদ্রীস কান্দালভী, কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ১৬৫)

اَفَرَايْتَ مَنِ اتَّخَذَ - الاية ٢٣

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করেছেন যে নিজের প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য সাব্যস্ত করেছে? (সূরা জাছিয়াহ-২৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন; কুরাইশরা কখনো পাথর পূজো করত। পরবর্তীতে এর চেয়ে ভাল কিছু পাওয়া মাত্রই সেটির পূজা আরম্ভ করে দিত। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। (লুবাব-পৃঃ ৩৭১)

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا - الاية ٢٤

অর্থ ঃ এবং তারা বলে, আমাদের এ জীবন ব্যতীত আর কিছুই নেই, আমরা মরি, বাঁচি কালের কারণেই। (সূরা জাছিয়াহ-২৪)

শানে নুযূল ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেন, বর্বরতার যুগে কাফেররা বলত, কালের ঘূর্ণিচক্রের কারণেই মানুষের মৃত্যু হয়। আমাদের এ জীবনই সবকিছু। জীবন-মরণ সবই এখানে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আখেরাত বলতে কিছু নেই। কাফেরদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (নুরুল কোরআন-খঃ ২৫, পৃঃ ৩০৪)

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ

সূরা আহকাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ - الاية ٩

অর্থ ঃ এবং আমার এবং তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে তাও আমি জানি না। (সূরা আহকাফ-৯)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন মুসলমানদের ওপর অধিক নির্যাতন চাপানো হল তখন এক রাত্রে হুযূর (সাঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি

খেজুর বাগান সর্বস্ব ও পানীয় জলসমৃদ্ধ দেশে হিজরত করছেন। এ কথা তিনি সাহাবায়ে কেরামকে শুনালেন এবং ওই দেশের সুসংবাদ দিলেন। বললেন, ওখানে তোমরা কাফেরদের অত্যাচারমুক্ত থাকতে পারবে। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু তাঁরা হিজরতের কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে দরবারে নবুওয়াতে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! স্বপ্নে যে অঞ্চলের সুসংবাদ আপনি দিয়েছিলেন কবে সেখানে যাব আমরা? এ প্রশ্নের জবাবে নবী (সাঃ) চুপ থাকলেন। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন। আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, আমি জানি না ওখানে আমরা যেতে পারব কি-না। তবে আমি যা দেখেছি তা ধ্রুবসত্য, বানোয়াট কিছু নয়। নবীগণ ওহী ছাড়া কিছু বলেন না। বলা বাহুল্য, তাঁদের স্বপ্নও এক প্রকার ওহী।

(আসবাবে নুযূল-কৃত আল্লামা ওয়াহেদী পৃঃ ৩২১, তাফসীরে ইবনে কাসীর-খঃ ৪, পৃঃ ১৬৩-৬৪)

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ - الاية ١٠

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখছ কি যদি কুরআন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা তা অস্বীকার করে থাক বিশেষতঃ বনী ইসরাঈলের জনৈক সাক্ষী এর ওপর সাক্ষী দিয়ে থাকে।

(সূরা আহকাফ্-১০)

শানে নুযূল ঃ ত্ববরানী ও হাকেম আওফ ইবনে মালেক আল-আশজায়ী থেকে ছহীহ সনদে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন, একবার প্রিয়নবী (সাঃ) মসজিদ থেকে বের হয়ে বাইরে যেতে লাগলেন, আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তিনি ইহুদীদের গির্জায় প্রবেশ করলেন, এটি ছিল তাদের ইবাদতের দিন। তাই সেদিন আমাদের উপস্থিতি তাদের মনঃপুত হয়নি। হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) সেখানে প্রবেশ করে তাদের বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আমাকে এমন বারজন লোক দেখাও, যারা সাক্ষ্য দেয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের রাসূল)। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে আল্লাহ্ পাক আসমানের নীচে যত ইহুদী রয়েছে তাদের সকলকে তাঁর গজব থেকে নাজাত দান করবেন। এ কথা শ্রবণ করে ইহুদীরা নীরব হয়ে গেল। তিনি দ্বিতীয় বার এ কথাটি বললেন, তখনও কেউ জবাব দিল না। তৃতীয় বার তিনি এ কথা বললে তখনও তারা নীরবতা পালন করল। তখন তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন। পেছন থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করে বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এ কথা বলে সে অগ্রসর হল এবং বললো, হে ইহুদীদের দল! তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে কর? ইহুদীরা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে জ্ঞানী তোমার চেয়ে বড় কেউ নেই। আর তোমার পূর্বে

তোমার পিতার চেয়ে বড় আলম কেউ ছিল না। আর তোমার পিতার পূর্বে তোমার পিতামহের চেয়ে বড় আলেম কেউ ছিল না। তখন ওই ব্যক্তিই বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি, ইনিই সেই নবী যার আলোচনা তোমরা দেখতে পাও তাওরাতে।

তখন ইহুদীরা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করল এবং বলল, তুমি মিথ্যাবাদী। এরপর তার সম্পর্কে আরো মন্দবাক্য উচ্চারণ করল। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো।

ইবনে জারীর বলেন, এই ব্যক্তি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নাম তাঁর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)। তিনি বলেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। (মুসনাদে আহ্‌মদ-খ ৬, পৃঃ ২৫ মাজমাউয যাওয়ায়েদ-খঃ ৭, পৃঃ ১০৬, ইবনে হিব্বান-পৃঃ ৫১৮; হাকেম-খঃ ,৩ পৃঃ ৪১৬; ইমাম যাহাবী স্বীকার করেছেন, এই রেওয়ায়েতখানি বোখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ١١

অর্থ ঃ আর কাফেররা মু'মেনদের সম্পর্কে বলে, যদি এ কুরআন উত্তম হত তবে এ সব লোক এর প্রতি (ঈমান আনয়নে) আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারত না।

(সূরা আহকাফ-১১)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর তাফসীরকার কাতাদা (রহঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েকজন মুশরেক বলেছিল, আমরা সমাজের অভিজাত শ্রেণী। যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছি। যদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হত, তবে আমরাই তাদের পূর্বে তা গ্রহণ করতাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ইবনুল মুনযির আওন ইবনে আবি শাদ্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর জনীন নাম্নী একটি বাঁদী ছিল। সে তাঁর মুসলমান হবার পূর্বে ঈমান এনেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাকে বেদম প্রহার করতেন। তখন কাফেররা বলত, যদি ইসলাম কোন উত্তম বস্তু হত, তবে জনীন নামক বাঁদী আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে পারত না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব পৃঃ ৩৭৫-৭৬; নুরুল কোরআন-খঃ ২৬, পৃঃ ২৯-৩০; দুররে মানছুর-খঃ ৬, পৃঃ ৪৪)

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ الاية ١٥

অর্থ ঃ অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়।

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার আতা হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, এ আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মুহাব্বত করতেন। তাঁর বয়স যখন ১৮ আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ২০, তখন তারা সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশে গেলেন। পথিমধ্যে এমন একটি স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন যেখানে বরই গাছ ছিল। হুযূর (সাঃ) ওই গাছের ছায়ায় বসলেন। হযরত আবু বকর ওখান থেকে জনৈক পাদ্রীর কাছে গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে কিছু আলাপ করলেন। ওই সময় পাদ্রী গাছের তলায় উপবিষ্ট হুযূরকে দেখে বললেন, বরই গাছের নীচে বসা লোকটা কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালেব। পাদ্রী বললেন, কসম খোদার! ইনি অবশ্যই নবী হবেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া এ বৃক্ষের নীচে আর কেউ বসবে না। এ সময় হযরত আবু বকরের হৃদয়ে নবী (সাঃ)-এর প্রতি প্রগাঢ় টান ও ইসলামের প্রতি একীন জন্মে। এ জন্যই পরবর্তী জীবনে সফরে-হজরে সর্বদা রাসূল (সাঃ)-কে তিনি ছায়া করে থাকতেন। পরবর্তীতে হুযূর (সাঃ) নবুওয়াত পেলেন। তখন তাঁর বয়স ৪০ ও আবু বকরের ৩৮। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সিদ্দীকের বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হলে তিনি দোয়াচ্ছলে বললেন- رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তৌফিক দান কর যেন আমি তোমার সেই নেয়ামাতের শোকর আদায় করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ।' (কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ১৯৪, দুররে মানছুর খঃ ৬, পৃঃ ৪১)

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ . الاية ٢٩-٣٢

অর্থ ঃ আর হে রাসূল! স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন আমি জিনদের একটি দলকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করি, যারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করেছিল।

(সূরা আহকাফ-২৯-৩২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি শায়বা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী (সাঃ) 'বতনে নাখলা' নামক স্থানে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করছিলেন। তখন কয়েকজন জিন উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তারা মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদ শ্রবণ করে নীচে অবতরণ করলো এবং একে অন্যকে বলল, নীরবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে থাক। তারা সংখ্যায় ছিল ৯ জন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল 'যাওবা'আহ'। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ৪৫৬; দালায়েলুল নবুওয়াহ-খঃ ২, পৃঃ ১৩; মাযহারী-খঃ ১০, পৃঃ ৪৬১; সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ৩২৪)

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

সূরা মুহাম্মদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ الاية ١

অর্থ ঃ যারা অস্বীকার করেছে (নবুওয়াতে মুহাম্মদীয়াকে ও পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে)। (সূরা মুহাম্মদ-১)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত ওই সব লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বদর যুদ্ধকালে জনতাকে এই উদ্দেশ্যে খানা খাইয়েছিল যাতে তারা যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ওরা হচ্ছে যথাক্রমে আবু জাহ্ল, হারেস ইবনে হিশাম, ওৎবা, শায়বা ও ওয়ালিদ। (কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ২২৩)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٢

অর্থ ঃ আর যারা ঈমান এনেছে। (সূরা মুহাম্মদ-২)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।
(কুরতুবী-খঃ ১৬, পৃঃ ২২৪)

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا ـ الاية٤

অর্থ ঃ যাঁরা আল্লাহ্র রাহে প্রাণোৎসর্গ করে আল্লাহ্পাক তাদের এ সাধনাকে ব্যর্থ হতে দেবেন না। (সূরা মুহাম্মদ-৪)

শানে নুযূল ঃ ওহুদ যুদ্ধকালে হুযূর (সাঃ) যখন ঘাঁটিতে ছিলেন আর মুসলমানরা কাফেরদের এলোপাতাড়ি আক্রমণে রক্ত পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন এই আয়াত নাযিল হয়। ওই সময় মুশরিকরা ধ্বনি দিচ্ছিল اعل هبل (হুবুল মহান)। মুসলমানরা এর জবাবে اجل। (আল্লাহ্ মহান ও সম্মানিত) ধ্বনি দেন। মুশরিকরা বলছিল, এটি বদরের প্রতিশোধ। যুদ্ধের ফল উভয়ের মাঝে তাই বরাবর। হুযুর (সাঃ) মুসলমানকে বলতে বললেন, বলো! সমান সমান নয় বরং আমাদের শহীদানকে আল্লাহ্ পাক রিযক দিচ্ছেন আর তোমাদের মৃতদের জাহান্নামের ইন্ধন করছেন। এর জবাবে মুশরিকরা বলল, لنا العز ولاعزى لكم -আমাদের ওজ্জা আছে যা তোমাদের নেই। মুসলমানরা বললেন, "الله مولانا ولامولى لكم" আল্লাহ আমাদের মওলা, তোমাদের কোন মওলা নেই। (কুরতুবী-খ: ১৬, পৃ: ২৩০, দুররে মানছুর- খ: ৬, পৃ: ৫৩)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً ـ الاية ١٣

অর্থঃ এমন অনেক জনপদ ছিল যা অধিক শক্তিশালী। (সূরা মুহাম্মদ-১৩)

শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ছৌর পর্বতের দিকে অগ্রসর হন তখন মক্কার দিকে ফিরে বলেছিলেন, হে মক্কা! আমি তোমাকে সকল শহর অপেক্ষা ভালবাসি। মুশরিকরা যদি আমাকে বের না করে দিত তাহলে আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়তাম না। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(কুরতুবী- খ: ১৬, পৃ: ২৩৫)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ ـ الاية ١٦

অর্থ ঃ আর তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে। (সূরা মুহাম্মদ- ১৬)

শানে নুযূলঃ ইবনুল মুনযির ইবনে জুরায়জের সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) -এর নিকট মু'মেন-মুনাফেক সকলেই একত্রিত হতো। তিনি যা এরশাদ করতেন মু'মেনরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং স্মরণ রাখতেন। পক্ষান্তরে মুনাফেকরা মোটেই মনোযোগ দিত না। তারা মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন কী বলেছিলেন? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃ: ৩৮০)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٣٢

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ- ৩২)

শানে নুযূলঃ কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করতেন, ইসলামের পাশাপাশি কোন গোনাহর কাজ ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক নয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবারা মনে করতে লাগলেন, গোনাহে কবীরার কারণে আমাদের আমল আবার বিনষ্ট না হয়ে যায়। (কুরতুবী-খ: ১৬, পৃ: ২৫৫)

سُوْرَةُ الْفَتْحِ

সূরা ফাত্‌হ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাত্‌হ প্রসংগ ঃ হাবীব ইবনে আবি ছাবেত বর্ণনা করেন, আমি আবু ওয়ায়েলের কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমরা ছিফ্‌ফীনে ছিলাম। এক ব্যক্তি এ

সময় বলল, তোমরা কি তাদের জানো না, যারা মানুষকে আল্লাহ্র বিরোধিতার দিকে আহবান করে? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ! সাহ্ল ইবনে হুনাইফ বললেন, তোমরা নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছ, আত্মপ্রবঞ্চিত হচ্ছ। আমি হুদাইবিয়া দেখেছি অর্থাৎ ওই সন্ধি দেখেছি যা রাসূল (সাঃ) ও মুশরিকদের মাঝে হয়েছিল। আমরা যদি তখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান দেখতাম তবে অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। হযরত ওমর (রাঃ) এ সময় এসে বলেছিলেন, আমরা কি হকের ওপর নই? এরা কি বাতিলের ওপর নয়? আমাদের শহীদান জান্নাতে আর ওদের মৃতেরা জাহান্নামে নয় কি? হুযুর (সাঃ) বললেন, কেন নয়! হযরত ওমর বললেন, তাহলে কেউ আমাদের দ্বীন গ্রহণ করার পর ওদের কাছে ফেরৎ দেয়ার সন্ধি করছি কেন? কেন আমরা আল্লাহ্র আহকাম প্রতিষ্ঠিত করছি না? হুযুর (সাঃ) বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ পাক আমাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। হযরত ওমর রাগত: মনে ওখান থেকে চলে গেলেন। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে সিদ্দীকে আকবরের কাছে উপনীত হয়ে প্রশ্ন করেন, হে আবু বকর! আমরা কি হকের উপর নই? ওরা কি বাতিলের ওপর নয়? সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তিনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ কখনো তাকে আপদস্থ করবেন না। এ ঘটনার পর সূরা ফাত্হ নাযিল হয়।

(বোখারী-খ: ১০, পৃঃ ২১০, মুসলিম-খ: ২, পৃ: ১৪১, আহমদ-খ: ৩, পৃ: ৪৮৬, ইবনে জারীর-খ: ২৬, পৃ: ৭০)

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ الاية

অর্থঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (সূরা ফাত্হ- ১)

শানে নুযূলঃ মারওয়ান ইবনুল হাকাম বলেন, মক্কা ও মদীনার মাঝে হোদাইবিয়া নিয়ে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। হোদায়বিয়ার বিস্তারিত কাহিনী সীরাত ও ইতিহাসের পুস্তকগুলোতে দেখে নেয়া যেতে পারে।

(عزاه السيوطي في لباب النقول ٣٨٥، للحاكم، وانظر اسباب النزول ٣٥٠، وسند المصنف فيه ابن اسحاق وقد عنعنه وللخبر شاهد من حديث انس ـ رضى الله عنه ورواه الترمذى قال : هذا حديث حسن صحيح)

অর্থঃ তা এ জন্য যে, আল্লাহ্র রাসূলের ওপর যখন "ليغفرلك الله" আয়াতখানি নাযিল হয় তখন তিনি এরশাদ করেন, আমার ওপর এমন একখানা আয়াত নাযিল

হয়েছে যা আমার কাছে ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে তার সবকিছু থেকে প্রিয়। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, মোবারক হো! আপনার পরিণতির কথা আল্লাহ্ পাক জানিয়ে দিলেন। এক্ষণে আমাদের কি হবে? তখন "فَوْزًا عَظِيْمًا" পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিযী-খ: ২ পৃ: ১৬৪)

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى ـ الاية ١٧

অর্থঃ অন্ধ, খোঁড়া এবং রুগ্ন ব্যক্তির (জেহাদে শরীক না হওয়ার কারণে) কোন গোনাহ্ নেই। (সূরা ফাত্হ- ১৭)

শানে নুযূলঃ ত্ববারানী হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশক্রমে (পবিত্র কুরআনের আয়াত) লিখছিলাম, কলম আমার কানের মধ্যে রাখা ছিল। যখন জেহাদের আদেশ হলো ঠিক তখন একজন অন্ধ ব্যক্তি হাজির হলো এবং আরজ করল, আমি তো অন্ধ। আমার সম্পর্কে কি আদেশ? ঐ মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো। (দুররে মানছুর-খ: ৬, পৃ: ৮০-৮১)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ الاية ٨

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। (সূরা ফাত্হ- ১৮)

শানে নুযূলঃ সালামা ইবনে আকওয়া বলেন; আমরা দুপুরের খানা খেয়ে বিশ্রাম করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন, 'বায়াত-বায়াত'। আরো ঘোষণা এলো, তোমরা সকলে বৃক্ষের নীচে এসো। রুহুল কুদ্স অবতরণ করেছেন। আমরা এই ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হলাম। তখন হুযুর (সাঃ) ঝাউ গাছের নীচে অবস্থান করছিলেন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব- ৩৮৫)

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ـ الاية ٢٤

অর্থঃ আর তিনিই মক্কার বুকে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাতকে তাদের থেকে সংযত করেছেন। (সূরা ফাত্হ-২৪)

শানে নুযূলঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সংখ্যায় ৮০ জনের মত মক্কা কাফেরকে একটি দল 'তানয়ীম' পাহাড় থেকে অতর্কিত বের হয়ে এসে মুসলমানদের প্রতি হামলা চালানোর অপচেষ্টা করে। মক্কার কাফেররা এভাবে রাসূল (সাঃ)-এর

এবং তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের প্রাণ নাশের চক্রান্ত করে। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ) পূর্ব হতেই প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ফলে মুসলমানরা হামলাকারীদের পাকড়াও করেন এবং প্রিয়নবী (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির করেন। হুযুর (সাঃ) কোন প্রকার প্রতিশোধ নিলেন না। তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল। (দুররে মানসূর-খ: ৬, পৃ: ৮৩)

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ ـ الاية ٢٥

অর্থঃ তোমরা যাদেরকে জান না, এমন কিছু সংখ্যক মু'মেন নর-নারীকে তোমরা নিষ্পেষিত করে ফেলবে, এ জন্য তোমাদেরকে জ্ঞাতসারেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত যদি এমন আশংকা না থাকত তবে তোমাদেরকে এখনই যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত।

(সূরা ফাত্হ- ২৫)

শানে নুযূলঃ জুনায়েদ ইবনে সাবী বলেন, দিনের প্রথম ভাগে আমরা কাফেরদের পক্ষে রাসূলের বিরুদ্ধে সবার্গ্রে ছিলাম কিন্তু দিবসের শেষ ভাগে আমরা রাসূলের সাথী হয়ে কাফেরদের বিপক্ষে লড়ছিলাম। সংখ্যায় আমরা ৬ জন পুরুষ ও ৭ জন মহিলা ছিলাম। আমাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর ও লুবাব-পৃ: ৩৮৬)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا ـ الاية ٢٧

অর্থঃ আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। (সূরা ফাত্হ- ২৭)

শানে নুযূলঃ হুদাইবিয়া প্রান্তরেই হুজুর (সাঃ) স্বপ্নে দেখেন, তিনি সাহাবা সহকারে মাথা মুণ্ডান অবস্থায় শান্তির সাথে মক্কায় প্রবেশ করেন। কিন্তু যখন হুদাইবিয়ায় কুরবানীর পশু জবাই করে দেয়া হয় তখন সাহাবারা আরয করেন, হুযুর! আপনার স্বপ্নের তাবীর কি তাহলে এই? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৩৮৭)

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ

সূরা হুজুরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا ـ الاية ١

অর্থঃ হে মু'মেনগণ। আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের (অনুমতির) পূর্বে তোমরা (কোন বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না। (সূরা হুজুরাত- ১)

শানে নুযূল ঃ ইমাম বোখারী (রহ) ইবনে জুরাইজের সূত্রে আবু মোলায়কার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেছেন, বনী তমীমের একটি কাফেলা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, কা'কা ইবনে মা'বাদকে তাদের আমীর নিযুক্ত করুন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, না বরং আকরা ইবনে হাবেসকে তাদের আমীর নিযুক্ত করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনিতো আমার বিরোধিতা করতে চান। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমার উদ্দেশ্য আপনার বিরোধিতা নয়। এভাবে উভয়ের কথা বাড়তে থাকে এমনকি তাঁদের কণ্ঠস্বরও উঁচু হয়ে যায়, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (বোখারী-যুদ্ধ অধ্যায়-হাদীস নং ৪৩৬৭, তিরমিজী-তফসীর পর্ব, হাদীস নং ৩২৬৬, নাসাঈ হাদিস নং ৫৩৪)

ইবনে আবিদ দুনিয়া কোরবানী অধ্যায়ে একটি হাদীস নকল করেন যে, বকরা ঈদের দিনে এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (সাঃ) -এর পূর্বে (এমনকি নামাযেরও পূর্বে) কোরবানী করলে এই আয়াত নাযিল হয়। পরে তাকে আবারও কোরবানী করতে বলা হয়। (কুরতুবী- খ: ১৬, পৃ: ৩০১)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ـ الاية ٢

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! নবীর আওয়াজের সম্মুখে তোমরা তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না। (সূরা হুজুরাত- ২)

শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস সম্পর্কে। তাঁর কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবে উঁচু হত। কারণ তিনি কানে একটু কম শুনতেন। যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি রাসূলের দরবারে একাধারে কয়েক দিন আসেননি। মহানবী (সাঃ) তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এক ব্যক্তি আরয করলেন, আমি আপনাকে বলবো। সে ব্যক্তি সাবেতের বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি মাথানত করে বসে রয়েছেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, অবস্থা কি? হযরত সাবেত বললেন, অবস্থা খুবই খারাপ। আমি হুযূর পাক (সাঃ)-এর সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতাম। এ কারণে আমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে। আমি দোযখী হয়ে গেছি। ঐ ব্যক্তি এসে হুযুর (সাঃ)-কে এসব কথা অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন, তুমি তার নিকটে যাও এবং বলো, সে দোযখী নয় বরং জান্নাতী।

(নুরুল কোরআন-খ: ২৬, পৃ: ২৭২)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ - الآية ٣

অর্থঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে নিম্নস্বরে কথা বলে, তারা সে সব লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ পাক তাকওয়া-পরহেযগারীর জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। (সূরা হুজুরাত- ৩)

শানে নুযূলঃ সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন "لا ترفعوا" আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি রাস্তায় বসে ক্রন্দন শুরু করেন। ওই পথ দিয়ে হযরত আসেম ইবনে আদী ইবনে আজলান অতিবাহিত হবার সময় বলেন, কি হে কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, আমার ভয় হয় ওই আয়াত বুঝি আমার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার কণ্ঠস্বর খুবই উঁচু। আসেম এ কথা হুযুর (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করলেন। হুযুর (সাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি এতে সন্তুষ্ট নও যে তুমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ জীবন যাপন করবে, শাহাদতের মৃত্যু লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি এতে সন্তুষ্ট। আর কোনদিনও হুযূর (সাঃ)-এর আওয়াজের ওপর আমার আওয়াজকে উঁচু করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৩৮৮-৮৯)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ - الآية ٤

অর্থঃ (হে রাসূল!) নিশ্চয় যারা কক্ষের পিছন থেকে আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশের কাণ্ডজ্ঞান নেই। (সূরা হুজুরাত- ৪)

শানে নুযূলঃ হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিছু গ্রাম্য লোক হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট এসে তাঁর নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল এবং তাঁকে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে বলল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।
(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৭, পৃ: ১০৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ - الآية ٦

অর্থ ঃ হে মুমে'নগণ! যদি তোমাদের নিকট কোন পাপাচারী কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা খুব ভাল করে যাচাই করে নিও। (সূরা হুজুরাত- ৬)

শানে নুযূল ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) বলেন, হারেস ইবনে যেরার আল-খোযায়ী বলেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর খেদমতে হাজির হই, তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান করেন। আমি ওই আহবানে সাড়া দিয়ে

ইসলাম গ্রহণ করি। হুযূর (সাঃ) আমাকে যাকাত আদায়ের আদেশ দিলেন, আমি তা মেনে নিলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাব, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের এবং যাকাত আদায়ের জন্য আহবান জানাব। যে আমার আহবানে সাড়া দেয় আমি তাদের যাকাত উসূল করব। আপনি আমার নিকট অমুক সময়ে কোন লোক প্রেরণ করুন। আমার নিকট থেকে উসূলকৃত টাকা সে আপনার সমীপে পেশ করবে। এ কথা বলে হারেস চলে গেলেন এবং যাকাতের অর্থ একত্রিত করলেন। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট সময় এল, তখন হুযুর (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন লোক পৌছুল না। হারেস তখন ধারণা করলেন হয়ত আমার ব্যাপারে নবী (আঃ) অসন্তুষ্ট রয়েছেন। এজন্য তিনি নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের একত্রিত করে বললেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) যাকাতের অর্থ নেয়ার একটা সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন, তিনি কখনোই তাঁর প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট করেন না, মনে হয় লোক প্রেরণের ব্যাপারে তাঁর অসন্তুষ্টি কার্যকর হয়েছে, এ জন্য তোমরা সকলে চল। আমরা যাকাতের অর্থ নিয়ে তাঁর সমীপে হাজির হই।

এদিকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওয়ালিদ ইবনে আকাবাকে যাকাতের অর্থ নিয়ে আসার জন্য হারেসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তিনি রওয়ানা হবার পর ভীত হয়ে ফিরে আসেন এবং বলেন, হারেস যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে, এজন্য আমি পালিয়ে এসেছি।

রাসূলে পাক (সাঃ) একথা শুনে একদল লোক হারেসের নিকট প্রেরণ করলেন। ওদিকে তখন হারেস তার লোকজন নিয়ে রওয়ানা করেছেন।

পথিমধ্যে উভয় দলের সাক্ষাৎ হলো। হারেস ওই দলের সম্বর্ধনার জন্য তাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কোথায় প্রেরণ করা হয়েছে? তারা বললেন, তোমার নিকট। হারেস বললেন, কেন? তারা বললেন, হুযূর (সাঃ) তোমার নিকট ওয়ালিদ ইবনে আকাবাকে প্রেরণ করেছিলেন, সে প্রত্যাবর্তন করে বলেছে যে, তুমি যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছ এবং তাকে হত্যার সংকল্প করেছ।

হারেস বললেন, না, শপথ সে আল্লাহ্‌র যিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্যনবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওয়ালিদকে দেখিনি, আর সে-ও আমার নিকট আসেনি। তাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন, হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ?

তখন হারেস (রাঃ) বললেন, শপথ! সেই আল্লাহ্‌র যিনি আপনাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন, এমন কিছুই হয়নি। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(রূহুল মায়ানী-খ: ২৬, পৃ: ১৪৪, ইবনে কাছীর (পারা ২৬) পৃ: ৭৬,-৭৭, মাযহারী-খ: ১১, পৃ: ২৪-২৫, আহমদ-খ: ৪, পৃ: ২৭৯, লুবাব-পৃ: ৩৯০-৯১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-পৃ: ১০৯, খ: ৭)

وان طائفتان من المؤمنين ـ الاية ٩

অর্থ ঃ মু'মিনদের দু'টি দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (সূরা হুজুরাত- ৯)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতের একাধিক শানে নুযূল রয়েছে। (১) মদীনা মোনাওয়ারায় আওস ও খাযরাজ নামক দুটি গোত্র ছিল। প্রাক-ইসলামি যুগে এ দু'গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন যুদ্ধ বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু একবার তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(২) তাফসীরকার সুদ্দী বলেন, ইমরান (রাঃ) নামক এক আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন উম্মে জায়েদ। তিনি তাঁর পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তার স্বামী তাকে যেতে বাধা দিলেন। গোত্রীয় লোকেরা এসে তাকে তার বাড়ী থেকে বের করে নিয়ে যেতে লাগল। তখন তাঁর স্বামী স্বগোত্রীয়দেরকে তার সাহায্যের জন্য ডাকল। তারা এসে স্ত্রীলোকটিকে যেতে বাধা দিল। তখন পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হল। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। (প্রাগুক্ত)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ـ الاية ١١

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে। (সূরা হুজুরাত- ১১)

শানে নুযূল ঃ (১) আল্লামা বগভী (রহ:) লিখেছেন, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) অপেক্ষাকৃত বেঁটে ছিলেন। এজন্য কেউ তাকে বিদ্রূপ করেছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(২) ইকরামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) সম্পর্কে। তাঁর পিতা ছিলেন হুয়াই ইবনে আখতাব। উম্মাহাতুল মু'মিনীন কখনো তাঁকে 'ইহুদান' বা ইহুদী বাবার সন্তান বলেছিলেন। হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে, মহানবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, তুমি কেন বললে না, আমার পিতা হারুন (আঃ), আমার পিতৃব্য মূসা (আঃ) এবং আমার স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)?

(৩) আল্লামা ওয়াহেদী বলেন,. এ আয়াত হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি কানে কিছুটা কম শুনতেন। তিনি যখনই

দরবারে নবুওয়াতে আসতেন তখন হুযুর (সাঃ)-এর কাছ ঘেঁষে বসতেন। একবার তিনি এসে দেখলেন, সাহাবারা দলবদ্ধভাবে বসে রয়েছেন। তিনিও তাদের কাছে বসলেন। তিনি বললেন, তোমরা একটু ফাঁক হয়ে বসো, ফাঁক হয়ে বসো। কেউ তাকে বললেন, মজলিসের যেখানে ফাঁক পাও সেখানে বসে গেলেই পার। ছাবেত (রাঃ) রাগতঃভাবে বসে গেলেন। এক ব্যক্তি বললো, কে এই ব্যক্তি? বললেন, আমি অমুক ব্যক্তির ছেলে। ছাবেত বললেন, অমুক মেয়ের ছেলে। এ কথার পর তিনি এমন কিছু কথা শুনালেন যা জাহিলিয়ত যুগে কাউকে বললে সে লজ্জা পেত। এ কথায় ওই লোকটার মাথা নীচু হয়ে গেল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (নূরুল কুরআন-খ: ২৬, পৃ: ২৯৩, আসবাবে নুযূল (ওয়াহেদী)-পৃ: ৩৩৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ - الاية ١٢

অর্থ ঃ হে মু'মেনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে আর তোমরা কোন লোকের গোপন রহস্যের অনুসন্ধান করো না। (সূরা হুজুরাত- ১২)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহ:) লিখেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) যখন কোন জেহাদ বা সফরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন একেকজন নিঃস্ব ব্যক্তিকে দু'জন সম্পদশালী ব্যক্তির খেদমতে নিয়োগ করে দিতেন যার উপর খেদমতের দায়িত্ব অর্পিত হত। তিনি উভয় ব্যক্তির পানাহারের ব্যবস্থা করতেন। একবার তিনি হযরত সালমান ফারসীকে দু'ব্যক্তির কাজে নিয়োজিত করেন। হযরত সালমান (রাঃ) নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নিদ্রিত হয়ে পড়েন। উভয় সাথীর জন্য পানাহারের কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। যখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হয় তখন তিনি বলেন, আমি এভাবে নিদ্রিত হয়েছিলাম যে কিছুই করতে পারিনি। ঐ দু'ব্যক্তি বললেন, তাহলে তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হও। হযরত সালমান (রাঃ) হুযুর (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হয়ে সাথীদের খাবারের জন্য আরজী পেশ করলেন। তিনি এরশাদ করলেন, উসামা ইবনে জায়েদের কাছে যাও এবং খাবারের কথা বল। যদি কিছু থাকে তাহলে সে দিয়ে দেবে।

হযরত উসামা (রাঃ) হুজুর (সাঃ) -এর কোষাধ্যক্ষ এবং এ সফরের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। হযরত সালমান (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) -এর কাছে খাবারের কথা বললে তিনি বললেন, আমার নিকট কিছুই নেই। হযরত সালমান তাঁর সাথীদের এ কথা জানিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, উসামা (রাঃ)-এর নিকট খাবার তো ছিল, কিন্তু তিনি কার্পণ্য করলেন। এর পর হযরত সালমান (রাঃ)-কে আরো ক'জন সাহাবার নিকট প্রেরণ করা হল। কিন্তু তিনি তাতেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তখন তাঁর সাথীরা বললেন, তোমাকে যদি এমন কোন কূপেও প্রেরণ করি, যার পানি প্রবাহিত রয়েছে, তবে তাও শুকিয়ে যাবে।

এরপর তারা উসামার নিকট অনুসন্ধানের জন্য আসেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) উসামাকে যে খাবার প্রদানের আদেশ দিয়েছিলেন তা কি সত্যিই তার নিকট ছিল নাকি তিনি কার্পণ্য করেছেন। যখন তারা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হন তখন তিনি এরশাদ করেন, কি হলো? তোমাদের মুখ থেকে গোশ্তের গন্ধ আসছে, আমি তা অনুভব করছি। তারা উভয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র শপথ, আমরা আজ সারা দিনেও গোশ্ত খাইনি। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, তোমরা ভুল বলছ, তোমরা সালমান ও উসামার গোশ্ত ভক্ষণ করেছিলে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ: ২৬, পৃ: ২৯৭-৯৮)

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى ـ الاية ١٣

অর্থ ঃ হে মানব জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা হুজুরাত- ১৩)

শানে নুযূল ঃ মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশে হযরত বেলাল (রাঃ) কাবা শরীফের ছাদের উপর দন্ডায়মান হয়ে আজান দেন। ওবায়েদ ইবনে ওসায়েদ আযান শ্রবণ করে বললো, আল্লাহ্র শোকর এই দিন দেখার পূর্বেই আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে। হারেস ইবনে হিশাম বললো, এই কালো কাক ব্যতীত মুহাম্মদ (সাঃ) কি আর কোন মোয়াজ্জেন পাননি? সোহায়েল ইবনে আমর বললো, যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তবে তিনি অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন। আর আবু সুফিয়ান বললো, আমি মুখে কিছু বলব না, কেননা আমার ভয় হয়, যদি আমার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হয়, তবে আসমানের প্রভু মুহাম্মদকে এ খবর পৌছে দেবেন। এ সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) অবতরণ করে যে যা বলেছে তা হুযূর (সাঃ)-কে জানিয়ে দেন। হুযূর (সাঃ) সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা নিজ নিজ উক্তি স্বীকার করল। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় যাতে বংশ-অর্থ নিয়ে গৌরববোধ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। (আসবাবে নুযূল-পৃ: ৩৩৫)

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ـ الاية ١٤

অর্থ ঃ আরব বেদুঈনরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। (সূরা হুজুরাত- ১৪)

শানে নুযূল ঃ বনী আসাদ গোত্রের কিছু লোক দুর্ভিক্ষের বছর হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয় এবং প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমান আনেনি। তারা মদীনা মুনাওয়ারার পথে মল-মূত্র ত্যাগ করে

নোংরা করেছিল এবং বাজারের জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। সকাল-সন্ধ্যা তারা হুযূর (সাঃ) -এর দরবারে আসত এবং বলত, আরবের অন্য গোত্রের লোকেরা উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে একা আসত, আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে মালপত্রসহ এসেছি। অমুক অমুক গোত্র আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আমরা আপনার সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করিনি। তারা এসব কথা বলে হযরত রাসূলে (সাঃ)-এর প্রতি তাদের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করত এবং অধিক পরিমাণে সদকার অর্থ দাবী করত। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে ইবনে কাছীর-খ: ৪, পৃ: ২৩১)

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكُمْ اَنْ اَسْلَمُوْا ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ তারা ঈমান এনে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে দাবী করতে চায়। (সূরা হুজুরাত- ১৭)

শানে নুযূল ঃ সাঈদ ইবনে জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কিছু বেদুঈন ব্যক্তি হুযূর (সাঃ)-এর দরবারে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করিনি। অথচ অমুক অমুক গোত্র আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং এরপর মুসলমান হয়েছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৩৯৫)

سُوْرَةُ قٓ

সূরা ক্বফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ـ الاية ٣٨

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আসমান-যমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছি মাত্র ছ'দিনে। আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (সূরা ক্বফ- ৩৮)

শানে নুযূল ঃ ঈমাম হাসান বস্‌রী (রহ:) বর্ণনা করেন- ইহুদীরা বলেছিল, আল্লাহ্ তাআলা পরপর ছ'দিনে পৃথিবী ও তৎমধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। সে দিনটা ছিল শনিবার। তারা এ দিনের নাম রাখে বিশ্রামের দিন। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল-পৃ: ৩৩৭, ইবনে কাছীর-খ: ৪, পৃ: ২৪১-৪২)

হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিছু ইহুদী হুযূর (সাঃ) -এর কাছে এসে আসমান-যমীন সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করে। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক যমীনকে রোববারে, সমুদ্রগুলোকে সোমবারে, পাহাড় ও তৎমধ্যস্থিত যাবতীয় যা কিছু তা মঙ্গলবারে, বৃক্ষ-লতাদি বুধবারে, আসমানকে বৃহস্পতিবারে, নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র-সূর্য ও ফেরেশতাগণকে শুক্রবারে এমন সময় সৃষ্টি করেন যখন দিনের ৩ ঘন্টা বাকী ছিল। ইহুদীরা জিজ্ঞাসা করল, এরপর কি হল? হুযূর (সাঃ) উত্তরে বললেন- এরপর আল্লাহ্ পাক আরশে অধিষ্ঠিত হন। ইহুদীরা বলল, আপনি পূর্ণ বিবরণ দেননি। আপনার বিবরণে ত্রুটি রয়ে গেছে। যদি পূর্ণ বিবরণ দিতেন তাহলে ভালো হত। আর তা হলো, এরপর আল্লাহ্ পাক বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা শুনে হুযূর (সাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অত:পর এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-৩৯৫-৯৬)

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ
সূরা যারিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ الاية ١٩

অর্থ ঃ আর তাদের অর্থ সম্পদে প্রাপ্য রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের। (সূরা যারিয়াত-১৯)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে পাক (সাঃ) কোন এক যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। যখন তারা যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে ফেরৎ আসেন তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খ: ১৭, পৃ: ৩৮)

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ الاية ٥٥

অর্থ ঃ আর (হে রাসূল) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মু'মেনদের উপকারে আসে। (সূরা যারিয়াত- ৫৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন " فتول عنهم فما انت بملوم" আয়াতখানি নাযিল হয় তখন আমরা ধ্বংস হবার ব্যাপারে সকলে নিশ্চিত হয়ে যাই। কেননা নবী করীম (সাঃ) আমাদের থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেয়া শুরু করেছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৩৯৭)

سُوْرَةُ الطُّوْرِ

সূরা তূর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ ـ الاية ٢٩

অর্থ ঃ আপনি মানুষকে উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা আপনি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে গণক নন এবং উম্মাদও নন। (সূরা তূর- ২৯)

শানে নুযূল ঃ যখন আল্লাহ্ পাক ইসলামের আলো চারদিকে ছড়াতে শুরু করলেন তখন পরশ্রীকাতর কুরাইশরা হাজীদের আগমন পথে বসে থাকত এবং হাজীদের কানে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা তুলত যাতে তাঁরা নবী (সাঃ)-এর কাছেও না আসে। হুযূর (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা বলত, লোকটা গণক ও উন্মাদ। হুযূর (সাঃ) এ কথা শুনে যারপরনাই দুঃখ পান। আল্লাহ্ পাক তাঁর সান্ত্বনা স্বরূপ এ আয়াত নাযিল করেন। (মায়ালিমুত তানযীল)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ ـ الاية ٣٠

অর্থ ঃ তবে কি তারা বলে তিনি একজন কবি। (সূরা তূর- ৩০)

শানে নুযূল ঃ কুরাইশরা যখন দারুন নদওয়ায়ে হুযুর (সাঃ)-এর ব্যাপারে পরামর্শে বসল তখন তাদের একজনে বলল, লোকটার পায়ে বেড়ী লাগিয়ে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেয়া হোক। কালক্ষেপণ করতে করতে হয়ত সে জেলে পচে মরবে কিংবা কবিদের মত উম্মাদ হয়ে যাবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খ: ৩, পৃ: ২৯২)

سُوْرَةُ نَجْمٍ

সূরা নজম

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى۔ الاية ١

অর্থ ঃ শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তগামী হয়। (সূরা নজম- ১)

শানে নুযূল ঃ যখন জিবরাঈলের মাধ্যমে হুযূর (সাঃ)-এর ওপর ওহী অবতরণ শুরু হয় এবং তিনি গোপনে এর প্রচার-প্রসার শুরু করেন তখন কুরাইশরা তাঁকে নানাভাবে তিরস্কার ও নিন্দামন্দ করতে শুরু করে। তারা বলে, মুহাম্মদ (সাঃ) বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়। (কানযূন নুকূল (উর্দূ- পৃ: ৯৫)

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ۔ الاية ٣٢

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন। (সূরা নজম- ৩২)

শানে নুযূল ঃ ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেন, ইহুদীদের কোন শিশুর যদি মৃত্যু হত, তখন তারা বলত, এতো সিদ্দীক ছিল। এ খবর নবী করীম (সাঃ -এর নিকট আসল। প্রিয়নবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, ইহুদীরা মিথ্যা কথা বলে। কেননা কোন মানুষকে যখন আল্লাহ্ পাক মায়ের গর্ভে সৃষ্টি করেন তখন তাকে তার মায়ের পেটে থাকতেই তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে সে বদ হবে, না নেক। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খ: ১৭, পৃ: ১১০, তবারানী কাবীর-খ: ২, পৃ: ৮১, দুররে মানছুর-খ: ৬, পৃ: ১৪২)

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى۔ الاية ٣٢

অর্থ ঃ অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসায় মত্ত হয়ো না, আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন কারা পরহেযগার। (সূরা নজম- ৩২)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার কালবী ও মোকাতেল বলেন, লোকেরা কিছু ভাল কাজ করত এরপর গর্ব প্রকাশার্থে বলত, আমাদের নামায, আমাদের রোজা, আমাদের হজ্জ। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে নুরুল কোরআন-খ: ২৭, পৃ: ৯০)

قوله تعالى : اَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ـ الاية ٣٣

অর্থ ঃ হে রসূল! আপনি কি তাকে দেখেছেন যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

(সূরা নজম- ৩৩)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর ইবনে জায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তখন জনৈক কাফের তাকে বলে, তুমি কি তোমার পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিলে? আর তাদের পথভ্রষ্ট মনে করলে? সে ব্যক্তি বললো, আমি আল্লাহ্ পাকের আযাবকে ভয় করি, আর এজন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। ঐ কাফের বললো, যদি তোমার প্রতি কোন আযাব আসে তবে তা আমি নিজে মাথা পেতে নেব, অবশ্য এজন্যে তোমাকে কিছু অর্থ সম্পদ দিতে হবে। তখন এ ব্যক্তি এ কথাকে লিপিবদ্ধ করে এর ওপর সাক্ষী রাখল এবং তাকে কিছু অর্থ সম্পদ দিয়ে দিল। সে বাড়তি কিছু চাইলে তাও দেয়া হোল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খ: ২৭, পৃ: ৯১-৯২, আসবাবে নুযূল-পৃ: ৩৩৮)

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ـ الاية ٤٣

অর্থ ঃ আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক-ই (আনন্দে) হাসান এবং (দুঃখে) কাঁদান।

(সূরা নজম- ৪৩)

শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলেন যারা হাসছিল। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে হাসতে কম কাঁদতে বেশী। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে এলেন। (দুররে মানছুর-খ: ৬, পৃ: ১৩০)

وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ـ الاية ٦١

অর্থ ঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম শ্রবণ করে ক্রন্দন করছ না এবং অহংকার করছ?

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ)-এর নামায আদায়কালে লোকেরা অহংকারবশত: তার সামনে দিয়ে অতিবাহিত হত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব- ৩৯৯)

سُوْرَةُ الْقَمَرِ

সূরা কমর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ الاية ١

অর্থ ঃ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা কমর- ১)

শানে নুযূল ঃ মক্কার কাফেররা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, যদি আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্ পাকের নবী হন তবে তার প্রমাণ হাজির করুন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী প্রমাণ দেখতে চাও? তখন কাফেরা বলল, যদি আপনি এ চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখাতে পারেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। কাফেরদের ওয়াদা করার কারণে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়া কবুল হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি হিজরতের পূর্বে মক্কায় চাঁদ দ্বি-খন্ডিত দেখেছি। কাফেররা বলেছিল, এটা প্রচলিত যাদু মাত্র।

(বোখারী (৩৬৩৬), লুবাব- পৃ: ৪০০)

قوله تعالى : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ـ الاية ٤٥

অর্থ ঃ এ দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে।

(সূরা কমর- ৪৫)

শানে নুযূল ঃ বদর যুদ্ধের সময় মুশরিকরা বলেছিল, আমরা বিশাল শক্তিধর দল। আমাদের প্রতিহত করা সহজ নয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪০০)

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ـ الاية ٤٩

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত মাপে। (সূরা কমর- ৪৯)

শানে নুযূল ঃ মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত রয়েছে। তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মুশরিক লোক তকদীর সম্পর্কে ঝগড়া করার নিমিত্তে জড়ো হয়, তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃ: ৪০০)

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

সূরা আর-রাহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - الاية ١-٢

অর্থ ঃ দয়াময় আল্লাহ্ পাক। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআনুল কারীম।

(সূরা আর-রাহমান- ১-২)

শানে নুযূল ঃ যখন এ আয়াত قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেরদের মধ্যে আবু জাহ্ল, ওয়ালিদ, ওতবা, শায়বা প্রমুখ বলতে লাগল, রহমান কে আমরা তা জানি না তখন সূরা আর রাহমান নাযিল হয়। (তানবীরুল মেকবাস মিন তাফসিরী ইবনে আব্বাস-পৃ: ৪৫০, কুরতুবী-খ: ১৭, পৃ: ১৫৩)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ - الاية ٤٦

অর্থ ঃ আর যে কেউ তার প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবার ভয় রাখে তার জন্য দু'টি বাগান রয়েছে। (সূরা আর-রাহমান- ৪৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ আতা (রহ:)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) কিয়ামতের কঠিন দিন, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমার জন্মই না হতো। হায়! যদি আমি ঘাস হয়ে জন্ম নিতাম, তবে কোন চতুষ্পদ জন্তু আমায় খেয়ে নিত। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খ: ২৭, পৃ: ১৮২, লুবাব-৪০১-৪০২)

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ

সূরা ওয়াকেয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ - الاية ٢٧

অর্থ ঃ সেখানে থাকবে কাটাবিহীন বৃক্ষ। (সূরা ওয়াকেয়া-২৮)

শানে নুযূল ঃ আবুল আলিয়া ও যাহ্যাক বর্ণনা করেন, মুসলমানরা তায়েফের একটি সবুজ শ্যামল বাগানের দিকে তাকালেন। ওখানকার একটি কূলবৃক্ষ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা বললেন, হায়! আমাদের যদি এমনটা থাকত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃ: ৩৪৩)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ - الاية ٣٩-٤٠

অর্থ ঃ পূর্ববর্তীদের একদল এবং পরবর্তীদেরও একটি দল থাকবে।

(সূরা ওয়াকেয়া- ৩৯-৪০)

শানে নুযূল ঃ আলোচ্য সূরার শুরুতে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (পূর্ববর্তীদের একদল এবং পরবর্তীদের কিছু সংখ্যক লোক) নাযিল হয় তখন হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পূর্ববর্তী উম্মৎ থেকে অনেক লোক জান্নাতগামীদের মধ্যে অগ্রবর্তী হবে, আর এ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক হবে। এর কিছুদিন পরে আলোচ্য আয়াত ثلة من الاولين وثلة من الاخرين নাযিল হয়। তখন হুযূর (সাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) -কে ডাক দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ পাকের এরশাদ শ্রবণ কর। আদম (আঃ) থেকে এ পর্যন্ত একদল আর শুধু আমার থেকে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতই একদল। (লুবাব-পৃ: ৪০২-৪০৩, নুরুল কোরআন-খ: ২৭, পৃ: ২২২)

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ - الاية ٨٢

অর্থ ঃ আর এ অবিশ্বাস করাকে তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেছ?

(সূরা ওয়াকেয়া- ৮২)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ)-এর যুগে একবার বৃষ্টিপাত হয়। এ সময় একদল লোক শোকরগোযার হয় আরেকদল লোক আল্লাহ্র এ নেয়ামত অস্বীকার করে। কেউ একে আল্লাহ্র রহমত হিসাবে চিহ্নিত করে আর কেউ একে তারকারাজির অস্তাগমনের কারণ বলে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ থেকে আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৪০৪, (মুসলিম, ঈমান অধ্যায়)

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ

সূরাতুল হাদীদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - الاية ٧

অর্থ ঃ তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি। (সূরা হাদীদ- ৭)

শানে নুযূল ঃ তাবুক যুদ্ধ যেহেতু দূর পাল্লার ছিল আর সময়টাও ছিল খুবই অভাবের, এ কারণে হযরত নবী করীম (সাঃ) ছাহাবাদের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করেন। এ সময় রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করত: আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। (কানয-পৃ: ৯৭)

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ - الاية ١٠

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্র রাহে) ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, তারা অন্যের সমান নয়। (সূরা হাদীদ- ১০)

শানে নুযূলঃ আল্লামা বগভী (রহ:) লিখেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ফজল তাফসীরকার কালবী (রহ:)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর শানে নাযিল হয়েছে। তিনিই সর্ব প্রথম মুসলমান হয়েছেন, তিনিই সর্ব প্রথম আল্লাহ্র রাহে দান করেছেন। মেরাজের ঘটনা শ্রবণ করে তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। (নুরুল কোরআন-খ: ২৭, পৃ: ২৭০, কুরতবী-খ: ১৭, পৃ: ৩৩০)

আল্লামা ওয়াহেদী উপরিউক্ত হাদীসের সমর্থনে আরেকটি প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বিস্তারিত সনদ সহকারে করে হযরত ওমর (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) একবার বসাছিলেন। হযরত সিদ্দীকের জামাটা খুবই জীর্ণ শীর্ণ ছিল, এর দ্বারা তাঁর শরীর পুরোটা ঢাকা ছিল না। বক্ষদেশ দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হন এবং সালাম দিয়ে বলেন, হে মুহাম্মদ! আবু বকরের জামাটা ছেঁড়া-ফাটা কেন? তাঁর বক্ষদেশ দেখা যাচ্ছে যে! হুযুর (সাঃ) বললেন, হে জিবরাঈল ! মক্কা বিজয়ের পূর্বেই সে তাঁর যাবতীয় মাল আমার জন্য ব্যয় করেছে। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, তাঁকে বলুন! আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন। আরও বলুন, আল্লাহ্ পাক জানতে চেয়েছেন তিনি কি এতে তাঁর ওপর খুশী, না অখুশী? হুযূর (সাঃ) সিদ্দীকে আকবরের প্রতি তাকিয়ে বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে বলেছেন, তুমি কি দরিদ্রতার কারণে আল্লাহ্র ওপর খুশী, না অখুশী? সিদ্দীকে আকবর এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমি আমার প্রভুর উপর রাগ করতে পারি কি? আমি আল্লাহ্র ওপর রাজি-খুশী। আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট। আসবাবে নুযুল-ওয়াহেদী-পৃ: ৩৪৫)

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - الاية ١٦

অর্থ ঃ আর মু'মিনদের জন্য সেই সময় কি এখনো আসেনি যে, তাদের হৃদয় বিগলিত হবে আল্লাহ্ পাকের স্মরণে? (সূরা হাদীদ- ১৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) -এর আবির্ভাবের পর প্রথম প্রথম আহ্‌লে কিতাবরা তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হত, প্রভাবিত হত তাদের অন্তর। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল তাদের উদাসীনতা ও গাফলত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তারা রাসূলে খোদার আবির্ভাবের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করছে না এবং নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করছে না, তাই আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইবনে আবি শায়বা বলেন, কোন কোন সাহাবী ঠাট্টা-তামাশায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (কুরতবী-খ: ১৭, পৃ: ২৪৯)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ الاية ٢٨

অর্থ ঃ হে মু'মেনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। (সূরা হাদীদ- ২৮)

শানে নুযূল ঃ যখন আয়াত "اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ" নাযিল হয় তখন আহলে কিতাবদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা সাহাবায়ে কেরামের ওপর ফখর করে বলতেন, আমাদের ছওয়াব দ্বিগুণ। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর-খ: ৪, পৃ: ৩১৭, কুরতুবী-খ: ১৭, পৃ: ২৬৬)

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

সূরা মুজাদালাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُ ـ الاية ١

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক শ্রবণ করেছেন সে স্ত্রীলোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল। (সূরা মুজাদালা- ১)

শানে নুযূল ঃ জাহেলিয়া যুগে আরব দেশে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের ওপর হারাম করে নেয়ার ইচ্ছা করত তখন বলত, তুমি আমার প্রতি আমার মাতার পীঠের ন্যায়।

হযরত খাওলাহ বিনতে ছালাবার স্বামী ছিলেন আওস ইবনে সামেত। আওস তাঁর স্ত্রী খাওলাকে এ কথাই বলেছিলেন। তখন খাওলা কাঁদতে কাঁদতে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) -এর নিকট হাজির হন এবং তার স্বামী কর্তৃক উচ্চারিত বাক্যটি হুযূর (সাঃ)-কে শুনিয়ে দেন। প্রিয়নবী (সাঃ) এরশাদ করেন, তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেলে। তখন খাওলা বারবার এ কথা বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমাকে তালাক দেয়নি। আমার অর্থ-সম্পদ খরচ করে ফেলেছে, আমার যৌবন অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার সন্তানগুলো আমার থেকে দূরে সরে গেছে, এখন আমি কি করব? এরপর খাওলা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করতে থাকেন, হে আল্লাহ্! আমি আমার দুঃখের কথা তোমার কাছে পেশ করছি, তুমিই আমার দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পার। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খ: ৩, লুবাব পৃ: ৪০৮, নুরুল কোরআন-খ: ২৮, পৃ: ২)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ـ الاية ٨ .

অর্থ ঃ আপনি কি তাদের লক্ষ্য করেননি যাদের গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? (সূরা মুজাদালা- ৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম মুকাতিল ইবনে হিব্বানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী (সাঃ) ও ইহুদীদের মধ্যে যখন শান্তিচুক্তি কার্যকর ছিল তখন কোন সাহাবীকে ইহুদীদের এলাকা অতিক্রম করতে দেখলে ইহুদীরা পরস্পর পরামর্শ করত। ওই সাহাবীর ধারণা হতো যে, ইহুদীরা তাকে হত্যা করার অথবা কোন প্রকার কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করছে।

আল্লামা বগভী (রহ:)-এর বর্ণনায় আরো রয়েছে, মুসলমানগণ যখন ইহুদীদেরকে গোপন পরামর্শে লিপ্ত দেখতেন তখন বলতেন, মনে হয় আমাদের কোন সৈন্যের মৃত্যু হয়েছে, অথবা আমাদের কোন সৈন্য বাহিনী পরাজয় বরণ করেছে-এ খবর পেয়েই তারা গোপন পরামর্শ করছে। এভাবে মুসলমানগণ ব্যথিত ও চিন্তিত হতেন। এ ধরনের ঘটনা যখন প্রায়শই ঘটতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পেলেন, তাই তিনি ইহুদীদেরকে এমনি গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তারা এ নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত হলো না। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো। (মাজহারী-খ: ১১, পৃ: ৩৫১)

وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ - الاية ٨

অর্থ ঃ আর (হে রাসূল!) তারা যখন আপনার খেদমতে হাজির হয় তখন এমন শব্দ দ্বারা আপনাকে সালাম দেয়, যা দ্বারা আল্লাহ্ পাক আপনাকে সালাম প্রদান করেননি। (সূরা মুজাদালা- ৮)

শানে নুযূল ঃ ইহুদী ও মুনাফেকরা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র মজলিসে বসেও পরস্পর কানাঘুষা করত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করত। হযরত সাহাবায়ে কেরাম 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যাহান্নাবীয়্যু' বলতেন, কিন্তু ইহুদী ও মুনাফিকরা বলত "আসসামু আলাইকা" অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হোক (নাউযুবিল্লাহ)। তবে তারা কথাটি এভাবে উপস্থাপন করত যে, সকলে তা বুঝতে সক্ষম হতো না। এভাবে ইহুদীরা নবী (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টা করত। শুধু তাই নয়, তারা নিজেরাও বলাবলি করত, যদি তিনি সত্যিই নবী হন তবে আমাদের এসব উক্তি এবং আচরণের কারণে আমাদের উপর আল্লাহ্ পাকের আজাব কেন আপতিত হয় না? এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৪০৯)

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطَانِ - الاية ١٠

অর্থ ঃ গোপন পরামর্শ শয়তানের কাজ। (সূরা মুজাদালাহ- ১০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, মুনাফিকরা নিজেদের মাঝে কানাঘুষা করত। মু'মিনদের প্রতি রাগঝাড়া ও অহংকার প্রদর্শনের জন্য তারা এই গোপন পরামর্শ ও কানাঘুষা করত। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(লুবাব-পৃ: ৪০৯)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ - الاية ١١

অর্থ ঃ হে মু'মেনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, (তোমরা সরে বসো) মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও। (সূরা মুজাদালা- ১১)

শানে নুযূল ঃ মুকাতিল বলেন, একদা হুযূর (সাঃ) সুফফায় অবস্থান করছিলেন। স্থানটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। দিনটি ছিল শুক্রবার। হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন। একদিন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ক'জন সাহাবী হুযূর (সাঃ)-এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুযূর (সাঃ)-কে তাঁরা সালাম দিলেন, তিনি সালামের জবাব দিলেন। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামকে সালাম দিলেন, তাঁরাও জবাব প্রদান করলেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন

মুসলমানগণ তাদের বসবার স্থান করে দিবেন, কিন্তু কেউ এ কাজটি করেননি। বিষয়টি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে অপছন্দনীয় হয়। তিনি কোন কোন অ-বদরী (যিনি বদরে অংশ গ্রহণ করেননি) সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে অমুক! তুমি দাঁড়িয়ে যাও। এভাবে বদরী সাহাবীদের যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের বসার ব্যবস্থা করলেন এবং অন্যদের উঠিয়ে দিলেন। যাদের উঠতে হয়েছে তাদের চেহারার মলিনতা হুযূর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এ সময় মুনাফিকরা মুসলমানদের বলে– তোমরা না বলো, তোমাদের সাথী (নবী সাঃ) ইনসাফ করেন। কসম খোদার, পূর্ব হতেই উপবিষ্টজনদের উঠিয়ে তিনি ইনসাফ করেননি। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(দুররে মানছুর-খ: ৬, পৃ: ১৮৪)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ - الاية ١٢

অর্থ ঃ হে মু'মেনগ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে পরামর্শ করতে চাও তখন এ পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা আদায় কর। (সূরা মুজাদালা- ১২)

শানে নুযূল ঃ মুনাফেকরা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে নিজেদেরকে তাঁর একান্ত আপন এবং অতি অন্তরঙ্গ বলে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে পরামর্শ করত। তাঁর কানে কানে বলার চেষ্টা করত। তারা যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তা প্রমাণ করতেই তারা এমন তৎপরতা দেখাতো। এভাবে হযরত রাসূলের (সাঃ) অনেক ক্ষতি হতো, অনেক লোক তাঁর দরবার হতে বঞ্চিত হত। তাই আলোচ্য আয়াত নাযিল হলো এবং রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ করার পূর্বে আল্লাহ্র রাহে দান ছদকা করার আদেশ দেয়া হল।

(নূরুল কোরআন-খ: ২৮, ৩০-৩১)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا - الاية ١٨-١٤

অর্থ ঃ আপনি কি ঐ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ্ গযব পড়েছে? (সূরা মোজাদালা- ১৪-১৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোন হুজরা শরীফে কিংবা এর ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি এরশাদ করলেন, একজন কঠোর অন্তরবিশিষ্ট লোক এখনই তোমাদের নিকট আসবে। যখন সে আসবে তোমরা তার সাথে কথা বলবে না। একটু পরেই সম্মুখ দিক হতে এক লোককে আসতে দেখা গেল, সে নীলচক্ষুধারী ও কানা।

হুযুর (সাঃ) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি ও তোমার সাথীরা আমাকে গালি দাও কেন? সে বললো, আমাকে ক্ষণিকের জন্য অনুমতি দিন, আমি একটু পরে

আপনার কাছে আসছি। সে ব্যক্তি চলে গেল এবং তার সাথীদের নিয়ে আসল, তারা হযরত (সাঃ)-এর সম্মুখে শপথ করে বলল, আমরা আপনাকে এসব কথা বলিনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ লোকটার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল।

(বাহরে মুহীত-খ: ৮, পৃ: ২৩৭, মাযহারী-খ: ১১, পৃ: ৩৬১, দুররে মানছুর-খ: ৬, পৃ: ১৭৬)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - الاية ٢٢

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্ পাক ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, আপনি তাদের মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। (সূরা মোজাদালা- ২২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম ইবনে শাওযাব থেকে বর্ণনা করেন, এ আয়াত হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় যখন বদর যুদ্ধে তাঁর পিতা জাররাহকে তিনি হত্যা করেন।

এমনিভাবে ইবনে জুরাইজের সূত্রে জানা যায়, আবু কোহাফা একবার হুযূর (সাঃ)-কে গাল দিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে এত জোরে চপেটাঘাত করেন যাতে তিনি ভূপাতিত হন। পরে এ ঘটনা হুযুর (সাঃ)-এর দরবারে উথাপিত হলে তিনি জানতে চান, তুমি এমনটা করেছ কি? আবু বকর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। হযরত (সাঃ) বললেন, এমনটা কখনো করো না। সিদ্দীকে আকবর বললেন, কসম খোদার! যদি আমার কাছে কোন তলোয়ার থাকত তাহলে তাকে হত্যা করতাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খ: ১৭, পৃ: ৩০১, আসবাবে নুযূল-পৃ: ৩৫২)

سُوْرَةُ الْحَشْرِ

সূরা হাশর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ" الى قوله "لِاَوَّلِ الْحَشْرِ" - الاية-١

অর্থ ঃ আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছে। .... তিনি আহলে কিতাবদের প্রথম সমাবেশেই তাদের বাড়ীঘর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। (সূরা হাশর-১)

শানে নুযূল ঃ মদীনার উপকণ্ঠে বনী নযীর নামে একটি গোত্র বাস করত। মুসলমানদের সাথে তাদের মৈত্রী ছিল, কিন্তু তারা গোপনে কাফেরদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে এই মৈত্রী চুক্তি লংঘন করে, এমনকি রাসূল (সাঃ)-কে হত্যারও ষড়যন্ত্র করে। হুযূর (সাঃ) খবর পেয়ে তাদের বসতি ঘেরাও করেন। তারা উপয়ান্তর না দেখে দিশেহারা হয়ে এই শর্তে সন্ধি করে যে, যে পরিমাণ মাল উটের পীঠে নেয়া সম্ভব সে পরিমাণ নিবে, কিন্তু সাথে হাতিয়ার নেবে না। তাদের দেশান্তরকরণের সন্ধিকে কোরআনে 'আউয়ালিল হাশর' বা 'প্রথম সমাবেশ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(বোখারী, হাকেম-খ: ২, পৃ: ২৮৩, صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَاقره (الذهبى)

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا - الاية٥

অর্থ ঃ তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছ অথবা তাকে তার জড়ের ওপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহ্ পাকের হুকুমেই করেছ। (সূরা হাশর- ৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) যখন বনী নযীরের বসতি ঘেরাও করেন এবং তাদেরকে দুর্গে আটকে রাখেন তখন তিনি ইহুদীদের খেজুর গাছসমূহ কেটে জ্বালিয়ে দিতে বলেন যাতে তাদের মনে কষ্ট বাড়ে। এ সময় ইহুদীরা বলে, হে মুহাম্মদ! তুমিই না বলেছ যে, তুমি শান্তিকামী? ফলদার বৃক্ষ কর্তন ও খেজুর বৃক্ষ নিধনে কোন্ ধরনের শান্তি নিহিত? তোমার এই কর্মকাণ্ডে যমীনে কি ফেৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ছে না, তুমি কেন এই ফাসাদ করছ? এতে হুযূর (সাঃ) খুব কষ্ট পান। শুধু কি তাই? এ কথায় মুসলমানরাও প্রভাবিত হন। তারা তটস্থ হন এই ভেবে যে, এটা আসলেই ফাসাদ কিনা। কাজেই তাঁদের কেউ কেউ বললেন, তোমরা বৃক্ষ কর্তন করো না। কেননা, এগুলোতো আগামীতে আমরাই পেতে যাচ্ছি। আবার অনেকে বললেন, না, এগুলো কাটতে থাক। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(তিরমিযী-তাফসীর অধ্যায় হাদীস নং- ৩৩০৩)

وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ،

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ - الاية ٦

অর্থ ঃ আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন।

(সূরা হাশর-৭)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহ:) লিখেছেন: বনী নযীর যখন ঘরবাড়ী ছেড়ে মদীনা মুনাওয়ারার উপকণ্ঠ থেকে চলে যায় তখন যেভাবে খায়বারের মালে গনীমত মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ঠিক সেভাবে বনী নযীরের পরিত্যক্ত সম্পদও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার কথা কোন কোন সাহাবী চিন্তা করেছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (নুরুল কোরআন-খ: ২৮, পৃ: ৬৭)

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ لاية ٩

অর্থ ঃ আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। (সূরা হাশর- ৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনুল মুনযির হযরত ইয়াজিদ ইবনে আসেমের সূত্রে বর্ণনা করেন, আনসারগণ হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে আবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এবং মোহাজিরদের মধ্যে আমাদের জমি সমানভাগে ভাগ করে দিন (অর্থাৎ আনসারগণ তাদের জমির অর্ধেক মুহাজিরগণকে দিয়ে দেয়ার আরযী পেশ করলেন)। নবী (সাঃ) এরশাদ করলেন, জমির মালিকানা তোমাদেরই থাকবে (মালিকানার কোন অংশীদারি থাকবে না)। অবশ্য তোমাদের জমিতে তাদেরকে মেহনত করার সুযোগ দিও এবং উৎপন্ন ফসলকে ভাগ করে নিও। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৪১৪, নুরুল কোরআন-খ: ২৮, পৃ: ৭৬, আসবাবে নুযূল-পৃ: ৩৫৬)

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ الاية ٩

অর্থ ঃ এবং যারা মুহাজিরদেরকে প্রাধান্য দেয় যদিও তাদের নিজেদেরই অভাব অনটন রয়েছে। (সূরা হাশর- ৯)

শানে নুযূল ঃ বোখারী শরীফে হযরত আবু হোবায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার জ্বালায় চরম কষ্ট পাচ্ছি। হুযূর (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের ঘরে লোক পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন, খাদ্য দ্রব্য যা পাও নিয়ে এসো। কিন্তু কোন স্ত্রীর ঘরেই কিছু পাওয়া গেল না। তখন তিনি এরশাদ করলেন, এমন কেউ আছে কি যে আজকের রাতে এ ব্যক্তির মেহমানদারী করবে, আল্লাহ্ পাকের রহমত তার প্রতি বর্ষিত হোক। তখন সঙ্গে সঙ্গে জনৈক আনসারী দন্ডায়মান হলেন

এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার মেহনানদারী করতে চাই। তাই মেহমানকে নিয়ে সে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পৌছেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলেন, ইনি আল্লাহর রাসূলের মেহমান, তাকে না দিয়ে কোন জিনিষ রাখবে না। স্ত্রী বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার নিকট এ শিশুদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। আনসারী সাহাবী বললেন, কোনভাবে শিশুদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে এবং বাতি নিভিয়ে দেবে। আমরা উভয়ে আজ রাতে ক্ষুধার্ত থাকব। আর শিশুদের খাবার মেহমানদের খাওয়াব। স্ত্রী তা-ই করলেন। বাতি ঠিক করার অজুহাতে তা নিভিয়ে দিলেন, আর প্রকাশ করতে থাকেন, আমরা খাচ্ছি, আপনিও খান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা সামান্য খাবারও গ্রহণ করেননি। সকালে ঐ আনসারী সাহাবী হুযূর (সাঃ) -এর দরবারে হাজির হলে তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ পাক অমুক পুরুষ ও অমুক নারীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(বোখারী, মানাকেব অধ্যায়, ৩৭৯৮); মুসলিম (পানাহার অধ্যায়, ১৭২, ১৭৩, ২০৫৪), নাসাঈ (তাফসীর অধ্যায়, ৬০২); মাজহারী-খ: ১১, পৃ: ৩৯৭-৯৮)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا . لاية ١١

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি কি সেই মুনাফিকদের দেখেননি? (সূরা হাশর- ১১)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বনী নযীরের ইহুদীদেরকে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিভাবে উত্তেজিত করেছিল তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আব্দুল্লাহ ছিল ইসলামের শত্রু। সে সর্বদা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। বনী নযীর যখন অবরুদ্ধ, তখন সে গোপনে খবর দেয় যে, তোমরা নিজেদেরকে নি:সঙ্গ মনে করে নিরাশ হয়ো না, আমরাও তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। সুখে -দুঃখে সকল অবস্থায় তোমাদেরই সঙ্গে থাকব। যদি তোমাদেরকে মদীনা মোনাওয়ারা থেকে নির্বাসিত করা হয়, তবে আমরাও তেমাদের সাথে এখান থেকে বের হয়ে যাব। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তবে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করব। এ প্রসংগেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-৪১৬-১৭, নূরুল কোরআন-খ: ২৮, পৃ: ৮৯-৯০)

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

সূরা মুমতাহেনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ - الاية ١

অর্থ ঃ হে মু'মেনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা মুমতাহেনা- ১)

শানে নুযূল ঃ তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল, না। আরো জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাহলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বলল, আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে।

আমি ঘোর বিপদে পড়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করত? সে বলল, বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রন জানায়নি। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা,যখন মক্কার কাফেররা হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাংখা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে

মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্ব প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন ছাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবি বালতায়া (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন। মক্কায় তার স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাস কালেই তিনি মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যে মুহাজিরদের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদ ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়ত তার সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। তাই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদের জানিয়ে দেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-মেয়েদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে 'রওযায়ে খাক' নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে গেছে।

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে, আবু মুরসাদ ও যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে আদেশ দিলেন, 'অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে 'রওয়ায়ে খাকে' পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবি বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি নিয়ে এসো।' হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমরা নির্দেশমত দ্রুত গতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে স্থানের কথা বলেছিলেন ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল, আমার কাছে কারো কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন পত্র পেলাম না

আমরা মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয় সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম, হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে হত্যা করব।

অতঃপর সে নিরুপায় হয়ে চুলের খোপা হতে পত্র বের করে দিল, আমরা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট চলে এলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শোনামাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কাছে আরয করলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে এ কাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঈমানে এখনও কোন তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতেবের জবানবন্দী শুনে বললেন, সে সত্য বলেছে। অতএব তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রাঃ) ঈমানী জোশে তার বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, সেকি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদের ক্ষমা ও তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) অশ্রু ভরা চোখে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহেনার শুরু ভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

{বোখারী জেহাদ অধ্যায়, ৩০০৭, মুসলিম ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায়, ১৬১, ২৪৬৪, তিরমিযী তাফসীর অধ্যায়, ৩৩০৫, নাসাঈ তাফসীর অধ্যায়, ৬০৫, দুররে মানসূর-খ: ৬, পৃ: ২২৫-২৬, রূহুল মায়ানী-খ: ২৮, পৃ: ৬৫-৬৬, মাযহারী-খ: ১১, পৃ: ৪২৫-২৬, তাফঃ কবীর-খ: ২৯, পৃ: ২৯৬-৯৭}

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ . الاية ٤

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য রয়েছে ইব্রাহীম ও তাঁরা সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ।

(সূরা মুমতাহেনা- ৪)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের বলছেন, ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গী নবী-আউলিয়াগণ মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। যখন এ

আয়াত নাযিল হয় তখন মুসলমানেরা তাদের মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে বৈরী মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। পরে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অর্থাৎ "عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة" (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক অচিরেই তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা আছে তাদের মাঝে তোমাদের বন্ধুমনোভাবাপন্ন বানিয়ে দেবেন)-এর পরিণতিতে এদেরই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে আউলিয়া হয়েছেন। মুসলমানদের সংসর্গে থেকেছেন, বিবাহ-শাদী করেছেন। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ উম্মে হাবিবাহ বিনতে আবি সুফিয়ানকে বিবাহ করেছেন।

(আসবাবে নুযূল- পৃ: ৩৬০)

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ - الاية ٨

অর্থ ঃ যারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের বাড়ীঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি উদারতা মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ পাক তোমাদের নিষেধ করেন না। (সূরা মুমতাহেনা- ৮)

শানে নুযূল ঃ হিশাম ইবনে উরওয়া ফাতেমা বিনতুল মুনযির থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) বলেছেন, হুদায়বিয়ার চুক্তির পর আমার মা যিনি মুশরিক ছিলেন, তিনি আমার নিকট আসলেন। তিনি আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। তাই আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা এসেছেন। তিনি মুশরিক, তার একান্ত ইচ্ছা আমি তাকে সাহায্য করি, আমি কি তার সাথে এভাবে ভাল ব্যবহার করব? হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করলেন, তুমি তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (নুরুল কোরআন-খ: ২৮, পৃ: ১৩৬, মুস্তাদরাক-খ: ২, পৃ: ৪৮৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ খ: ৭, পৃ: ১২৩)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ - الاية ١٠

অর্থ ঃ হে মুমেনগণ! যখন তোমাদের নিকট মু'মেনা নারীরা হিজরত করে আসে তখন তাদের যাচাই করে নাও। (সূরা মুমতাহেনা- ১০)

শানে নুযূল ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়া সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, যদি কাফেরদের কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের নিকট চলে যায় তবে তাকে মক্কার কাফেরদের নিকট ফেরৎ দিতে হবে। এ শর্তের কারণেই হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) যখন হুযূর (সাঃ) -এর খেদমতে হাজির হলেন, যিনি অত্যন্ত মজলুম ছিলেন,

এতদসত্ত্বেও তিনি তাকে কাফেরদের নিকট ফেরৎ দেন। এমনিভাবে আরো কিছু লোক কাফেরদের নিকট থেকে হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হন। কিন্তু তিনি চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাদেরকেও ফেরত পাঠিয়ে দেন। ওই চুক্তিতে কেবল পুরুষদের কথা ছিল। নারীদের কথা উল্লেখ হয়নি। কিন্তু সে সময় কয়েকজন নারীও হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন, তন্মধ্যে ছিলেন উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত। তিনি হিজরত করে মদীনা শরীফ উপস্থিত হন। তাঁর দু'ভাই আম্মারা ও ওয়ালিদ তাঁতে ফেরৎ নেয়ার জন্যে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। মুস্তাদারাকে হাকেম-খ: ২, পৃ: ৪৮৫, মুসনাদে আহমদ-খ: ৪, পৃ: ৩৩১)

وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - الاية ١٠

অর্থ ঃ আর তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।
(সূরা মুমতাহেনা- ১০)

শানে নুযূল ঃ হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ না করে কাফেরদের সাথে থেকে যায়। এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।
(লুবাব-পৃ: ৪২১)

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ - الاية ١١

অর্থ ঃ আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফেরদের মাঝে থেকে যাওয়ার কারণে তোমাদের হস্তগত না হয়। (সূরা মুমতাহেনা- ১১)

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত উম্মুল হাকাম বিনতে সুফিয়ান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে মুরতাদ হয়ে জনৈক ছাকাফীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কুরাইশ বংশের মধ্যে সে-ই একমাত্র রমণী যে ইসলাম গ্রহণ করে মুরতাদ হয়ে যায়।
(লুবাব-পৃ: ৪২১)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - الاية ١٣

অর্থ ঃ হে মু'মেনগণ! যাদের উপর আল্লাহ্ পাকের গযব আপতিত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করো না। (সূরা মুমতাহেনা- ১৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও জায়েদ ইবনে হারেস কোন কোন ইহুদীর সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন। এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (লুবাব-পৃ: ৪২১)

سُوْرَةُ الصَّفِّ

সূরা সফ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قوله تعالى : سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۔ الاية ١-٢

অর্থ ঃ আসমান-যমীনের সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে। (সূরা সফ্- ১-২)

শানে নুযূল ঃ সাহাবায়ে কিরামের অনেকে বলতেন, আমরা যদি জানতে পেতাম আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন্ আমলটা অতি উত্তম, তাহলে আমরা সেটা করতাম। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিযী-খ: ২, পৃ: ১৬৯)

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ۔ الاية ٨

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাকের নূরকে তারা মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। (সূরা সফ্- ৮)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, চল্লিশ দিন যাবত ওহী অবতরণ বন্ধ ছিল। তখন ইহুদী সর্দার কাব ইবনে আশরাফ বলেছিল, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য সুসংবাদ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাক যে নূর নাযিল করেছিলেন তা বন্ধ হয়ে গেছে। ওই অবস্থায় আল্লাহ্র নবী খুবই চিন্তিত ছিলেন। আর তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।
(কুরতুবী-খ: ১৮, পৃ: ৮৫, রূহল মায়ানী-খ: ২৮, পৃ: ৮৮)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ ۔ الاية ١٠

অর্থঃ হে মু'মেনগণ! আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসার সন্ধান দেব? (সূরা সফ্- ১০)

শানে নুযূল ঃ যখন লোকেরা বলেছিল, হায়! আমরা যদি জানতে পারতাম কোন্ আমলটা উত্তম এবং আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আর কিছু সাহাবী জেহাদ-এর ব্যাপারে অনীহা দেখালে এই "لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ" (আয়াত-২) নাযিল হয়। (লুবাব-পৃ: ৪২২)

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - الاية ١١

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। (সূরা সাফ- ১১)

শানে নুযূল ঃ সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ:) বলেন, যখন "يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ" আয়াতখানা নাযিল হয় তখন মুসলমানগণ বললেন, যদি আমরা জানতাম কেমন হবে এই ব্যবসা তাহলে আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ব্যয় করতাম। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব- ৪২৩)

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ

সূরা জুমু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ - الاية ٦

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে ইহুদীরা! তোমরা যদি মনে করে থাক যে, সকল মানুষের মধ্যে শুধু তোমরাই আল্লাহ্র পাকের বন্ধু। (সূরা জুমু'আ- ৬)

শানে নুযূল ঃ আহ্লে কিতাবরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বলে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করত এবং নিজেদেরকে খোদার বন্ধু মনে করত। এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআলিমের সূত্রে কানযুল নুকূল- পৃ: ১০০)

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً - الاية ١١

অর্থ ঃ যখন তারা দেখতে পায় ব্যবসা ও খেল তামাশা তখন তারা সেদিকে ছুটে যায়। (সূরা জুমু'আ- ১১)

শানে নুযূল ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সাঃ) মসজিদে নববীতে জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় মদীনায় অত্যন্ত খাদ্যাভাব ছিল। ঐ খুৎবার সময়ই সিরিয়া থেকে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা হাজির হয়। এ সময় মাত্র ১২ জন ছাহাবী ছাড়া সকলে ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে চলে যান। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, তখন ঈদের খুৎবার ন্যায় জুমুআর খুৎবাও নামাযের পর দেয়া হত। তাই তারা মনে করেছেন নামাযতো হয়েই গেছে, অতএব যেতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আবার অনেকে বলেছেন, যারা মসজিদ ছেড়ে ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে ছুটে যান তারা ছিলেন নও-মুসলিম। তবে যারা ঈমানে পরিপক্ক ছিলেন তারা দরবারে

নবুওয়াত ছাড়েননি। যে বারজন থেকে গিয়ে ছিলেন তারা হচ্ছেন যথাক্রমে ঃ (১) হযরত আবু বকর (রাঃ), (২) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), (৩) হযরত ওসমান (রাঃ), (৪) হযরত আলী (রাঃ), (৫) হযরত তালহা (রাঃ), (৬) হযরত জুবায়ের (রাঃ), (৭) হযরত সা'দ (রাঃ), (৮) হযরত সাঈদ (রাঃ), (৯) হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ), (১০) হযরত বেলাল (রাঃ), (১১) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং (১২) বর্ণনা কারী জাবের (রাঃ)। এ বারজন ব্যতিরেকে আর সকলে ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে ছুটে যান। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

{বোখারী (৯৩৬), মুসলিম (৩৬/৮৬৩), তিরমিযী-তাফসীর অধ্যায় (৩৩১), নাসাঈ (তাফসীর অধ্যায়-হাদীস নং ৬১৩), কুরতুবী-খ: ১৮, পৃ: ১০৯, নুরুল কোরআন খ: ২৮, পৃ: ২১৪-১৫}

سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ
সূরা মুনাফিকুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ـ الاية ١

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রাসূল। (সূরা মুনাফিকুন- ১)

শানে নুযূল ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেছেন, মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদের বলেছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রয়েছেন, যে পর্যন্ত না তাঁরা তাঁর থেকে সরে যায়, সে পর্যন্ত তাদের আর্থিক সাহায্য করো না। আমরা যদি মদীনা প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তিরা এ ইতর লোকদের সেখান থেকে বের করে দেবে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি এ বিষয়টি আমার চাচাকে বলি, তিনি তা রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে পেশ করেন। তখন তিনি আমাকে তলব করেন, আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন হুযূর (সাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথীদের তলব করলেন। সে এসে শপথ করে বললো, এ রকম কোন কথা আমি বলিনি। তখন আমার চাচা বললেন, আমি চাইনি যে, কেউ তোমাকে মিথ্যাবাদী করুন। কিন্তু এখনতো স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তোমাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করছেন এবং তোমাকে অপছন্দ করছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তিরমিযী (তাফসীর অধ্যায়, ২৩১৩)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - الاية ٥

অর্থ ঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আস, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। (সূরা মুনাফিকূন- ৫)

শানে নুযূল ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে বলা হয়েছিল, তুমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলে তিনি তোমার জন্য এস্তেগফার করবেন। এতে সে অসম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা নাড়ল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব -পৃ: ৪২৪)

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ - الاية ٦

অর্থ ঃ আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। (সূরা মুনাফিকূন- ৬)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ) যখন এই আয়াত নাযিল হয় তখন বলেছিলেন, আমি ৭০ বার এস্তেগফার করব। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব পৃ: ৪২৪)

سُورَةُ التَّغَابُنِ

সূরা তাগাবুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ - الاية ١٤

অর্থ ঃ হে মু'মেনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। (সূরা তাগাবুন- ১৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কার কিছু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে হিযরতের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাদের পরিবারবর্গ হিজরতের ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল– তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ, আমরা সবর করেছি। কিন্তু এখন তোমরা হিজরত করে চলে যাবে, তোমাদের এ বিরহ আমাদের জন্য অসহনীয়। পরিবারবর্গের এ নিবেদনের কারণে তারা হিজরতাকাংক্ষা পরিত্যাগ করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কুরআন-খ: ২৮, পৃ: ২৬৯)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ الاية ١٦

অর্থ ঃ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্ পাককে ভয় কর। (সূরা তাগাবুন- ১৬)

শানে নুযূল ঃ যখন "اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ" (ال عمران - ١٧٠) (তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর, যতখানি ভয় করা উচিত) নাযিল হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম সারারাত দরবারে এলাহীতে দন্ডায়মান থাকতেন। এরপরও তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন, কেননা যতখানি ভয় করা উচিত ততখানি ভয় করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অনুভূত হচ্ছে। আল্লাহ্ পাকের হক্ আদায় করে ভয় করা সত্যি কঠিন। এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খ: ২৮, পৃ: ২৭২, কুরতুবী-খ: ১৮, পৃ: ১৪৫)

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

সূরা তালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ الاية ١

অর্থ ঃ হে নবী! (লোকদেরকে বলে দিন) যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করো, তখন তাদের (ঋতু অবস্থায় নয়, বরং পবিত্র অবস্থায়) ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও। (সূরা তালাক- ১)

শানে নুযূল ঃ (১) কাতাদা হযরত আনাস (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দিলেন। তিনি তার পিত্রালয়ে চলে এলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, আপনি তাকে রুজু করে নিন কেননা সে অনেক বেশী রোজা রাখে এবং বেশী নামায আদায় করে, সে এ পৃথিবীতে আপনার স্ত্রী এবং জান্নাতেও।

(২) বোখারী শরীফে রয়েছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বিষয়টি হুযূর (রাঃ)-এর গোচরে আনলেন। তখন প্রিয়নবী (সাঃ) খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং এরশাদ করলেন, তার

কর্তব্য হলো রুজু করে নেয়া। এরপর সে পবিত্র হলে যখন দ্বিতীয় বার ঋতু আসবে আর সে ঋতু থেকেও পবিত্র হবে তখন ইচ্ছা করলে সে তার স্ত্রীকে রাখতে পারবে বা তালাক দিতে পারবে। অত:পর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

(দুররে মানসূর-খ ৩, পৃ: ২২৯), বোখারী (তালাক অধ্যায়, হাদীস নং ৫৩৩২)

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ـ الاية ٢

অর্থ ঃ যে কেউ আল্লাহ্ পাককে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নাজাতের পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিয্‌কের ব্যবস্থা করে দেন যা তার কল্পনাতীত। (সূরা তালাক- ২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে মরদবিয়া আবু সালেহ (রহ:)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর দরবারে হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমার পুত্র সালেমকে দুশমনরা বন্দী করে রেখেছে। তার মাতা চরম অস্থির হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আমাকে আপনি কী আদেশ করেন, আমি কী করবো? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, আমি তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে আদেশ করি, তোমরা উভয়ে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অধিক পরিমাণে পাঠ কর। এ কথা শ্রবণ করে আওফ (রাঃ)-এর স্ত্রী বললেন, হুযূর (সাঃ) আমাদেরকে অত্যন্ত ভাল আদেশ দিয়েছেন। এরপর তারা উভয়ে অধিক পরিমাণে দোয়াখানি পাঠ করলেন। কিছুদিন পরই দেখা গেল দুশমনরা তার পুত্র সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছে। তখন তাঁর পুত্র তাদের অনেকগুলো বকরী নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। আল্লামা বগভী লিখেন, ঐ বকরীগুলোর সংখ্যা ছিল চার হাজার। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ ـ الاية ٤

অর্থ ঃ আর তোমাদের (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রীদের মধ্যে থেকে যারা তাদের ঋতু সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। (সূরা তালাক- ৪)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার মুকাতিল বলেন, যখন يتربصن بانفسهن ثلثة قروء নাযিল হয় তখন খাল্লাদ ইবনে নোমান ইবনে কয়েস আল-আনসারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে মেয়েদের হায়েজ হয় না তাদের ইদ্দত কতদিন এবং যারা নাবালেগা তাদের কত, আর যারা অন্ত:সত্ত্বা তাদেরইবা কত? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃ: ৩৭১)

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ

সূরা তাহরীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ـ الاية ١

অর্থঃ হে নবী! আল্লাহ্ পাক আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি কেন তা হারাম করেছেন? (সূরা তাহরীম- ১)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আতা (রহ:)-এর বর্ণনা রয়েছে। ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর ঘরে হুযূর (সাঃ) মধুর শরবত পান করতেন। আমি ও হাফসাহ (রাঃ) পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) যখন আমাদের কারো নিকট তাশরীফ আনবেন, তখন সে বলবে, আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। (মাগাফীর বলা হয় এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে)। যখন হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁদের একজনের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মাগাফীরের গন্ধ অনুভব করছি। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, আমি তো যয়নব বিনতে জাহাশের নিকট মধুর শরবত পান করেছিলাম, এরপর তা আর পান করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (মাযহারী-খ: ১১, পৃ: ৫৭০, দুররে মানছুর খ: ৩, পৃ: ২৬৪, রুহুল মায়ানী-খ: ২৮, পৃ: ১৪৬, কুরতুবী-খ: ১৮, পৃ: ১৭৭)

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ـ الاية

অর্থ ঃ যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট তওবা কর তবে (তা উত্তম) কেননা, তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।(সূরা তাহ্রীম- ৪)

শানে নুযূল ঃ হযরত হাফসা (রাঃ) হযরত আয়েশার পালার দিনে রাসূলে আকরাম (সাঃ) -কে উম্মে ইব্রাহীমের (মারিয়া কিবতিয়া) ঘরে পেলেন। বললেন, আমি তাঁকে (আয়েশাকে) অবশ্যই জানাব। হুযূর (সাঃ) এ কথা শুনে বললেন, আমি যদি তার কাছে যাই তবে সে হারাম। হযরত হাফসা কথাটি আয়েশা (রাঃ)-এর কানে দেন। এদিকে নবী করীম (সাঃ) হাফসার এই কথা ওহীর মাধ্যমে জানতে পারেন।

হযরত হাফসা বলেন,আপনি জানলেন কি করে? তখন তিনি এরশাদ করেন, সর্বজ্ঞ সবজান্তা আল্লাহ্-ই আমাকে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে হুযূর (সাঃ) খুব কষ্ট পেয়ে এক মাস যাবত স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করবেন বলে মনস্থির করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৩৭৫-৭৬)

سُوْرَةُ الْمُلْكِ

সূরা মুল্ক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ - الاية ١٣

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল। (সূরা মুল্ক-১৩)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কাফেররা পরস্পরের মধ্যে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা বলতো এবং একে অন্যকে সতর্ক করতঃ বলতো, নিম্নস্বরে কথা বল। আল্লাহ তা'আলা শুনে ফেললে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানিয়ে দেবেন। বাস্তবেও তা-ই হত। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সব খবর দিয়ে দিতেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর-খঃ ৪, পৃঃ ৪১৯-২০; কুরতুবী-খঃ ১৮, পৃঃ ২১৪)

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

সূরা কলম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ - الاية ٢

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। (সূরা কলম-২)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জুরাইজ বলেন, কাফেররা বলল, তিনি উন্মাদ, সর্বোপরি শয়তান (নাউযুবিল্লাহ)। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব পৃঃ ৪৩২)

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ الاية ٤

অর্থ ঃ আর নিশ্চয় আপনি চরিত্র মাধুর্যের উচ্চতম স্তরে রয়েছেন। (সূরা কলম-৪)

শানে নুযূল ঃ হুযূরে আকরাম (সাঃ) ছিলেন চরিত্র মাধুর্যে অনন্য। সাহাবায়ে কেরাম কিংবা আহলে বাইতের কেউ যখন তাকে আহবান জানাতেন তখন তিনি তাদের আহবানে সাড়া দিতেন। এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(কুরতুবী-খঃ ১৮, পৃঃ ২২২৭)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ ـ الاية ١٠

অর্থ ঃ যে কথায় কথায় শপথ করে এমন হীন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না।

(সূরা কলম-১০)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত আখনাস ইবনে শুরাইক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

(কুরতুবী-খঃ ১৮, পৃঃ ২৩১)

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। (সূরা কলম-১৭)

শানে নুযূল ঃ বদর যুদ্ধের সময় আবু জাহ্‌ল বলেছিল, মুসলমানদের ধরে ধরে রশি দ্বারা বেঁধে ফেল। এ প্রসংগে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৩৩)

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ الاية ٥١

অর্থ ঃ হে রাসূল! কাফেররা যখন পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে তখন মনে হয় তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আঁছড়ে ফেলে দেবে। (সূরা কলম-৫১)

শানে নুযূল ঃ কালবী (রহঃ) বলেছেন, তদানীন্তন আরবে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, দু'তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার পর নিজের তাঁবুতে ফিরে আসত। ঐ সময় যদি কোন উট বকরী সে দেখত তবে সে বলত, আজকে আমি এর চেয়ে সুন্দর উট, বকরী দেখিনি। এ কথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ উট-বকরীগুলোর কিছু সংখ্যক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। মূলত এটি ছিল তার বদনযরের প্রতিক্রিয়া। কাফেররা এই ব্যক্তিকে অনুরোধ করেছিল, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি বদনযর ফেলতে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবীকে হেফাজত করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(ইবনে কাছীর খঃ ৪ পৃঃ ৪৩১-৩৫)

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ

সূরা হাক্কাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ - الاية ١٢

অর্থ ঃ আর কান এটিকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (সূরা হাক্কাহ-১২)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম দিয়েছেন যেন তোমাকে আমার কাছাকাছি রাখি, দূরে ঠেলে না দেই। তোমাকে যেন ইলম শিখাই যা তুমি স্মরণ রাখতে পার, স্মরণ রাখা তোমার দায়িত্ব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

সূরা মায়ারিজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَأَلَ سَائِلٌ - الاية

অর্থ ঃ এক ব্যক্তি কামনা করল সে আযাব আসুক, যা অবধারিত। (সূরা মায়ারিজ-১)

শানে নুযূল ঃ নজর ইবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছিল। সে ছিল মক্কার কুখ্যাত কাফের। সে এভাবে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্! যদি এই কুরআন এবং এই রাসূল সত্যই তোমার তরফ থেকে হয়, তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর আর আমাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল কর। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (নাসাঈ তাফসীর অধ্যায়-হাদীস নং ৬৪০; اسناده حسن على شرط البخارى)

لِلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ - الاية ٢

অর্থ ঃ কাফেরদের জন্যে, যা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (সূরা মায়ারিজ-২)

শানে নুযূল ঃ যখন سَأَلَ سَائِلٌ আয়াত নাযিল হয় তখন মানুষেরা বলেছিল, কার উপর এ আযাব নাযিল হবে? তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৩৪)

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ - الاية ٣٦

অর্থ ঃ কাফেরদের কি হলো যে তারা আপনার নিকট ছুটে আসছে ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, দলে দলে। (সূরা মায়ারিজ-৩৬)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, কাফেরদের একটি দল হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হত। তাঁর মহান বাণী শ্রবণ করত, এরপর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করত। তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এ আয়াত নাযিল হয়। (নুরুল কোরআন-খঃ ২৯, পৃঃ ১৫০)

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ - الاية ٣٨

অর্থ ঃ তাদের প্রত্যেকেই কি এ আশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে। (সূরা মায়ারিজ-৩৮)

শানে নুযূল ঃ মুফাসসিরীন বলেন, মুশরিকরা হুযূর (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হতো, তাঁর মধুস্রাবী বাণী শুনত কিন্তু তা হতে উপকৃত হবার নিমিত্তে নয় বরং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য। তারা বলত, তারা যদি জান্নাতে প্রবেশ করে তাহলে তাদের আগে ভাগেই আমরা প্রবেশ করব। কেননা, জান্নাতের নেয়ামতের প্রাচুর্য আমাদের জন্যই বরাদ্দ। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৩৮০)

سُوْرَةُ الْجِنِّ

সূরা জিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ - الاية ١

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে। (সূরা জিন-১)

শানে নুযূল ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে 'ওকাজ' নামক বাজারের দিকে গমন করছিলেন। তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। নামাযে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করার সময় জিনেরা তা শ্রবণ করেছিল।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে জিন ও শয়তানেরা আসমানের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে ফেরেশতাদের নিকট থেকে কোন কোন খবর সংগ্রহ করতে পারত। সে খবরের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে শয়তানেরা তাদের অনুগামীদের নিকট জানিয়ে দিত। গণকরা ঐ গায়েবী খবর দিয়ে মানুষ থেকে বাহবা বা বখশিষ নিত। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের আবির্ভাবের পর এই পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। যদি কোন জিন-শয়তানকে আসমানে দেখা যায় তবে তার প্রতি বর্ষিত হয় উল্কা-বৃষ্টি। এ অবস্থা কিজন্য হলো তা জানার জন্য জিনদের বিভিন্ন অনুসন্ধানী দল বের হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে নাসীবাঈনের এ দলটি নাখলায় হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট থেকে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে এবং এ সত্য উপলব্ধি করল যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের মহানবাণী কোরআনুল কারীম নাযিল হবার কারণেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারা এরপর ফিরে গিয়ে নিজ কওমকে বলে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। তখন আল্লাহ্ পাক ওহীর মাধ্যমে জিনদের এ কথা নাযিল করেন। (বোখারী-খঃ ২, পৃঃ ৭১২ তিরমিযী-খঃ ২, পৃঃ ১৭২)

وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ - الاية ٦

অর্থ ঃ আর নিশ্চয় কিছু মানুষ কিছু সংখ্যক জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করত। (সূরা জিন-৬)

শানে নুযূল ঃ কারদাম ইবনে সায়ের তার পিতার সাথে কোন কাজের উদ্দেশে মদীনায় গিয়েছিলেন। তারা জনৈক রাখালের কাছে রাত্রি অতিবাহিত করেন। যখন অর্ধ রাত অতিবাহিত হয় তখন একটি বাঘ এসে একটি বকরীকে ধরে। রাখাল চিৎকার দিয়ে বলে, হে মালিক মরুভূমির! এ সময় কেউ জবাব দেয়, ওকে ছেড়ে দাও। সুতরাং বকরীর বাচ্চাটি দৌড়ে আসে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (কুরতুবী-খঃ ১৯, পৃঃ ১০)

وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا - الاية ١٦

অর্থ ঃ আর যদি তারা সরল-সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত। (সূরা জিন-১৬)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতে কুরাইশ কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যখন সাত বছর বৃষ্টি বন্ধ ছিল। (লুবাব-পৃঃ ৪৫৬)

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ ـ الاية ١٨

অর্থ ঃ আর মসজিদসমূহ শুধু আল্লাহ্ পাকের জন্য। (সূরা জিন-১৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম আবু সালেহ-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। জিনেরা আরজ করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্যে কি অনুমতি রয়েছে আমরা আপনার সঙ্গে মসজিদে নামাযের জামাতে হাজির হই? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ দ্বারা যেন জিনদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা নামায পড়, কিন্তু মানুষের সাথে মেলামেশা করো না।' (লুবাব-পৃঃ ৪৫৬; নুরুল কোরআন-খঃ ২৯ পৃঃ ২১৯)

قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ـ الاية ٢٢

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর হাযরামীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন সর্দার তার গোত্রের লোকদের বলেছিল, মুহাম্মদ (সাঃ) চান যে, আমরা তাকে আশ্রয় প্রদান করি। এ জন্যে আমি তাকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করলাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৫৭)

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

সূরা মুয্যাম্মিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ـ الاية ١

অর্থ ঃ হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী। (সূরা মুয্যাম্মিল-১)

শানে নুযূল ঃ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার মক্কার মুশরিকরা হুযূর (সাঃ)-কে কোন অপ্রিয় নামে ডাকার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করে যেন সেই নামে

তিনি প্রসিদ্ধ হন। এ পর্যায়ে কেউ কেউ প্রস্তাব দেয় তাকে 'কাহেন' বা গণক বলা হোক। কিন্তু অন্যরা এর বিরোধিতা করে বললো, তিনি গণক নন। অন্য একদল বললো, তাকে উন্মাদ বলা হোক। তখন অন্য একদল বললো, তিনি উম্মাদ নন। তখন তারা বললো, তাকে 'সাহের' বা যাদুকর বলা হোক। কিছু লোক বললো, তিনি যাদুকরও নন। এ সব উক্তি শ্রবণ করে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর মন আহত হলে তিনি একটি কম্বল গায়ে দিয়ে শয়ন করলেন। সে মুহূর্তে আল্লাহ্ পাক তাঁকে সস্নেহে يا ايها المزمل বলে ডাকলেন। (লুবাব-পৃঃ ৪৫৭, নুরুল কোরআন-খঃ ২৯, পৃঃ ২৩৬-৩৭)

فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ الاية ٢٠

অর্থ ঃ অতএব কুরআনুল কারীমার যতটুকু তেলাওয়াত করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয় ততটুকু তেলাওয়াত কর। (সূরা মুয্‌যাম্মিল-২০)

শানে নুযূল ঃ যখন يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا নাযিল হয় তখন থেকে প্রায় এক বছর মুসলমানরা নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে যেতে থাকেন। তখন যেহেতু সময় নিরূপণের কোন মাধ্যম ছিল না তাই মুসলমানরা সারাটি রাত জাগ্রত থাকতেন, এতে বেশ অসুবিধা হতে লাগল তাঁদের। এমন কি অনেকের পা ফুলে ওঠত। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ পাক তাহাজ্জুদের ফরজিয়ত রহিত করেন। (লুবাব-পৃঃ ৪৫৮)

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

সূরা মুদ্দাচ্ছির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ الاية ١-٧

অর্থ ঃ হে বস্ত্রাবৃত, ওঠো। (সূরা মুদ্দাচ্ছির ১-৭)

শানে নুযূল ঃ মক্কার অদূরে গারে হেরায় সর্ব প্রথম ওহী নাযিল হবার পর প্রায় পৌনে তিন বছর বিশেষ কোন হেকমতের কারণে ওহী অবতরণ বন্ধ ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) অধীর আগ্রহে ওহী অবতরণের অপেক্ষা করতেন। এমনকি

কখনো ব্যাকুল হয়ে মক্কা নগরী থেকে বের হয়ে যেতেন। হঠাৎ একদিন কিছু শব্দ শ্রবণ করলেন কেউ যেন তাকে ডাকে। তিনি অগ্র-পশ্চাতে, ডানে-বামে তাকালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। অবশেষে তিনি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে সেই ফেরেশতাকে দেখতে পান যিনি ইতিপূর্বে হেরা গুহায় এসেছিলেন। তিনি আসমান-যমীনের মাঝে একটি নূরানী আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন, যা আসমানের এক প্রান্তকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। তখন প্রিয়নবী (সাঃ)-এর অন্তরে একপ্রকার ভয়-ভীতির উদ্রেক হলো, যা ইতোপূর্বে হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হবার সময়ও হয়েছিল। ওই অবস্থায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, "دثرونى "دثرونى আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। ওই সময় এই সূরার ১-৭ আয়াত নাযিল হয়। (নুরুল কোরআন-খঃ ২৯, পৃঃ ২৭২; বোখারী-ওহী অধ্যায়)

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا - الاية ١١

অর্থ ঃ আমাকে এবং আমি যাকে নিঃসঙ্গ সৃষ্টি করেছি তাকে ছেড়ে দাও।
(সূরা মুদ্দাচ্ছির-১১)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, যখন এ আয়াত حٰمٓ. تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ---- لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ" নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী (সাঃ) মসজিদে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। পাশেই ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা। সে এ আয়াতের পাঠ শ্রবণ করছিল, প্রিয়নবী (সাঃ) দ্বিতীয় বার এ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন তখন ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা তার গোত্র বনী মাখযুমের মজলিসে গিয়ে বললো, আমি এইমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট এমন বাণী শ্রবণ করেছি, যা মানুষের কথা নয় এমনকি জ্বিনের কথাও নয়। এতে দারুণ আকর্ষণ রয়েছে এবং রয়েছে সৌন্দর্য। সে একদিন বিজয়ী হবে, পরাজিত হবে না। এ কথা বলে সে নিজ গৃহে চলে যায়। কোরায়েশরা এ কথা শ্রবণ করে বললো, ওয়ালিদ তার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে। এসব কথা শুনে আবু জাহ্‌ল বললো, তোমাদের এ বিপদ আমি দূর করে দেব। এরপর আবু জাহ্‌ল ওয়ালিদের নিকট গমন করল এবং অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিষণ্ন চেহারা নিয়ে তার নিকট বসে পড়ল। ওয়ালিদ জিজ্ঞাসা করল, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি এত চিন্তিত কেন? আবু জাহ্‌ল বললো, চিন্তিত না হবার কি কারণ থাকতে পারে? কেননা কোরায়েশরা একত্রিত হয়ে আপনার বৃদ্ধকালেও আপনার প্রতি অপবাদ দিচ্ছে। তারা বলে যে, আপনি মুহাম্মদের কথাকে অত্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছেন। আপনি আবু কোহাফার নিকট এজন্য গমন করেন যেন তাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করতে পারেন।

ওয়ালিদ এসব কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বলল, কোরায়েশরা কি জানে না আমি অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার অনেক সন্তান-সন্ততি রয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উচ্ছিষ্ট কোথায়? এরপর সে আবু জাহলকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল এবং বলল, তোমাদের ধারণা এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) পাগল, তাঁকে কেউ কখনো পাগলের ন্যায় কথা বলতে শুনেছো? উপস্থিত লোকেরা জবাব দিল, না। ওয়ালিদ বললো, তোমাদের ধারণা, মুহাম্মদ (সাঃ) গণক, তাঁকে কি কখনো কেউ গণকের কাজ করতে দেখেছো? লোকেরা বলল, খোদা সাক্ষী, কেউ দেখেনি। ওয়ালিদ বলল, তোমরা বল মুহাম্মদ (সাঃ) কবি, তোমরা কখনো তাঁকে কাব্য-রচনা করতে দেখেছো? লোকেরা বলল, খোদার শপথ, না। ওয়ালিদ বলল- তোমরা বল মুহাম্মদ (সাঃ) মিথ্যাবাদী, কিন্তু তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখেছো? তারা বলল, আল্লাহ্র শপথ! মোটেই নয়। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য লোকেরা তাঁকে নবুওয়াতের পূর্বে 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত করেছিল। এরপর কোরায়েশের লোকেরা ওয়ালিদকে বললো, তাহলে তিনি কী সে কথা বলা না পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ছি না। আপনি বলুন সে কী? তখন ওয়ালিদ কিছুক্ষণ চিন্তা করল এবং বললো, সে যাদুকর। তোমরা দেখেছ যে তাঁর কথার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী, পিতা এবং সন্তান এবং ভাইয়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দেয়। এ ঘটনার পরই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (মাযহারী-খঃ ১২, পৃঃ ১৯১-৯২; মুসতাদরাকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ৫০৬; দুররে মানসূর-খঃ ৬, পৃঃ ১৯৮)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ - الاية ٣٠

অর্থ ঃ তার উপর নিয়োজিত রয়েছে উনিশজন প্রহরী। (সূরা মুদ্দাচ্ছির-৩০)

শানে নুযূল ঃ বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইহুদীদের একটি দল একদা জনৈক সাহাবীকে জাহান্নামের প্রহরী সম্বোধন করল। তিনি রাসূল (সাঃ)-কে এ কথা জানালে এই আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬০, সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ৫৭০)

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً - الية ٣١

অর্থ ঃ আমি শুধু ফেরেশতাদেরকেই দোযখের প্রহরী নিযুক্ত করেছি। (সূরা মুদ্দাচ্ছির-৩১)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, যখন عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াত নাযিল হয় তখন আবু জাহ্ল কোরায়েশদেরকে বললো, তোমরা দশ দশটি মানুষও কি দোযখের একজন প্রহরীর মোকাবেলা করতে পারবে না? সেখানে তো মাত্র উনিশজন প্রহরীই থাকবে. তোমরা

তো বেশ শক্তিশালী । আবুল আসাদ ইবনে কালদা জামহী বললো, সতেরজন প্রহরীর জন্য আমি একাই যথেষ্ট, দশজনকে পেছন থেকে আর সাতজনকে সামনে থেকে বেঁধে নেব, আর দু'জনের মোকাবেলা তোমরা সকলে করবে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (নুরুল কোরআন-খঃ ২৯, পৃঃ ২৯১)

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا ـ الاية ٥٢

অর্থ ঃ বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে তাকে একটি খোলা চিঠি দেয়া হোক। (সূরা মুদ্দাচ্ছির-৫২)

শানে নুযূল ঃ ইবনুল মুনযির সুদ্দী (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কাফেররা বলেছিল, যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াতের দাবীতে সত্য হন তবে আমাদের প্রত্যেকের নিকট খোলা চিঠি আসা উচিত, যাতে দোযখ থেকে আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬১)

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ

সূরা কিয়ামাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ـ الاية ٣

অর্থ ঃ মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না?

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে আদী ইবনে রবিয়াহ সম্পর্কে। আদী ছিল আখনাস ইবনে শোরাইকের জামাতা। এই আদী ও আখনাছ সম্পর্কেই হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে মন্দ প্রতিবেশীর ঘৃণ্য আচরণ থেকে রক্ষা কর।

একবার আদী হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, কেয়ামত কবে হবে? তার অবস্থা কি হবে? হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) তার নিকট কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করলেন। সব কথা শ্রবণ করে সে বলল, যদি আমি স্বচক্ষেও কিয়ামত দেখি তবুও আমি আপনার কথা বিশ্বাস করব না এবং আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব না। আল্লাহ্ কি এ ভেঙ্গে যাওয়া হাড়গুলোকে একত্রিত করবেন? অতঃপর অত্র আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৩৮০)

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ـ الاية ١٦

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার লক্ষ্যে তা পাঠ করার জন্য রসনা সঞ্চালন করবেন না। (সূরা কিয়ামাহ-১৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময়ে হুযূর (সাঃ) তা কণ্ঠস্থ করার জন্য রসনা সঞ্চালন করতেন। এতে তাঁর কষ্ট হত। বর্ণনাকরী বলেন, আমি তোমাদের সামনে যেভাবে জিহবা নাড়াব, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সেভাবে নাড়াতে দেখেছি। সাঈদ বলেন, আমি সেভাবে নাড়াচ্ছি যেভাবে ইবনে আব্বাসকে নাড়াতে দেখেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। জিবরাঈল এলে হুযূর (সাঃ) নিশ্চুপ হয়ে শুনতেন। তাতেই তাঁর তা কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। (আহমদ-খঃ ১, পৃঃ ৪৩৪ ও সুনানে আরবায়া)

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ـ الاية ٢٤-٣٤

অর্থ ঃ দুর্ভোগ, তোমার জন্য দুর্ভোগ আগত। (সূরা কিয়ামাহ-৩৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর উফীর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন এ আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ নাযিল হয় তখন আবু জাহ্ল বলল, তোমাদের মায়েরা যেন তোমাদের জন্য কাঁদে। আবু কাবশার পুত্র তোমাদেরকে বলেছে, দোযখের প্রহরীর সংখ্যা মাত্র উনিশ জন, তোমরা বীর পুরুষ। তোমরা দশজন একত্রিত হয়েও কি একজনকে ধরে রাখতে অক্ষম হবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬২)

سُوْرَةُ الدَّهْرِ

সূরা দাহ্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ ـ الاية ٨

অর্থ ঃ আর তারা শুধু আল্লাহ্ পাকের মহব্বতে মিসকীন, এতীম ও বন্দীদেরকে খানা খাওয়ায়। (সূরা দাহ্র-৮)

শানে নুযূল ঃ (১) মোকাতেল বলেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে একজন আনসারী সাহাবী সম্পর্কে।

নাম আবুদ দাহ্দাহ্। যিনি রোজাদার ছিলেন এবং ওই দিনে মিসকীন, এতীম ও বন্দীদেরকে খানা খাইয়েছিলেন।

(২) মুজহিদ ও আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বলেন,এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে। হযরত আলী (রাঃ) একজন ইহুদীকে শ্রম দিয়ে যা উপার্জন করেন, তার কিছু অংশ দ্বারা তার পরিবারবর্গের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। যখন খাবার প্রস্তুত হলো তখন একজন অভাবগ্রস্ত লোক এসে সাহায্যপ্রার্থী হয়। যে খাবার প্রস্তুত হয়েছিল তা তাকে দিয়ে দেয়া হলো। এরপর দ্বিতীয়বার হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে খাবার তৈরী করা হয়, এরপরও ঠিক সে মুহূর্তে একজন মিসকীন হাজির হয়ে সাহায্যপ্রার্থী হয়। তখন তাকে সে খাবার দিয়ে দেয়া হয়। তৃতীয়বার যখন হযরত আলী (রাঃ)-এর ঘরে খাবার প্রস্তুত করা হয় তখন এক মুশরিক বান্দা এসে সাহায্যপ্রার্থী হয় তখন তাকে সমস্ত খাবার দিয়ে দেয়া হয়। সে দিন পরিবারের লোকেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

(দুররে মানছুর-খঃ ৬ পৃঃ ২৯৯; নুরুল কোরআন-খঃ ২৯, পৃঃ ২৫০-৫১)

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا ـ الاية ٢٠

অর্থ ঃ আর যখন তুমি সেখানে দেখবে তখন দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের বহু উপকরণ এবং বিশাল রাজত্ব। (সূরা দাহর-২০)

শানে নুযূল ঃ ইবনুল মুনযির ইকরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে আগমন করলেন যখন তিনি খেজুর পাতার চাটাইতে শায়িত ছিলেন। হুযূর (সাঃ)-এর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ বসে যায়। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। হুযূর (সাঃ) তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, পারস্যের রাজা ও আবিসিনিয়ার রাজা কত আরামে থাকে, আর আপনি আল্লাহ্র রাসূল অথচ আপনি খেজুর পাতার চাটাইতে শায়িত রয়েছেন। তখন প্রিয়নবী (সাঃ) এরশাদ করেলেন, হে ওমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, ওদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখেরাত। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬৩)

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ـ الاية ٢٤

অর্থ ঃ আর আপনি তাদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের আনুগত্য করবেন না। (সূরা দাহ্র-২৪)

শানে নুযূল ঃ আবু জাহ্ল বলল, আমি যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নামাযরত অবস্থায় পাই তাহলে তার গর্দান খন্ডিত করব। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬৪)

سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ
সূরা মুরসালাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ - الاية ٤٨

অর্থ ঃ যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে নত হও, তারা নত হয় না। (সূরা মুরছালাত-৪৮)

শানে নুযূল ঃ ইবনুল মুনযির মুজাহিদ (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী (সাঃ) যখন বনী ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে ঈমান আনয়নের এবং নামায় আদায়ের নির্দেশ দেন তখন তারা জবাবে বলেছিল, আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাটিতে হাত রেখে মাথা নত করতে পারব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খঃ ২৯, পৃঃ ৩৯২)

سُوْرَةُ النَّبَاِ
সূরা নাবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ - الاية

অর্থ ঃ তারা একে অন্যের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? (সূরা নাবা-১)

শানে নুযূল ঃ মক্কা মোয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয় তখন তিনি মক্কাবাসীকে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান এবং তাদেরকে এই বলে সতর্ক করেন যে, তোমাদেরকে অবশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে। জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। তখন মক্কার দুরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে প্রশ্ন করত কিয়ামত কবে হবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬৪)

سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ

সূরা নাযেয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ـ الاية ١٢

অর্থ ঃ তারা বলে, যদি তাই হয় তবে তো সর্বনাশা পরিবর্তন হবে।
(সূরা নাযেয়াত-১২)

শানে নুযূল ঃ যখন اَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ আয়াত নাযিল হয় তখন কুরাইশ কাফেররা বলাবলি শুরু করল, মৃত্যুর পর যদি আমরা পুনঃজীবিত হই তাহলে আমাদের জন্য মহা সর্বনাশ। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬৪-৬৫)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ ـ الاية ٤٤-٤٢

অর্থ ঃ আপনাকে তারা কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (সূরা নাযেয়াত-৪২-৪৪)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম তাফসীরকার যাহ্যাক (রহঃ)-এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-থেকে বর্ণনা করেন, মক্কার মুশরিকরা বিদ্রূপ করে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি যে কিয়ামতের কথা বলেন, তা কখন হবে? আল্লাহ্ পাক তখন এ আয়াত নাযিল করেন। (মাযহারী-খঃ ১২, পৃঃ ২৯৮; তাফসীরে ইবনে কাছীর-খঃ ৩১, পৃঃ ৫২)

سُوْرَةُ عَبَسَ

সূরা আবাসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى ـ الاية ٢-١

অর্থ ঃ ভ্রু-কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন এ কারণে যে, তাঁর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। (সূরা আবাসা-১-২)

শানে নুযূল ঃ আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে এমন সময় হাজির হন যখন তিনি মক্কার নেতৃস্থানীয় উৎবা ইবনে রবিয়াহ,আবু জাহ্ল, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উবাই ইবনে খালফ ও উমাইয়া ইবনে খালফের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। হুযূর (সাঃ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান রাখছিলেন। তিনি আশা করছিলেন তারা মুসলমান হয়ে যাবে। ঠিক এমন সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) যিনি ছিলেন একজন অন্ধ ব্যক্তি, বারংবার বলছিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ পাক আপনাকে যা শিখিয়েছেন, তা আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।

যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন সেহেতু দেখতে পাচ্ছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের কথার কারণে হুযূর (সাঃ)-এর কথার ব্যাঘাত ঘটছিল। এ জন্য হুযূর (সাঃ)-এর চেহারা মোবারকে একটু বিরক্তি ভাব ফুটে উঠেছিল। আর তা আল্লাহ্ পাকের নিকট পছন্দনীয় হয়নি। তখন এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। (কুরতুবী-খঃ ১৯, পৃঃ ২১২; তিরমিযী-খঃ ২, পৃঃ ১৭৩)

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ۔ الاية ١٧

শানে নুযূল ঃ এই আয়াত উৎবা ইবনে আবু লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তার ঈমান আনয়নের পর সূরা নজম নাযিল হলে বলল, 'তারকা' ছাড়া আমি পুরো কুরআনের ওপর ঈমান এনেছি। এরপর সে মুরতাদ হয়ে যায়।

(কুরতুবী-খঃ ১৯, পৃঃ ২১৭)

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ۔ الاية ٣٧

অর্থ ঃ সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে নিমগ্ন করে রাখবে। (সূরা আবাসা-৩৭)

শানে নুযূল ঃ আয়েজ ইবনে শুরাই-আল-কিন্দী বলেন, আমি-আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি উলঙ্গ অবস্থায় কিয়ামতে উপস্থিত হবো? হুযূর (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তো খুব শরমের কথা। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

(اسناده ضعيف : عائذ بن شريح مقل الحديث انظر المجروحين

(١٩٣/٢) اسباب النزول للواحدى ص ٨٦ - ٣٨٥)

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ
সূরা তাকভীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَا تَشَاؤُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ - الاية ٢٩

অর্থ ঃ আর তোমরা তো সরল সঠিক পথে তখনই চলতে চাইবে, যখন প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক তা ইচ্ছা করবেন। (সূরা তাকভীর-২৯)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর ইবনে আবি হাতেম আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন "لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ" আয়াত নাযিল হয় তখন আবু জাহ্ল বলল, আমাদেরকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে, আমরা ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকি বা না থাকি। এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

(قرطبى ج ١٩ ص ٢٤٢، وابن جرير فى تفسيره (٥٣/٣٠)

واسناده صحيح)

سُوْرَةُ الْإِنْفِطَارِ
সূরা ইনফিতার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ - الاية ٦

অর্থ ঃ 'হে মানুষ, কিসে তোমাকে মহান দানশীল প্রতিপালক থেকে বিভ্রান্ত করে দিল? (সূরা ইনফিতার-৬)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার কালবী বলেন, উসাইদ ইবনে কালদাহ্ আল-জুমাহী সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সে রাসূলে আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে বেয়াদবী আচরণ করেছিল। আল্লাহ্ পাক তাকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেননি বরং এ আয়াত নাযিল করেন। (কুরতুবী-খঃ ১৯, পৃঃ ২৪৫)

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ
সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ـ الاية ١

অর্থঃ মহাসর্বনাশ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন-১)

শানে নুযূল ঃ সুদ্দী (রহঃ) বলেন, মদীনা তৈয়্যেবায় আবু জোহায়না নামক এক ব্যক্তি ছিল, তার কাছে দু'টি পাল্লা থাকত, যখন সে কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করত তখন একটি পাল্লা দিয়ে পরিমাপ করত। আর যখন বিক্রয় করত অন্য পাল্লায় পরিমাপ করত। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি পরিমাপ করত আর বিক্রয়ের সময় মাপে কম দিত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খঃ ৩০, পৃঃ ১১৭), আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৩৮৮)

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ
সূরা বুরূজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শানে নুযূল ঃ মক্কা মোয়াজ্জমায় যখন নবী ভাস্করের আবির্ভাব ঘটে, যখন অন্ধকারপুরীর তমসা ক্রমশঃ বিলীন হতে থাকে তখন পৌত্তলিক কুরাইশদের মসনদ কেঁপে ওঠে। কেননা একত্ববাদের এই আলোকবর্তিকা তাদের আবহমান কালের পৌত্তলিকতাসর্বস্ব বিধানের পরিপন্থী। এজন্যে তারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া শুরু করে। সহায়-সম্বলহীন মুসলমানরা ওদের অত্যাচারে জর্জরিত হতে থাকে। তাদের অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে থাকে। মহিলাদের উলঙ্গ করে জঘন্য নিপীড়ন চালানোকে ধর্মীয় অনুভূতি মনে করতে থাকে। গরীব মুসলমানেরা হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এ নিপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই শক্তিতে ভাটা ফেলবেন বলে আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে সান্ত্বনা দেন। এ কথা শুনে কাফেররা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক এই সূরা নাযিল করেন। (তাফসীরে আযিযীর সূত্রে কানযুন-নুকূল উর্দু, পৃঃ ১০৭)

سُوْرَةُ الطَّارِقِ
সূরা তারেক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ـ الاية ٢-١

অর্থ ঃ শপথ আ[illegible] যা রাতের [illegible]কারে আত্মপ্রকাশ করে।

(সূরা ত্বারেক -১-২)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার কালবী বলেন, হুযূর (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালেব তাঁর নিকট আসলেন এবং রুটি ও দুধ পেশ করলেন। হুযুর (সাঃ) তা খেতে লাগলেন, ঠিক এ সময় একটি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হলো, ফলে সেখানকার প্রতিটি বস্তু আলোকিত হলো। আবু তালেব ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কী? তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন, এ হলো একটি নক্ষত্র, যা দ্বারা কোন শয়তানকে আঘাত করা হয়েছে। এটি আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আবু তালেব এ কথা শ্রবণ করে আশ্চর্যান্বিত হলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৩৮৯; নুরুল কোরআন-খঃ ৩০, পৃঃ ১৭৭)।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ـ الاية ٥

অর্থ ঃ মানুষ চিন্তা করে দেখুক, কিসের দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(সূরা ত্বারেক-৫)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম ইকরামা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবুল আসাদ নামক আরবের বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা একটি কাঁচা চর্মের উপর দাঁড়িয়ে বলতো, হে লোকেরা! যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কষ্ট দেবে তাদেরকে এত এত পুরস্কার দেয়া হবে। আবুল আসাদ এ কথাও বলতো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, দোযখের কর্মকর্তা ফেরেশতা হলো উনিশজন, তাদের দশজনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট, আর বাকী নয় জনের মোকাবেলা করবে তোমরা সকলে। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৬৮; নুরুল কোরআন-খঃ ৩১, পৃঃ ১৭৯)

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى

সূরা আ'লা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ـ الاية ٦

অর্থ ঃ হে রাসূল! আমি আপনাকে অবশ্যই কুরআন পাঠ করাব, এরপর আপনি তা কখনো ভুলবেন না। (সূরা আ'লা-৬)

শানে নুযূল ঃ তবারানী ইবন আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন-যখন জিবরাঈল (আঃ) হুযূর (সাঃ)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন তখন জিবরাঈল (আঃ)-এর শেষ আয়াত থেকে ফারেগ হবার পূর্বেই হুযূর (সাঃ) ভুলে যাবার ভয়ে ওহীর শব্দাবলী শুরু থেকে দোহরানো শুরু করতেন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হয়।

(কুরতুবী খঃ ২০, পৃঃ ১৮)

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

সূরা গাশিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ ـ الاية ١٧

অর্থ ঃ তারা কি উটের দিকে লক্ষ্য করে দেখে না তাকে কি করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা গাশিয়াহ-১৭)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরে মাদারেকের লেখক হাফেজউদ্দীন মাহমুদ আবুল বারাকাত আন-নাসাফী হানাফী (মৃত্যু-৬৮১ হিঃ) লিখেছেন, যখন আয়াত سرر مرفوعة নাযিল হয়, আর হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) জান্নাতের উঁচু উঁচু শয্যার বিবরণ পেশ করেন যে, দুটি শয্যার মধ্যে তফাত হবে আসমান-যমীনের আর তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, দুটি ফরাশ একটি আরেকটির উপর থাকবে এবং মধ্যকার দূরত্ব হবে পাঁচশ বছরের, এমনিভাবে وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ (সেখানে

প্রস্তুত থাকবে পানপাত্রসমূহ) এবং এ পান পাত্রসমূহের সংখ্যা গণনা করে কেউ শেষ করতে পারবে না, এতদ্ব্যতীত জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের কথা যখন প্রিয়নবী (সাঃ) বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, তখন কাফেররা এসব কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এসব ছিল তাদের নিকট কল্পনাতীত। তারা বলেছে, যদি শয্যাগুলো এত উঁচু হয় তবে মানুষ কিভাবে এর ওপর ওঠবে? দুনিয়াতে তো কেউ কখনও এমনটি দেখেনি। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (নুরুল কোরআন-খঃ ৩১, পৃঃ ২১২)

(সূরা ফজর) سُوْرَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - الاية ٢٧

অর্থ ঃ হে প্রশান্ত আত্মা! (সূরা ফজর-২৭)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম বলেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত হামযা (রাঃ) সম্পর্কে। আর যাহ্যাক বলেন, এ আয়াত হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হুযূর (সাঃ) একবার বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রুমা কূপ খরিদ করে ক্ষমার দরখাস্ত করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। হযরত ওসমান সেটি কিনলে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, তুমি জনকল্যাণে কূপটি ওয়াকফ করবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ প্রসংগে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন। (মাযহারী-খঃ ১২, পৃঃ ৪০৭-৪০৮; কুরতুবী-খঃ ২০, পৃঃ ৫৮)

(সূরা লাইল) سُوْرَةُ اللَّيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ... الخ

অর্থ ঃ শপথ রাতের যখন তা আচ্ছাদন করে। (সূরা লাইল)

শানে নুযূল ঃ ইবনে আবি হাতেম হাকাম ইবনে আব্বাসের সূত্রে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছের কিছু শাখা আরেক ব্যক্তির সীমানায় হেলে পড়েছিল। যার সীমানায় হেলে পড়েছিল, সে লোকটা ছিল খুবই অভাবগ্রস্ত। গাছওয়ালা তার বাগানে আসত এবং ওই গা[illegible]

চড়ত খেজুর সংগ্রহের জন্য। খেজুর সংগ্রহ করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কিছু খেজুর তলায় পড়লে গরীব লোকটির সন্তানেরা তা কুড়িয়ে নিত। লোকটা গাছ থেকে নেমে ওদের হাত থেকে খেজুর কেড়ে নিত। এমনকি গালে পুরলে মুখে আংগুল দিয়ে তা বের করে নিত। গরীব লোকটা হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ করে। হুযূর (সাঃ) অভিযোগ শুনে বললেন, তুমি এখন যাও (ব্যাপারটি আমি দেখব)। পরবর্তীতে তিনি ঐ গাছওয়ালার সাথে দেখা করে বললেন, তোমার যে গাছটা অমুক ব্যক্তির সীমানায় ঝুঁকে পড়েছে সেটা আমাকে দিয়ে দাও, বিনিময়ে জান্নাতে একটা গাছ পাবে। সে বলল, তা দিতে পারি। অবশ্য আমার অসংখ্য গাছ রয়েছে তবে এই গাছটি অধিক ফলবান। তাই এর প্রতি আমর একটু টান রয়েছে। এ কথা বলে লোকটা চলে গেল। হুযূর (সাঃ) ও ওই গাছওয়ালা যখন কথা বলছিলেন তখন আরেক লোক তাদের ওই কথা শুনছিল। সে এসে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ লোকটার সাথে আপনি যা বিনিময় করেছেন আমি চাইলে সেই বিনিময় আমার সাথে করবেন কি? হুযুর (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, করব। এ লোকটি গাছওয়ালার কাছে গেলেন। এদের দুজনই খেজুর বাগানের মালিক। দুজনেরই অসংখ্য খেজুর গাছ রয়েছে। (প্রথম) গাছওয়ালা বলল, অমুকের সীমানায় হেলে পড়া গাছটির বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জান্নাতে একটি গাছ দিতে চান– এ ব্যাপারে তোমার অনুভূতি কি! আগত লোকটা বলল, দিতে পার তবে ঐ গাছটির অধিক ফলন আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আমারও অসংখ্য খেজুর গাছ আছে তবে তোমার গাছটির মত অধিক ফলনশীল গাছ সত্যিই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। দ্বিতীয় লোকটা আরো বলল, তোমার এই গাছটা বিক্রী করবে কি? গাছওয়ালা বলল, না। তবে এর বদলে যা চাইব তা দিলে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। আমার মনে হয় তুমি ওই গাছের প্রাপ্য বিনিময় আদায় করতে সক্ষম নও। দ্বিতীয় লোকটা বলল, তোমার দাবী কি? সে বলল, ৪০টি খেজুর গাছ। দ্বিতীয় লোকটা বলল, তুমি অনেক বেশী দাবী করেছ। অতঃপর সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। পরে বলল, হ্যাঁ, আমি ৪০টি গাছের বিনিময়ে ওই গাছটি খরিদ করতে চাই, তবে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে কাউকে সাক্ষী বানাও। লোকটা তার সম্প্রদায়ের ক'জনকে হাজির করে সাক্ষী বানাল। অতঃপর সে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওই গাছটির মালিক হয়েছি (খরিদ সূত্রে)। এক্ষণে তা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। হুযূর (সাঃ) তখনই সেই গরীব লোকটির বাড়ীতে গিয়ে তাকে বললেন, তোমার সীমানায় ঝুঁকে পড়া গাছটির মালিক এখন থেকে তুমিই এবং তোমার পরিবার। তখন আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى .. الخ

(আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৩৯০, লুবাব-পৃঃ ৪৭০-৭১; ইবনে কাছীর বলেন, হাদীস খানি غريب جدا (নেহায়েত গরীব)

فَأَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - الاية ٥

অর্থ ঃ অতএব যে কেউ দান করে এবং ভয় করে চলে। (সূরা লাইল-৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পিতা আবু কোহাফা একবার তাঁকে বলেন, বৎস! তোমাকে দেখছি কেবল দুর্বল লোকদের খরিদ করে আযাদ করতে। শক্তিশালী লোকদের কিনে আযাদ করলে ভালো হতে না, যারা তোমাকে শত্রুদের থেকে বাঁচাত? সিদ্দীকে আকবার (রাঃ) বললেন, আব্বাজান! আমি কেবল প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতিদানের আকাংক্ষা করি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (সংক্ষিপ্ত ইবনে কাছীর-খঃ ৩, পৃঃ ৬৪৭)

(সূরা দ্বোহা) سُوْرَةُ الضُّحٰى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى - الاية ٣-١

অর্থ ঃ শপথ মধ্যদিনের এবং রাতের যখন তা গভীর হয়। (সূরা দ্বোহা- ১-৩)

শানে নুযূল ঃ বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন দু'এক রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি, তাই এক স্ত্রীলোক বলেছিল, মনে হয় হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। হযরত জুনদুব (রাঃ) বলেন, যে স্ত্রীলোকটি এ কথা বলেছিল সে ছিল আবু লাহাবের স্ত্রী, আবু সুফিয়ানের বোন উম্মে জামিল আওরা বিনতে হরব। কুরআনের ভাষায় তাকেই حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। (কুরতুবী-খঃ ২০, পৃঃ ৯৩, বোখারীর সূত্রে)

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى - الاية ٤

অর্থ ঃ আর আপনার জন্য ইহকালের চেয়ে পরকালই উত্তম। (সূরা দ্বোহা-৪)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ) বলেন, আমার উম্মতের বিজিত রাজ্যগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। এতে আমি বেশ খুশী হয়েছি। এ সময় হযরত জিব্রীল আমীন এ আয়াত নিয়ে হাজির হন। (কুরতুবী-খঃ ২০, পৃঃ ৯৫)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ـ الاية ٥

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা দোহা-৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে তাঁর উম্মতের বিজিত সাম্রাজ্যগুলো দেখানো হয়। এমন কি দেখানো হয় প্রতিটি জনপদও। এতে তিনি আনন্দিত হলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৭৪, ইবনে কাছীর-খঃ ৪, পৃঃ ৫৩২, ইবনে জারীর-খঃ ৩০, পৃঃ ২৩২)

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ـ الاية ٦

অর্থ ঃ তিনি কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পাননি? এরপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। (সূরা দোহা-৬)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, আমি আমার প্রভুর কাছে একটি আরজী পেশ করেছিলাম, যদি ওই আরজী না করতাম তাহলে ভাল হত। বলেছিলাম, আমার পূর্বে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এসেছিলেন। তাঁদের কাউকে আপনি বায়ু প্রবাহের ক্ষমতা দান করেছিলেন। এ দ্বারা তিনি সোলায়মান ইবনে দাউদকে উদ্দেশ্য করেছেন। তাঁদের কাউকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর দিকে ইংগিত করেছেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন, আমি কি আপনাকে ইয়াতিম অবস্থায় পাইনি? পরে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। হুযূর (সাঃ) বললেন, কেন নয় হে প্রভু! আল্লাহ্ বলেন– আপনাকে কি আমি (শরীয়ত সম্পর্কে) বে-খবর পাইনি, পরে কি আপনাকে পথ দেখাইনি? হুযূর (সাঃ) বললেন, কেন নয় হে প্রভু! আল্লাহ্ আবার বলেন– আপনাকে কি নিঃস্ব অবস্থায় পাইনি, পরে কি আমি সমৃদ্ধশালী করিনি? হুযূর (সাঃ) বলেন, আমি বললাম, কেন নয়, অবশ্যই। আল্লাহ্ বলেন– আমি আপনার খাতিরে আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি? অপসারণ করিনি আপনার বোঝা? আমি বললাম, কেন নয়, হে প্রভু অবশ্যই। (তবারানী কাবীর খঃ ১১, পৃঃ ৪৫৫)

(সূরা আলামনাশরাহ্) سُورَةُ أَلَمْ نَشْرَحْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ الاية ٦

অর্থ ঃ নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে রয়েছে স্বস্তি। (সূরা ইনশিরাহ-৬)

শানে নুযূল ঃ যখন মক্কার মুশরিকরা হুযূর (সাঃ)-ও মুসলমানদেরকে দারিদ্র্যের জন্য ধিক্কার ও তিরস্কার করছিল তখন এই সূরা নাযিল হয়। ইবনে জারীর হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন এই সূরা নাযিল হয় তখন হুযূর (সাঃ) বলেছিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের সচ্ছলতা ও স্বস্তি আসছে, যা কখনও অসচ্ছলতায় ঘিরে নিতে পারবে না। (লুবাব-পৃঃ ৪৭৫)

(সূরা তীন) سُوْرَةُ التِّيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ـ لاية ٥

অর্থ ঃ এরপর আমি তাকে ফেলে দিয়েছি সর্বনিম্নে। (সূরা তীন-৫)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন যাঁরা শেষ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পেতেছিল। যখন তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার আগে যে আমল তারা করেছে সে ছওয়াব তাদের দেয়া হবে। (লুবাব-পৃঃ ৪৭৫)

(সূরা আলাক) سُوْرَةُ الْعَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ـ الاية ٦

অর্থ ঃ বস্তুতো মানুষতো সীমালংন করেই থাকে। (সূরা আলাক-৬)

শানে নুযূল ঃ ইবনুল মুনযির হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একবার আবু জাহ্ল লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের সম্মুখে সেজদা করেন? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, তা করেন। তখন সে বললো, লাত-ওজ্জার শপথ, যদি আমি তাকে এ অবস্থায় দেখি তাহলে তাঁর গর্দান দলিত করবো এবং চেহারায় মাটি ছুঁড়ে মারব। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৭৬)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى - عَبْدًا إِذَا صَلَّى - الاية ٩-١٠

অর্থ ঃ আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে এক বান্দাকে যখন সে নামায আদায় করে। (সূরা আলাক-৯-১০)

শানে নুযূল ঃ ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। তখন আবু জাহ্ল এসে তাঁকে বাধা দেয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাব-পৃঃ ৪৭৬)

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ - الاية ١٧-١٨

অর্থ ঃ কেয়ামতের দিন সে যেন তার দলবলকে ডাকে, আমিও দোযখের ফেরেশতাদের ডাকছি। (সূরা আলাক-১৭-১৮)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ) নামায আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জাহ্ল এসে বলল, আমি না তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম? এ কথায় হুযূর (সাঃ) তাকে ধমক দিলেন। সে বলল, তোমার অজানা নয় আমার শক্তি আছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন (তিরমিযী-খঃ ২, পৃঃ ১৭২)

(সূরা কদর) سُوْرَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - الاية ١

অর্থ ঃ আমি তা নাযিল করেছি শবে কদরের রাতে। (সূরা কদর-১)

শানে নুযূল ঃ হুযূর (সাঃ) বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নামোল্লেখ করেন যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় এক হাজার মাস অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। এতে মুসলমানগণ আশ্চর্যান্বিত হলে আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াত নাযিল করেন। (কুরতুবী-খঃ ২০, পৃঃ ১৩২)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - الاية

অর্থ ঃ শবে কদর হলো হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (সূরা কদর-৩)

শানে নুযূল ঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ছিল, যে সকাল অবধি কিয়ামুল লাইল করত এবং শত্রুর বিরুদ্ধে দিনের বেলায় জিহাদ করত। এ আমল সে হাজার মাস

ধরে করেছিল। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করেন। আয়াতের ভাষ্য হলো, উম্মতে মুহাম্মদী কদর রাত্রিতে আমল করলে ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী ছওয়াব পাবে। (লুবাব-পৃঃ ৪৭৬)

(সূরা বাইয়্যিনাহ) سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ ... الخ

অর্থ ঃ আহলে কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা প্রত্যাবর্তন করত না। (সূরা বাইয়েনা-১)

শানে নুযূল ঃ রাসূলে পাক (সাঃ)-এর আবিভার্বের পূর্বে ইহুদী-নাসারারা দোয়া করতো, আহা! যদি শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটত তাহলে আমরাই সর্বাগ্রে ঈমান আনতাম। কিন্তু তাঁর আ বির্ভাব ঘটলে সামান্য কিছু লোক ছাড়া আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। এদের অবস্থা বর্ণনা করতে এই সূরা নাযিল হয়। (মাআলিমুত তানযীলের সূত্রে কানযুন নুকূল (উর্দু)-পৃঃ ১০৯)

(সূরা যিলযাল) سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ـ الاية ٧

অর্থ ঃ যদি কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজও করে তবে সে তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল-৭)

শানে নুযূল ঃ যখন ـ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ নাযিল হয় তখন মুসলমানরা ধারণা করেন, সামান্য আমলে যেমন কোন ছওয়াব নেই তেমনি সামান্য গোনাহ্ দ্বারাও ধর-পাকড় নেই। যেমন, মিথ্যাচার, পরনারীর প্রতি একবার দৃষ্টি ফেলা, চোগলখোরী ইত্যাদিতে কোন জবাবদিহিতা নেই। তারা বলতেন, দোযখের আগুন কেবল কবিরা গোনাহর বেলায় প্রযোজ্য। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লূবাব-পৃঃ ৪৭৬-৭৭)

(সূরা আদিয়াত) سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ـ الاية ١

অর্থ ঃ শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বগুলোর। (সূরা আদিয়াত-১)

শানে নুযূল ঃ দারা কুতনী, হাকেম এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুনযির ইবনে আমর আল-আনসারীর নেতৃত্বে বনী কেনানার বসতিতে একদল সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধ করতে পাঠান। তাঁদের প্রত্যাবর্তন করতে দেরী দেখে মুনাফিকরা বলতে লাগল, তারা সকলেই নিহত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক এই সূরা নাযিল করে মুনাফিকদের এ কথার জবাব দেন। (আসরাবে নুযূল-পৃঃ ৩৯৯)

(সূরা তাকাছুর) سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ـ الاية ١

অর্থ ঃ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে। (সূরা তাকাছুর-১)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরকার কালবী বলেন, এ আয়াতসমূহ কুরাইশের দু'টি গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা হচ্ছে, বনী আবদে মানাফ ও বনী সাহাম। তারা পরস্পর একে অপরের উপর গর্ব করত। তারা তাদের সর্দার ও নেতৃস্থানীয়দের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ বলে গণনা করত। আব্দে মানাফ বলত, সর্দার ও প্রিয়জনের দৃষ্টিকোণে আমরা সংখ্যাগুরু। বনু সাহাম বলত, না, না, আমরাই বরং সংখ্যাগুরু। পরস্পরের গণনায় দেখা গেল বনী আব্দে মানাফ বেশী। পরে তারা বলল, শুধু জীবিত নয়, আমাদের মৃতদেরও গণনা করব। শেষ পর্যন্ত তারা কবরস্থানে গেল। কবরস্তানে দাফনকৃত লোকদের গণনায় দেখা গেল বনী সাহাম এগিয়ে। কেননা জাহিলিয়াত যুগে তারা সংখ্যাগুরু ছিল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (ইবনে কাছীর-খঃ ৪ পৃঃ ৫৮১-৮৭)

(সূরা আসর) سُوْرَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ الاية ١

অর্থ ঃ শপথ সময়ের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আসর-১ থেকে শেষ)

শানে নুযূল ঃ গেলাহ ইবনে উসায়েদ জাহেলি যুগে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে বসত। আবু বকর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পর একবার এসে সে বলল, আবু বকর! তোমার হলো কি,ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে ওঠার উপক্রম। ব্যবসায়িক সফলতা ছেড়ে কোন্ ধ্যানে নিমগ্ন থাকছ? দুনিয়া তোমার শেষ। সিদ্দীকে আকবর জবাব দেন-বেকুব! যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের গোলামী করে সে কখনো নিঃশেষ হতে পারে না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তুমি তো সেই আহাম্মক যে কেবল দুনিয়ার চিন্তাই কর, তোমার চিন্তা জগতে আখেরাতের কোন বালাই নেই। জাগতিক উৎকর্ষই তোমার সার্বক্ষণিক ধ্যান। হযরত আবু বকরের এই কথার সত্যায়নেই আল্লাহ্ পাক অত্র সূরা নাযিল করেন।

(তাফসীরে আযিযী-পৃঃ ২৭৪)। মোকাতেল বলেন, এ সূরা নাযিল হয়েছে আবু লাহাব সম্পর্কে। (নুরুল কোরআন ঃ খঃ ৩০, পৃঃ ৩৯২)

(সূরা হুমাযাহ) سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শানে নুযূল ঃ উমাইয়া ইবনে খালফ যখনই হুযুর (সাঃ)-কে দেখত তখনই হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি ভর্ৎসনা ও টিপপনি কাটত। এই পাষণ্ডের ব্যাপারে অত্র সূরা অবতীর্ণ হয়।

সুদ্দী বলেন, আখনাছ ইবনে শরীক সম্পর্কে অত্র সূরা অবতীর্ণ হয়। মোকাতেল বলেন, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সম্পর্কে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। ইবনে জারীর বলেন, জামিল ইবনে আমের সম্পর্কে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। (নুরুল কোরআন-খঃ ৩০, পৃঃ ৩৯৭)

(সূরা ফিল) سُوْرَةُ الْفِيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শানে নুযূল ঃ এই সূরা আসহাবে ফিল-এর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয় যারা কাবা শরীফ ধ্বংস করতে এসে নিজেরাই খোদার গযবে পতিত হয়েছিল। স্বয়ং আল্লাহ্ ক্ষুদ্র আবাবীল পাখি দ্বারা এদের দম্ভ ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আবরাহা ছিল এদের নেতা আর পথপ্রদর্শক ছিল কুরাইশের আবু রোগাল নামীয় জনৈক গাদ্দার। বিস্তারিত কাহিনী তাফসীর ও সীরাতের কিতাবগুলোয় দেখে নেয়া যেতে পারে। (ইবনে কাছীর-খঃ ৪, পৃঃ ৫৮৬-৮৮)

(সূরা কুরাইশ) سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শানে নুযূল ঃ এই সূরা কুরাইশদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক কুরাইশদের সাতটি বৈশিষ্ট্যের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে কাউকে দান করা হয়নি এবং পরেও দান করা হবে না। (১) আমি কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। (২) নবুওয়াত রেসালাত তাঁদেরকেই দান করা হয়েছে। (৩) কাবা শরীফের খেদমত তাঁদের উপর অর্পিত হয়েছে। (৪) হাজীদের পানি পানের দায়িত্বও তাদেরকে দেয়া হয়েছে। (৫) হস্তি বাহিনীর ওপর আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে বিজয় দান করেছেন (৬) দশ বছর যাবত কোরায়েশ বংশ ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহ্র এবাদত করেনি। (অর্থাৎ নবুওয়াতের প্রথম দশ বছরে কোরায়েশ বংশের ছাড়া অন্য কেউ মুসলমান হয়নি) (৭) কুরাইশ সম্পর্কে আল্লাহ্ একটি সূরা নাযিল করেছেন।

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবি তালেব বর্ণিত হাদিসে 'আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি'-এর স্থলে 'খেলাফত কুরাইশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে' এবং '১০ বছর অন্য কেউ এবাদত করেনি'-এর স্থলে '৭ বছরের' উল্লেখ রয়েছে।

(মুস্তাদারাকে হাকেম-খঃ ২, পৃঃ ৫৩৬। আসবাবে নুযূলের পাদটীকায় এই হাদীসের প্রতি মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

منكر - ابراهيم بن محمد بن ثابت صاحب مناكير : قال الذهبى فى تلخيص

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ (সূরা মাউন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الاية ٤

অর্থ ঃ অতএব সর্বনাশ সে সব নামাযীর।

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে দেখানোর উদ্দেশে নামায আদায় করত। কিন্তু নির্জনে কিংবা লোক চক্ষুর আড়ালে নামায পড়ত না এবং মানুষদেরকে ঋণ দিতে অস্বীকার করত।

(লুবাব-পৃঃ ৪৯০-৯১)

أَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ الاية ١

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি কি দেখেছেন সে ব্যক্তিকে যে বিচার দিনকে অস্বীকার করে। (সূরা মাউন-১)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াতের শানে নুযূল নিয়ে তাফসীরকারগণ অসংখ্য রেওয়ায়েত এনেছেন।

(১) মোকাতেল ও কালবীর মতে এ আয়াত আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

(২) কারো মতে, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সম্পর্কে। এ মতের প্রবক্তা সুদ্দী এবং ইবনে কাইসান।

(৩) যাহ্যাক (রহঃ)-এর মতে, এ সূরা নাযিল হয়েছে আমর ইবনে মাখযুমী সম্পর্কে।

(৪) ইবনে জুরাইজ বলেন, আবু সুফিয়ান সপ্তাহে দুটি উট কোরবানী করত। একবার এক এতীম এসে তার কাছে কিছু গোশ্ত চাইলে সে তাকে লাঠিপেটা করল। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়।

(৫) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত আবু জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে, আবু জাহ্ল প্রায়শ এমন রুগ্ন ব্যক্তির কাছে হাজির হত, যার মৃত্যু ঘনিয়ে আসত। মৃত্যু পথযাত্রী ঐ ব্যক্তিকে তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার জন্য সে বলত, তুমি তাদের ব্যাপারে আদৌ চিন্তা করো না। আমি নিজেই তাদের দেখাশোনা করব। তুমি তাদেরকে আমার হাতে রেখে যাও। এরপর লোকটির মৃত্যু হলে সে তার রক্ষিত সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করত এবং ওয়ারিশদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। অনাথ-এতীমরা দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করতো, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত। এমনি এক এতীম যার ধন সম্পদ সবই রক্ষিত ছিল আবু জাহ্লের

নিকট। যখন তার নিকট তার অর্থ সম্পদ ফেরৎ চাইল তখন তাকে সে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। ওই এতীম হুযূর (সাঃ)-এর দরবারে এসে আবু জাহ্‌লের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হুযূর (সাঃ) তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য আবু জাহ্‌লের বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে যান। তিনি তাকে শেষ বিচারের ভয় প্রদর্শন করেন। আবু জাহ্‌ল আখেরাতের বিচারকে অস্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবু জাহ্‌ল এতীমের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে কাবীর-খঃ ৩২, পৃঃ ১১১; মাযহারী-খঃ ১২, পৃঃ ৫৪৩; আসবাবে নুযূল পৃঃ ৪০৩)

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ (সূরা কাওছার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ . الاية ١

অর্থ ঃ নিশ্চয় আপনাকে আমি কাওছার দান করেছি। (সূরা কাওছার-১)

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা সে রাসূলে করীম (সাঃ)-কে মসজিদ থেকে বের হতে দেখল আর সে প্রবেশ করছিল। বনি সাহমের দরোজায় তারা মুখোমুখি হন এবং কথা বলেন। ওদিকে কুরাইশের কিছু লোক মসজিদে (হারামে) কথা বলছিল। আস সেখানে গেলে তারা বলল, কার সাথে তুমি কথা বললে? সে বলল, ঐ নির্বংশের সাথে। এর দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বুঝিয়েছে। ঐ সময়ে হুযূর (সাঃ)-এর সাহেবজাদা আব্দুল্লাহ যিনি হযরত খাদিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ইন্তেকাল করেছিলেন। জাহেলিয়া যুগে পুত্রসন্তানহীনকে 'নির্বংশ' বলে ডাকা হত। আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এই সূরা নাযিল করেন। (আসবাবে নুযূল-পৃঃ ৪০৪)

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ (সূরা কাফিরূন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ الى الخ السورة

শানে নুযূল ঃ এ আয়াত কুরাইশের একটি প্রতিনিধিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এদের মধ্যে ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মোত্তালেব এবং উমাইয়া ইবনে খালফ। তারা নবী (সাঃ)-এর কাছে প্রস্তাব পেশপূর্বক বলল, আসুন, আমরা পরস্পর একটি সমঝোতায় আসি। আপনি আমাদের

দ্বীনের অনুসারী হবেন, আমরাও আপনার দ্বীনের অনুসারী হব। আপনি এক বছর আমাদের মাবুদদের ইবাদত করবেন, আমরাও এক বছর আপনার মাবুদের এবাদত করব। আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেটা যদি উত্তম হয় যার মধ্যে আমরা শরীক থাকার প্রস্তাব করছি, তাহলে আপনার সেই আনীত দ্বীনের আমরা অনেকখানিই গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে আপনার আনীত দ্বীনের চেয়ে আমাদের মাবুদ তথা পৌত্তলিকতা যদি উত্তম হয় যাতে আপনাকে শরীক থাকার আহবান জানাচ্ছি, তাহলে সেটার অনেকখানি আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। হুযূর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ করুন! আমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা থেকে পরিত্রাণ চাই। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

(তাফসীরে তবারী-খঃ ৩০, পৃঃ ২১৪)

(সূরা নসর) سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ

শানে নুযূল ঃ মোয়াম্মার জুহরী (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী (সাঃ) যখন মক্কা মোয়াজ্জামায় প্রবেশ করেন তখন বিজয় সূচিত হওয়ার পূর্বে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে কিছু সঙ্গী দিয়ে মক্কা মোয়াজ্জামার নিম্নাঞ্চলের দিকে প্রেরণ করেন। কোরায়শের কিছু লোক খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-এর মোকাবেলা করে এবং অবশেষে তারা পরাজয় বরণ করে। এরপর হুযূর (সাঃ)-এর নির্দেশে যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং কোরায়েশরা ইসলামে প্রবেশ করে। তখন এ সূরা নাযিল হয়।

(নুরুল কোরআন-খঃ ৩০, পৃঃ ৪৪০)

(সূরা লাহাব) سُوْرَةُ اللَّهَبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শানে নুযূল ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, যখন

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

(হে রাসূল! আপনার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় প্রদর্শন করুন) নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী (সাঃ) সাফা পর্বতের ওপর আরোহণ করে আরবের তদানীন্তন

নিয়মানুসারে উচ্চৈঃস্বরে 'সাবধান' বলে আহবান করতে থাকেন। তাতে কোরায়েশ বংশের অনেক লোক তথায় উপস্থিত হয়ে হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে? হুযূর (সাঃ) তাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন, যদি আমি বলি যে, একদল শত্রু তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য পর্বতের অপর পার্শ্বে ওঁৎ পেতে রয়েছে তবে তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে কি? তদুত্তরে তারা বলল, নিশ্চয় বিশ্বাস করব। আমরা বেশ পরীক্ষা নিয়েছি, আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। অতঃপর হুযূর (সাঃ) বলেন, হে কোরায়েশগণ! তোমাদের সম্মুখে জলন্ত দোযখের মহাশাস্তি রয়েছে। যদি তোমরা আমার ও ঐ আল্লাহ্‌র বাণীর ওপর আস্থা স্থাপন না কর তবে তোমাদেরকে ঐ শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমরা স্ব-স্ব আত্মাকে উক্ত শাস্তি হতে রক্ষা কর। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল "تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ مَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا" ধ্বংস হোক তোমার সারাটা দিন। এজন্যই কি আমাদের এখানে সমবেত করেছ? এ ঘটনার পর এই সূরা নাযিল হয়। (বোখারী-জানাযা অধ্যায়, হাদীস নং -১৩৯৪; মুসলিম ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং ৩৫৫/২০৮, কাব্য আমপারা, কৃত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২ পৃঃ ৪৩)

(সূরা ইখলাস) سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ্ এক।

শানে নুযূল ঃ কাতাদা, যাহ্যাক ও মুকাতেল বলেন, কিছুসংখ্যক ইহুদী হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, বলুন, আপনার প্রভু কি উপাদানে গঠিত? আপনার প্রভুর কথাতো তাওরাতে রয়েছে। বলুন, তিনি কোন্ জাতীয়? তিনি কি স্বর্ণের তৈরী, না রৌপ্যের ? তামার, না দস্তার? পানাহার করে কি-না? তার পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি কারা? তখন এ সূরা নাযিল হয়।

(ضَعِيْف : اَبُوْسَعد الصَّاغَانِى ، ضَعِيْف ، مِنْ طَرِيْقِه التِّرمِذِى فِى التَّفْسِيْرِ (٣٣٦٤) وَرَوَاهُ مُرْسَلا عَنْ اَبُو العَالِيَة عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٣٦٥) وَقَالَ : هٰذَا اصح مِنْ حَدِيْثِ اَبِى سعد)

(সূরা ফালাক ও নাস) سُورَةُ الْفَلَقِ وَ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শানে নুযূল ঃ মদীনা শরীফের অধিবাসী লবিদ ইবনে আসেম নামক একজন ইহুদীর কয়েকটি কন্যা ছিল। তারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মাথার কয়েকটি চুল ও চিরুনীর কয়েকটি দাঁতের উপর যাদুমন্ত্র পাঠ করে এগারটি গ্রন্থি দিয়েছিল এবং তা একটি খোর্মা আবরণীর মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' নামক কূপের তলদেশস্থ প্রস্তরের নীচে স্থাপন করেছিল। এ যাদুর দরুন হযরতের শরীর এরূপ অসুস্থ হয়েছিল যে, তিনি যে কাজ করেন নাই তাও করেছেন বলে কখনও ধারণা হত। তাঁর স্ত্রীগণ কাছে এলে তাদের অনেককে তিনি চিনতে পারতেন না। হযরত নবী করীম (সাঃ) মাসাধিকাল এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, আমার রোগটা কি আল্লাহ্ পাক আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল। একজন শিয়রের কাছে এবং অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলল, তার অসুখটা কি? অন্যজন বলল, ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, কে যাদু করল? উত্তর হলো, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আসেম যাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল, কি বস্তুতে যাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'যারওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সে কূপে গেলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর যাদু করেছে)? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি কারো জন্যে কষ্টের কারণ হতে চাই না।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কূপ থেকে তা বের করেন। পরে এই দুই সূরা নাযিল হয়। সূরা দু'টি এগার আয়াতবিশিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক এক আয়াত পড়ে ফুঁ দেন আর এক একটি গিরা খুলে যায়। গিরা খোলা সমাপ্ত হবার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। (বোখারী কিতাবুত তীব (৫৭৬৬), মুসলিম কিতাবুস সালাম-২১৮৯)

আলহামুদ লিল্লাহ্! মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানী আজ ১৮/১১/৯৯ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-২৪ মিনিটে শানে নুযূল লেখা শেষ হল–

"رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"

তথ্যপঞ্জী

এই পুস্তক প্রণয়নে যে সব কিতাবের সহায়তা নেয়া হয়েছে ঃ

(ক) তাফসীর বিষয়ক

১। তানবীরুল মেকব্যাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস (মৃঃ ৭৮ হিজরী)।
২। তাফসীরে তাবারী– আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (রহঃ)।
৩। তাফসীরে কাবীর-খঃ ৩২, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) (মৃঃ ৬০৬ হিজরী) বৈরুত সংস্করণ।
৪। তাফসীরে ইবনে কাছীর–আবূল ফিদা হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর দিমাশকী (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) বৈরুত সংস্করণ।
৫। মুখতাছার ইবনে কাছীর– মুহাম্মদ আলী সাবুনী
৬। তাফসীরে রুহুল মাআনী–আল্লামা শেহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী (রহঃ) (মৃঃ ১২৯১ হিঃ)
৭। তাফসীরে মাযহারী–আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) (মৃঃ ১২২৫ হিঃ)
৮। তাফসীরে কুরতুবী–আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ)
৯। তাফসীরে উসমানী–শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ)।
১০। বাহরুল মুহীত–আমীরুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে হাইয়ান উন্দুলসী (রহঃ) (মৃঃ ৬৫৪ হিঃ)
১১। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন– শাইখুত তাফসীর আল্লামা ইদ্রীস কান্দালভী (রহঃ)
১২। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)
১৩। সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন –বাংলা অনুবাদ ঃ মুহীউদ্দীন খান (সৌদী সংস্করণ)
১৪। উলুমুল কুরআন–আল্লামা তকী উসমানী।
১৫। দুররে মানছুর–ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)
১৬। তাফসীরে নুরুল কোরআন–মাওলানা আমিনুল ইসলাম। আল-বালাগ পাব। ঢাকা।

(খ) শানে নুযূল বিষয়ক

(১) আসবাবুন নুযূল–আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী আল ওয়াহেদী (মৃঃ ৪৬৮ হিঃ)
(২) লুবানুন নুকূল–ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)
(৩) কানযুন নুকূল ফি শানে নুযূল–মাওলানা আজিজুল হক।

(গ) হাদীস বিষয়ক

১। বোখারী শরীফ ২। মুসলিম শরীফ ৩। তিরমিযী শরীফ ৪। নাসাঈ শরীফ ৫। আবু দাউদ ৬। বায়হাকী শরীফ ৭। মুস্তাদরেকে হাকেম ৮। কানযুল উম্মাল ৯। মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০। তবারানী ইত্যাদি।